Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
3/95
Bhadaini, Varanasi-I
No. 9/88

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

6.7.71				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/95
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কথা

(প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব)

3/95-

PRESENTED
by
শ্রীশ্রীগোবিন্দমা

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BENARAS

কলিকাতা - ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়
৫৯, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
২রা শ্রাবণ, ১৩৫৯
(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মন্দির ও আশ্রমের জন্য প্রণামী ৫৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
৫৯, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সমবায় প্রেস
৩৩।২, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
হইতে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রকাশকের নিবেদন—

শ্রীমায়ের লেখা "আমার কথা" পড়লে তাঁর জীবন ইতিহাসের রেখা কয়টি মনের মাঝে রচনা কোরে তোলে একটি অনবদ্য সুষমামণ্ডিত পুষ্পকোরকের আত্মকাহিনী। একটি কুঁড়ি যেন তার অন্তরের মাঝে ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা ও স্নেহমাধুর্যের সম্পদ নিয়ে একটির পর একটি পাপড়ি খুলে বিকশিত হ'য়ে উঠলো ভবিষ্যৎ ফলের সম্ভাবনায় কঠিন বীজের আকর হোয়ে—পরমুহূর্ত্তেই দেবতার পায়ে তাঁর আত্মসমর্পণ একটা সুরচিত নাটকের সুনিশ্চিত পরিসমাপ্তির মত।

জীবনদেবতা মিশে গেলেন ভক্তের অন্তরে বাহিরে—তাই প্রাণের অমৃত উৎসের মাঝ থেকে চিন্তার বুদ্‌বুদ্‌ অনিবার্য সত্যের রূপ ধ'রে বেরিয়ে পড়তে লাগলো—বিশেষ স্থানে বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে। এ সুধার আস্বাদ যারা পেলো তারা ধন্য হ'য়ে গেলো যারা পেলো না তারা কিন্তু ফিরেও যেতে পারলো না—রয়ে গেল প্রসাদ লাভের আকর্ষণে; তারা শুধু খুঁজে মরে দেবতা কোথায়? আজও বুঝল না পাথরের মূর্ত্তি আর শ্রীমার মূর্ত্তি একই সত্ত্বা। শ্রীমা শুধু বসে আছেন অনাগত ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি লীলার আত্ম-প্রকাশের শাশ্বত মাধ্যম হ'য়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে প্রকাশের ব্যাকুলতার সঙ্গে অভিমানের সঙ্কীর্ণতা নেই বলে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীদের কাছে এই বইখানি পরম আদরের হ'য়ে থাক্‌বে।

শ্রীমার লেখা অন্য বই "পারিজাত গাথা" জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তা' ভক্তজনের চিরসমাদৃত হয়েছে।

সমবায় প্রেস এবং তাহার কর্মীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বই প্রকাশিত হ'ল। ছাপতে গিয়ে অল্প বিস্তর ত্রুটি বিচ্যুতি র'য়ে গেছে, তা আশা করি, সহৃদয় পাঠক ক্ষমার চোখে দেখবেন।

শিল্পী শ্রীযুক্ত পান্না সেন ছবিগুলি দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন এবং সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী শ্রীমতী অনুরূপা দেবী এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

বিনীত—

৫৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৮ সাল

শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র
শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র রায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/95

ভূমিকা

অনৈসর্গিক শক্তিসম্পন্না সর্বজনসম্মানিতা 'গোবিন্দ মা' (পিতৃদত্ত নাম শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী) নামে যাঁর বিখ্যাতি তাঁর এই আত্মজীবনী তাঁর ভক্তজনগণের আগ্রহাতিশয্যে ও তাঁদেরই ঐকান্তিক প্রযত্নে পুস্তকাকারে গ্রথিত হইয়া ছাপা হইল। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি নিরতিশয় বিস্ময়ানন্দে বিমুগ্ধ হইয়াছি। সাধারণ বঙ্গবালা এবং রক্ষণশীল বাঙালী গৃহের অন্তঃপুরিকা একটি শান্তশ্রীবিমণ্ডিতা গৃহবধূ, যিনি বহু পরিবার পরিবৃত সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রীরূপে প্রভাত হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য সহাস্য-মুখে ও অফুরন্তভাবে সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁর এই দুরূহ কর্ত্তব্যের ভার বহনে বিন্দুমাত্র আলস্য বা বিরক্তি নাই। তাঁর মধ্যে এই সকল অলৌকিক শক্তিসমূহের বিকাশ ও দৈবশক্তির অত্যাশ্চর্য আবির্ভাব এ কোন্ অদৃশ্য দৈববলে সম্ভব হয়? নিজেকে তিনি কোনদিনই প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, বরং লোকলোচন হইতে সর্ব্ব প্রযত্নেই ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অতি সাধারণ হিন্দুনারীর মতই সমস্ত সংসারের কর্ত্তব্য সেবাপরায়ণ হস্তে নিয়ত সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে কে বুঝিবে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না অক্লান্ত সেবাধর্মী মিষ্টভাষিণী স্নিগ্ধহাসিনী মেয়েটির মধ্যে কি বিপুল দৈবশক্তি নিহিত রহিয়াছে! দেখিয়াছি তাঁর পদতলে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এমন বহুতর লোকের ভিড় সর্বদাই লাগিয়া আছে, তিনি বিরক্তিহীন হাসিমুখেই সকলেরই বাঞ্ছাপূর্ণকরণার্থে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ অকুণ্ঠিত চিত্তেই করিতেছেন। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে কাহারও প্রতি তারতম্য নাই।

তিনি যে কত বড় শক্তির অধিকারিণী তাঁর পূর্ব প্রকাশিত "পারিজাত গাথা" নামক পুস্তিকাখানিতেই তার বিশিষ্ট পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। পূজার আসনে বসিয়া ইষ্ট সাক্ষাৎকারে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে সব উপদেশ লাভ করিয়াছেন সেই সকল মহাবাক্য ইহাতে গ্রথিত আছে। এই জীবনী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই ভক্তি উৎসটির সন্ধান জীবনী পাঠকালে সহজেই পাইবেন।

এই পুস্তকের দুইটি অংশ—একটি জীবন কথা—অপরাংশ হরিকথাপ্রসঙ্গ অর্থাৎ জিজ্ঞাসুদের সহিত শাস্ত্র বা ধর্ম্মালোচনা। এই অংশটি কিছু দীর্ঘ হইলেও যাঁহারা ধৈর্য ধরিয়া সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন চিত্তে ইহা পাঠ করিবেন, সহজ সরল ব্যাখ্যায় বহু নিগূঢ় শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত হইয়া লাভবানই হইতে পারিবেন এ কথা জোর দিয়া বলিতে পারি। বিশেষতঃ সর্ব্বশাস্ত্রসারভূত শ্রীমদ্ভাগবৎ, ষড়দর্শন, উপনিষদাদির বিশেষ বিশেষ গূহ্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জটিল তত্ত্ব সংক্ষিপ্তভাবে অপূর্ব পাণ্ডিত্যের সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। ভক্তি-মার্গীদের পক্ষে কতকগুলি পৌরাণিক বিষয়ের, যেমন 'রথযাত্রা' 'রাসলীলা' প্রভৃতির ব্যাখ্যা একান্তভাবেই অন্তর্স্পর্শী ও আনন্দদায়ক হইবে। ঐ সকল লীলামাহাত্ম্যগুলি নূতনত্বে পরিপূর্ণ অথচ সাধারণ ছেলে মেয়েদের বোধগম্য হওয়ার জন্য সহজ ও সরলভাবেই ব্যাখ্যাত।

তাঁর এই অভিনব পুস্তকখানি সর্বজন সমাদৃত হইবে এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপেই আমার চিত্তে সংসক্ত হইয়াছে। ভক্ত সাধিকা ও সংসিদ্ধা এক মহীয়সীর লৌকিক ও অলৌকিক বিমিশ্রিত জীবন কথা এ দেশের সকল রমণীরই অবশ্য পঠনীয়।

১৬এ, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট
১০ই পৌষ, ১৩৫৮

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগোবিন্দমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/95-

আমার কথা

প্রথম পর্ব

শ্রীগুরু চরণ বন্দনম।

আদৌ মন্ত্র গুরুশ্চৈব মন্ত্রদঃ পরমোঃ গুরু।
পরাপর গুরু স্তংহি পরমেষ্ঠি গুরুরহম্‌ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন—

গুরু গোবিন্দ! সাথী আমার! তোমার হাত ধ'রে চলবার পথের কথাগুলি তোমার ইচ্ছায় তোমারই চরণ-কমলে উৎসর্গ করলুম।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

—সেবিকা

১/১, সৃষ্টিধর দত্ত লেন,
কলিকাতা
৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৮।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

আমার কথা

আমার জীবনের সুখ দুঃখ ভাল মন্দ আনন্দ অবসাদ সব কিছুই সাধারণ মানুষের মত। তবে সংসারের সাধারণ কাজ কর্ম্মের মধ্যে থেকেও গোবিন্দ আমায় কৃপা করেছেন, মা করেছেন স্নেহ। লোকের নিন্দা স্তুতি সব কিছু কাটিয়ে আমায় যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি আমার চিরসাথী। হয়ত প্রাক্‌জন্মান্তরের অস্ফুট ছায়ায় কোন্ পুণ্য-জ্যোতির স্পর্শ লেগেছিল—তারই মাধুর্য্যের রূপে রসে আমার এ জন্মের ভাল মন্দ সব কিছুই সহ্য করবার ক্ষমতা মা আমায় দিয়েছেন। দুঃখ এসেছে প্রচণ্ড, বুক পেতে নিয়েছি দেবতার আশীর্ব্বাদের মত; একান্ত আনন্দের দিনেও মায়ের চরণ স্পর্শের সুখস্মৃতি মুহূর্ত্তের জন্যেও আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করতে পারেনি, তাও হয়ত আমার সাথীর ইচ্ছাতেই হয়েছে।

কেমন করে আমার ছোটবেলা থেকে সমস্ত জীবনটা একটা ভাবের মধ্যেদিয়ে কেটেছে আজ তা' স্মরণ করতে বসে অনেক কথাই মনের মধ্যে ভিড় করে আস্‌ছে। যা আমার নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা তা দিয়ে ডায়েরী লেখা চলে না। কয়েকটা বিশেষ বিশেষ দিনের আমার জীবনের অধ্যায়গুলো কেমন করে চলেছে তাই বলতে চাচ্ছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক

আজ সন ১৩৫৩ সালের ২০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার। অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙল একটা সুস্বপ্ন দেখে আর মুখে চণ্ডীর শ্লোক। আজ আমার দীক্ষার দিন ২০শে চৈত্র।

সন ১৩২১ সালের ২০শে চৈত্র আমার দীক্ষা হয়—আমার এবং আমার স্বামীর। বার বা তিথি মনে নেই। শ্রীগুরুর কৃপায় আকস্মিক ভাবেই আমরা দীক্ষা লাভ করি। আমার স্বামীর বয়স ২২ বৎসর আমার বয়স ঠিক জানা নেই—পনর কিম্বা ষোল হ'তে পারে।

তখন আমার প্রথমা কন্যা মাত্র চব্বিশ দিন জন্মেছে। জানি না গুরু গোবিন্দের কি ইচ্ছা? তাঁরাই আমার চিরসাথী—জ্ঞানানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে এ অনুভূতিও চিরদিনের। তাঁকে নিয়েই খেলেছি, হেসেছি, ভেবেছি, কেঁদেছি—আবার তাঁর নিবিড় আলিঙ্গনে তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে পড়ে থেকেছি। আমার বাল্য, কৈশোর, যৌবনের সেই চিরসাথী আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এনে আদেশ দিলেন "তোর জীবনের কথা লেখা চাই। এ তোর নিজস্ব দিনলিপি।"

আমি ত কিছুই জানিনে, আমার কি প্রয়োজন তাও তো বুঝিনে। তুমি আমার, আমি তোমার এ ভিন্ন আর কিছু সংসারে আছে কিনা তা' ভাবিওনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমারাধ্য গুরুদেব

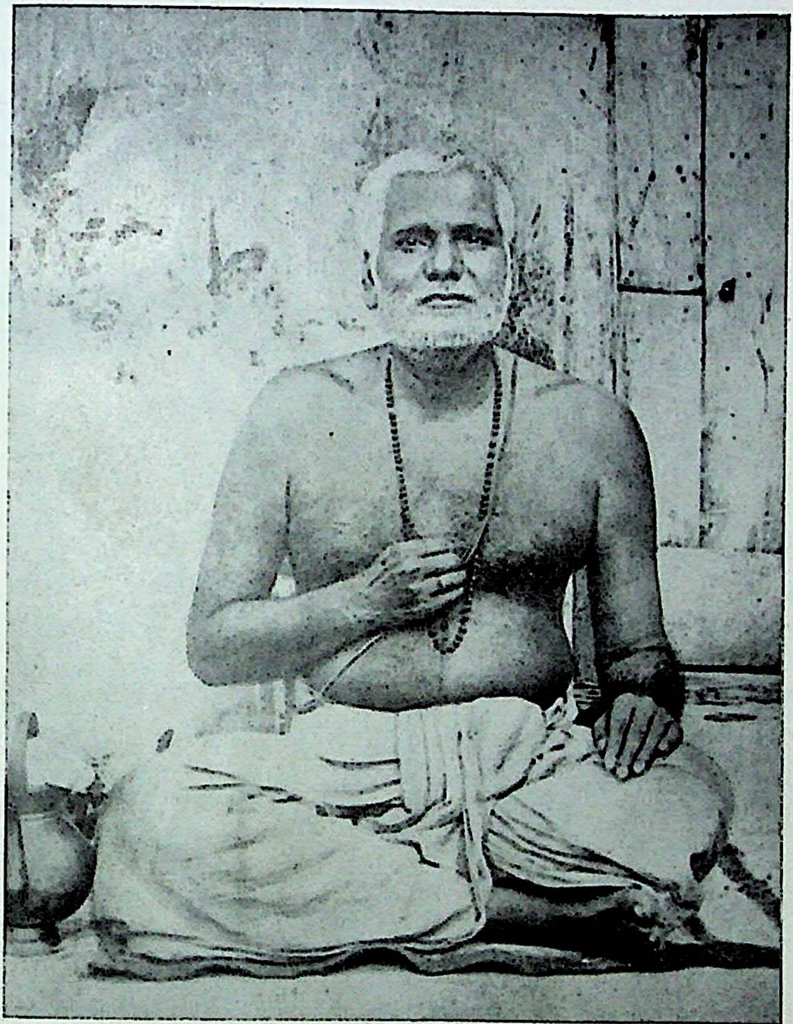

৺অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে আমার প্রিয়! কি তোমার ইচ্ছা তুমিই জানো। আমায় তুমি সব দিয়েছ। তোমার ভালবাসায় আমার সকলই পরিপূর্ণ, কোন আকাঙ্খা প্রাণে নেই। শুধু তোমাতে নিবিড় হয়ে মিশে থাকৃতে, তোমায় ভাবতে, তোমার আনন্দ-রস আস্বাদন করতে, একমাত্র সাধ। এ জীবনের তৃষ্ণা তুমিই। আমার সাধনা, বাসনা, কামনা, শ্রান্তি, অশ্রান্তি, উৎসাহ, নিরুৎসাহ, মান-অপমান, আনন্দ-অভিমান সব তোমারই ইচ্ছা। ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা এই ক্ষুদ্র লেখনীর মুখে তুমি ফুটিয়ে তুলে আনন্দ পাও—আনন্দ দাও। আমায় ঘিরে তুমি আছ তোমায় ঘিরে আমার জীবন। জগতে তোমার সাথে এসেছি সংসারে সংসারী হয়েছি—তার ভোগাভোগ নিয়েছি।

সমস্ত দিনটী আনন্দের মত কিছুই হয় নি—সন্ধ্যায় সাঁজবাতির আতঙ্ক (কারফিউ) সকলের চোখে মুখে দেখে মনটা নীরস হয়ে এল। অভ্যাসমত সন্ধ্যা ও মায়ের আরতি করে তাঁদের শয়ন দিয়ে নিজেরা খেতে যাচ্ছি। এস শ্রীগুরু এস আমার সাথী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই

আজ ২১শে চৈত্র।

ভোরে উঠে স্নানাদি কর্ম শেষে নিজ নিত্য কর্মে এগিয়ে এলুম। ঠাকুর ঘরের দোর খুলে ঠাকুরদের শয়ন তুলে গৃহাদি মার্জ্জনা করে নীলমণির বাল্য ভোগ মাখন ও একটি মিষ্টি দিয়ে দিলুম। ৺মাকেও একটু মাখন মিষ্টি দিয়ে তাঁর সকল পরিজনকে নিয়ে জল খেতে দিলুম। ঠাকুরঘরের দরজা খোলবার সঙ্গে সঙ্গে কমলের ছেলে মেয়ে এসে দাঁড়াল—"দিদা, কি রেখেছো? কি খাব? আজ গোটা মিষ্টি খাব না, খই মুড়কি খাবনা, বিস্কুট পাঁউরুটি খাব—দাও পয়সা"। তাদের শান্ত করে এলুম। সংসারের মধ্যে বাজার আনান, ভাঁড়ার দেখা, ভাঁড়ার বের করা, কি রান্না হবে দিদিকে বুঝিয়ে দেওয়া, স্বামী দেবতাকে জল খাওয়ান, টুকুর জল খাবারের ব্যবস্থা দিয়ে ঠাকুরের পূজার নৈবেদ্যাদি উদ্যোগ করে নিয়ে প্রত্যহ মায়ের চরণামৃত-সেবী কয়েকটি ভক্তকে চরণামৃত দিয়ে নয়টায় পূজার আসনে বসলুম। সুধীর এল—তার কথা শুনে আর একটি ভক্তের নিবেদন শুনে পূজায় বসলুম। পূজাতে আজ ডুবে যেতে পারি নি—তবে তাঁর আনন্দ পরশের অনুভূতিটুকু কৃপা করে দিয়েছিলেন, পরে ধ্যানে এক নূতন আনন্দ। সহজ অবস্থায় ভক্তেরা মায়ের কৃপা লাভের জন্য আমায় জানায়। আজ ধ্যানে ভাবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে দেখি গৌরী ৺মার কৃপালাভের জন্যে আমায় কাতর নিবেদন করছে।

একটার পর ঠাকুরঘর হ'তে বেরিয়ে এলুম। পূজার সময় দুজন সংসারী আত্মীয় এসেছিলেন। একজন গৈরিকধারী পরমার্থিক আত্মীয়ও এসেছিলেন দেখলুম। দিদি তাঁদের প্রসাদ জল দিলেন। একটি অতিথি এসে মায়ের ভোগের অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করলেন। স্বামী দেবতার আহারের পর আমারা আহার করলাম। আহারের সময় সেই ব্রহ্মচারীর কথাই আলোচনা হচ্ছিল। চারটের সময় মায়ের শয়ন তুলে মার পরিজন সহ তাঁদের শীতল জল পান দিয়ে, সংসারের রান্নার ব্যবস্থা দিয়ে আমি ভাগবত নিয়ে বসলুম। বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। এ সময়টির একটা মাদকতা আছে। সমস্ত দিনটি আমরা এ সময়টির প্রতীক্ষা করি। বিকেল থেকে সব ভক্তেরা মায়ের দুয়ারে আসেন। তাঁদের প্রাণে আনন্দ দেবার মত কী বা জানি? তাই এই ভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃতটি পাঠ ও আলোচনা করে এরই অমৃত সিঞ্চনে আমরা পরিতৃপ্ত হই। আমার এই নিত্য কাজের ধারার মধ্যে মনের অন্তরতম মণিকোঠায় যে ব্যাকুলতা নিত্য উৎসারিত হয়ে ওঠে তার উদ্বেলিত ভাবটা এই চৈতন্য-চরিতামৃতের মাঝে ডুবিয়ে দিই। মাঝে মাঝে মনে মনে ভাবি আমার মায়ের আমার গোবিন্দের এত দয়া এত স্নেহ আমি পেলুম কি করে? চোখের জলে বুক ভেসে যায়—মনের-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মোহিত ভাবে মায়ের মূর্তি দেখি, যে আলো আমার অন্তরকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে তার নির্বাত-নিষ্কম্প দীপ শিখার মত অম্লানজ্যোতি যেন কোন দিনই নির্বাপিত না হয়, মনে মনে মাকে জানাই। সন্ধ্যায় আরতি দিয়ে ভোগ শয়ান হ'ল। তারপর আমাদের আহারাদি ও শয়নের পালা।

তিন

আজ ২২শে চৈত্র শনিবার পূর্ণিমা। মনের ব্যস্ততা নিয়েই শয্যা ত্যাগ করলুম। আজ সত্যনারায়ণ পূজা, আনা নেওয়া যোগাড় যন্ত্র সবই বাকি। দৈনন্দিনের মত ঠাকুর ঘরের দরজা খোলা থেকে সকল কাজগুলি সেরে নেবার মুখে উকিল সুধীর এসে উপস্থিত হয়ে বললে "মা! দরকারী কথাটা পাঁচমিনিট সময় করে শুনে নিন্"।

আমি হাতের কাজ রেখে তার সামনে এসে বসলুম। দরকারী কথা,—৺মায়ের মন্দির হবার জায়গা কেনবার কথা আজ চার বছর হতেই চলছে কিন্তু কাজে পরিণত হয় নি। কেন হয় নি—সোজাসুজি কথা মায়ের ইচ্ছা। জায়গার দর হচ্ছে ৬০০০৲ ছয় হাজার থেকে ২২০০০৲ বাইশ হাজার—জমার ভাঁড়ারে ১৪০০৲ চৌদ্দশ টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জায়গা খুঁজে হায়রান, এদিক ওদিক দুএকটা, দক্ষিণেশ্বরে আবার নবদ্বীপেও, কিন্তু পছন্দমত হয়নি। কেন হচ্ছেনা মা জানেন। আজ সেই জমি সম্বন্ধে পরামর্শ স্থানে বসে মনে এসে গেল মায়ের উপর অভিমান। এ কেন গো? এ দীন ভিক্ষুককে এ দয়া কেন করলি মা? তুই তো জানিস্ মা, এ তোকে খাওয়াতে পারবে না, বসাতে পারবে না, আদর করতে পারবে না, তোর মতন তোর পরিচয় দিয়ে তোকে প্রকাশ করতে পারবে না। তখন তোর এ ইচ্ছা হ'লো কেন মা? এমন ভুবন-ভরা রূপটী নিয়ে সাকারা হ'য়ে সামনে এসে দাঁড়ালে কেন মা! আমি কিছুই যে বলতে জানি নে, কিন্তু আমার মনের চাপা সাধ কেমনটী হ'তে পারে সে শুধু তুমিই তো জান মা, তবে এ কি মা? আমি তোমায় বুকেই তো রেখেছিলুম; কেন না নেমে এসে এ মাটীর বুকে দাঁড়ালে? জান তো মা, এই জগত জোড়া মাটীর মধ্যে আমার জন্যে এতটুকু জমি তুমি তো রাখনি মা, তবে আমি তোমায় কোথায় বসাবো? কি খাওয়াবো কি পরাবো কি ভাবে তোমায় তৃপ্তি দিয়ে আমি সুখী হ'তে পারবো? আমি তোমায় নিয়ে কি করবো মাগো! লোকের কাছে ভিক্ষা করতে তো দ্বিধা বোধ করি নি,—তোমার জন্যে অথবা তোমার নামে আত্মতৃপ্তির জন্যে সবই করবো মা! তুমি দয়া করে তোমার একান্ত ভক্ত স্বামী দেবতার প্রতি কৃপা করে এক বিন্দু দিলেই তো সুভালাভালি হ'তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারতো মা! কি করি মা? তোমায় নিয়ে আমি কি করি? বনে গিয়ে তোমায় লুকিয়ে ফেলতেও যে পারিনা মা? এ কি আমার লুকিয়ে রাখবার নিধি? তবু খুবই তো লুকিয়ে রেখেছিলুম মা, তবে কেন তুমি লুকানোই থাক্‌লে না? মা! মাগো! মাগো!

যোড়করে কাতর হয়ে ডাকলুম; "ভক্তি দাও, ভক্তি দাও, ভক্তি দাও মা! শক্তি দাও, শক্তি দাও, শক্তি দাও শ্যামা"!

চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল। মাকে গোবিন্দকে স্নান করাতে বসে মনে এল আজ এঁদের একটু ভাল জিনিষ কি খেতে দেবো? দুধ নেই, মিষ্টি নেই, আলো-চাল কম রয়েছে—ভোগ ও পায়েস দু'রকম তো হবে না। মা, গোবিন্দকে আজ কি খাওয়াবে মা?

তখনি তখনি সরযূ এল। দুধ গুড় ফুলের রাশি সঙ্গে নিয়ে। উদ্দাম অভিমান কোথায় ভেসে চলে গেল! মা! মাগো এই তো! সত্যিকার প্রাণের প্রাণ! হায়, এই মায়ের প্রতিও থেকে থেকে সংশয় করি? নিত্যকার সেবা পূজা ও সত্যনারায়ণ পূজা, ভোগ, আরতি সব শেষ হ'তে দু'টো বেজে গেল। কিম্বা আরও বেশী হবে। কোন বিশেষ পূজার দিন হ'লে আমার স্বামীদেবতা পূজা করেন—নিত্য সেবা আমিই করি।

বাড়ীর সকলের আহারাদি শেষ হ'লো। সরযূরা দু'জন প্রসাদ পেলে—আমার প্রসাদ লওয়ার পর সরযূদের সঙ্গে হরি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা ও তার জানবার কথা নিয়ে আলোচনা হ'ল। পরে তারা বিদায় নিয়ে বাড়ী চলে গেল। আমি পিতুন আর টুকুর চুল বেঁধে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ঠাকুরের শয়ন তুলে শীতল জল পান দিয়ে, সকলকে প্রসাদ বিতরণ করে, ভাগবত নিয়ে বসলুম। সন্ধ্যা আরতির পর ভোগ ও শয়ন দিয়ে কয়েকটী ভক্ত এসে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বার্ত্তার পর যখন ঘরে এলুম রাত্রি তখন দশটা। প্রয়োজনীয় কর্ম সেরে টুকুর* নতুন খুকিকে দেখে স্বামী দেবতাকে খাইয়ে আমরা আহারাদি শেষ করলুম। নকুর বিয়ের বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলে সে সম্বন্ধীয় উপদেশ পানুকে দিয়ে আমার ডায়েরী লিখ্‌তে বসলুম। আজ রাত্রে শুলুম সাড়ে বারটায়।

চার

আজ ২৩শে চৈত্র রবিবার। ঘুম ভাঙ্‌তে বেলা হয়ে গেল। স্নানাদি সেরে ঠাকুর ঘরে এলুম বেলা ৭টায়। মনটা ভারি হ'য়ে উঠ্‌ল।

প্রতিদিনের মত শয়নাদি তোলা, মুখ ধোয়ান, প্রাতঃ ভোগ দেবার পর কমলের ছেলেদের বাল্য ভোগ দিয়ে বাজার আনান ফল মিষ্টান্নাদি আনান, রান্নার ব্যবস্থা দিয়ে সকলের জল খাওয়ার ব্যবস্থা দিতে দিতেই মায়ের সব ভক্ত ছেলেরা

* কনিষ্ঠা কন্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে দর্শন করতে এসে পড়ল। আজ রবিবার তাদের সময়।

ছেলেদের সঙ্গে কুশল প্রশ্নাদির পর চরণামৃত ও প্রসাদ দিয়ে নৈবেদ্যাদি তৈরী করে নিয়ে পূজায় বস্‌তে আমার দশটার বেশী হয়ে গেল।

মনটা যেন কেমন চঞ্চল হয়েই রইল। পূজাটীতেও মনটা বেশ নিবিড় হ'য়ে ভ'রে উঠ্‌ল না ; অভ্যাস বশতঃ অন্যমনস্কতার মধ্যেই ধ্যানে বসলুম ; ধ্যেয় আধারে মনটী পূর্ণ হতেই সুস্থ হ'য়ে সচেতন হ'ল। ৺মায়ের পরিজন সহ তাঁদের ভোগাদি দিয়ে বিশ্রাম দিলুম। স্বামী দেবতা এসে আহারে বসলেন। মায়ের মন্দিরের জমি কেনবার জন্য কথা হ'তে লাগল। আমরা আহারাদি করলুম বেলা তখন দুটো। আজ বাইরের মেয়েরা কেউ আসে নি। ঘরের মেয়েদের নিয়ে তখন কথা বার্ত্তায় নাতি নাতিনীদের সঙ্গে দু'ঘণ্টা সময় চলে গেল।

৺মায়ের গা মুছিয়ে শীতল জল পান দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা দিয়ে পাঠে বসলুম। দিদি এসে বললেন "দেখ মাকে আমি কোনদিন কিছু বলি নি আজ একটা কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করছি—আমি মানুষ হ'তে পারব কি না—আর কি করে মানুষ হব" ? দিদির দিকে চেয়ে ভাব্‌তে লাগলুম তাঁর কৃপার অধিকারিণী হয়েছে বলেই এ চৈতন্য এসেছে—নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা ভাবতে শিখেছেন। বললুম জানাবো। ভাগবতের মধুর আনন্দে প্রাণ মন পূর্ণ করে নিয়ে সকলে নিজ নিজ সন্ধ্যা পূজায় বসলুম। পূজা আরতি শেষে গোবিন্দ-সহ মাকে সন্দেশ বাতাসা জল খাইয়ে শয়ন দিয়ে এই ডায়েরীর খাতা খানি নিয়ে মার চরণে লিখতে বসলুম। খাওয়া দাওয়ার এখনো দেরী আছে। স্বামী দেবতা এখনও বাড়ী আসেন নি— অনাথ বাড়ী আসে নি অপরাপর কোন লোকও উপস্থিত নেই, মনের ইচ্ছে আজ একটু সকাল সকাল শুতে যাব শরীরটা বেশ ভাল লাগ্‌ছে না।

পাঁচ

আজ ২৪শে চৈত্র সোমবার। প্রভাতে উঠেই দেখি নিজের মনটী ফিরে এসেছে প্রফুল্ল হ'য়ে। নাম করতে লাগলুম। স্নানাদির পর ঠাকুর ঘরে এসে ঠাকুরদের শয়ান তুল্‌তে গিয়ে নীলমণির ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেখি মুখখানি তার মলিন, কোলে নিয়ে মুখ চোখ ধুইয়ে দিলুম। চোখ ত্বটীতে অভিমান ভরা। আহা-রে! ত্বটী দিন চঞ্চল মনের চঞ্চলতায় নীলমণিকে লক্ষ্য করি নি, আদর করি নি কাজ সেরে দিয়ে গেছি, আর কি রক্ষে আছে? কত আদর আব্দারের নীলমণি আমার রতনমণি! মরে যাই মরে যাই-রে! নাড়ু খাওয়া হাতখানিতে মাখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলে দিলুম। অভিমানে তা হাতে ধরলে না। সন্দেশ হাতে দিলুম ফেলে দিল। আজ নীলমণি কিছু খাবে না, খেতে চায় না। অমন খাওয়া সে খাবে না। মন-মাখান মাখন নইলে কি নীলমণি খেতে পারে? নীলমণির অভিমান নিয়ে যখন কাতর হ'য়ে পড়েছি, কমলের কোলের নীলমণি তখন ঠাকুর ঘরের চৌকাঠ ধরে এসে দে দে দে;—করতে লাগল, সেও যে মাখন খাবে। সামনে নীলমণি পিছনে নীলমণি বাৎসল্য স্নেহে 'কেহ কারে নাহি আঁটে উভয়ে সোসর'! এ নীলমণি খাবার নিলে। যথারীতি নৈবেদ্যাদি পূজার যোগাড় করে নিয়ে যখন পূজায় বসলুম সাড়ে নয়টা তখন। মহিমাময়ী মায়ের মূর্ত্তি যত দেখি ততই দেখতে চায় প্রাণ, স্নেহ করুণায় মাখান সমুজ্জ্বল চোখ দুটীর দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত করে যে আছেন সর্ব্বক্ষণ সেকি চিত্রকরের তুলিতে আঁকা যায়—না কোন চিত্রকর তুলিতে আঁকতে পারে? অপূর্ব্ব দীপ্তিতে উদ্ভাসিত জীবন্ত মায়ের মূর্ত্তি খানি—দেখি কেবল চেয়ে চেয়ে দেখি আর চোখের জলে বুক ভেসে যায়—পূজার ফুল চরণে তুলে দিতে পারি না। আমি ঐ সজীব মূর্ত্তিখানিতে মিশে গিয়ে স্তব্ধ নিঃসাড় নির্জ্জীব হয়ে যাই। এই যদি পূজা হয় তবে পূজা করি, নচেৎ যে কি করি তা জানিনা! ভোগ দিয়ে উঠলুম একটা বাজল।

স্বামী দেবতা আহার বসলেন আমি পাখা নিয়ে বসলুম। তাঁর আহারের পর দিদি আমায় জানালেন চাল আনাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে ওবেলা চাল কুলুবে না। আজ আমি নীলমণির অভিমান নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। ভাঁড়ার বের করিনি কাজেই চালের সংবাদ ঠিক জানা নেই। স্বামী দেবতাকে জানাতেই ভীষণ রেগে গেলেন। এ ত বাজারে দাম ফেলে জিনিষ আনা নয়, রেশন অফিসের কাজ—কত কি বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও আপন মনে বক্ বক্ করে আহারাদি কাজ সেরে নিলুম। মধ্যাহ্ন বিশ্রাম কোন দিনই হয় না। আজও হ'লো না। কারণ ভক্ত ছাড়াও প্রতিবেশী মেয়েরাও আমার সঙ্গে ভগবানের কথা বা অপরাপর বিষয়ের উপদেশ নিতে ভালবাসেন। তাঁদের এই সময়টুকুই অবসর। তাঁরা দু'একজন এসেছিলেন। তাঁরা বাড়ী যাবার পর আমি যথাযথ ঠাকুরদের শয়ন তুলে তাঁদের শীতল জল পান দিলুম। এমন সময় সরযূ এসে উপস্থিত। তাকে পেয়ে আনন্দিত হলুম। সে আজ পনের দিনের উপর দেশের বাড়ীতে গিয়েছিল। এমন সময় স্বামী দেবতা অসুখ নিয়ে বাড়ী এলেন। পর পর দাস্ত ও পেটের বেদনায় অস্থির হ'য়ে পড়লেন। আমাদের মধুর অপরাহ্ন ভাগবতের পরিচর্য্যায় ব্যাপৃত না হ'য়ে ব্যাধির পরিচর্য্যায় সকলে ব্যস্ত হলুম।

তাড়াতাড়ি আরতি আদি সেরে নিয়ে মা'দের সকলকে শয়ন দিয়ে যখন এলুম তখন সাড়ে আটটা। ডাক্তার এলেন রকমারী ওষুধ এল। দশটার পর তিনি একটু সুস্থ হলেন। সমস্ত রাত্রিই আমরা জেগে রইলুম। সারারাত্রি ভেদ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেটের যাতনাও রইলো। অনাথ দালানে, আমি আছি জেগে ঘরেরমধ্যে হঠাৎ এক সময় মনে হ'লো আজ ২৪শে চৈত্র। মণ্টুর আজ মহাপ্রস্থানের দিন। এই একুশ বছরের মধ্যে এ স্মরণীয় দিনটীও কখনও বিস্মৃত হই নি—সন ১৩৩৩ সনের ২৪শে চৈত্র অশোকষষ্ঠী তিথিতে আমার ঐ একটীমাত্র পুত্র সন্তানের মহাপ্রস্থান। তিথি স্মরণ কেন? একি শোক লেখা? ওগো সাথী আমার, চিরজীবনের! চিরদিনের সাথী! তোমার কাছে ত কোন আবরণ থাকে না—নেইও তা; তুমিই বলে দাও একি শুধুই আমার শোকস্মৃতি? পুন্নাম নরক মোচনই পুত্রের মাতৃ-পিতৃ ঋণ শোধ। মণ্টু যে আমাদের নরক-তারণ, পুত্র কি গুরু তা কে কি বললে যে ঠিক হয় জানিনা সে যে গুরুতর। হে সাথী! তোমার নিবিড় ভালবাসার মধ্যে সুখে ডুবেই ত ছিলুম। তুমি যে কী, কে' তা' ত মুখ তুলে দেখি নি। তোমার কাছ হতে নিতে হয়, দিতে যে তোমায় হয় তা' ত জানিনা। সেই যে জানিয়ে দিয়ে গেল তোমার পরিচয়—তোমাতে আমাতে জীব জগতে সম্বন্ধ। সে যা দিয়ে গেল এ ভাবে ত তোমায় কোন দিন দেখি নি। ছেলে-বেলায় ধূলা খেলায় তোমায় পেয়েছি খেলার সাথী হ'য়ে। চলেছি বসেছি, খাওয়া শোওয়া সব সময়ই ত তুমি সাথে সাথে রয়েছ; বুঝতে পেরেছি, দেখতেও যেন পেয়েছি। জীবনের টানা পোড়েনের অবিছিন্ন ভাবে তোমার অনুভব, তোমার আলিঙ্গনস্পর্শ পেয়েছি। তুমি মধুর, মধুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার হাসি দেখে হেসেছি, স্নেহ পেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে ভালবাস্‌তে চেয়েছি। দুঃখ-কাতরতায় তোমার সান্ত্বনা পেয়ে সুস্থ হয়েছি। বয়স ও মনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও পরিবর্ত্তিত রূপ নিয়ে সাথে সাথে চলেছ। তুমি এত ঘনিষ্ঠ, তবু তোমার পরিচয় জানি না—সেই তো তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ! জীবে ও জগদত্রীতে কি সম্বন্ধ সে আমায় মন্টুই বুঝিয়ে দিয়ে গেল। পূর্ণ প্রাণে যে অন্বেষণ প্রাণের মধ্যে আসে নি, বিয়োগে তা সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছিল। ভোরের দিকে অনেকটা সুস্থ হ'য়ে স্বামী দেবতা ঘুমিয়ে পড়লেন।

ছয়

পরের দিন ২৫শে চৈত্র মঙ্গলবার। ভোরে উঠেই প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সেরে ঠাকুরদের শয়ন তুলে যথাযথ ঠাকুর ঘরের কাজ গুছিয়ে নিয়ে, বাল্য ভোগ দিয়ে, নাতি নাতিনীদের খই মুড়কী দিয়ে, স্বামী দেবতার ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা দিয়ে, বাজার ইত্যাদির আনা নেওয়া করে, রান্নার ব্যবস্থা দিয়ে, ঠাকুরের নৈবেদ্য করতে বসলুম—স্বামী দেবতা তখন ঘুমুচ্ছেন।

তারপর ডাক্তারবাবু কেমন আছেন জিজ্ঞাসার পালা। তার জবাব দিয়ে দিয়ে সকলকে ৺মায়ের চরণামৃতাদি দিয়ে পূজায় বসলুম। পূজাতে মনটী তৃপ্তই হ'লো। আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন মঙ্গলবারের চণ্ডীপাঠ। অমাবস্যায় হোম চণ্ডীপাঠ মায়ের কাছে হয় এবং প্রতি শনি মঙ্গলবারে ৺মাকে একটু চণ্ডী শোনাই। ৺মায়েদের ভোগাদি খেতে দিয়ে তাঁদের বিশ্রাম দেবার পর বেরিয়ে এসে দেখি দুটা বেজে গেছে। উনি ডাবের জল বার্লি খেয়েছেন। আমি এসে তাঁর বিছানা ঠিক করে আর একটু ডাবের জল খাইয়ে দিদি ও *নিভাকে নিয়ে আহারে বসলুম। প্রফুল্ল এসে উপস্থিত হ'লো। তাদের সংবাদের জন্য সকলেই ভাব্‌ছিল। হাওড়ায় হাঙ্গামা হচ্ছে—তারা কেমন আছে—যাক্ সকলেই নিশ্চিন্ত। প্রফুল্লকেও ভাত খেতে দেওয়া হ'ল। গৌরী এল—তাঁর অসুখ দেখে গিয়েছিল কাজেই সুস্থ হ'তে পারে নি দুপুরেই এসে হাজির। একঘণ্টা পরেই চারটে বাজল। আবার কাপড় কেচে ঠাকুর ঘরে এলুম। ঠাকুরদের গা মুছিয়ে মালা চন্দন পরিয়ে তাঁদের শীতল জল ভোগ দিলুম। টুকুকে নাতি নাতিনীদের জল খেতে দিলুম। স্বামী দেবতাকে বার্লি খাইয়ে রান্নার যোগাড়ে এসেছি—মেয়েরা সব উপস্থিত হ'লো। ভাগবৎ শ্রোতারা ভাগবতের আশায় বসে, কাজেই হাতের কাজ শীঘ্র সেরে ভাগবতের আরাধনায় বসলুম—জানি বা না জানি, বুঝি না বুঝি তবুও আনন্দ—এটী ভাগবত ব্যাখ্যার আনন্দ নয়; সেই শ্রীভগবানের করুণামৃত পানের আনন্দ।

* নিভা—ছোটজা, প্রফুল্ল—ভাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যায় মায়ের সামনে বসলুম। চিন্তা কি ধ্যান, প্রার্থনা কি কথা, জপ কি পূজা সে কি মা-ই জানেন। আমি শুধু বসে থাকি। "আরতির পর ঠাকুরদের বাতাসা সন্দেশ, রাত্রের খাওয়া খাইয়ে তাঁদের শয়ন দিয়ে দরজা বন্ধ করে এসে দিদিকে ভোগের মিষ্টি জল খেতে দিলুম। রাত্রি তখন নয়টা। স্বামী দেবতার ঘরে খুব ভিড় ছিল। এবারে তারাও সব চলে গেলেন। তাঁর শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে তবে ভাল আছেন। রাত্রে তাঁর ভাল ঘুম হ'ল না। দু'বার কমলা লেবু খাওয়ালুম—শুয়ে বসে রাত্রি কেটে গেল।

২৬শে চৈত্র বুধবার। আজ স্বামী বেশ ভাল আছেন। আমি প্রতিদিনের মত বাল্য ভোগ দিয়ে নিজ কার্য্যশেষে ওঁকে বার্লি খাইয়ে নৈবেদ্যাদি করে নিয়ে পূজায় বসলুম। কমলকে বলে দিলুম দশটার মধ্যে তাঁকে মাছের ঝোল ভাত দেবে। ৺নারায়ণকে স্নান করিয়ে মাকে, নীলমণি ও আর সব ঠাকুরদের স্নান করালুম। নারায়ণের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে কেমন যেন অবশ হয়ে নারায়ণের দিকে চেয়ে বসে রইলুম। গোল আকার কাল শিলাটুকুর সামনের দিক্‌টা সাদা ভাব, সেই উজ্জ্বল শ্বেত দাগটীর ভিতর হ'তে কি আশ্চর্য্য দৃশ্য যে নয়ন-মন-প্রাণ গলিয়ে দেওয়া স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চোখ দুটী! আবার নাসিকা ও ছোট্ট কপালটীতে অলকা তিলকা সজ্জিত অতি ছোট্ট ফুলের পাপড়ীর মত পাত্‌লা হাল্‌কা ঠোঁট দুটী যেন তাতে সাজান। সেই মুখের চারিপাশ ঘিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ কাল রংটী যেন লোটান কাল চুলের রাশি। যার দৃষ্টিতে এই অরূপের অপরূপ রূপ লেগে যায়—সেই বুঝতে পারে যে এ কি রূপ! অথবা সেও বুঝতে পারে না। তার যে সকল চেতনাই ঐ অপরূপের রূপ সাগরে ডুবে তলিয়ে যায়। দেহটী আমার কাঁপছে আর সকল অন্তরের মধ্য বেয়ে একটা পুলক স্পর্শ বয়ে যাচ্ছে,—সে যে কি হয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। ঢন্ ঢন্ ঘণ্টার জোর আওয়াজ হ'লো—নিজের মধ্যে নিজের চেতনা তখন ফিরে এল। নারায়ণ! তোমার পরিজন নিয়ে তুমি আমার সামনে, তোমার পূজার দ্রব্যাদি সামনে যথাযথ সাজানো আছে, তোমার হাতেতো তুলে দিই নি! তুমি কি আদর করে নিয়েছ? তৃপ্ত তুষ্ট হয়েছ কি মা আমার?

অনেক সময় নিয়ে আজকের পূজা এই ভাবেই হ'লো। তারপর ভোগাদি খাইয়ে ঠাকুরদের বিশ্রাম দিয়ে, ঠাকুরঘর বন্ধ করে চলে এলুম। দিদি বললেন; "আজকে আর বট তলায় পড়তে দিই নি, ঘণ্টা বাজিয়ে ফিরিয়ে আনলুম। ঠাকুর ত ভোগ খেলেন আমার কি হ'ল জানি না।"

আহারাদি হ'লো। স্বামী দেবতা ভালই আছেন—শুয়ে আছেন। টুকুর মেয়ে নিয়ে একটু সময় কমলের খোকন নিয়ে একটু সময় আদর আহ্লাদ করে—স্বামী দেবতাকে ডাবের জল কমলালেবু খাইয়ে কাপড় কেচে ঠাকুর ঘরের দরজা খুললুম। ঠাকুরদের গা মুছিয়ে মালা চন্দন পরিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীতল ভোগ দিলুম। *পিতুন, ছন্নু, ঘোঁতন তখন নূতন বায়না নিয়েছে, 'ফাষ্ট ক্লাস লভেঞ্জুস, অবাক জল পান এবং বল খেলবার চাঁদা দশ পয়সা দাও' তা'দের বাসনা মিটিয়ে রান্নার ব্যবস্থা দিতে ভাগবত শ্রোতা মেয়েরা এল। তখন ভাগবতখানি নিয়ে বসলুম। সনাতনকে মহাপ্রভু যখন মধুর রসের আস্বাদন অনুভব করাবার প্রয়াস কচ্ছেন, এমন মধুরের মধ্যে কালীঘাটের ভদ্রলোকেরা নকুকে দেখতে এলেন। বড়মার নাতনী নকুকে আর আমায়ও। এবার পাত্রী দেখাবার আসর পড়লো। সন্ধ্যায় মা'র সামনে বসলুম—পরে আরত্যাদির পর ঠাকুরদের শয়ন দিয়ে এসে শুনলুম স্বামী দেবতার শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে—দুর্বলতায় কথা কইতে পাচ্ছেন না। তাঁকে খাইয়ে তাঁর কাছে ব'সে তখন পরিচর্য্যা করতে লাগলুম। তখন আবার দুজন ভক্ত মেয়ে এল। গোবিন্দ এল স্বামী দেবতার সংবাদ নিতে। নানা রকমের কথার মধ্যে স্বামী দেবতা অনেকটা সহজ ভাব দেখালেন। সাড়ে দশটায় আহারাদি হ'লো—অনাথ কেবল বাকি রইলেন; তাঁর আহারের সময় বারটার মধ্যে। রাত্তিরটাও ৺মা বেটী বেশ আরাম দিলেন না—দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়েই নিয়ে গেলেন।

* নাতি নাতিনীগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাত

২৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার। সকালে উঠেই গায়ে পায়ে একটা অসহ্য বেদনা অনুভব করলুম। স্নানের বদলে গা মুছে নিলুম। ঠাকুর ঘর খুলে মায়েদের শয়ন তুললুম। মুখাদি ধুইয়ে গৃহ পরিষ্কারের পর তাঁদের জল খেতে দিলুম। নীলমণিকে আদর করে মাখন মিষ্টি দিলুম। চরণামৃত প্রার্থীদের চরণামৃত দেওয়া শেষে বাজার আনাবার ব্যবস্থায় বসে রইলুম। স্বামী দেবতার অসুখ হ'লে এ ভোগ বেশ ভাল ভাবেই নিতে হয়। এ শুধু বলে ব্যবস্থা দিলে হবে না—টাকার ব্যবস্থা করতে হবে—আনবার লোক দেখ্‌তে হবে—এই সব করছি এমন সময় সুধীর এল। সে প্রতি-দিনই মাকে প্রণাম করতে আসে। বললে—'মা তোমার মায়ের জমির কি হ'লো? কিছু দিন যদি অপেক্ষা করতেন তবে না হয় গঙ্গার ধারের এই ২২ হাজার টাকার মন্দিরটাই নেবার চেষ্টা করা যেত, যাক্‌—এখন মায়ের যা' ইচ্ছে। তিনি কি এমনই ইচ্ছে করবেন যে তাঁর ছেলে মেয়েরা তাদের মনের মতন করে সেবা করতে পারবে না'।

তার কথার উত্তরে বললুম—"মা ত আগেই বলে দিয়েছেন গরীব ভাবে থাকবো, সে ইচ্ছেই ত তাঁর পূর্ণ হবে সুধীর, নইলে সরযূর দেওয়া দশকাঠা জায়গা নিলেন না, লগ্নর দেওয়া মন্দির গ্রহণ করলেন না, প্রকাশের দেওয়া জমিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিলেন না, তখন আর কি বলবো। লগ্ন*তো কলকাতাতেই মন্দির করে দিতে চেয়েছিল, সরযূ না হয় ব্যারাকপুরে, প্রকাশও না হয় খড়দায়, নবদ্বীপেও ত অনেক দেখা হয়েছে, বায়নার টাকা নিয়ে ফিরে এসেছেন। আমরাও চার বছর ধ'রে অনেক চেষ্টা করলুম কর্ত্তার অনিচ্ছাতেয় কাজ হ'লো না। এখন দোষটা কিন্তু চাপাচ্ছেন তোমার ওপর—কাল মা বললেন; 'উকিলী ফাঁকি' এবার বুঝতে পারলে?" অবাক্ হ'য়ে সুধীর চেয়ে থেকে বললে;—"মা এই বললেন এতদিন পরে!— আমাদের আশা বাসনার মত তবে হবে না এই কি মনে হয়? ছোট ছোট জায়গার কথা উঠ্‌লে আমিই ত চাপা দিচ্ছি। আমাদের মা এতগুলি সন্তানের গৌরবের জননী তাঁর মতন ভাবেই তাঁর সেবা পূজা মন্দির উত্থান নিয়ে দশের কাছে প্রকাশ হবেন না?''

সত্যিই ত উকিলী ফাঁকি! যদি সত্যিকারের চেষ্টা হ'ত যদি নিজের মনের মত করে আপ্রাণ চেষ্টা থাকত—অন্ততঃ একটা জায়গা জোগাড় হ'ত বইকি? মা ত ঠিকই বলেছেন। আমার ভক্ত ছেলেরা হয়ত মায়ের জন্যে ভাবে কিন্তু সেইটেই ত যথেষ্ঠ নয়। আরও ত অনেক উকীল ছেলে আসে। তারাও ত কই চেষ্টা করে না। মা বোধ হয় ছেলেদের দৌড়টা দেখছেন। ছেলেরা তাওতে দেখাতো পারছে না। মুখে বলে না বটে, ভাবে প্রকাশ করে চেষ্টা ত করছি।—সুধীর

*লগ্না—নাট্যকার ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করার চেয়ে বলে বেশী তাই বোধ হয় মা রসিকতা করে ঐ কথা বলেছেন। হয়ত বাক্ সংযমের ইঙ্গিত।

বললুম "সুধীর, এ যে আমার মা, কাঙালের ঠাকুর! আমার শ্বশুরের বংশের কুল দেবতা দলের মধ্যে ত প্রকাশ নন, তবে যে কৃপা তোমাদের দান ক'রে আস্ছেন, তোমরা অবাধে পেয়ে আসছ, সে তোমাদের প্রতি দেবেন বলেই এ দয়া, নেবেন বলেত নয়, নইলে যার ঘরে অন্নপূর্ণা সে অন্নের জন্যে চোখের জল ফেলে কেন? তাঁর ইচ্ছা কোন দিনই নয়, যাকে তিনি ভালবাসেন তাকে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে হারিয়ে ফেল্তে চান না। এই তাঁর ভালবাসার বিশেষত্ব। আমরা যাকে ভালবাসি তাকে ঐশ্বর্য্য দিয়ে সুখী হই— তিনি কিন্তু ঐশ্বর্য্য হরণ করেন। এত ছোট জিনিষ তাঁর ভালবাসার পাত্রকে দিয়ে কি তিনি সুখী হ'তে পারেন?" ঐশ্বর্য্য কোন দিনইতো চাইনি মা করুণাময়ী! করুণাময়ী মাগো! অভাব পূরণ সে তোমারই কৃপা! অভাবের তাড়নায় ব্যাকুল হয়ে তোমায় ভর্ৎসনা কর্বো সে দুঃসময় আমার চলে গিয়েছে মা! পূজাদির পর ভোগ আরতি দিয়ে ঠাকুরদের বিশ্রাম দিলুম। বিকালের যথাযথ ঠাকুরদের সেবা ও পাঠের পর মায়ের সামনে বসলুম। ও বেলা মায়ের সঙ্গে মন মিলন হয় নি, মনটা যেন পরের মধ্যে চলে গেছলো— নাও মা! ধর ধর একে ধরে আমার বশে নিয়ে যাও মা— এই দুরন্ত চিত্তটী শান্ত করে আমার হাতে তুলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাও। আমি মেয়ে কি তুমি মেয়ে, কে তুমি, কে 'আমি তা' জানি না। তোমার আদরে তোমাতেই আমি মিশিয়ে যাই, আর আমার আদরে তুমি আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠ মা! আরতি প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়ের উজ্জ্বল প্রদীপ্ত মুখের উপর তুলে ধরে চোখ চেয়ে দেখ্‌তে পারি না। চোখের পাতার আড়ালে দৃষ্টি ডুবে গিয়ে মনোময়ীর মূর্ত্তিকেই আঁকড়ে ধরে। চোখের জলে বুকের ভার নেমে যায়। কাঁদার মত কাঁদতে জানা চাই। মা তাই চোখের জলের পূজাই হয়ত বেশী পছন্দ করেন, ভক্তের সঙ্গে নিজেও কাঁদেন। শীতল দিয়ে ঠাকুরদের শয়ন দিলুম। ন'টা রাত্রি হয়েছে বটে, আমার শরীরটা ভাল নেই, তাই আহারাদির তাগিদ দিয়ে সকলের আহারাদির পর আহার করে শুয়ে পড়লুম।

আট

সন ১৩৫৪ সাল ১লা বোশেখ মঙ্গলবার! ঘুমভেঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে ৺মার মঙ্গল আরতি করে মঙ্গল আরতির ভোগ দিয়ে এলুম স্নানাদির কাজে। একটু তাড়াতাড়ি করেই কাজ সারতে লাগলুম। আজ একটা বছরের দিন, মানুষের কত আনন্দ, আশা, উৎসাহ, কত আকাঙ্খা সম্মুখে নব রূপ ধরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলমণিকে বাল্য ভোগ দিয়ে নৈবেদ্যাদির জোগাড়ে যাব —প্রথমেই সরয়ুর ছেলেরা এসে মাকে প্রণাম করে আমায় প্রণাম করে পায়ের কাছে একটী একটী টাকা রেখে দিতে লাগল—এটী আমার বড় মিষ্ট লাগলো আদর ভালবাসা আর মর্য্যাদা দান। পরে পরে সকলেই সকল ছেলে মেয়েই আসতে লাগলো তাদের সশ্রদ্ধ দান মায়ের চরণে নিবেদন করে, আমায়ও আদর করে পরিতৃপ্ত আনন্দিত হ'তে লাগল। মায়ের আশীর্ব্বাদ দিয়ে চরণামৃত প্রসাদ সকলের হাতে হাতে দিতে যে কি আনন্দে আমার অন্তর মন পূর্ণ হ'তে লাগলো তা তবু বছরের এই দুটো দিনই বুঝতে পারি ১লা বৈশাখ আর ৺বিজয়া দশমীর দিন।

ঠাকুরদের স্নান করিয়ে মাল্য চন্দনে সজ্জিত করে আমি স্বামী দেবতাকে পূজায় বসিয়ে দিলুম। আজ খাতা পূজাদি সব আছে। আমিও চণ্ডী পাঠ পূজা করে মহাদেবীকে স্তুতি শোনাতে বসলুম। পাঠ শেষে দেখি বড় সরযূ এসে বসে আছে। পূজা ভোগাদি আরতির পর সকলকে প্রসাদ এবং যার যার পূজা দেওয়া ছিল তাদেরও খাতা সহ প্রসাদ দিয়ে স্বামী দেবতাকে আহারে বসিয়ে ঠাকুরদের বিশ্রাম দিলুম। সরযূ শাক এনেছিল, সেই শাক তখনি ভেজে ভোগে দেওয়া হ'ল। আজকের দিনে বরাবর মায়ের নানাবিধ দ্রব্যে ব্যঞ্জনে ভোগ হয়। ভক্ত অনেকে প্রসাদ পায়। আজ কিন্তু তার কিছু হ'লো না। দুটী তরকারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটু পায়েস দিয়ে ভোগ দেওয়া হ'লো। যে দু'একজন উপস্থিত ছিল তারাই প্রসাদ পেলে। আজ চার বৎসর ধরে দুর্বৎসর যাচ্ছে বটে, কিন্তু আমার মায়ের সংসারে কোন অনটন আজকের দিনের মত বুঝিনি। আজ মাকে একটু ভাল খাওয়াতে পারলুম না, স্বামী দেবতার ডাক্তারখানা এই মুসলমান দাঙ্গার জন্যে গত বছর হ'তে একরকম বন্ধ আছে, রোজগারও প্রায় বন্ধ। ভক্তরা মার কথা ভাব্‌তে পারে না। অভাব সকলেরই ঘরে ঘরে, অভাবনীয় দুর্দ্দশা, মা ছেলে মেয়েদের ভাল খেতে দিচ্ছেন না। নিজেও তাই আজ ভাল খেলেন না। মনটা কিন্তু খচ্‌ খচ্‌ করতে লাগ্‌লো। আহারাদি শেষ হ'লো বেলা সাড়ে তিনটে।

সরযূ বললে "মা আমাদের আজ কি আশীর্ব্বাদ দিলেন বললেন না"? আপনা হ'তে মুখ দিয়ে বের হ'লো "তোমাদের জীবনে মা হউন কল্যাণ শোভা"। সরযূ বললে "মা আজ কে কর্ম্ম পেল"? সরযূ আশীর্ব্বাদ প্রসাদ নিয়ে নাতনী পুত্র সঙ্গে করে ব্যারাকপুর রওনা হ'লো। আমিও ঠাকুরদের জলধারা হ'তে তুলতে এলুম। শীতল ভোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দ দাস, জগন্নাথ ব্যানার্জ্জী এসে উপস্থিত। বেলা, অমিয়ও এল। গুণেন তার ছেলে মেয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এল, প্রতিদিনের ভাগবত শ্রোতা মেয়েরাও সব এল। গোপী মোহনের শীতল ভোগ প্রসাদ সেই সময় এসে পড়ল। সমবেত ছেলে মেয়েদের মায়ের প্রসাদ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপী মোহনের প্রসাদ বণ্টন করে দিয়ে আমি একটু সময় ভাগবত নিয়ে বসলুম। পাঠ সময়ের মধ্যে অনেকেই মাকে দর্শন ও প্রণাম করে গেল। পাঠ শেষে সন্ধ্যার দীপ জ্বালা হচ্ছে, দুলালীর পিতা শ্রীশ হালদার এডভোকেট সপরিবারে এলেন। আর অনেকানেক ভক্তরা সব এই দাঙ্গা অসুবিধের জন্যে এসে উপস্থিত হ'তে পারলেন না। দুলালী আমায় বললে, "মা আমায় উপযুক্ত শিষ্যা করে নিন,— আমি যেন মহৎ হ'তে পারি,—" সর্ব্বাঙ্গ মাটীতে লুটিয়ে দিয়ে সে আমায় প্রণাম করলে। সব মেয়েরাই বললে "মা আজ কি আদেশ করলেন ? আমরা কি মায়ের দয়া পাব" ? "পাবে পাবে এর জিজ্ঞাসা নেই শুধু চেয়ে যাও"। সব মেয়েরা মালা পরালে কিন্তু গৌরীর মালাটী বড় সুন্দর হ'ল। কমু হাতে ডাব দিলে—বোশেখ মাস রোজ দেবে ইচ্ছে তার। বাহিরটা তার বড় দীন ভাব, স্বভাব দীন হয় নি। পিতুনের সাধ হ'লো সে আমায় মালা চন্দন পরিয়ে পূজা করবে—তার সাধ পূর্ণ করতে আলৃতা পরতে বসলুম। এমনই ভাবে সাড়ে সাতটা হ'লো। ব্যস্ত ভাবে আসনে বসতে যাচ্ছি বন্ধু এলো তার সঙ্গে একটী প্রীতির কথা বলে আসনে বসলুম। বন্ধু—বন্ধু পরমার্থিকের ভালবাসার ব্যক্তি মাত্রই যে আমার বন্ধু! মার সামনে ব'সে সারা বছরের কথা, ব্যথা মাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম—ওমা ! মাগো ! অতুল দয়া তোমার পেয়েছি মা,—তোমার কোলে বসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভানুমতীর ভোল দেখবো মা! মায়ের আশীর্বাদে মহানন্দে মন ভরে উঠ্‌লো। আরতির পর রসগোল্লা সন্দেশ বাতাসা দিয়ে মায়ের ভোগ দিয়ে তাঁদের শয়ন দিয়ে আর যে দু'একটী লোক বসেছিল তাদের প্রসাদ ও আশীর্বাদী নির্ম্মাল্য দিয়ে ঠাকুর ঘর বন্ধ করে বাইরে এলুম। স্বামী দেবতা আহারে বসেছেন—মেয়েদের নাতী নাতনীদের সব খাওয়া হয়েছে, নীভা (ছোট জা) ও আমি বাকি। দিদিরও (বড় ভগ্নী বড় জা) জল খাওয়া হয়েছে। আহারে বসলুম। দুলালী আলুর দম রাধাবল্লভী করে ভোগ দিয়ে আমায় খেতে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার হাতে আমি খাই—সেই প্রসাদ সকলকে ভাগ করে দিলুম। উপরের কমুকেও দিলুম। আমিও আহার করলুম। টুকু ঘুমিয়েছে। বীণা (দিদির মেয়ে) আমাদের বিছানা করে দিল—এবারে 'শয়নে পদ্মনাভ' স্মরণ।

নয়

২রা বৈশাখ বুধবার। পাঁচটায় মঙ্গল আরতি করে স্নানাদি নিজ নিজ কার্য্যশেষে এসে আবার গৃহাদি মার্জ্জনা, ঠাকুরদের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়ে নীলমণির বাল্যভোগ দিলুম। নীলমণির এখন আদরের বাড়াবাড়ি কাজেই পরম সন্তোষ! আনন্দ মনে নিত্যকার কাজ গুছিয়ে নিয়ে পূজার আসনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসে কেমন রাগ হ'য়ে পড়ল। ঠাকুরদের দই মিষ্টি আনা হয় নি—অথচ ছেলেরা মাষ্টারের কাছে প'ড়ে উঠেছে এবার স্নান করে খেয়ে স্কুলে যাবে—তবে আমার এ জিনিষগুলি আসে কি করে? পূজাটী মোটে ভাল হ'ল না। ভোগ দিয়ে নারায়ণ বাণেশ্বর ও দুটী শিবলিঙ্গ জলধারায় বসিয়ে দিলুম। নীলমণিকে কোলে নিয়ে মা আমার লক্ষ্মীদের নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলেন। আমিও ঠাকুর ঘর বন্ধ করে বাইরে এলুম—দেড়টা বেলা। আমার পা দুটীতে বড় যাতনা হচ্ছিল—আমি ঘরের মেঝেয় আসন পেতে শুয়ে পড়লুম। বস্‌তে কষ্ট হচ্ছিল। গৌরী কমু কমল টুকুর সঙ্গে একটু ভাল কথা হচ্ছিল, ঘোতনকে নিয়ে ঊষা এসে উপস্থিত হল। কাল ঊষার বউ ছেলেরা এসেছিল। আজ ঊষা মাকে প্রণাম করতে এল। ঊষা তার মনের অভিমান জানালে, "এক বৎসর বাড়ী বিক্রী হয়ে বাপের বাড়ী আছি—আজ পর্য্যন্ত মা একটী মাথা গোঁজবার স্থান করে দিলেন না। কাছে থেকে দূরে গেছি—মা তাই ভুলে গেছেন"। মায়ের চরণামৃত ও প্রসাদ দিয়ে ঊষাকে বিদায় দিয়ে ঠাকুরদের জলধারা হতে তুলতে গেলাম। শীতল সাজিয়ে নিয়ে ভোগ দিয়ে দরজা খুলে দেখি আমার গৌরী-মেয়ে এসে বসে আছে। মুখে সেই মিষ্টি হাসিটী। ছেলেদের মধ্যে প্রসাদ বণ্টন করে স্বামী দেবতাকে সরবৎ দিয়ে ভাগবত নিয়ে বসলুম। আরতী শেষে ঠাকুরদের ভোগাদির পর শয়ন দিয়ে এই খাতাখানি নিয়ে লিখ্‌তে বসলুম। উঠে দেখি ১১টা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশ

পরদিন ৩রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার। সাড়ে চারটার পর মঙ্গল আরতি করে গৃহাদি মার্জ্জনা করে পূজার বাসন মাজ্‌তে দিয়ে আমি স্নানাদি করে এলুম। ছোট মেয়েদের বোশেখ মাসের শিব পূজায় বড়ই আগ্রহ। দলে দলে মেয়েরা সব আস্‌ছে ফুল বিল্বপত্র নিয়ে শিব পূজা করতে। কারো ফ্রক কারো কাপড় পরা—থলো থলো এলো চুলে ছোট্ট মুখখানি ঘেরা। তাদের পূজার সহায় হ'তে বড় আনন্দ হয়। কাউকে স্তব বলে দেওয়া হরির চরণের শ্লোক বলে দেওয়া, দশ পুতুল এঁকে দেওয়া এ কাজগুলি আবার যত্ন করে বাড়িয়ে নিয়েছি। নীলমণির আর শিব ঠাকুরের বড়ই আদর! নৈবেদ্যাদি করে নিয়ে পূজায় বসলুম। পূজাটী ভাল ভাবেই হ'ল। ভোগাদির পর ঠাকুরদের জল ধারায় বসিয়ে মাকে বিশ্রাম দিয়ে দরজা বন্ধ করে এসে দেখি খুদি এসেছে। অনেক-দিন পরে খুদিকে দেখে সত্যই বড় আনন্দ হ'ল। মুসলমান দাঙ্গার পরে এই আটমাসের মধ্যে তার সংবাদ ছিল না। মানিকতলা খালপারে তার বাসা। আহারাদির পর আসন পেতে শুয়ে খুদি কমুর সঙ্গে দাঙ্গার গল্প হচ্ছিল। গৌরীও এসে যোগ দিল। খুদি চলে যাবার পর আমিও ঠাকুরদের জলধারা হ'তে তুলে মাল্য চন্দনে ভূষিত করে যা' হয় একটু শীতল সাজিয়ে নিয়ে ঠাকুরদের ভোগ দিলুম। প্রসাদ সকলের মধ্যে বেঁটে দিয়ে স্বামীকে জল খাইয়ে আমি পাঠে বসলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আচার্য্য গোঁসাই প্রভু ভক্ত অবতার
কৃষ্ণ অবতার হেতু যাহার হুঙ্কার।
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার
কৃষ্ণ ভক্তি গন্ধ হীন বিষয় ব্যবহার।
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ
ভক্তি গন্ধ নাই যাতে যায় ভব রোগ।
লোক গতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়।
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার।
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার?
শুদ্ধ ভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন।
আনিয়া শ্রীকৃষ্ণে করি কীর্ত্তন সঞ্চার
তবে সে অদ্বৈত নাম সার্থক আমার।
চৈতন্যের অবতার এই মুখ্য হেতু
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্ম সেতু॥

এই আপ্তবাক্যে হৃদয়ের তন্ত্রীর পর তন্ত্রী গুলি বেজে উঠল। ভক্তের ইচ্ছা তিনি সব সময়ে যে কোন ভাবেই হোক্ পূর্ণ করেন। তাঁর ভক্তের এ শক্তি থাকেই যে শক্তিতে ভগবানকে নামিয়ে এনে প্রকাশ করে দেখিয়ে দেবে ভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান অভিন্ন ; ভগবানের প্রতিচ্ছবি যে ভক্ত—ভক্তের ইচ্ছা ভগবান হ'তে স্বতন্ত্র হ'তে পারে না। আমার মত অপদার্থ জীবও যদি তাঁর কৃপা পেতে পারে, তাঁর কৃপায় তাঁর কাজের উপকরণ হ'তে পারে তখন আর অসম্ভব কি ? স্ব ইচ্ছা পূর্ণ করতে, স্বকার্য্য সিদ্ধ করতে জীবে দয়া করতে জগতের কল্যাণ সাধনেচ্ছায় মানব হৃদয়ে তীব্র আকুলতার আকর্ষণে কৃপা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে তিনি প্রকাশ হলেন কেমন করে সেই কথাই এবার বলবো :—

দশ

সন ১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ মাস আমার জীবনে এমনই নূতন রূপ ধরে প্রকাশ পেল, যে জীবনের আর এক অধ্যায় রচিত হ'ল। ১০ নং ক্ষুদিরাম বোস রোডে উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে তখন আমরা ভাড়া থাকি। সেই ব্রজের খেলা সাঙ্গ করেই এই মথুরা দ্বারকার কর্ম্মময় লীলা !

উপেন ভট্টাচার্য পক্ষাঘাত ব্যাধিতে চার বৎসর ভুগ্‌ছেন। অমন নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণের এই পরিণতিতে সকলেই দুঃখিত ও স্তম্ভিত। ধর্ম্মাচারীর কি এই গতি ? কলির ধর্ম্ম এমনই ? চিকিৎসা যখন পরাস্ত হ'ল তখন দৈব সাধু সন্ন্যাসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপা লাভের চেষ্টা। এই সাধুদের আনাগোনা যখন চলছে তখন এক সাধুর দৃষ্টি আমার উপর এসে পড়ল। তিনি যোড় হাত করে আমায় স্তবের মত ভাবের কত কি বলে সকলকে ডেকে বললেন,—"দেখ ইনি মা চণ্ডী আছেন—তোরা সব সাবধান—এই মার পূজা ভক্তি করবি—ওরে তুই যে ঠাকুরের দয়া খুঁজছিস্ তোর যে ঘরে ঠাকুর আছে"। আশ্চর্য্য অবিশ্বাস্য কথা তো হ'তেই পারে; —আমি রোগ-শোকভুক্ত হাসি কান্নার মায়া মোহাধীন সংসারী মানুষ; গৃহস্থের বধূ, ঠাকুরের কি আর প্রকট হবার জায়গা নেই ?

যাই হোক্ যতটা অবহেলা ও অসম্ভবই হোক্ না কেন, এমন "মজার ঠাকুরটী" দেখবার লোভও উপেন ভট্টাচার্য্য পরিবারবর্গের হোল—বিশেষ করে গৃহিণীর। ৪ঠা অগ্রহায়ণ আমার পিতার মৃত্যু দিবস। সন ১৩২১ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ শুক্রবার তিনি মহাপ্রস্থান করেন। বৎসর বৎসর সেই দিনটীতে ব্রাহ্মণ ভোজন করাই। প্রাতঃকালেই কে' একজন এসে আমার দরজায় করাঘাত করলেন—আমি দ্বার খুলেই দেখি সেই সাধু। সাধু বললেন;—"তুই মা আমায় কিছু খেতে দে। শীগ্‌গির দে"। আমি তাঁকে আদর করে বসালুম। স্বামী দেবতা আমার বড়ই সাধুপ্রিয়—তিনি কৃতার্থ হ'য়ে মিষ্টান্ন এনে দিলেন। পবিত্র ভাবে শ্বেত পাথরের রেকাবিতে ৫ ই সন্দেশ নিয়ে আমি সাধুকে খেতে দিয়ে কৃতার্থ হ'লাম; আজকের দিনে সাধু মহাজনের এই অযাচিত কৃপা! সাধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্যই একটু মুখে দিয়ে হেসে বললেন "দে বেটী দক্ষিণা"। আমার কেন জানি না দুষ্টুমি বুদ্ধি এল, যেমন আপনার লোকের ওপর হয়, সেই ভাবেই আমি একটী তামার পয়সা তাঁর সামনে রেখে হাসলুম। তিনি বললেন "তুই যে চতুর তা কি আমি জানি না"? আমার স্বামী দেবতার দিকে চেয়ে বললেন "রোগী দেখ্‌তে আসি নি—আজ দু'দিন মাকে দেখে গেছি, ধ্যানে পূজায় এই মূর্ত্তিই দেখছি। বেটা! তুই বড় ভাগ্যবান"। তিনি আমার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। আমি লজ্জাবিপন্নতায় মাথা নীচু করে মনে মনে অস্বস্তি ভোগ করতে লাগলুম। অবশ্য সে দু'এক মিনিট মাত্র! মুখ তুলে দেখি তিনি চলে গেছেন। রাস্তার দিকে গিয়ে কোথাও আর তাঁকে দেখ্‌তে পেলুম না। স্বামী দেবতাও দেখ্‌তে পেলেন না, যেন বাড়ী থেকে বেরিয়েই কোথায় মিশিয়ে গেলেন বলে মনে হ'ল। কতক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। শরীর মন যেন কেমন অসাড় হয়ে গেল, কোন শক্তিই যেন তাদের মধ্যে নেই। তারপর সংসারের কাজ রান্নাদি করে গিয়ে পূজায় বসলুম। বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে গিয়ে এ দেহে যে ভাবের প্রকাশ হ'লো সকলেই তাতে আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হয়ে পড়লেন। মা (ভট্টাচার্য গৃহিণী) আমার কাছে কেঁদে পড়লেন ;—"মাগো বুঝ্‌তে পারিনি তোমার কাছে কত অন্যায় করেছি। আজ আমাকে ক্ষমা করে রক্ষা করো। আমার স্বামীর জীবন দান কর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—বলে দাও মা কি করলে ভাল হবেন”। সে যে কি আকুলি বিকুলি তা যেন এই দুর্ব্বল চিত্ত দিয়ে সহ্য করা যায় না! আমার ঠাকুরের ওপর বড় রাগ হ’ল। এ আবার কি করলে গো? আমি ত কিছুই জানি না, তবে অনর্থক এই বিড়ম্বনা ভোগে আমায় ফেললে কেন? আমার কাছে ত এতদিন বলো নি, তুমিই এই কৌশলে আমায় জব্দ করছ। আমি ত কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। মা যে আমায় ঠাকুর আদরে নিয়ে বেড়াচ্ছে। উপরের একটা ঘর খুলে দিয়েছে, বলছে, “তুমি এই নির্জ্জনে বসে তাঁকে পূজা কর, ডেকে আন— আমার উপর দয়া কর—তুমি আমার বাড়ীতে আসা অবধি আমায় মা বলে ডাক। আজ দুঃখিনী মাকে দয়া কর। এই দুঃখিনীর জন্যে তোমার ঠাকুরকে ডেকে এনে আমায় জীবন দান দাও।” সে সময়ের প্রাণের অবস্থা আমার বুঝান যায় না—কাজ কর্ম্ম সবই করি যেন প্রাণহীন দেহটা টেনে নিয়ে খেতে ঘুমুতে কথা কইতে সবই ভুলে গেলাম। সব সময়ের জন্যে অন্তরে রইল আমার নিজস্ব ধনের প্রতি আকুল আহ্বান। আমার সাথীর উপর নিবিড় অভিমান, —দয়া তোমায় করতেই হবে। তা যদি না করবে তবে প্রকাশ হ’লে কেন? কেন আমায় এ ভাবে অপদস্থ করতে ব্যথা দিতে তোমার চেষ্টা? তোমার আমি কিছু ত করিনি, —নয় তোমার নাম নিয়েছি তারি কি এত জ্বালা? যদি সাড়া না দাও যদি সকলের সাক্ষাতে দশের সাক্ষাতে তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলৌকিক মহিমা না দেখাও—যদি আমার মুখ রক্ষা না কর তবে আমি এ জীবন রাখবো না, আমি মরবো। তোমার জ্বালা জুড়াবে আমারও এ জ্বালা জুড়াবে। পূজা হয় না কেবল চোখের জলেই ভাসি। কখন কখন ছাদে ছুটাছুটী করি। গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদি, মাথা কুটি, আবার ঘরে গিয়ে ব্যাকুল মিনতি জানিয়ে বলি, "তুমি এ মাটির মানুষকে সকলের সামনে সোনার পুতুল কেন করে দিলে? সে ত আমি চাইনি। এ ইচ্ছা তোমার কেন হ'ল? তবে কেন তুমি আজ কথা কইবে না? তোমার ইচ্ছা জানাবে না? আমি যে আর পারি না গো! আজ ছয় বৎসর তোমায় ভুলে আছি বলে কি এমনি ভাবে ভোলামনকে হাতুড়ি পেটা করবে? ভুলে গেছি, ডুবে গেছি কেন তাও কি তুমি জান না? তুমি যাকে হাতে ধরে নিয়ে যাও সে কেন পড়ে যায় তা কি তুমি বোঝ না? জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কত বিচিত্র খেলাই না খেলছ এই ভাঙ্গা পুতুলটা নিয়ে। যদি দয়া হ'য়ে থাকে, যদি মনে পড়ে থাকে তবে কথা কয়ে বল, উপেন ভট্টাচার্য রোগ হতে আরোগ্য হবেন কি না?—ওরে সেই হাসি! সেই হাসি! অনেক দিনের অদেখা সেই হাসি—আমার সারা অন্তর জুড়ে ফুটে উঠে আমার সাথীর মধুর কণ্ঠে বেজে উঠল, "না ও বাঁচবে না বলে দিও"। এ কথা আজ আমার মুখ দিয়ে বলাবার জন্যেই কি তুমি নিজেকে আমার মধ্যে প্রকাশ করলে? আমার অন্তরালের ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ কোন্ কার্য্য সিদ্ধির জন্যে আমার লজ্জা পথে তোমার প্রকাশ হলো ? না, না, পারব না, আমি কিছুতেই বলতে পারব না। তারা যে তোমার কাছে বড় আশা নিয়ে বসে আছে, আর আমার হাত দিয়ে তুমি তাদের এই দান দেবে ? তারা কি এ কথা জানে না ? জানে বলেই ত তোমার সাড়া পেয়ে তোমার কাছে এই আশা ; অসম্ভব যে তোমার কাছেই সম্ভব হয়। এর মধ্যে তোমার কোন কার্য্যসিদ্ধি আমি ভাব্‌তে পারছি না। ভাব্‌ছি আমার কথা—এত বড় বিপদেও মানুষ পড়ে ? আমি বলতেও পারব না ; অথচ ওদের কাছে ছাড়ানও পাব না। আমায় দয়া করে নিজেই তুমি ওদের বলে দাও'। দিনের পর দিন পাগলের মত এই সব আবেদন করে যেতে লাগলুম। 'আমি ওদের কি করে বল্‌বো কে ? সে হয় না।' উত্তমর্ণকে সামনে দেখলে অধমর্ণের যে অবস্থা আমারও তাই হ'ল। মাকে (গৃহিণী), সামনে দেখলেই আমি বাক্‌রুদ্ধ আড়ষ্ট হই। প্রতিদিনই মা ভিখারিনীর মত আমার পূজা ঘরের তুয়ারে আদেশ প্রতীক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে নীরবে বসে থাকেন। কিন্তু আমি কি বলব ? ছয়টা দিন এই উৎকট অবস্থা সহ্য করে মার কাতর প্রার্থনায় সে দিন বলে ফেললুম, "বাবা বাঁচবেন কিনা সে কথা গোবিন্দ নিজেই বলবেন"।

মাও যেন পাগল হ'য়ে গেলেন। "নিজে বলবেন ? গোবিন্দ নিজে বলবেন ? তোমার মুখ দিয়ে বলবেন না ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি রকম ভাবে বলবেন—বল বল আমায় বাঁচাও"। বললুম "আপনার ছেলেকে বলবেন—ঘট স্থাপনা ক'রে গোবিন্দের পূজা ক'রে, একলা ঘরে তাঁর কাছে ধর্ন্না দিয়ে পড়লেই তাঁর আদেশ পাবেন।" যেন শিখানো কথার মত এগুলি আমি বলে গেলুম। আশ্চর্য্য! গৃহিণী উৎসাহে উতলা হয়ে বললেন, "আমি কালই এই পূজার ব্যবস্থা করব"।

সকাল হতেই তেতলার ছোট একটী নূতন ঘরে গৃহিণী আমায় দিয়ে চৌকির উপর ঘট বসিয়ে পূজার আয়োজন করিয়ে পুত্রকে পূজায় বসালেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পুত্র পূজা না জান্‌লেও ভক্তির সঙ্গে পূজা করলেন। পরে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘটের সুমুখে আদেশ প্রত্যাশায় পড়লেন, জন মানব ওদিকে রইল না। বেলা দুপুরের পর আমি তিন তলায় এসে জানালার কাছে চোখ দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। জীবনবাবু উপরে চোখ দুটী তুলে চিৎভাবে সটান পড়ে আছেন। জীবন আছে ত? ভয়ে কম্পিত হ'য়ে ফিরতেই দেখি মাও আমারই মত জানলার ফাঁকে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

"এ কি হ'লো মাগো!" বলেই আছড়ে পড়লেন। সেই শব্দে তাঁর মেয়ে বৌ ঝি যে যেখানে ছিল ছুটে এল। মহা কান্না রোল উঠল। আমার স্বামী ও আমার মেয়ে জামাই ভয় পেয়ে সবাই এসে গেলো। ছামু (গৃহিণীর মেয়ে) ভায়ের ঐ অবস্থা দেখে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথা থেকে আমার মনে একটা শক্তি দেখা দিল—চেঁচিয়ে বল্‌লাম "কেউ ওঘরে ঢুক্‌বে না"। সেই আদেশের স্বর শুনে কেউ আর সেখানে যেতে পারলে না। ওদের সকলকে নীচে নামিয়ে দিয়ে ঘরে ছেলে ও বাইরে মাকে নিয়ে আমি একাই বসে রইলাম।

প্রাণপণে ডাক্‌তে লাগলাম "গোবিন্দ! তোমার একি পরীক্ষা না লাঞ্ছনা? আজ যদি জীবন ভট্টাচার্যের তোমার চরণে পড়ে প্রাণান্ত হয়, তবে কি ক'রে লোক-সমাজে মুখ দেখাব? এরা ত আমায় বিশ্বাস করে এ কাজ করেছে, আমার এ মুখের কথায়। অনাথের বন্ধু! করুণাসিন্ধু! লজ্জারক্ষাকারী হরি! কথা কও, দয়া করে আমার মান বাঁচাও, এদের প্রাণ বাঁচাও"।

ছাদের উপরে মাথা কুটে কুটে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলবার মতন হ'লো। মুখে একই বুলি কৃপা কর, কৃপা কর, কি সম্ভব, কি অসম্ভব জানি না। তুমি যখন আমার মত নারকীর সঙ্গে কথা কয়েছ তবে যে কাতর হ'য়ে চরণে পড়েছে তার সঙ্গে কথা কেন বলবে না? আমি যে এ নিদারুণ কথা বলতে পারব না বলেই তোমার ওপর জোর করলুম্, কেন সে কথা আমায় তবে জানালে? তুমিই আমায় এ কাজে বাধ্য করেছ—তাই আমিও তোমায় জোর করছি। সে জোর না রেখে আজ কি তুমিই পারবে? যা' তুমি আমায় স্ব ইচ্ছায় দিয়েছ তা কি আজ তুমি কেড়ে নিতে পার?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘরের মধ্যে আর্ত্ত-কণ্ঠে হঠাৎ জীবন বাবু ডেকে উঠ্‌লেন "মা! মা! মা!"

তবে বেঁচে আছে! হরি! একটু খানির জন্যে আমিও বোধ হয় জ্ঞান হারা হয়ে ছিলুম, উঠে দেখি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে মা বসে রয়েছেন, বলছেন; "একটা প্রাণের জন্যে আর একটা প্রাণ দিতে পারবে না বাপ্‌রে"? গিয়ে বললাম "একি করছ? ঠাকুর নিয়ে ছেলে খেলা! আদেশ যতক্ষণ না করছেন ততক্ষণ ওঠা কিছুতেই হবে না"।

জীবনবাবু বললেন "আমি আর পারব না, আমার ভীষণ ভয় করছে, আমার বুকে বসে কে গলা টিপে ধরেছিল"।

বললাম "তাঁর ছলনায় পড়ে তাঁর কৃপা ছেড়ে দেবে, কিন্তু আমি ত তা দিতে পারি না। তিনি যে সত্য এ যে আমায় প্রমাণ করতেই হবে, নইলে আমিও যে মিথ্যাচারী হয়ে যাব"।

গৃহিণীর প্রাণে উৎসাহের প্রেরণা এল। বললেন "সত্যি কথা, তাঁর ছলনা, তিনি পরীক্ষা করছেন, আমরা বুঝতে না পেরে উতলা হয়ে ভয় পেয়েছি, তাই হবে মা! তোমার কথাই রক্ষা হবে। ভয় কি বাবা? ভগবানের কাছে ভয়? তাঁর দয়া নিতে আবার তোমায় পড়তে হবে"।

জীবনবাবু বললেন, "তোমরা যদি আমার কাছে বসে থাক তবেই আমি আবার ও ঘরে যাব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল ভাল ফুল আনিয়ে, ছানা মাখন সন্দেশ দিয়ে ভোগ সাজিয়ে আবার নারায়ণের কৃপা-ভিক্ষায় ঘটে পূজা করে জীবনবাবু ধর্ণা দিয়ে পড়লেন। আমি ও গৃহিণী এতক্ষণ ঘরে বসেছিলাম, এবার জীবন বাবুর অজ্ঞাতে বাইরে ছাদে এসে বসলাম। রাত্রি তখন নয়টা।

আজ এ বাড়ীতে চন্দ্র সূর্য্য যেন অস্ত যাচ্ছেন না, একত্রে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করছেন। বাড়ীর কারো মনে নেই যে নাইতে খেতে হবে—ছেলে-পিলেরাও ভাত খেতে চায় নি। আমাদের দুজনের ঘরে যেমনকার রান্না সেই ভাবেই সব পড়ে আছে। উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল প্রাণে সমস্ত দিনমান কেটে কেটে রাত্রি এলো; অঘ্রানের শীতে খোলা ছাদের হাওয়ায় হাড়ের মধ্যে কন্ কন্ করে কাঁটা ফুটুচ্ছে। এতক্ষণে এই প্রথম দেহ মনের অবস্থা যেন অনুভবে এলো। কপালটা ব্যথায় টন্ টন্ করছে কেন? হাত দিয়ে দেখি ভীষণ রকম ফুলে উঠেছে। সেই যে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান হারা হয়ে মাথা কুটে ছিলাম, যাক্ কেটে যায় নি তাই ভাল।

ছানু সিঁড়ির কাছে এসে মাকে ডেকে নিয়ে গেল। উপেন ভট্টাচার্য সমস্তদিন কিছুই খান নি, তাঁকে দুধ খাওয়াতে বলে দিলাম।

সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে নিশ্চিন্ত নির্ভরে বসে আছি, গোবিন্দ আমার কৃপা করবেনই—আমার আব্দার তিনি নিশ্চয়ই রাখবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার স্বামী ছাদে এসে বললেন, "সমস্তক্ষণ ছাদে তোমায় থাকতে হবে না—আমি বসছি, টুকুটা বড় কাঁদছে নীচে যাও।

অনিচ্ছাতেও নেমে এলাম। প্রতিবাদ করবার শক্তি নেই। রাত্রি তখন বারোটা। কতক্ষণ পরে ঘরে আর থাকতে পারলাম না ফের ছাদেই চলে এলাম; দেখি স্বামী গায়ে মাথায় একটা গরম কাপড় জড়িয়ে হাতে একটা মস্ত লাঠি নিয়ে দর্পভরে বসে আছেন। তাঁর রণসজ্জাটা যেন বলে দিচ্ছে "যদি কেউ ভয় দেখাতে এস, আমার কাছেও ভয় আছে"। দুজনে নীরবে বসে আছি, সহসা আর্ত্তকণ্ঠে জীবনবাবু চীৎকার করে উঠ্‌লেন "দিলে না দিলে না"। আমার আগেই আমার স্বামী ছুটে ঘরে ঢুকলেন।

জীবনবাবু কাতরভাবে বলে উঠ্‌লেন; "শিববাবু, আমি কৃপা পেয়েছি, দর্শনও পেয়েছি কিন্তু বাবার জন্যে তো আমায় কিছু দিলেন না। আমি আবার ধর্ন্না দেবো"। স্বামীদেবতা বললেন "তিনবার ধর্ন্না দেওয়া হয়েছে আর উচিত নয়। বারোটার পর যখন ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন আমি জোর করেই ধর্ন্নায় ফেলেছি, এখন আমিই বারণ করছি, তিনি তো দর্শন দিয়েছেন, অভীষ্টপূর্ণ করেছেন।

জীবনবাবু বল্লেন, "বাবাকে বাঁচানোই যে আমার অভীষ্ট—" এই কথার মধ্যেই গৃহিণী খুব উৎফল্ল মুখে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এসে বললেন, "তোমরা সব দেখ্‌বে এসো গো! বাবা কি দয়াই করেছেন"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা সবাই দ্রুত নীচে নেমে এসে দেখি, ভট্টাচার্য মশায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাসছেন। আমাদের দেখে চোখের ইঙ্গিতে ডেকে কথা কয়ে বললেন, "মা, তোমার নারায়ণ সত্য। আমার সামনে এসে আমার হাতে গেঁদা ফুল দিয়ে বললেন ধর। মুঠো করতে পারিনি, ফুল বিছানায় পড়ে গেল, ওরা কিন্তু এখন খুঁজে পাচ্ছেনা"। কথাগুলি পরিষ্কার না হলেও, তিন বৎসর হ'তে চললো বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল সেই অবরুদ্ধ বাক্‌যন্ত্রে ত স্বর ফুটলো। এ কি অসম্ভব কৃপাবৃষ্টি।

সকলেই আনন্দে অধীর। জীবনবাবু এসে বললেন "নারায়ণ মূর্ত্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন—উঠে যা" আমি বললাম "বাবাকে বাঁচান, বাবার জন্য ওষুধ দিন।" পিছনদিকে হাত দেখিয়ে বললেন "ছাখ্"। চেয়ে দেখি জলের জালার উপর একতাল মাটী। সামনে দেখিয়ে দিলেন, দেখি ঘটে পূজার দ্রব্যাদি এবং চৌকি শুদ্ধ কিছুই নেই। বললাম কিছুই ত নেই। নারায়ণ ঈষৎ হেসে ঘাড় নাড়লেন। আমিও চেতন পেলাম। তিনি যেন আমার মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একি দয়া, এ কি কোন মানুষে পায়"?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগারো

অকথ্য গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর পুত্রমুখ দর্শনে নারীর মুখে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দদীপ্তি ফুটে ওঠে, সেইভাবের আনন্দ আজ এদের প্রত্যেকেরই অন্তরে।

ভট্টাচার্য মশায় হাসছেন, কেবলি হাসছেন। তখন রাত ৪টা। ত্রিতলে পুত্র, দ্বিতলে পিতা একই সময়ে নারায়ণের দর্শন পেলেন! ভক্তের প্রতি তাঁর যে অপার কৃপা এ তারই এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

আনন্দ কোলাহলের মধ্যে রাত্রিটুকু শেষ হ'লো। প্রায় চার বৎসরের দুঃখ যন্ত্রণা সবাই আজ ভুলে গেলো। গৃহিণী বললেন, "মা কাল দিন রাত্রি একভাবে গেছে, কেউ তো খাই নি, আজ আমি রান্না করি, তোমরা সকলে আমার কাছেই খাবে"। ভট্টাচার্য মশায় জানালেন; "আমি নারায়ণের কৃপা পেয়েছি, তোমরা তাঁর সেবা পূজা কর। "দশ মাস আমার সময়"।

সারা হাতিবাগান মহল্লায় সাড়া পড়ে গেল। অর্দ্ধেক কলিকাতার লোক এসে সেখানে জড়ো হ'লো। ফুট পাথের ধারে সারি দিয়ে মটর, ঘোড়ার গাড়ী, রিক্সা দাঁড়ানো। গোবিন্দ আমার কি ঐশ্বর্য্যই না প্রকাশ করলেন। তাঁর চরণামৃত ঘটোদক সকলে ভক্তিভরে পান করতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎকট ব্যাধি হ'তে সেই অমৃতপানে অনেকে মুক্ত হ'ল। হিসেব করে দেখা হ'ল গোবিন্দের প্রকাশের দিন হতে গণনা করলে ভাদ্র মাসে দশ মাস হয়। গৃহিণী বললেন; "ভাদ্র মাসে ঠাকুর কি খেলা খেলবেন তোমরা দেখে যাবে, এ দুমাস থেকে যাও।"

ইহার মধ্যে ভট্টাচার্য মশায়ের সব কষ্ট নিবারণ হয়ে গিয়েছিল। দিন রাতের অসহ্য যন্ত্রণা কোথায় চলে গেল। একটু দুধ ও ডাবের জল পথ্যি ছিল, তাও আবার খেতে গিয়ে বিষম লেগে সব দিন পেটেও যেত না। এখন তিনি ভাত খেতে লাগলেন। ইচ্ছা মত তরকারী, দুধ, দই, মিষ্টি, ফল যা ইচ্ছা আহার করতেন। সুনিদ্রাও হ'তো। একটু জড়িত ভাষায় কথা বলে মনের ভাব জানাতে পারতেন। ত্রিতলে ঠাকুর ঘরে তিনি যেতে পারতেন না বটে, শুয়ে শুয়ে তাঁর নানা মূর্ত্তি দর্শনও হ'তো। একদিন রাতে তাঁর ঘরে নুপুর বাজিয়ে দুটি ছেলেকে খেলা করতে দেখেছিলেন। নারায়ণের পৈতা পাদুকা গড়িয়ে আনতে বললেন, নারায়ণ নাকি তাঁর কাছে চেয়েছেন।

এই ভাবে দিন চলে এসে ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিন তিনি পুত্রের কোলে চ'ড়ে ঠাকুরঘরে এসে ঘট-নারায়ণ দর্শন করে গেলেন এবং তার একদিন পরে দীর্ঘ-মেয়াদী কয়েদীকে নারায়ণ কারা-মুক্তি দিয়ে স্বধামে পৌঁছে দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন দলে দলে লোক ব্যাধি-কাতর হয়ে আস্‌তে লাগল ও আমার কাছে কেঁদে পড়'তো তখন ভয়ে দিশে হারা হয়ে গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা জানাতুম। কেঁদে বলতুম "প্রভু! আমায় কিছু দাও যা দিয়ে আমি এদের আশা পূর্ণ করতে পারি। দাও কৃপা করে কিছু দাও"। গোবিন্দ বলে ছিলেন; "আমার কাছে দেবার জিনিস কি আছে? দেখতে পাওনা? আমার সম্বল নির্ম্মাল্য আর চরণামৃত—তাই ওদের দিতে পার না, পূজা করে উঠে প্রথম যে কথা বলবে সেই কথাই সিদ্ধ হবে এই কৃপা তুমি পেলে"।

অদ্যাপিও দশ নম্বর ক্ষুদিরাম বোস রোডে ৺উপেন ভট্টাচার্যের বাড়ীতে পাদুকা পূজা হচ্ছে, আর তাঁর মহিমা-গীতি লোকের মুখে মুখে প্রাণে প্রাণে ঘুরছে। শ্রীযুক্ত অশোক শাস্ত্রী, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত মণ্ডলী গোবিন্দ মহিমায় সেদিনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এখনও তাঁদের অনেকেই সে কথা কীর্তন করে থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বার

২রা পাঠে বসে যে ভাবের প্রকাশ অন্তরে এসে উপস্থিত হলো তা নিয়ে আজ তের দিন চলে গেল। শ্রীগুরুর আদেশে এই প্রয়াস, নচেৎ সুস্থির হ'য়ে বসবার মত সময় আমি এতটুকু পাই না। রাত্রি ১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত বিছানায় থাকি, সেটুকুও না থাকলে হয় ভাল। কার্য্যধারা এক ভাবে চললেও উল্লেখযোগ্য গিয়েছে ৬ই রবিবার। সে দিন চতুর্দ্দশী ছিল, মাকে একটু চণ্ডীগাথা শোনাতে ইচ্ছে হ'ল। পূজা পাঠ শেষ করে দেখি ইছাপুর থেকে উমা এসে বসে আছেন। অনেক দিন পরে দেখে খুবই আনন্দ হ'লো। উমার এক মাত্র ছেলে পঞ্চানন গাঙ্গুলী অম্বরনাথে বদলী হয়েছে। তাই মায়ের আশীর্বাদ নিতে এসেছে। যাবার সময়ে উমা দশটি টাকা মায়ের ভোগের জন্যে দিয়ে গেল। ৭ই অমাবস্যা—হোম হোল। মায়ের ভক্তরা সব পূজা দিতে এলো। দু'একটী ব্রাহ্মণ ভোজন হ'ল। এ সব মায়ের সংসারের কাজ। ৯ই অক্ষয় তৃতীয়া—সে দিন একটা পুণ্যাহ, কিন্তু এ দিনটি আমার বড় অশান্তিতে গেল। ১৩২১ সনের ৪ঠা অঘ্রান—আমার বাবা স্বর্গারোহণ করেন। মা তার কয়দিন পর ২৪শে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রান তাঁর অনুগামিনী হন। সন ১৩২২ সালের ৯ই চৈত্র শ্রীগুরুদেব দেহরক্ষা করেন। আমি সেই বৎসর বৈশাখ হতেই গুরুদেব ও পিতামাতাকে উদ্দেশ করে ঘটোৎসর্গ করি। আমার শ্বশুর তখনও জীবিত। এবার কোন বিশেষ কারণে পিতামাতার উদ্দেশ্যে রক্ষিত ঘট গোপীমোহনের বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। মনে ভাবলাম, "গোবিন্দই আমার পিতা মাতা স্বামী সন্তান তাতেই আমার তুষ্টি।" কিন্তু জানি না, পিতা মাতাও কি তাতেই তুষ্ট হলেন ?

১০ই বৈশাখ নকুর বিয়ে হ'য়ে গেল। হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী আজ একটী অব্যক্ত নতুন সুরে বেজে উঠ্‌তে লাগল! সেটি সুখের না দুঃখের? আমার মায়ের প্রতি একান্ত বিশ্বাসী ভক্ত, আমাতে মগ্ন-প্রাণা বড় মা (হাতিবাগানের হারান চাটুয্যের বড় পুত্রবধু) আদরে শাসনে ভালবাসায় তিনি আমার জননীরূপা ছিলেন। বড়মার একমাত্র কন্যার গর্ভে এই আদরিণী নকু। একটা বৎসরের মধ্যে দিদিমা, মা, ভগ্নী, অবশেষে ঠাকুরমা এবং বিবাহের ২১।২২ দিন আগে বাপকেও একে একে হারিয়ে নিদারুণ দুঃখ সাগরের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল,—এই বিবাহে আজ সে যেন একটা কুল পেলো। আর তার চরিত্রগুণে ছোট বড় সকলের আশীর্বাদও সেই সঙ্গে লাভ করলো।

১০ই বৈশাখ রাত্রে আমার বনমালী আমায় নিয়ে বেশ একটু চাতুরী খেললেন। রাত্রি যখন ৩টা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাইরের দিকে চেয়ে দেখি ফরসা হয়ে এসেছে, আমি শয্যা ত্যাগ করে হাতমুখ ধুয়ে মঙ্গল আরতির উদ্দেশে গিয়ে দেখি ঘড়িতে তিনটে। সেই তখন হ'তে বসে বসে ঠিক সাড়ে চারটার পর মঙ্গল আরতি করলাম। অতক্ষণ যে বসে রইলাম একলা, তা নাম করতে ইচ্ছাও তো হ'ল না, কি জানি কেন ?

প্রভাত হয়ে ১১ই বৈশাখ এ'লো বটে, কিন্তু সবটাই বেঠিক, সেই তৈল ধারার মতন এক ঘেয়ে এক টানা দিনটা কেটে গেল। গৃহ মার্জনা করে নীলমণিকে বাল্য ভোগ দিচ্ছি, দীপু এসে বললে, "মা ডাকছে" ! "যাব" বলতে যাচ্ছি এমন সময় সরযূ এসে ধরলে, বল্লে,—"রোজ আসি আপনি লিখতে বসেন, আজ তাই সকালে এসেছি কথা কইবেন বলে"। তার আব্দার রাখার পর ভারতীকে চরণামৃত দিতে গেলাম। ভারতী বড়মার ছোট জা। কঠিন ব্যাধির আরোগ্য আশায় হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে যাচ্ছে তাই আমায় এই ডাকা ডাকি। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে এসে দেখি স্বামী দেবতা রেশন বাজার আনবেন বলে আমায় খুঁজছেন। তার বন্দোবস্ত ঠিক করে দিয়ে ঠাকুরের বাসন ধুয়ে তুলছি ; তুলালের মা, সন্তোষের মা, ছকাইরা ও হরি চাটুজ্জ্যে সস্ত্রীক, সুশীল ও গৌরী এলেন। তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চরণামৃত দেওয়া, প্রণাম, আশীর্বাদের বিনিময়ের মধ্যে এলেন মতিলাল ভট্টাচার্য। তাঁকে দিয়ে ছকাইদের বাড়ীতে শিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বস্ত্যয়ন করাবার ইচ্ছা করেছি, সে প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে ফর্দ্দ নিলাম। হাতিবাগানের এই আজন্ম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণটিকে আমি বড়ই শ্রদ্ধা করি। তিনিও আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন আর বিশ্বাস করেন। তাঁর আন্তরিকতা ও তাঁর এই সন্তানতুল্য মেয়েটির প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার সত্যই আমার পক্ষে পরম গৌরবের বস্তু। এলো সুধীর, ছোট জামাতার অভিমান কাহিনী নিয়ে! সকাল হতে এই সব নিয়েই আছি ; রান্নার ব্যবস্থা জল খাবারের ব্যবস্থা কিছু বলে দিই নি, সে নিয়ে সংসারের লোক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থায় ছুটে গেলাম। এদিকে ফুল গোছান, নৈবেদ্যাদি কিছুই হয় নি,—এ সব ঠিক করে নিয়ে পূজায় বসতে যাচ্ছি—অরবিন্দের স্ত্রী কন্যা এলো। আমায় সধবা পূজা করতে। তাঁদের সেবা পূজা শেষ হ'লে পূজায় বসলাম বেলা তখন দশটা। পূজান্তে মাকে চণ্ডীতে একটু স্তুতি করে ফিরে দেখি আমোদিনী এসেছেন তাঁর অমর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। সবারই মুখে এক কথা "হাঙ্গামার জন্যে আস্‌তে পারি না মা! অনেক দিন চরণ দর্শন হয় নি আজ আর স্থির হতে পারলাম না। অনেকক্ষণ এসে বসে আছি"।

১৬ই বুধবারের প্রভাত হলে আমিও নিত্য কর্ম্ম সেরে নিত্যকার মত নৈবেদ্য তৈরী করতে বসছি, মায়ের দুটি ভক্ত মেয়ে এলো,—একটী তার মধ্যে আবার উদাসিনী। সেই মেয়েটী মায়ের সাম্‌নে বসে গান ধরলো, সে কি প্রাণ মাতানো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব। আমি তখন আনন্দে হাস্‌ছি আর বলছি ; "কে বলে আমি স্বর্গে নেই" ? আমাদের এই আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে হঠাৎ এলেন ছোট জামাতা, তাঁর এক পদস্থ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। তাঁর নবজাত কন্যাটিকে দেখ্‌তে, বেলা তখন নয়টা। আবার চললো লৌকিক ব্যবহারের ধারা। তারা চলে গেলে ব্যারাকপুরের সরযূ ও শালিখার মকর এল। প্রায় পৌনে এগারটায় পূজা শেষে ঠাকুরদের জলখারায় বসিয়ে বাইরে এসে দেখি তুলালীও এসেছে। খাওয়া দাওয়া সারতে তিনটে বেজে গেল। সকলে এক সঙ্গে বসে কৃষ্ণ কথা ও মায়ের মন্দিরের বিষয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল এমন সময়ে এল প্রমীলা, মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে। পরে পরে আরও কয়েকটি ভক্ত মেয়ে এসে উপস্থিত হ'লো। যার যেমন প্রয়োজন সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়ে তুষ্ট করে আমি ঠাকুরদের জলখারা হ'তে তুলে গৃহমার্জ্জনাদির পর শীতল সাজাতে বসলাম। ঠাকুরদের শীতল খাইয়ে উঠেই দেখি কয়টি ভক্ত ছেলে বসে আছে। সকলকে প্রসাদ বণ্টন করে দিয়ে ছেলে কটির সাম্‌নে বসলাম। তাদের বেদনা তারা ভক্তিভরে মার চরণে নিবেদন করে দিতে আসে।

ভাগবত শ্রোতারা সব বসে আছেন। কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত। সমস্ত দিন এক ভাবে কথা বলে বলে খুবই ক্লান্তি এসে পড়েছে। যারা দূরের ছেলে মেয়ে তারা চলে গেল। আমিও একটু জিরিয়ে ভাগবত নিয়ে বসলুম ; কিন্তু বেশীক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারলাম না। একটু আবৃত্তি করেই নীরব হ'তে বাধ্য হলাম। শরীরটা সত্যই বিশ্রামের জন্যে নেহাৎ বায়না ধরেছে।

তের

১৮ই বৃহস্পতিবার সকালে উঠেই কর্মব্যস্ততায় পড়ে গেলাম। আজ একাদশী তিথি—অনেকেই আমায় সধবা পূজা করতে আসছে। একবার করে তারা যে যখন আসছে, তাদের আদর নিতে বসছি, আবার নিজের কাজে উঠে যাচ্ছি। চণ্ডীর আজ আইবুড়-ভাত—মায়ের প্রসাদ খাবে, সেজন্য রান্নার সব বিলি ব্যবস্থা করে দিয়ে দোকান বাজার আনিয়ে সব সেরে পূজায় বসতে সাড়ে দশটা হল, কিন্তু পূজাটি বড় তৃপ্তির সঙ্গেই সমাধা হ'ল। দিনটি বেশ কেটে গেল।

১৬ই বৈশাখ শুক্রবার সকালে যখন ঠাকুর ঘর মার্জনা করছি তখন সন্তোষের মা এসে ঠাকুর ঘরে দুটি টাকা মায়ের ভোগের জন্যে রেখে প্রণাম করল। সে দিন দ্বাদশী। আমি দিদির পূজার জিনিষ ও জল খাবারেরও বন্দোবস্ত করে দিয়ে পূজায় বসতে এলাম। দিদিকে স্মরণ করিয়ে দিলাম আজ চামেলী সাধ খাবে—মায়ের একটু পায়েস ভোগ দিতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজায় বসেছি এমন সময়ে ভাই প্রফুল্ল এল। লিলিকে আনতে তার শ্বশুর বাড়ী যাবে।

সত্যনারায়ণের পূজার জন্য ব্যারাকপুরের সরযূ ৪৲ টাকা দিয়ে গেল। তার সঙ্গে কথা বলে ফের বসতে যাচ্ছি শ্যামল এসে একটি টাকা মায়ের নির্ম্মাল্যের জন্য দিলে। ছোট সরযূ এসে একটি টাকা মায়ের সেবায় দিলে। লাবণ্য দুটি টাকা পাঠিয়েছে ৺মায়ের শীতল ভোগের জন্যে। রাণু দুটি টাকা মায়ের শীতল ভোগের জন্য নিয়ে এল।

পূজায় বসে মনে হ'ল দৈনন্দিন কাহিনীর এওতো একটা অঙ্গ। আমি তো এজিনিষটাকে বাদ দিয়েই চলেছি। ভক্তদের ভক্তিদত্ত সেবার কথাটি তো আড়াল দিলে চলবে না! কাজ সেরে খেতে বসেছি টুকু বললে; "মামার খাওয়া হয়েছে, লিলি বিকালে আসবে।"

নকুকে খাইয়ে আমরা চারজনে খেতে বসেছি অনাথ এসে বললেন; "মা শীগ্‌গির খেয়ে উঠুন, মীরা বাঈ দেখতে যাবেন।" মীরা বাঈ! সেই অতুলণীয়া ভক্তিমতি নারী ভক্তি সরস সঙ্গীত রসে যিনি জগতের রুক্ষ শুষ্ক প্রাণগুলিকে অমৃত প্রবাহে ডুবিয়ে দিয়ে গেলেন! সেই অফুরন্ত রসধারা অঞ্জলী ভরে পান করবার ইচ্ছা কার না হয়? মিনার্ভায় নাটক দেখতে বসেছি হঠাৎ মনে পড়লো ঠাকুরের কথা। এই মিনার্ভা থিয়েটারেই প্রফুল্ল নাটক ও নদের নিমাই দেখ্‌তে গিরিশ ঘোষ তাঁকে এনে বসিয়েছিলেন,—মিনার্ভা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি ধন্য ! তুমি পবিত্র ! আমাদের সামনে হঠাৎ দেখি ঠাকুর বসে। তাঁর দুই প্রিয় পুত্রকে দুপাশে বসিয়ে। অদ্ভুত সুন্দর ফুটন্ত পদ্মে তিন জনেই বসে আছেন।

আর ওঁদের কাছে দাঁড়িয়ে কে ? আমারই সাথী ! অবনর্ণীয় সুখাবেশে প্রাণ ভরিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

বেলা ছয়টা—সমস্ত দিন আনথ কমলের খাওয়া হয়নি অনাথের যে ডাক্তার বন্ধুটী আমাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তারও হয় নি। স্বামী দেবতা বাড়ী ছিলেন। তিনি ঠাকুরদের জলধারা হ'তে তুলে জলপান খাইয়েছেন দেখে তৃপ্তি পেলাম। গৌরী ইত্যাদি নিত্য ভাগবত শ্রোতা মেয়েরাও সব বসে আছে। ছেলেরা কেউ প্রসাদ পায় নি। আমি এসে দেব বলে কেউ তাদের দেয়নি। প্রসাদ দিয়ে যারা চরণামৃত নির্ম্মাল্য নিতে এসেছে তাদের দিয়ে ভাগবতখানি নিয়ে বসলাম। দুটী শ্লোক মাত্র পাঠ হলো মন কিন্তু রস পেল না। চোখের সামনে সেই মীরার প্রতি ভগবানের পরীক্ষা ও পরিশেষে তাঁর কৃপা প্রাপ্তি, আমার মনকে যেন কি এক ভাবে আচ্ছন্ন অভিভূত করে রেখেছে। এর স্থলে আর কোন ভাব আজ মনে স্থান পাবে না। ভক্তের ভয়হারীকে হৃদয়ে ধরে মাকে সামনে রেখে আসনে এসে বসলাম। বড় আনন্দেই তাঁর মনন পূজন হ'লো। আরতির শেষে ভোগ শয়ন দিয়ে এসে দেখি সুধীর বসে আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংবাদ দিলে রবিবারে হরি (ছোট জামাতা) টুকুকে বাড়ী নিয়ে যাবে। মনটী একটু ভারী হ'য়ে এলো। একদিন পরেই টুকু মেয়েটীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে।

এদিকে লিলির বড়ই অভিমান হয়েছে। বিকাল হ'তে এসেছি, পিসিমা একটা কথাও বলে নি। এই ত সংসার চক্র! নইলে যে সাথীর আমার খেলার আনন্দও হয় না।

১৯শে বৈশাখ শনিবার। নিত্য-কর্মগুলি তাড়াতাড়ি সেরে পূজার সব গুছিয়ে রেখে চণ্ডীর গায়ে হলুদ দিতে যাব এই জন্য বড় ব্যস্ত। নটার সময় আমায় তারা নিতে এসেছে। গাড়ীতে উঠতে যাব এমন সময় পটলডাঙ্গার লগ্নরা মায়ের পূজা নিয়ে এসে উপস্থিত হ'লো। সতুর মাও এসেছেন। এদিকে এরাও এসেছে অনেক দিন পরে মায়ের কাছে, ওদিকে গায়ে হলুদের সময় অতিক্রান্ত প্রায়। যাই হোক্ মায়ের ইচ্ছা, এদের একটু সন্তোষ না করেও আমার মনটা তৃপ্তি পাবে না। তাদের কুশলাদি নিয়ে চরণামৃত প্রসাদ দিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। চণ্ডীর গায়ে হলুদ দিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ দিয়ে ফুলের গহনায় চণ্ডীকে সাজিয়ে তাদের আনন্দ দেখে রাড়ী আস্‌তে দশটা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি পূজার আসনে বসতে যাচ্ছি কাঁদতে কাঁদতে শ্যামবাজারের উষা এসে আছড়ে পড়লো ;—"মা রক্ষা করুন মা! আমরা যে গেলাম! সর্ব্বনাশ হচ্ছে মা! আমার মাকে বৌদিকে বাঁচান ; আমরা মার চরণে কি অপরাধ করেছি যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত শাস্তি দিয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত নিয়ে এখনো মায়ের দয়া হ'ল না ? আপনাকে নিতে এসেছি—আপনি একবার গিয়ে দাঁড়ালেই আমাদের সব অশুভ কেটে যাবে।" বল্লাম, "ঠাণ্ডা হও, কি হয়েছে বল।"

"একটা উঠ্ছে ত পাঁচটা পড়ছে। আমাদের বাড়ীর যাট জন লোক মায়ের দয়ায় শয্যাগত হ'য়ে পড়ে আছে। কেষ্টর মেয়েটাকে ত নিলেন, এখন শান্তি দিন! আমি আজ কোন কথা শুনবো না আপনাকে যেতেই হবে।"

কি করা যায় ? সস্নেহে তাকে বললাম "মা যেখানে ইচ্ছে করে খেলা করছেন সেখানে আমার করবার কি আছে মা ? তবে কোন ভয় নেই, সবাই ভাল হ'য়ে উঠ্বে। পূজা শেষে আশীর্ব্বাদ নিয়ে বাড়ী যাবে।" এমন সময় বেহালার রাণু এসে উপস্থিত ; ঠাকুরের জন্যে মিষ্টি আর গাছের তেঁতুল নিয়ে এসেছে। তাকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল। রাণু বললে ; "মা আপনাকে দেখবার জন্যে প্রাণটা বের করে তবে এসেছি। কেউ বাসে করে আনতেই চায় না মা, আমি এক মাসের ওপর আপনাকে দেখি নি, আর কি থাক্‌তে পারি ?"

তাকে প্রসাদ খাবার কথা বলে আমি পূজায় বসলাম। অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল, অনেক ঘোরাঘুরি ও অন্যান্য কথা বলা সত্ত্বেও পূজাটি মন্দ হ'ল না। ঠাকুর ঘর হ'তে বেরিয়ে দেখি ৩টা বাজতে বিশ মিনিট বাকি। মেয়েদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমন্ত্রণ বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হবার তাড়া দিয়ে আমরা তিন জায়ে রাণুকে নিয়ে আহারে বসলাম। ব্যবস্থা মন্দ ছিল না। ঘরের রান্না ও বিয়ে বাড়ী থেকে পাঠানো মায়ের জন্যে মাছের ভোগও হয়েছিল। দই, ক্ষীর, সন্দেশ সবই মাকে ভোগ দেওয়া হয়েছিল। অনিবেদিত বস্তু আমি আহার করি না—মাকে সবই নিবেদন করে ভোগ দিতেই ভাল লাগে। অথচ লোকের তৃপ্তির জন্যে আমায় তাঁর প্রসাদ সবই কিছু কিছু খেতেই হয়।

পাঁচটার আগে ওরা আর বেরুতে পারলো না। চার মেয়ে দুই বউ ছেলেপিলেরা সবাই নিমন্ত্রণে গেল। আমার ওপর রইল টুকুর মেয়েটী এবং ছড়ানো জিনিষ পত্রে ভরা ঘরকন্না সামলানো, ঠাকুর আর লোকজন সবই। ওরা যেতেই আমি ঘর পরিষ্কার করে টুকুর খুকুকে দুধ খাইয়ে দিদির কাছে দিয়ে ঠাকুরদের জলধারা হ'তে তুলতে গেলাম। দেখলাম চোরবাগানের দুটী ভক্ত মেয়ে ও আরও দুটী নূতন লোক এসে বসে আছে। যথাকর্ত্তব্য সমাধা করতে সাড়ে পাঁচটা। টুকুর খুকু এর কোল ওর কোল করছে আর কাঁদছে রাখা যাচ্ছে না। গৌরী বাড়ী গিয়েছিল, সে এসে খুকুকে নিতে আমি তখন সুস্থ হয়ে ভাগবত নিয়ে বসলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৌদ্দ

২০শে বৈশাখ রবিবার—আজ সত্যনারায়ণ পূজা হবে। বালিকা বয়স হ'তেই সত্যনারায়ণ পূজা করি। যখন ৺নারায়ণ আমার হাতে নিত্য সেবা নিলেন সেই সময় হ'তে আর মাসিক ধারায় সত্যনারায়ণ পূজা করি নি। একদিন ৺নারায়ণ আদেশ দিলেন, "আগের মতন সত্যনারায়ণ পূজা করবি, যতটুকু সাধ্য সেই ভাবেই পূজা দিবি। আমি যা খাব, সেই প্রসাদ যতটুকু সামান্যই হোক্‌না তাই সব্বাইকে বেঁটে দিবি।" এই প্রত্যাদেশের পর হ'তে যখন যেমন জুটে যায় সেই ভাবেই তাঁর সিন্নি দিই। সত্য নারায়ণের যোগাড় ও নিত্যকার কর্ম্মে আমি ব্যস্ত; টুকুও সকালেই শ্বশুর বাড়ী যাবে। তার নিজের গুছানোয় সেও খুব ব্যস্ত আছে।

গৌরী এল সধবা পূজা করতে; বৈশাখী পূর্ণিমায় এ কাজটী হয় নি। আজ পূজা করবেন আমার স্বামী, নচেৎ পুরোহিতই করেন। এ দিকে এক কাণ্ড! জল খাবার হ'তে সবই যোগাড় করা রইলো, টুকুকে নিতে এলো না! পূজাদির পর স্বামী দেবতা আহারে বসলেন। বেলা আড়াইটা। আমি সিন্নি বিতরণে ব্যস্ত রইলাম। এই সময় মকর এলো। প্রায় সাড়ে তিনটা বেলা হ'ল—ঠাকুর ঘরের দুয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধ দিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় নব বর-বধূ দেবতা প্রণাম করতে এলো। বন্ধ দুয়ার ফের খুলে দিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ চণ্ডী ও তার বরকে দিলাম। আটটী টাকা মায়ের দুয়ারে প্রণামী রেখে তারা প্রণাম করলে।

টুকুর খুকুকে নিয়ে বসে মকরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছি—সবই অগোছাল পড়ে আছে, এমন সময় হরি তার ছোট বোনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন টুকুকে নিয়ে যাবার জন্যে। পাঁচটা তখন বাজে। তারা এল, আমিও ঠাকুর ঘরে গেলাম। ঠাকুর জলে রয়েছেন আর তো দেরি করা চলে না। জামাই, তার ভগ্নী আর বন্ধুকে জল খাবার দিয়ে টুকুর যাত্রার আয়োজন করে দিলাম। এ সব গোলমালে টুকু ও খুকুকে ভাল ভাবে লক্ষ্য করতে পারি নি। শ্রোতারা বসে আছে, টুকুদের রওয়ানা করে আমি এসে ভাগবতে বসলাম।

টুকু যে পাঁচমাস এসেছিল, প্রসব হ'ল, ঘর আলো করে যে তার ফুট্‌ফুটে মেয়েটি শুয়ে থাকতো বিছানা জোড়া করে, তার জন্যে রাত্রে কিছুই কিন্তু মনে অস্বস্তি এলো নাত!

পরদিন সকালে বরং মনটা একটু ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো। সেদিন ২১শে বৈশাখ, সোমবার। দৈনন্দিন ঘটনার নূতনত্ব কিছুই ছিল না। নকুও শ্বশুর বাড়ী চলে গেল। নিরুদ্বিগ্ন স্থির চিত্তে সেদিন ভাগবত পাঠটি হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল। শ্রোতারাও গৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রেম পাথারে নিজেদের চিত্তকে ডুবিয়ে দিয়ে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। মানুষের নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনটিই যেন তার নিজের কাছেই সব্বার চাইতে অপরিচিত। আশ্চর্য এই মানুষের মন! সে যে কখন কি ভাবে থাকে সহজে সেটি ধরা যায়না, তবে "মনোনিবৃত্তি পরমোপশান্তি", এটা বেশ সুস্পষ্ট।

পনের

এ দিন ২২শে বৈশাখ মঙ্গলবার। স্নানাদি শেষ করে ঠাকুর ঘরে এসে ব্যস্ত ভাবে কাজ সেরে নিচ্ছি, আটটার মধ্যে শ্যামবাজারের দ্বিজেন ঘোষের বাড়ী যাব কথা দিয়েছি। তার মধ্যে যারা মাকে দর্শন করতে এলো, তাদের চরণামৃত দিয়ে কথাবার্ত্তা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাজও করে যাচ্ছি। সুধীরও এল, আর সঙ্গে সঙ্গেই শ্যামবাজার হ'তে আমাকে নিতেও এসে গেল, গাড়ী ডাক্‌তে বলে আমি সুধীরের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় স্বামী দেবতা ঠাকুর প্রণাম করতে এলেন। কমল জানালো 'গাড়ী এসেছে।'

স্বামী দেবতা জিজ্ঞেস করলেন "কোথায় যাবে"? উত্তর শুনেই তিনি রেগে উঠে যেতে নিষেধ করলেন। তাঁকে বল্লাম; "যাওয়ার বিশেষ দরকার বলেই ত গাড়ী ডাক্‌তে বলেছি"।

তিনি বললেন; "ওদের বাড়ী যেতে তোমায় নিষেধ করেছি, যারা আমায় অপমান করে তুমি তাদের বাড়ী যাবে"?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি উত্তরে নম্র কণ্ঠে বল্‌লাম ;—"নিষেধ করেছ বলেই যতবার আমায় নিতে এসেছে, ফিরিয়েও ত আমি দিয়েছি। এবারে ওদের বড্ডই কান্নাকাটী দেখে যাব বলেছি যে। ওরা যে মার উপর বড় ভরসা করে। তারা বড় ব্যাকুল হয়ে বিপদে পড়ে আমায় আকুল হ'য়ে চাইছে, আমি না যেয়ে যে থাক্‌তে পারছি না। তুমি অনুমতি করো পূজায় বসবার আগে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একছুটে ওদের মায়ের আশীর্ব্বাদী টুকু দিয়েই চলে আসি।"

"স্বামীকে ছোট করে নিজে বড় হওয়া যায় না।"

এই কথায় উত্তেজিত হয়ে বললাম ; "এমন কথা বল্‌তে পারলে ?. ছোট তোমায় কোন দিনই আমি করিনি। মায়ের মন্দিরের জন্যে ভিক্ষে ওরা দেয়নি বটে, মন্দির ত আর হয়েও যায় নি।"

আমায় রাগতে দেখে তখন উনি শান্ত হয়ে বল্‌লেন ; "আজ গাড়ী ডাকা হয়েছে যখন, তখন আজ যাও, কিন্তু এবার হ'তে তোমারও সব জায়গায় যাওয়া আমি বন্ধ করবো।"

আমি তখন তাদের ছেলেকে গাড়ী ফিরিয়ে দিতে বললাম। ওঁকে বললাম ; "বন্ধ আজ থেকেই আরম্ভ হোক ; তোমার সংসারে আছি বলে ঠাকুরের ইচ্ছার উপরেও যা ইচ্ছা করবে, তিনি দয়া করলেও তোমরা তা' বিপন্নকে দিতে দেবে না, তাই যদি উচিত হয় হোক্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের বলা সত্ত্বেও আমি গাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে চুপ করে মায়ের সামনে বসে রইলাম। মর্ম্মস্থানে গিয়ে বাণবিদ্ধ হয়েছে তার নির্ম্মম ব্যথা নয়নদ্বারে গলিত হয়ে পড়তে লাগল। "ওগো সাথী আমার! আরও কত মজা তুমি বসে বসে দেখ্‌বে? বিপন্নের কাতর আহ্বান তুমিই সহ্য কর্‌তে পার না, আর এই ক্ষুদ্র জীব সহ্য করতে পারে!

এদিকে উষা তার মাকে ভাইকে নিয়ে এসে পড়লো। দ্বিজেন ঘোষের স্ত্রীর চোখ দুটি বাঁধা, চোখের মধ্যে বসন্ত হয়েছে, গায়েও দু' একটি। তার যাতনার অসহ্যতা দেখে বাড়ী শুদ্ধ সবাই স্তব্ধ! আমার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। কথা বলবার শক্তি নেই।

"কেন দয়া সরিয়ে নিচ্ছ মা, জগজ্জননী! আমরা কার কাছে যাব? মা এই অবস্থায় তাই ছুটে এসেছি—" উষা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল।

স্বামী দেবতাকে ডেকে বল্লাম; "এবারের মত অনুমতি কর। আমি কি করবো? যেতে দেবে না? দুয়ারে এসে পড়েছে কি বলবে?"

"কিছুই বলবো না, এ স্থান যে সকলেরই।" স্বামী দেবতা এই বলে চলে গেলেন। আর্ত্ত রোগিনীকে তুলে অন্তরের সকল শক্তি মার চরণে ঢেলে দিয়ে আশীর্ব্বাদ চেয়ে নিয়ে তাকে দিলাম, আর চরণামৃত দিয়ে চোখ দুটি ধুইয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিতে বললাম। "মায়ের এইটাই ইচ্ছা ছিল, তোমায় ওখানে গেলে এমনটি পেতে না। মা যে কি ভাবে নিজ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করেন তা বুঝ্‌বে কে?" এই বলে সযত্নে সকলে ধরাধরি করে তাকে গাড়ীতে তুলে দিতে নিয়ে গেল। আমার মনের মেঘ কিন্তু কাটলো না। "পীড়িত ব্যথিতের সেবা কর"—গোবিন্দ যে এই বলে আমায় আদেশ করেছেন, সেবা তো ঢের পরে, মুখের একটি কথা পেলে যাদের চলে যায়, দেখতে পেলে যাদের ব্যথা সরে যায়, চোখের দৃষ্টিতে যারা সুস্থ হয় এমনই যাদের বিশ্বস্ত প্রাণ সে হ'তেও তাদের বঞ্চিত করতে তোমার আদেশের অপব্যবহার আমায় করতে হবে? আমি স্ত্রীলোক, পরাধীনা, তোমার কৃপাপাত্রী হলেও এ দেহের সম্বন্ধকে অস্বীকার করবার উপায় নেই—তুমিও যে পদে পদে বলেছ; "উদ্ধত হ'তে শিখাই নি—নত হ'তেই শিখিয়েছি।" ওগো সর্ব্বশক্তিমান। আমায় শক্তি দিও।

দিদি এসে বললেন;—"দেখে এলে তো মীরাবাঈও তো কত সহ্য করেছেন?"

কার সঙ্গে কার তুলনা? তিনি মহামহিমাময়ী; মহাভাগবতী; আর আমি সংসারাবদ্ধ ক্ষুদ্র দীন জীব, সামান্য হাসি কান্নার মানুষ! তবুও আমার চির-সাথীর উপর অভিমান গেলনা, একথা খুবই সত্য, তা'মানছি, পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি কাকেও তুমি দাও নি। ভক্ত ভাবুকদের জন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নব নব ভাবে পরীক্ষানল তৈরী করেও এনেছ, কিন্তু আবার শেষে উত্তীর্ণও তো করে দিয়েছ! আর আমাকে? এর যে শেষ রাখছোনা। এতটুকু আধারে কতই ধরবে বলো দেখি?

যা হোক্ মনটাকে কতকটা স্থির করে নিয়ে পূজায় বসলাম। এমন সময় আমোদিনী এলেন এবং তাঁর নূতন নাতিটিকে মায়ের দুয়ারে হাজির করতে সঙ্গে আনলেন। পূজার দ্রব্যাদিসহ মেয়েরা ও নাতনীও সঙ্গে এসেছে। তাঁর পূজা নিয়ে নব শিশুটিকে ও তাদের সব মায়ের আশীর্বাদী দিয়ে থুয়ে পূজায় বসতে বেলা গড়িয়ে গেল সেদিন পূজার আসনে আর যেন বসতেই পারি না। সমস্ত দেহটা কাঁপতে লাগল গলা শুকিয়ে মাথার মধ্যে যাতনা হতে লাগলো। কেমন যেন বেভাব হয়ে পড়লাম। কোন রকমে 'নাও খাও' বলে আমার ইষ্টদের খাইয়ে দিলাম বটে, কিন্তু চণ্ডী স্তুতি আর করা হ'লো না। যথাকৃত্য করে এসে দেখি বেলা দেড়টা। এদিকে রাগিনী এসে তার ছেলের অসুখের জন্যে বড়ই কান্নাকাটি করতে লাগলো। আমি আর বসতে পারলাম না। না খেয়েই শুয়ে পড়লাম, যা' নাকি আমার স্বভাবের একান্তই ব্যতিক্রম! সমস্ত দিন রাত্রিই সেদিন এই ভাবটা ঠায় রইলো। যখনই আমার উপর জোর চালানো হয় তখনই দেখছি দেহটা আমার এমনি আপনা হ'তেই ঘোর অসুস্থ হয়ে পড়ে, জোর করেও তাকে থামাতে পারিনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোল

২৩শে বৈশাখ বুধবার ভোরে যখন এই খাতাটিতে মনের কথাগুলি লিখছি তখন মায়ের দিকে চোখ পড়তে সহসা দেখি তাঁর চোখের পাতাগুলি নড়ছে। একবার করে মুদিত হচ্ছে একবার করে ফের খুলে যাচ্ছে। আমার দেহের মধ্যে একটা তড়িৎ প্রবাহ দ্রুত ছুটে গেল। মায়ের চোখ দুটিতে চোখ রেখে নিষ্পলক হয়ে বসে রইলাম। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানিনা, প্রভাতের দর্শন প্রার্থীদের আহ্বানে চমকভেঙ্গে উঠে এলাম। মন্ত্র সম্মোহিতের মতনই সেদিন সর্বক্ষণ নিজের কাজ করে গেলাম,—দেহের সঙ্গে মনটা যেন সম্পূর্ণরূপেই পৃথক হয়ে আছে।

পূজায় বসতেই সরযূ এলো গাছের ফল ফুল নিয়ে। দশটি টাকা মাসিক হিসাবে মায়ের সেবায় যেমন দেয়, মায়ের দুয়ারে রাখলো। আর একটি টাকা মার পূজার জন্যে দিল। পূজা শেষে এসে দেখি স্বামী দেবতা আহারে বসেছেন,—বেলা তখন একটা। আমাদের আহারের পর গৌরী এল, লগ্ন এল, সকলে একত্র বসে ভাগবত বিষয়ে আলোচনা চললো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতের

বৃহস্পতিবার ২৪শে বৈশাখ। মঙ্গল আরতির সময় উঠে মনে খেয়াল হ'ল বৈশাখ মাস প্রায় চলে গেল—একদিনও গঙ্গাস্নানে যাই নি—আজ যাব। নিভা ও দিদিকে সে কথা বল্লুম। আমরা তিনজন আর বীণা গঙ্গাস্নানে গেলুম, তখন সকাল ছয়টা। সাড়ে সাতটায় স্নান করে বাড়ী এসে দেখি বাড়ীর সকলেই শয্যাত্যাগ করেছে, স্বামী দেবতা মুখ ধুয়ে দেবতা প্রণাম করছেন। কমল বললে; "তুমি গঙ্গা স্নান করতে গিয়েছ এদিকে কত লোক প্রণাম করতে, সিঁদূর দিতে এসে ফিরে চলে গেল।"

ওকে বললুম; "কারফিউ অর্ডার সাতটা পর্যন্ত ওদিকে আছে বলে বেলায় স্নানে গিয়েছিলুম, নচেৎ কারুরই অসুবিধা হ'তো না।" গঙ্গা নাইতে গিয়েছি দেখে সকলে আশ্চর্য্য! কোন দিন তো যাই না। যাই না যে প্রথমতঃ তার কারণ ঠাকুরের তাতে কষ্ট হবে, তাঁদের শয়ন তোলার, জল খাওয়ার দেরি পড়বে, আর যেত্রেও হয় তো খানিকটা পথ। যাহোক এসেই ঠাকুরের নিত্য সেবার বাজার আনিয়ে নিলুম। তাঁর প্রণামী থেকেই তাঁর সেবাটুকু চালিয়ে দিই। স্বামী দেবতার উপর হ'তে আস্তে আস্তে চাপ সরিয়ে দিচ্ছি। চিরদিন তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেই এসেছেন। এ বয়সে সন্তান দ্বারাই দায় ভার হাল্কা হয়। তাঁর গোবিন্দ-ছেলেই বা তাঁর দায়ভার বাড়াবেন কেন ?

রান্নার ব্যবস্থা করে দিয়ে পূজায় বসতে যাচ্ছি—ছকাই এল। তার মা গতকাল হার্টফেল করে মারা গেছেন তাই কাছা পরা। বড় দুঃখ হ'ল। আহা! মনোকষ্ট ভোগ করেই সে চলে গেল, এক ঘর ছেলে মেয়েকে অকূলে ভাসিয়ে রেখে। সব রকম কষ্টই সহ্য হয়েছিল, কিন্তু পুত্র শোকের শেল বিদ্ধ হয়ে তাকে প্রাণান্ত করলে! তখন মনে পড়লো এ দৃশ্য যে আমি ভাবে দেখেছিলুম দিন কয় পূর্বে, কিন্তু সেটা একেবারে বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিলুম। ছকাইকে সান্ত্বনা দেবার কথা কিছু নেই; সেটা যে পরিহাসের মতই শোনাবে সদ্য মাতৃ শোকাহত পুত্রের কানে।

পূজায় বসে সব বিস্মরণ হয়ে রইলো, প্রাণের মধ্যে জেগে রইলো আনন্দ সরস তৃপ্তি মাত্র! পূজান্তে ভাবলুম একটু ধ্যানে বসে মাকে চিন্তা করি। এখন সব দিন এ কাজটি ঠিক ভাবে হয় না। পূজা শেষে বেলা বেড়ে যায়। দেহ এখন একটু দুর্ব্বল হয়েছে, চিরদিন যেটা করে এসেছি তা এদেহে আর সহ্য হচ্ছে না। তাই দৈব কার্য অনেক কমিয়ে এনেছি। ভোর হ'তে পাঁচটা, আবার সাতটা হ'তে দশটা গৃহ কর্মের সঙ্গে আর এ দেহে চলছে না।

ধ্যানের ধন কিন্তু ঐটুকুতেই বুক ভরিয়ে দিয়ে দেখালেন, একটি লতানে গাছ! সেটিকে দেখিয়ে বললেন; "গাছটায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জোর হচ্ছে না!" আরও বললেন; "বৈশাখ মাস গেল কৈ কুমারী পূজা করলে না?"

ভাবটী ভেঙ্গে গেল। ঠাকুরদের ভোগ দিয়ে জলে বসিয়ে একটি কুমারী ডেকে তাকে পূজা করে মিষ্টি খাইয়ে দিলুম। স্বামী দেবতার আহার অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে। তাঁর প্রসাদের পাত ঢাকা ছিল। মনের মধ্যে কথা কয়টী কিন্তু গুমরে ফিরতেই লাগলো। মনে মনে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করলুম, যে "গাছটার জোর হচ্ছে না," সেটা কোন্ গাছ এই বিষয়টাকেই প্রথমতঃ বিচার করে স্থির করতে হবে। আমার অন্তরের ভক্তি-লতার "গাছটির" কথাই নিশ্চয় বলেছেন! "জোর হচ্ছে না?" কিন্তু কেন? কেন হচ্ছে না? কেন, কেন? নাম, সেবা. লোক ব্যবহার, সংসারাশ্রমের মর্যাদা রক্ষা যথা সাধ্যই তো ক'রে যাচ্ছি, তবে? অন্তরে কি সারের অভাব হচ্ছে? এ জগতে সারবস্তু তোমার কৃপা, তাও তো পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করছি! কি অসার হচ্ছে তবে? তাই স্পষ্ট বলে দাও তবে কি? সংসারী করেছ তুমিই, আমায় তো উদাসীন্ করো নি। সেই সংসারের সমস্তটুকু ভোগাভোগ চুটিয়ে নিতে তুমিই তো আমায় আদেশ করেছ, সেই আদেশই তো আমার মনের মধ্যে মণিদীপ হ'য়ে জ্বল্‌ছে;—"ঘরে বসে যদি পাও বাইরে যাবার প্রয়োজন কি?" —তোমার এই মহাবাক্যই তো এই ক্ষুদ্র জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে আমার জীবনের সমস্ত অন্ধকারেই পথ দেখিয়ে নিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলেছে। ভাল জানি না, মন্দ জানি না, কর্ম জানি না, অকর্ম জানি না, লাভ-ক্ষতি, সার-অসার কিছুই বুঝি না— কেবল জানি একমাত্র তুমি আমার আছ! তুমিই আমার সর্বস্ব! আমার শিশুকাল হ'তে, তুমি হাত ধরে নিয়ে চলেছ, সেই তো তুমি! তবে? আমায় তবে কেন ও কথাটা বললে? আজ কোন্ ত্রুটী হ'ল বুঝিয়ে না দিয়ে সেটা অমন হেঁয়ালি করে বললে কেন? মনের গোড়াটাকে ধরে এমনি করে সংশয়ে নেড়ে দিলে! মনটাকে এখন আমি স্থির করি কি দিয়ে?"

পাঠে বসে মন পাঠে মগ্ন হ'ল না। গৌরী বললে; "মা আজ কি হ'লো? একটুও যে ভাব নিতে পারলাম না, একেবারেই সাদা শুকনো রইলো, এ্যাঁ?"

সেদিন মায়ের সামনে গিয়ে বসতেই আকুল হ'য়ে চোখ দুটি ভরে জলধারা ছুটলো। জপ, পূজা কি হ'ল জানি না, আরতি করে মায়ের ভোগ, শয়ন দিলুম। আজ প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পরে তোমার মুখে একি কথা শুনলুম মা? মাগো আমার!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আঠারো

শুক্রবার ২৫শে বৈশাখ। সকালে নিজের কাজ সেরে নিচ্ছি। ভাঁড়ার দিতে গিয়ে আত্মজনের সঙ্গে একটুখানি কথান্তর হ'লো।

ঈষৎ অশান্ত চিত্তে পূজায় এসে বসলুম। ৺মায়ের প্রিয় ভক্তের অভিমান ভরা পদটী আমার কণ্ঠে আপনা থেকেই ধ্বনিত হয়ে উঠলো ;

"ওমা আমি এত দোষী কিসে ?
এ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার
সারা দিন কাঁদি বসে।"

ফুল বিল্বপত্র দিয়ে আত্ম-পূজা প্রত্যহ করি, আজও করলুম। কিন্তু আজ সেই মাথায় দেওয়া কুশীখানির জল অজস্র ধারায় বেয়ে বুক দিয়ে নেমে এসে বুকের কাপড় কোলের কাপড় ভিজিয়ে দিতে লাগলো কি করে? প্রথমটা বুঝতে পারি নি। পরে ভাবটি বুঝে রোমাঞ্চ হয়ে উঠ্‌লো। পূজা শেষে আজও একটু ধ্যানে বসতে ইচ্ছা হ'ল। বসতে পারলেই তো কাছে এসে দাঁড়ান, লীলাখেলা কতই না দেখ্‌তে পাই, দুটো কথাও শুনতে পাই ; কিন্তু এই পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুটিকে আগ্রহ করে হৃদয়ে নেবার সময়ই নেই,—এর চেয়ে আর কি অধিকতর দুঃখের বিষয় থাকতে পারে? কখন যে ভাব সমুদ্রে ডুবে গেছি জানি না, দেখছি কমলের এক বছরের ছেলেটি আমার কোলে বসে তার সুন্দর মুখখানি ও চোখ দুটি আরও সুন্দর করে আমার মুখের উপর তুলে ধরে আধ কণ্ঠে ব্যগ্রতা ভরে বলছে; "আমি রান্না ঘরের কাজ করবো?" "এঁটোয় গোবর দেবো?" "ঘর ধোব?" ঘাড় নাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার নোটন চুলগুলি দুল্ দুল্ করে' দুলছে! আমিও ঘন ঘন মাথা নেড়ে তা'তে সায় দিলুম, ঝপ্ করে ভাবটি ভেঙ্গে গেল। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই! তবে মনে মনে খানিকটা আনন্দই হ'ল। আমাদের ছোট বড় সব কিছুতেই তিনি যে কথা কয়ে সহানুভূতি জানিয়ে দিয়ে থাকেন। এখন নিজে আর রান্নার কাজটি করতে পারি না। যাঁরা করেন তাঁদের মনের গরমটা সময় সময় একটু বেড়ে গেলে মনে কিছু কষ্ট পাই: আমার সেই মানসিক ক্ষোভে হয়ত তিনিও কষ্ট পান, তাই শিশু সেজে শিশু-ভোলাচ্ছেন বুঝি? আনন্দাবেগে রুদ্ধকণ্ঠে তাঁর এ কাহিনীটি সব্বাইকে ডেকে জানালুম। যাঁরা বাড়ীতে এলেন সকলকেই এই সমাচারটি দিয়ে সবাই মিলে খুব আনন্দ কৌতুক করতে লাগলুম। সেই কথাটি কিন্তু প্রাণের মধ্যে বিঁধেই রইল, এইযে বলে,—'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও সেই ধানই ভাঙ্গে!' গোবিন্দ নিজেই এই বাজে কাজগুলিও ঘাড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাপিয়ে দিচ্ছেন, তারজন্য আবার দুঃখটুকুও বোধ করে ভক্তের কষ্ট লাঘব করবার জন্য খেটেও খুন হচ্চেন! ভক্তবৎসল কিনা; কর্মফলে কষ্ট দিতে বাধ্য হলেও নিজেও কষ্ট কম পান্ না! 'দণ্ডদাতা কাঁদে যবে দণ্ডিতের সাথে…'সেইআর কি! ভাগবত ব্যাখ্যায় চিত্ত অভিষিক্ত হল। সেই সরল মনটুকু নিয়ে ৺মার চরণে রেখে মায়ের সামনে বসলুম। পাঠের সময় হতে এ পর্য্যন্ত মুহুর্ঃ মুহুর্ঃ শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। মায়ের সামনে ব'সে নিজেকে আর সংবরণ করা গেল না। অকস্মাৎ এলো দারুণ কম্প! শরীরটা কাঁপ্তে কাঁপ্তে স্তব্ধ হ'য়ে গেল। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেললুম।

সম্বিত যখন ফিরে এলো, তখন বাঁধ ভাঙ্গা জলের স্রোতের ন্যায় নয়নাশ্রু অবিরল ধারায় পড়তে লাগলো। মন প্রাণ আনন্দে অভিভূত, তথাপি কিসের এই প্রবল অশ্রুবেগ? আরতি শেষে নির্জীবের মতন শুয়ে পড়ে রইলুম। তারপর উঠে ঠাকুর শয়ন দিয়ে বেরিয়ে এলুম। প্রাণ তখন একান্ত ব্যাকুল হ'য়ে নির্জন চাইছে, কোলাহল সইতে পারছে না।

নিজের দেহটা টেনে নিয়ে কোন রকমে ত্রিতলের ছাদে উঠে গেলুম। আঃ! উন্মুক্ত ছাদে খোলা বাতাস ছুটাছুটি কর্চ্ছিল। ঈষৎ সান্ধ্য অন্ধকারে ছাদটি যেন আরও ঠাণ্ডা লাগছিল। এক স্থানে বসে পড়লুম। ছাদে ওঠা আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন দিন কোন সময়ই হয় না, ঠাকুর ঘর আর সংসারের সীমানাতেই আমার সময় সীমাবদ্ধ; এদের বন্ধন ছাড়াতে অন্তর পুরুষ যখন আর্ত্তনাদ করেন, তখনই ছাদে একটু পালিয়ে আসি। চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি আর ভাবছি, কি অন্বেষণ করছি? কি চাইছি? মন যেন ভাল করে তা' বুঝতেও পারছে না! হঠাৎ নিরালা পেয়ে মনটা যেন খুলে গেল ডেকে উঠলুম;—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমায় দয়া কর, আমায় দয়া কর, আমি যে আর কিছু বলতে জানি না। আমার মা আমায় শিখিয়ে দিয়েছেন 'দয়া কর' 'দয়া কর' বল্‌তে। একদিন ভাবের ঘোরে পড়ে' ছিলুম—দেখি মা আমার বুকের উপর উবুড় হয়ে পড়ে—আমায় বলছেন; "বল দয়া কর, দয়া কর।" সেই হতে আর কিছু বলতে হয়, কি জানাতে হয় তাও আমি জানি না। মা গো! 'দয়া কর' এই আমার একান্ত কাতর প্রার্থনা! তুমি কি এ প্রার্থনা শুন্‌তে পাও না? শুধু নিজের খেয়ালেই খেলা কর আর মজা দেখ? আশে পাশে চেয়ে দেখেছি নির্জন হলেই বুকের ধন আমার পাশে পাশে ঘুরে বেড়ান, বুঝতেও তা' পারি। কিন্তু না, আজ যেন অন্য ভার!

আচ্ছা, আকাশের নক্ষত্রগুলি সব যেন এক সঙ্গে চোখ রেখে আমাকেই চেয়ে চেয়ে দেখছে না পরিহাসে ভরা কৌতুক নেত্রে ওরা পরস্পরের দিকে চাইছে! কিন্তু আমারই বা এ কি রকম অকৃতজ্ঞতা? যে সাথে সর্বক্ষণই রয়েছেন, সস্নেহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোলে বসিয়ে করুণাপূর্ণ দৃষ্টি প্রতিনিয়ত মুখের উপর প্রসারিত করে রেখেছেন; তাঁর সম্বন্ধে এ'কি পাগলামি? যাঁর জিনিস তাঁর দায়—এই নিশ্চিন্ততাটুকুও কি তোমার মনে নেই? এই নিয়ে মহত্বের অভিমান করো?

তা' আমি নিশ্চিন্ত হয়েই তো থাকি। যে দিন হ'তে আমায় বলেছেন; "অভিভাবক তোমার শ্রীকৃষ্ণ।" সে দিন হতেই তো নিশ্চিন্তে প্রবহমান জীবন নদীতে তরী বেয়ে চলেছি। মন তো আর আমার কোন কাজই করে না। হাত পা-ই আমায় চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু তিনিই যে এক একটা কথা বলে আমায় নিজের জায়গা হ'তে সরিয়ে দেবার ফন্দি করেন! কচি শিশুকে কোল হ'তে ফেলে দেবার ভঙ্গিতে তাকে আঁৎকে তোলার মত। এ গাছটির বীজও তুমি ভিন্ন কেউ রোপন করতে পারে না। হে কৃষ্ণ! তুমি মালী, গাছটা যদি জোর না পায় সে তো তোমারই অবহেলায়! তোমার উপ্ত বৃক্ষটি পত্র-পুষ্প-পল্লবে, রসপূর্ণ ফলে যদি তুমি সুন্দর শোভিত না করতে পারো তো কার দোষ সে?

ছাদ হ'তে নেমে এসে শুয়ে পড়লুম। আহারে রুচি ছিল না। মনটা অভিমানে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, সে যেন তাঁর উদ্দেশে অনুযোগ করে করে গুন্ গুন্ করে বলতে লাগলো,

"কেন, নিরানন্দে ভরে দিলে প্রাণ!
হে আনন্দময়! আমায় এই কি তোমার দান?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনিশ

২৬শে বৈশাখ শনিবার। একেবারে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গলো। তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। পূবের আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে, এমন কোন দিন তো হয় না। হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি মঙ্গল আরতি করতে গেলুম। আজ দেহে মনে কোন অবসাদই ছিল না। স্নানাদির পর ঠাকুর ঘরে এসে দেখি নীলমণি বড় রোগা আর কালো হয়ে গিয়েছে; বিশ্রী গরম কিনা! বললাম; "নীলমণি ধন! তুমি ছেলে মানুষ বড় কষ্ট হচ্ছে। গরীব বাপ মা তো আদর করতে পারে না, কষ্ট মোচন করতে পারে না। আমার ঘরে এসে তোমার ননির দেহ গরমে ঝল্‌সে যাচ্ছে।" সত্যিই আমার দুঃখ হ'ল নীলমণির চেহারা দেখে।

বাল্য ভোগ দিয়ে খাতা লিখ্‌তে বসলুম, এই সময়টুকুই আমার অবসর। আটটা থেকে কর্মব্যস্ততা জাগবে। গৌরী, সরযূ এলো সিঁদূর দিতে ও গঙ্গাস্নান করতে। ঠাকুর-দুয়ারে বসে আমার হাতের গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে তাদের হ'ল গঙ্গাস্নান। কমু এলো ডাব দিতে, সিঁদুর দিতে, সাম্‌নে বাড়ীর গৃহিণী, কর্ত্তা এসে ঠাকুর প্রণাম ও শিবপূজা করে গেলেন। সুধীর প্রভৃতি ছেলেরা নিত্য মায়ের চরণে প্রণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে আসে তারাও একে একে এসে চলে গেল। আমি নিজের কাজ সেরে পূজায় বসলুম। আজ একটা তাড়া আছে। দুপুরের ট্রেনে দিদি নবদ্বীপ যাবেন।

বিকালে লোকের পর লোক এঁলো। আজ ভাগবত পাঠের সুবিধা হ'ল না। আরতির পর ৺মায়ের কাছে বসে জানালুম; "মাগো! কাকেই বা বলি, তুমিই শোন মা, একটা টাকাও হাতে নেই, কাল তোমার কি ভাবে সেবা হবে জননী?

কুড়ি

২৭শে বৈশাখ রবিবার। মঙ্গল আরতির পর স্নানাদি নিত্যকৃত্য শেষে ঠাকুর ঘরের কাজ করছি সেই অতি প্রত্যূষে সন্তোষের মা এলেন। ঠাকুর দুয়ারে দুটি টাকা রেখে বললেন; "মা এ দুটি ভোগে দিয়ে দেবেন। দুটি বাড়ীর ভাড়া পেয়েছি তাই তাড়াতাড়ি নিয়ে এলুম। মার ভোগে খরচ করবেন। আর আশীর্বাদ করুন মা যেন রোজ আস্‌তে পারি। শুধু হাতে আস্‌তে আমার মোটে ভাল লাগে না।"

৺মার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম গভীর বিস্ময়ে। না, না, এর কোনটাই নয়! আনন্দ করবার কিছু নেই। এ জগতে অর্থটাই আমার আনন্দের বস্তু নয়, বিস্ময়েরও নয়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর এই অযাচিত করুণা এই প্রথমবারই তো আমি পাই নি। কৃতজ্ঞতা? কেন? দরকার কি সংসারে শুধু আমারই? তাঁর কিছুই নেই?

পূজায় বসতে যাচ্ছি একটী ভক্ত ছেলে এলো তার বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। নূতন ভক্ত। অসুখের জন্যে লোকমুখে শুনে মায়ের কাছে এসেছে। তাদের চরণামৃত প্রসাদ দিয়ে পূজায় বসলুম। ভক্তটী পাঁচটী টাকা মার তুয়ারে রেখে বললে; "পূজা দেবেন" বললুম "এত টাকা আমি নিতে পারি না বাবা! ফুল মালা মিষ্টি একটু কিনে দিয়ে যেও। টাকাটি উঠিয়ে নিয়ে সে তু'টাকা রাখলে, কাতর ভাবে জানালে; "মা এতে আপনি নিষেধ করবেন না।"

অন্যমনস্কতার সঙ্গে পূজাটি আরম্ভ করেছি, হরি, টুকু, তার মেয়ে এসে উপস্থিত। এক সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে যাবার কথা ছিল, পরে দিন দেখে আবার নিয়ে যাবে। পূজায় তেমন যেন তৃপ্তি হলো না। সব কিছু যেন তিক্ত হয়ে উঠ্‌লো। এদের আসবার আনন্দটুকুও প্রাণকে স্পর্শ করতে পারলো না কেন কে জানে?

কাজ সেরে উঠে টুকুর মেয়ে কোলে নিলুম। আহারাদির পর টুকুর শ্বশুর বাড়ীর কথা বিকেল পর্য্যন্ত শোনা হ'লো, অর্থাৎ আড়াইটে হতে তিনটা পর্য্যন্ত। তারপর বৈকালিক কার্য্যাবলী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একুশ

সোমবার ২৮শে বৈশাখ। নিত্যকার মত স্নানাদি কৃত্য সেরে, ঠাকুর ঘরের কাজ সেরে, নীলমণিকে জলপান দিয়ে, নাতনীদের জলখাবার খাইয়ে, স্কুলে পাঠিয়ে যে সময়টি আমি লিখতে বসি সেই সময়টিতে সরযূর ছেলে সুশীলকে দেখতে সরযূর বাড়ী গেলুম। সুশীল আজ তের চৌদ্দ দিন একজ্বরী হয়ে আছে। সরযূর আগ্রহাতিশয্যে ও মনের প্রেরণায় ছুটে গেলুম। ভেবে গিয়েছিলুম সুশীলকে দেখেই তক্ষণই ফিরে আসব, তা কিন্তু হ'ল না। গৌরী এসে আলতা পরানো সিঁদুর দেওয়া নমস্কারের ঘটা বাধিয়ে দিলে, পরে সরযূ লক্ষ্মী যে যেখানে ছিল তাদের আদর নিয়ে বাড়ী আসতে পনের কুড়ি মিনিট দেরি হয়ে গেল।

সুধীর প্রভৃতি যারা প্রত্যহ নমস্কার করতে আসে তারা সব এসে চলে গেলে আমার নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে বাজার আন্‌তে বলে ঠাকুরের বাতাসা মিষ্টি দই আনিয়ে নিলুম। তা'তে তিন টাকা খরচ হ'লো। বাতাসা এক টাকা তিন আনা, সন্দেশ এক টাকা, এলাচদানা চার আনা, দই আট আনা। মঙ্গল আরতি পর্য্যন্ত ষোলটি সন্দেশ হয় না, কুড়িটি লাগে। পূজায় মনটি কেমন যেন বেশ ভরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠলো না। পূজা শেষে দেখি শৈলেন এসে বসে আছে। ছেলেটি কংগ্রেসী দলের তাকে দেখে আনন্দ করে বললুম—

"অনেক দিন পরে দেখলুম বাবা! তোমায় ধরে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দেয় নি ত ?"

হেসে শৈলেন বললে ; "না, মা, সে সব কিছু নয়, ধরপাকড়ের হাঙ্গামা মিটিয়ে আপনার কাছে আসবো বলে, রোজই মনে করছি, আজ মা'র বকুনি খেয়ে আসবো, সেই সঙ্কল্প করে কলিকাতায় এসেছি। মা বাবাও আসছেন।"

তাঁকে বললুম ; "তা দোষ করলে মার তো খাবেই।"

সে হাসতে হাসতে বল্লে ; "মার খাবার তো ভয় রাখি না মা! কিন্তু দুঃখ এই আমাদের দেশের লোকের প্রাণ নেই, মুখ সর্বস্ব। মনের বলও কারুর নেই, কাজ করে সুখ পাই না। বড় বড় নেতা দেশকে কত অভয় দিচ্ছেন, অথচ কাজের বেলায় তাঁদের কাছে কোন ভরসাই পাই না। আমাদের কষ্ট এই যে, আমরা সত্যকারের কাজ করতে পারছি না।"

তাকে বললুম ; "এখন তোমাদের কাজের সুযোগ যে ঘরেই এসে গিয়েছে বাবা, নিজের নিজের ঘর রক্ষা কর— মেয়েদের, মায়েদের মর্যাদা রক্ষা কর। শিশু, পীড়িতকে রক্ষা —অসহায় আশ্রয়হীনকে রক্ষা এমনই যে তরুণ ছেলেদের বাঞ্ছিত কর্ম সামনে প্রসারিত হয়ে রয়েছে। কাজের আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাব কি? এ সব কাজে কারু কাছে না দাঁড়ালেও চলে, দরকার নিজ নিজ শক্তি ও মনোবলের।"

আরও দু' একটি ছেলে আমার কাছে আসে যারা স্বদেশী করে জেলে গিয়ে আট দশ বছর নির্যাতন ভোগ করে এসেছে। গঙ্গানারায়ণ, ক্ষিতীশ এরা সব জেল খাটা ছেলে—বোমা তৈরী করে ইংরেজ মেরে দেশ স্বাধীন করবার স্বপ্ন দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আন্দোলনের মধ্যে। এরা যখন আসে গঙ্গানারায়ণ—এদের পুরাণো কীর্ত্তি কলাপ মাকে শোনায় আমার ভারি ভালো লাগে। গঙ্গানারায়ণের দাদা হরিনারায়ণ দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় পনর বছর জেলে ছিল। সেও মাঝে মাঝে আসে। এদের চোখে মুখে সরলতা কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ছাপ ফুটে ওঠে দেখে খুবই আনন্দ পাই।

এমনই সব নানান কথার মধ্যে সাড়ে বারটা বেজে গেল। শৈলেনকে চরণামৃত ও প্রসাদ দিয়ে ৺মায়ের ভোগ আন্‌তে বললুম।

আজ সব নিমন্ত্রণে যাবে, বিকেল হ'তে তার তাড়া, আবার ঠাকুরের দালানেও লোকের ঠেসাঠেসি। মেয়েরা অপ্রসন্ন, 'কোথাও যাবার দিন হলেই লোকের যেন ভিড় বাড়ে! কোথায় দাঁড়াই, কোথায় কাপড় চোপড় পরি, মাকে ত পাবো না যে কোন কথাটা বলে যাব।' এই সব বিরক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবত পাঠের পর, অনেকগুলি মেয়ে এক জায়গায় হয়েছে। তাদের নিজ নিজ কথা সংসারের গল্প চল্‌লো, তার মধ্যে আমায়ও সম্ভাষণ করে তারা জানালো; "দেখুন এগুলিও জীবনেরই ভাগবত। এদেরও ছাড়তে পারি না। আবার ভাগবতকে আঁকড়ে ধরে রসাস্বাদনও করছি অমৃতের। কেমন রস যে দিয়েছেন তোমার মা তা' জানেন তো?"

সাড়ে আটটার পর আরতি করে উঠে দেখি মেয়ে বৌয়েরা সব নিমন্ত্রণে যাচ্ছে। স্বামী দেবতা ও ছেলে পুলেরা সকলেই গেলেন, শুধু কমলের কোলের খোকা, টুকুর নূতন খুকু রইলো আমার জিম্মায়। ঘরকন্না যা অগোছান ছিল গুছিয়ে, বিছানা পেতে, নিজে জল খেয়ে নিলুম। এগারটায় খোকা খুকুকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে বসে রইলুম। ঘণ্টাখানেক পরে বেটা ছেলেরা বাড়ী ফিরলো, মেয়েরা এল একটায় তখন আমি শুয়ে পড়লুম।

বাইশ

২৯শে বোশেখ মঙ্গলবার। প্রভাতীকৃত্য যথাযথ সেরে দালানে বসে রইলাম। শরীরটা ভারি ভারি হয়েছে, কাল রাত্রে অনিয়ম হয়েছিল, বারটা রাত্রের মধ্যে শয়ন করি, চারটেয় উঠি, তার উপর খাওয়া হজম হয় নি। আজ মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন মাতনে মেতে উঠেছেন! আমায় স্থির হয়ে একটা কাজও করতে দিচ্ছেন না, যত ছেলে মেয়ে তাঁর আছে, সবাইকে আজ ডেকে এনে দেখাচ্ছেন। ন'টার মধ্যে কত জন যে এল গেল। আমি পূজায় বসলুম। আজ একটু সকাল সকাল পূজায় বসবার চেষ্টা মনে উদয় হ'লো। পূজা তো যেমন নিলেন সেই রকমই হ'ল। বাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রমের ফল! সমস্ত দিনে আমার কোন নিয়মের জ্বালা নেই। যখন যা এসে পড়েছে তাই চলেছে, কিন্তু রাত্রিটিতে আহার ও শয়নের ব্যতিক্রম চলে না। আহার এক ছটাক চালের ভাত দুধ দিয়ে খেলেই ভাল হয় নচেৎ যা হয় একটু তরকারি। এ ছাড়া কোন কিছুই চলে না। একেবারে না খেলেও তো হয় না। স্নান করে আবার পূজার আসনে বসলুম। অমনি সরযূ এল ফুল ফলের ডালা নিয়ে। মিষ্টির দুটি টাকা দিলে। ৺মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম ;—'মা গো! তোমার তুষ্টির জন্যে তোমার প্রিয় দিনে চণ্ডী গাথা পাঠ করি—তোমার মহিমা তুমিই জানাও মা! কণ্ঠে ঠেলে উঠ্‌লো ;—

"দেবি! প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ প্রসীদ মাত র্জগতোঽখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম্‌ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।"

LIBRARY
No. . . . .
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BAN...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেইশ

১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। মহামায়া! মহামায়া! আমায় দয়া কর। মায়ার প্রভাব হ'তে আমায় রক্ষা কর। মা, আমি তোমার আদরের মেয়ে। তোমার কোলে শুয়ে থাকি, তোমায় ঘিরে ঘিরে বেড়াই—মায়া তোমার দাসী মাত্র—কেন সে আমায় এত তাড়না করে মা? আমার উপর একটু মনোযোগ দাও মা, আমায় তোমার সন্তানের যোগ্য কর মা, তুমি দয়া কর, মায়া মোচন করে দাও মা! ওমা! আমার মা! আমার চিরকালের মা! আমার দুঃখে কি তোমার দয়া হয় না মা? কোথায় আমি যাব মা তোমা বিনা? কেউ যে তোমা ছাড়া আছে কোন দিন তো তা মনে করতেও পারি নি। তোমার কাছে মার খেয়ে আমি তোমায় জড়িয়েই কাঁদছি মা, আমায় দয়া কর, রক্ষা কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। আর যাতনা আমি সইতে পারি না মা, আমায় দয়া কর, সত্যিকারের দয়া কর; আমায় মানুষ কর মা, ভব পাথারে আমায় রক্ষা কর!

২৯শে বোশেখ মঙ্গলবারের পর আজ ২১শে জ্যৈষ্ঠ আমার ডায়েরীখানি হাতে নিয়ে বসলাম। এই তেইশটা দিন যে ভানুমতীর বিচিত্র খেলার ঘোরে অভিভূত হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেটে গেল, যেন পলকেই তা' কেটে গেল! ভানুমতীর এ নিদারুণ খেলার কাহিণী বর্ণনা করে বলতেও পারা যায় না, শুনতেও পারা যায় না, বুঝতেও পারা কঠিন, কিন্তু তবুও আমায় বলতে হবে—আমার কর্ম জীবনের কথা বাদ দিলে তো চলবে না। মায়ের আদেশ বলেই তো এই অসার ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ কাহিনীগুলি এই দিনলিপিতে লিখতে বাধ্য হচ্ছি, নতুবা এর জন্য কেইবা চোখ চেয়ে বসেছিল, হাত পেতেই বা রেখেছে এর জন্যে কে?

বলতে গিয়েও অভিমানে বুক ফেটে যাচ্চে, ভাষা যেন হারিয়ে ফেলেছি, তবু বল্‌তেই হবে। যেহেতু, এই যে গানের কথাগুলি এ'যে জীবন্ত সত্য!

"আমার অভিমানে তোমার ক্ষতি কোথা?
আমার বেদনায় বাজেনা মনে ব্যথা!
এ মম আঁখি ধারে, গলাতে নাহি পারে,
পাষাণে গলাইতে ঝরণা নারে যথা।
বাজে কি বাজে প্রাণে, পশে না পশে কানে,
আমি জানাতে ছাড়িব না আমার মনোব্যথা।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চব্বিশ

৩রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার। নিত্যকার মতই ঠাকুরদের শয়ান দিয়ে এসে নিজেদের আহারাদির পর রাত্রি সাড়ে এগারটায় টুকুর খুকুকে কোলে নিয়ে দুধ খাইয়ে দিলুম। খুকু অকাতরে ঘুমাচ্ছে তাকে কোলে নিয়ে কমল, নিভা, টুকুর সঙ্গে গল্প করছি, আর এক একবার তাদের ঘুমাতে যাবার জন্যে তাড়া দিচ্ছি। আমার তাড়ায় টুকু মেয়ের বিছানা বিছিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল, আমার কোলে খুকুকে দিয়ে সে রোজই যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, আজও শুয়ে পড়ল। নিভাও শুতে গেল। কমল আমার কোল থেকে ঘুমন্ত খুকুকে নিয়ে, টুকুর কোলের কাছে শুইয়ে দিয়ে, নিজে শুতে চলে গেল। আজ আর কমলের খুকুর সঙ্গে খেলা হ'ল না, মেয়েটা বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি উঠে কিছু কাজ বাকি ছিল সেটা সেরে অভ্যাস মত সকলের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা ও ঠাকুর দুয়ারে প্রণাম করে এসে খুকুকে একটু বাতাস করে তারপর শুয়ে পড়লুম। ঘড়ি দেখি নি, তবে মনে হয় বারটার বেশী দেরি ছিল না। আমি বিছানায় শয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ি, আর একেবারে চারটে রাত্রে ঘুম ভাঙ্গে। তন্দ্রায় চোখ দুটি জড়িয়ে পড়েছে, হঠাৎ আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী দেবতা আর্ত্ত চীৎকার করে উঠলেন; "সেজ বৌ! ওঠ, ওঠ, মেয়ে নেই!" কি ভাবে যে জেগে উঠলুম, কি দেখলুম বলতে পারবো না;—শুধু মল্লিকা স্তবকের ফুটন্ত গুচ্ছটী স্বামী দেবতার হাতের উপর এলিয়ে পড়ে আছে, আর তার কিছুই বাকি নেই! তার অন্তরের সুবাসটুকু চুরি হয়ে গন্ধ বহে মিলিয়ে গেছে! অন্তরের মধ্যে সম্বিত এল; চরণামৃত, চরণামৃত, মা! মা! মা! ফিরে দাও মা, ওমা! বাছাকে আমার ফিরে দাও!—পাগল হয়ে মার কাছে ছুটে গেলাম, দাও মা, দাও মা, ভিক্ষা দাও মা!

চরণামৃত নিয়ে ছুটে এলাম কিন্তু কে চরণামৃত খাবে? এতটুকু প্রাণের সাড়া যে তার মধ্যে নেই! বাড়ী ভরা হাহাকার। অর্ধ ঘুমন্ত পাড়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌লো। আর টুকু? টুকু দালানের থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে যে কিছু বুঝতে পেরেছে তা' তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না। তাকে দেখছেই বা কে? বাড়ীভরা লোক দেখ্‌ছে তার মাতামহের কোলে ঘুমন্ত টিপ কাজলে শোভন্ত টুকুর আলো করা প্রথম সন্তানটিকে। সব্বাই বলছে; কি হলো? কেমন করে এমন কাণ্ড হ'লো?' কি হ'লো তা কেউই জানে না—যে জানে সে কিছুই বলবে না তাই না, সব্বাইকে ঘুম পাড়িয়ে সকলের একান্ত অগোচরে সে চোরের মত কচি প্রাণটুকু নিঃশব্দে চুরি করলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের সকলকেই জানাতে হ'লো, হাত চাপা পড়ে কিংবা গরমে মারা গেল হয়ত! ডাক্তার এলো, যত রকম প্রক্রিয়ায় চেষ্টা কর্ত্তে হয় সবই করলেন কিন্তু মানুষের সমস্ত কৌশলই সেই অদেখা কৌশলীর কুশলতার কাছে পরাস্ত হয়ে গেল। ৺মার দুয়ারে শোয়ানো মেয়েটীকে নিয়ে দিশেহারা প্রাণে মানুষ কয়টা বসে রইলুম। আর টুকু তারই পাশে অসাড় হয়ে পড়ে রইলো। টুকু সত্যিই এতটুকু কচি শিশুর মত, বয়েস তার একুশ হলেও অন্তর তার পাঁচ বছরের শিশু। সে যে স্বর্গীয় সরল অম্লান পবিত্র। তার কোন্ অপরাধে এ শক্তি-শেলে তাকে বিদ্ধ করলে? বল মা, বল! মুখর হয়ে বল, তুমি তো কথা কইতে জান, তবে এমন নীরব রইলে কেন? বারটা হতে পাঁচটা সময় যেন পলকেই কেটে গেল। হরিকে আন্তে অনাথ, সুধীর চলে গেছে। হরিকে আমি কি বলবো? কি করে আমি তার সাম্নে মুখ তুলবো? টুকুর কোলে দিয়ে হরির সঙ্গে বাড়ী পাঠাবো না এ কোথায় পাঠাচ্ছি? আমার মুখ রক্ষা যে মা করলেন না। পদ্মফুলের ডালি মা গঙ্গাকে উপহার পাঠিয়ে দিয়ে, আমি টুকুকে নিয়ে কাল-স্নান করতে গেলুম। সহজভাবেই সে স্নান করে এসে ঘরে বসলো, একবিন্দু জলও তার চোখে নেই।

সেদিন ফলহারিণী কালীপূজা,—সেই সময় হতেই ৺মায়ের কাছে ভক্তরা সব আস্তে লাগল। আজ আর পূজায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসবার মনোবল নেই। তা হ'লে কি হয়? ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই তো পূর্ণ হবে? পুরোহিত পাওয়া গেল না। স্বামী দেবতার অহোরাত্র অশৌচ, আমাকেই পূজায় বসতে হ'লো। আসনে বসে ৺মায়ের মুখের দিকে চাইতেই দুঃখাবেগের অজস্র ধারায় আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চললো, ভুলে গেলুম যে মায়ের অর্চ্চনায় বসেছি?

মাগো! সকলে তোমার কাছে এসে প্রাণ পাচ্ছে, মৃততুল্য ব্যক্তিও জীবন পাচ্ছে; আর তুমি মা একি করলে? এ যে আমার লোকের কাছেও কৈফিয়ৎ দেবার নেই—মনের কাছেও কৈফিয়ৎ নেই। একবার 'মা' বলে এসে কাতর হয়ে কাছে দাঁড়ালেই যে তার মন বাসনা তুমি পূর্ণ কর মা, কত ভাবে কতজনই তো এসে তোমার কাছে জীবন পাচ্ছে মা! তোমার কোলের কাছে শুয়ে থেকে তার জীবন চলে গেল? এই তো মাত্র কয়মাস হলো ছেলেয় ছেলেয় খেলা করতে করতে বাড়ীওয়ালার ছেলের রগে লাঠি লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে আক্ষেপ হয়ে শক্ত হয়ে যায়, মুখ দিয়ে ফেনা পড়তে থাকে। তোমার দালানে এনে ফেলে সকলে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতেই সে ছেলে উঠে বসে। মা-গো! এমন যে কতই দয়া করেছ, করছ। সকলের জীবন আমি তোমার কাছে ভিক্ষা করি, আমার প্রতি তোমার একি পরিহাস? আর টুকুর প্রতি চিরদয়াময়ী তুমি আজ এমন নিষ্ঠুর খেলা কেন খেললে মা? এ কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার অভিমান চূর্ণ করবার জন্যে? আঘাতে আঘাতেই তো চেতনা দিচ্ছ মা! আবার কেন তা'তে নূতন নূতন দাহ্য প্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছো? কোন্ কথাটি তোমার আমি স্মরণ করবো? মা যখন যে ঘা দিয়েছ অতর্কিত ও অসাধারণ! মোহ মমতার বন্ধনী—পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নী, একমাত্র পুত্র আবার এখন এই! মৃত্যুময় জগতে এ সব তো বিচিত্র বা বিস্ময়কর নয়; মা তবে স্থান বিশেষে এর প্রয়োগ কৌশলটি তোমার বিচিত্র যে! এত অকস্মাৎ তো বাজও পড়ে না—সেও তো একবার পড়বার আগে ডেকে পড়ে।"

চোখের জলেই ঠাকুরদের স্নান হয়ে গেল। ফুল তুলসী, বিল্বদল, সভক্তি চন্দন আজ আর ভাল করে পড়লো না, দেবতা আমার এই বিশৃঙ্খল পূজা কি ভাবে গ্রহণ করলেন তা' জানি না। ওগো আমার সাথী! আমায় তুমি এতোই ভালবাস, যে চোখের জলটি চোখে আমার জাগিয়েই রেখে দাও, তা' সে রোগেই হোক্, শোকেই হোক্, আর অভাবেই হোক্ বা কলহেই হোক্। কখন কখন তোমার অদর্শনেও এই চোখের জলে স্নাত হয়ে আমার কাছে তুমি বেশী করেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠো। সবই যে বুঝতে পারি। যখন বুঝাতে চাও বুঝতেও পারি, তবু কেন মোহ আবরণ থেকে থেকে মনের উপর টেনে এনে মনটাকে ঢেকে দাও? কাতর দেখে সস্নেহে টেনে এনে নিজের কাছে বসিয়ে পূজা নেবার ছলে সান্ত্বনা দিচ্ছ? পূজান্তে ভোগাদি নিবেদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে ঠাকুরদের বিশ্রাম দিলুম। বাড়ীর সকলের যা হয় দুটি ভাতে ভাত খাওয়া হয়েছে। যে কয়জন ভক্ত মেয়ে এসেছিল তাদের ভোগ পরিবেশন করে আমিও নিভার সঙ্গে আহারে বসলুম, কিন্তু দুঃখের চাপে কণ্ঠ রোধ করেছে অল্পই গলধঃকরণ হ'লো। সেদিন ভক্তদের আসবার বিরাম নেই। অন্যবার ফলহারিণী পূজার দিন এত লোক সমাগম হয় না। হোম পূজা চণ্ডীপাঠ সবই যথাযথ হ'ল। সকলের পূজা বুঝে নেওয়া, পুরোহিতকে বুঝিয়ে দেওয়া, সকলের কামনা মার চরণে জানিয়ে দেওয়া, সবই চললো। মা আমার কোন কিছুই ত্রুটি হ'তে দিলেন না।

পরের দিন টুকু শ্বশুর বাড়ী চলে গেল, নিয়ে গেল গৃহদেবতার প্রতি সুবিপুল বুকভরা অভিমান আর প্রাণ ফাটা হাহাকার। গর্ভধারিণীকে দিয়ে গেল তার খুকুর অন্তরে বাহিরের মর্মন্তুদ স্মৃতি। চোখ চাইলেই বিছানায় তার শুয়ে থাকা, এবং জামা কাঁথা, বালিশ বিছানা, ফুডের বোতল, কত কি খুঁটি নাটি, আর অন্তরে রাত বারোটার সেই নিদারুণ দৃশ্য!

দিন এগিয়ে চল্‌লো মনও এগিয়ে চল্‌লো। চারদিন কেটে গেল, কাল জামাইষষ্ঠী প্রাণটা যেন কেমন ঝটাপটি করছে। এ ছেঁড়া মনটা আমার কি কাজে আসবে? শুধু নিজের মেয়ে দুটি আর জামাইদের নিয়েই তো আনন্দ নয়? ভক্তদের জামাইরাও যে এ দিনে আমায় প্রণাম করতে আসে। সকলকেই যথাসাধ্য আদর যত্ন ও আনন্দ দান করি। আবার বুড়ো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈলাসপতি ও মহামায়ার একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করে থাকি,—সে মেয়ে জামাইয়ের ঝোঁক সামলানোও সোজা নয়! কিন্তু মনের কথা কেউ জানতে চায় না, বুঝতেও চায় না, সব্বাই চায় নিজ নিজ প্রাপ্য। স্বামী দেবতা অভিমানী শিশুতুল্য! তিনিও ঠিক বোঝেন না। এই ছেঁড়া ঘুড়ীর মত পাক খাওয়া মনটাকে আমার কে ধরবে?

নাঃ পারলুম না। ছুট্, ছুট্, ছুট্ দিলুম, কালকের দিনটাকে ভয় করেই নয়, ৺মায়ের প্রতি অভিমানে। যখন তিনি আমার হাত ধরে সাথী হয়েছিলেন, তিনি কি জানেন না আমি কতখানি অপদার্থ! উত্তমের স্পর্শে এসে সেই অধমই রইলুম? প্রারব্ধ কি তোমার কৃপারও ওপরে?

ব্যারাকপুরের পঞ্চু এসেছিল মাকে দর্শন করতে। তার গাড়ীতেই ব্যারাকপুর চলে এলুম, বাড়ীসুদ্ধ সকলে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলো। সে রাত্রে তার বাড়ী থেকে খবর দিতে সরযূর বাড়ীতে পরদিন সকালে সরযূ আমায় নিয়ে এল। সরযুর স্বামী শশী রায় খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। ইহারা পূর্ব্ববঙ্গীয়। জামাই ষষ্ঠী পূর্ব্ববঙ্গের একটী বিশেষ পর্ব্বদিন। এ দিনে আমি অভাবনীয়ভাবে তাদের বাড়ী এসেছি এতে তারা যেন আহ্লাদে দিশেহারা হয়ে গেল। সম্ভাষনাদি সেরে সরযূর ঠাকুর ঘরে এনে সে আমায় নূতন কাপড় পরিয়ে সধবা পূজা করলো। বল্‌লে; "মা আজ কয়দিন ধরে কেবলই ঠাকুরকে জানাচ্ছি যে ষষ্ঠীতে তুমি আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশীর্ব্বাদ দেবে, তাই তো হোল! দয়াল ঠাকুর আমার সকল বাসনাই তো পূর্ণ করেছেন। আজ এই আশীর্ব্বাদ করুন তাঁর দয়ার যেন যোগ্য হতে পারি। আর আমাকে শিখিয়ে দিন কি কাজ করলে তাঁর আরও কৃপাপাত্রী হই। আপনিই আমার সব, আপনি আমায় কৃপা করুন।"

সরযূর ঠাকুর ঘরে এসে যেন স্বস্তি বোধ করলুম। পঞ্চু ও তার স্বামী প্রমোদ দাস আমায় যথেষ্ট আদর যত্ন করেছে, ছেলে মেয়েদের তো আনন্দের কথাই নেই!

সে রাত্রে খুব বৃষ্টি হ'ল। সে জল ভেঙ্গে ব্যারাকপুরের ভক্তেরা সব আমার কাছে আস্‌তে লাগলো। তাদের কত আনন্দ, "যে মাকে আরাধনা করেও আনা যায় না সেই মা কিনা আজ নিজে এসেছেন প্রমোদ দাসের প্রতি কৃপা করে।" পঞ্চু আমায় সকালে গঙ্গাস্নান করিয়ে শম্ভুনাথ দর্শন করিয়ে ঘরের গাইয়ের দুধ খাইয়ে তবে সরযূর বাড়ী ছেড়েছিল। সরযূ পূজার আয়োজন করে রেখেছিল আমি পূজায় বসলুম। দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খে নারায়ণত্ব আরোপ করে তাঁর সেবা ও যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সেবা পূজা এই দুটীর আনন্দ নিয়েই সরযূ আছে। আর নিজ চরিত্র গঠনের উপযোগী নৈষ্ঠিক নিয়ম সংযমেই জীবন তার বাহিত করছে।

এইখানে তার নব জীবনের কথাও একটু বলি। সন ১৩৪৮ সালে ২২শে পৌষ সে রাত্রে স্বপ্ন দেখে যে এক সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ এসে তার কানে মন্ত্রদান করলেন। আর আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়ে আদেশ করলেন ; "এঁর কাছ থেকে তুমি শক্তি নিয়ে এসে সাধনা কর।" আমার ঠাকুর ঘরের দেবতা-বিগ্রহের সঙ্গে আমাকে দেখিয়ে আদেশ করলেন ; "এ স্থান হ'তে তুমি বস্তুলাভ করবে।" পরদিন ২৩শে পৌষ সে আমার কাছে এসে এই সব কথা বলে শক্তি প্রার্থনা করে। কাউকে সাধন দেবার আদেশ আমার প্রতি নেই, আমি তাঁর আদেশ ব্যতীত কিছু করতে পারি না তাকে জানিয়ে দিলুম। সে ব্যর্থ আশার দুঃখ মনে নিয়ে ফিরে চলে গেল। আবার সেই রাত্রে স্বপ্ন, সৌম্যাকৃতি সুন্দর ব্রাহ্মণটি এসে সরযূকে ফের বলছেন ; "ফিরে এলি ? সাধন নিতে আবার যাও।"

২৪শে পৌষ সরযূ কাতর হয়ে এসে কেঁদে পড়লো ; "মাগো! আমার দয়া কর। ভগবান দয়া করলেও তুমি কি দয়া করে তা' সফল করে দেবে না মা ? তোমার কাছেই যে আমায় বারে বারে আস্‌তে বলেছেন মা ?" এ সব শুনে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতে বসলুম। তাঁর কাছে আদেশও পেলুম, তিনি যেন আদেশ দেবার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়েছিলেন। মায়ের আদেশে যিনি আমার আদর্শ গুরু সেই সর্বধর্ম সমন্বয়কারী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তার শ্রীগুরু দেখিয়ে দিলুম।

ভক্তিমতী সরযূ এই ২২শে পৌষ দিনটির সম্মান রক্ষায় প্রতি বৎসর একটি উৎসব করে। আর পরমহংসদেবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিথি পূজার উৎসব ও আনন্দ বৎসরে বৎসরে গুরুমাসে করে আস্‌ছে। এতে অনেক ভক্ত সম্মেলন হয়।

পূজায় বসলুম। কিন্তু পূজায় মনঃসন্নিবেশের সঙ্গে সঙ্গেই আসন ঘিরে মা! মা! মা! রবে অনেক জনের একত্র মিলিত আকুল আহ্বান আমায় যেন খেপিয়ে তুল্‌লে! বুঝলাম এ কলকাতার ছেলে মেয়েদের প্রাণের আকুল ডাক—তাদের প্রাণ আমায় ঘিরে রয়েছে। আমার অভিমানে তারা নিজেদের অসহায় ভাবছে—এ তাদেরই প্রাণফাটা ডাকাডাকি!

যা হোক্ পূজা শেষ করে ধ্যানে বসলুম। দেখি তীব্র বিভীষিকা! পূজার আসন যেন আগুনে জ্বলছে!—অতিষ্ঠ হয়ে ক্ষ্যান্ত হলুম। বুঝলুম এ মহামায়ার আর এক খেলা। এ ভাবের বিভীষিকা ধ্যানে দেখা আমার কখনও হয় নি। তার প্রভাব আমার সমস্ত প্রাণের মধ্যে আলোড়ন তুলে দিল। "ক্ষীর চিঁড়া আম কাঁঠালাদি দিয়ে এবং ব্রাহ্মণ ঠাকুরের রান্না লুচি আলু পটল ভাজা দিয়ে ঠাকুরদের ভোগ দিলুম। চোখের জলে ভেসে বললুম; "ঠাকুর খাও! আমি অভিমান করে ৺মাকে ছেড়ে সংসার ছেলে পুলে ভক্তদের ছেড়ে এসেছি বলে তাই তুমিও আমার দেওয়া সেবা নেবে না নাকি? আমায় দণ্ড দিয়ে তাই কি এমন উদ্ব্যস্ত করছ?"

বৈকালে সরযূ আমায় মূলাজোড়ের (অধুনা শ্যামনগরের) ব্রহ্মচারী মাকে দেখিয়ে আনলে। বেশ লাগল! গঙ্গার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একেবারে কূলে, গঙ্গার দিকে মুখ করে মা দাঁড়িয়ে আছেন, গঙ্গার পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনে মার মুখও আনন্দে যেন উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। আর গঙ্গাদেবী মার মুখের আনন্দাবেগে উৎসাহিত হয়ে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে কুলু কুলু রবে সেই আনন্দগীতি মার চরণোদ্দেশ্যে নিবেদন করে দিচ্ছেন। এমন মুখোমুখী গঙ্গা ও বিগ্রহমূর্ত্তি কোনখানে এর আগে দেখি নি। আরও সুন্দর দেখলুম রাধা গোবিন্দ মূর্ত্তি! অমন উজ্জ্বল মধুর সুভঙ্গীম মূর্ত্তি সহসা চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। অতি পুরাতন দেবালয়। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের দ্বারায় এই মন্দির নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত। দ্বাদশটী শিব মন্দিরও মায়ের মন্দিরের উভয় পার্শ্বে সজ্জিত। ঘুরে ঘুরে দেবালয়টী দেখে বেড়ালুম। যেখানে যেমনটী থাকবার প্রয়োজন সবই আছে। পরিপাটী ভাবেই সুশৃঙ্খলার সহিতই আছে।

পরদিন প্রাতে পূজাদি শেষে বহুদিনের অভিলষিত খড়দার শ্যামসুন্দর জীউ দর্শন করতে সরযূর সঙ্গে গেলুম। সরযূর কুটীর সামনেই বাসে উঠ্‌তে হয়। পঞ্চুর ছেলে শৈলেন আমাদের নিয়ে চল্লে। বাসের অপেক্ষায় একটু দাঁড়িয়েছি দেখি গাছের তলায় ঝরা বকুল ফুল বিছিয়ে আছে। বকুলের তীব্র ও সুমিষ্ট সৌরভে স্থানটী বিশেষভাবেই আমোদিত। শ্যাম সুন্দরের চরণে দেবার জন্যে কতকগুলি বকুল ফুল আমরা দুজনে কুড়িয়ে নিলুম। নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস হতে নেমে দুখানি রিক্সা করে আমরা শ্যামসুন্দর জিউর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরে গেলুম; তখন বেলা ১১টা। শ্যামসুন্দরের তখন পূজা হচ্ছিল। আহা কি সুন্দর চোখ জুড়ানো মূর্ত্তি রে! তাঁর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি যেন সমাগত সকলকেই অভয়দানে নিরত রয়েছে। সংগৃহীত বকুলগুলি মন্দিরের ভিতরে পাতার মোড়ায় রেখে দিয়ে পূজা দেখতে লাগলুম। পূজা আরতির শেষে শান্তি দিয়ে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করলেন। আম, ভিজা ছোলা আর আখের গুর মাখানো প্রসাদ সকলের হাতে হাতে দিলেন। এতটুকু প্রসাদ লাভে সকলেই চরিতার্থ জ্ঞান করলুম। আমাদের বকুলফুলগুলি কিন্তু সুন্দরের চরণে পড়লো না, গৃহ মার্জ্জনের সঙ্গে ফেলা গেল। পূজারী জানালেন; "মাটীর উপরে পায়ের ধূলায় ফুল রাখা হয়েছে চরণে দেওয়া চল্‌বে না।" ঠিক করেছ শ্যামসুন্দর! যে তোমায় অনাদর করে ফেলে এসেছে তার কপট সেবা সর্ব্বথাই পরিত্যজ্য!

বহুকালের দেবালয়, প্রবেশ দ্বারটীতে উপস্থিত হলে মনে হয় কালীঘাটে এসেছি। মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করে ভোগাদির স্থান দেখে আমরা ফিরলুম। শৈলেন বল্লে; "মা কলকাতার ডাক্তার ইন্দু বোস যে এখানে গঙ্গার ধারে মন্দিরটি করেছেন, তা দেখবার মত, যাবেন দেখ্‌তে? কলকাতায় থাক্‌তে এ কথা শুনেছি, মন্দিরটি দেখবার ইচ্ছা হ'লো। আর একটি উদ্দেশ্যেও। আমার ৺মায়ের একটি ভক্ত খড়দায় গঙ্গার ধারে ৺মায়ের মন্দিরের জন্যে জায়গা দিতে চায়। গঙ্গার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারটি কেমন দেখবার ইচ্ছে হ'ল। পল্লীপথে রিক্সায় চলেছি, ভারি ভাল লাগছিল। পাড়া ছাড়িয়ে গঙ্গার পথটি নিবিড় নির্জ্জন। দেখলাম গঙ্গা চিরমাধুর্যময়ী বটে, তবে স্থানটির মনোহারিত্ব কিছু বুঝলাম না! মানুয়ের বসতি খুবই দূরে দূরে, পথ পল্লী সর্বত্রই অযত্ন ও অনাদরের চিহ্ন।

ইন্দু বোসের নব প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে এসে পৌঁছিলাম। অনেক অর্থ ব্যয়ে মন্দিরটি প্রস্তুত হচ্ছে, এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। দেবালয়ের যেখানে যেমন হ'লে মানান সই হয় সেই ভাবেই তৈরী হচ্ছে। এই মনোরম মন্দিরটির মধ্যে একটি বিষয়ে চিত্ত আকৃষ্ট হ'লো—সেটি দেবতা প্রতিষ্ঠায় গুরু ভক্তি। সাম্প্রদায়িক ভাবটি বেশ ফুটে রয়েছে। এঁরা রামানুজ সম্প্রদায়। শ্বেত পাথরের লক্ষ্মী বিষ্ণু শ্রীবিগ্রহগুলি ত বেশ একটু রাজসিক জমকালো ব্যবস্থা। যাহোক্ দেখেশুনে আনন্দিত চিত্তে বেলা দেড়টায় সরযূর বাড়ী ফিরে এলুম। রান্নার সব যোগাড় ছিল, সিদ্ধান্ন ও একটি তরকারী, বড়া ভাজা, দুধ, আম মিষ্টি দিয়ে ঠাকুরকে ভোগ লাগিয়ে আমরাও প্রসাদ পেতে বসলুম। বেলা তখন আড়াইটে হবে। সেদিনের ভোগ প্রসাদে আমরা একটি অপূর্ব সুস্বাদ আস্বাদ করলাম।

সরযূর আনন্দ উপ্‌ছে পড়ছে! আমিও কম তৃপ্ত হই নি—তা বলাই বাহুল্য। একটু বিশ্রামের পর অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রী এসে আমায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে আগ্রহ করতে লাগলেন, সরযূও আমার সঙ্গে চল্লো। ডেপুটী বারেন্দ্র শ্রেণীর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—তাঁর ভক্তিও অবর্ণনীয়। অভেদানন্দ স্বামী তাঁর গুরুদেব। অধুনা তিনি পরলোকতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপৃত আছেন। তাঁর আসন স্থান, বিদেহীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন সবই দেখলুম। এ সব জিনিষ আসলে না জেনেই অনেকে করেন, কিন্তু সেটা খুবই অন্যায়! বহু ঋষি মনীষীরা যে সব তত্ত্ব বহু যুগযুগান্ত পূর্ব্বে আবিষ্কার করেছিলেন, সে সবই একান্ত সত্য। গীতায় শ্রীভগবানও বলেছেন; "আমাদের জ্ঞান একান্তই সীমবদ্ধ।"

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্য যান্তি মদ্‌যাজ্ঞি নোঽজিমাম্।"

নিকটেই পঞ্চুর বাড়ী—সকলে পঞ্চুর বাড়ী গেলুম। পঞ্চুর খুব অভিমান হয়েছে তার বাড়ীতে একটা দিনও থাকি নি বলে। পঞ্চুকে বল্লুম; "কাল শৈলেন আমায় কলকাতায় পৌঁছে আসবে না ছবি যাবে?" পঞ্চু বল্লে "না, শৈলেন মাকে সঙ্গে করে এনেছে; মার সামনে বলে এসেছে সেই পৌঁছে দেবে।

ভক্তদের সঙ্গে সকলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গেলুম। গঙ্গা দেখে যেন আশা আর মেটে না! মনে হয় কেবলি দেখি। সব শেষের পাড়টিতে বসে গঙ্গার মহিমাময় রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অপূর্ব্ব শোভা প্রাণ ভরে পান করতে লাগলুম। নিবিষ্ট মন গঙ্গার ঐ তরঙ্গভঙ্গগুলি অনিমেষ নেত্রে দেখছিলুম। মৃদুমন্দ বাতাস তরঙ্গগুলিকে নাচিয়ে নাচিয়ে শিকর কণা ছড়াচ্ছিল। তারই কয়েকটী কণা মাঝে মাঝে গায়ে এসে পড়ে আমায় যেন একটা কোন নূতন রাজ্যে নিয়ে যেতে লাগলো। ঐ বীচিমালিনী সুপ্রসারিত গঙ্গা বক্ষে আকাশটি একেবারে যেন এলায়িত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। অস্ত রবির শেষ রক্তিমাটুকু আকাশের গা থেকে ধুয়ে নিয়ে সুরধনী রক্তিম আভা ধারণ করেছেন। এপারে ওপারে মন্দির অট্টালিকা ঘন সবুজের মাঝখানে বিবিধ বর্ণের মনিখণ্ডের মতই উজ্জ্বলতর হয়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে সেই বিস্তৃত জাহ্নবী বক্ষে রবি রশ্মি মেখে ছোট ছোট নৌকাগুলি উড়ন্ত পাখীর মতই দ্রুত বেগে এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। কোথাও উঁচু চিমনী থেকে কৃষ্ণ সর্পের মতো নিকষ কালো কলের ধোঁয়া কুণ্ডলীত হয়ে উর্দ্ধপানে উঠে যাচ্ছে। দু' একটা ষ্টীমারও মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ স্বরে বাঁশী বাজিয়ে শান্ত নদী-বক্ষকে তোলপাড় করে গন্তব্য পথে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে হাত মুখ ধুয়ে ঠাকুর ঘরে এসে পূজার আসনে বসলুম। সুরধনীর স্বরূপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধ্যানের কাজ যেমন স্বতঃই হয়ে যাচ্ছিল, আসনে বসে তেমনটী আর হ'লো না। যেখানেই পূজায় বসি না কেন—ভূমি আসনেও আমার আরাধনার কোনই ব্যাঘাত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরযূর এখানে তো আমার জন্য পূজার বা বসবার পৃথক আসন তো আছেই,—সে সব কিছুই নয়। দিন কতক আসন সিদ্ধির জন্য স্বামীর উপদেশে সে চেষ্টাও করেছিলুম কিন্তু সেটা ঠিক পোষালো না। কেন তা বলছি? আমায় যোগাসন বা পদ্মাসন করে বসতে দেখে গোবিন্দ তো আমার হেসেই অস্থির! বল্লেন; "তোমার নিজ আসনই তোমার থাক ওসব কসরৎ করো না।" সেই হ'তে আমি আর ওসব সাত সতেরোর মধ্যে যাই নি।

কখন একটু জমে গিয়েছিলুম বোধ হয়; কিছুক্ষণের জন্যে বাহ্যজ্ঞান ছিল না। চোখ মেলে দেখি আমার পাশে মকর বসে জপ করছে। আরতি শেষ করে ঠাকুরদের জল সেবা দিয়ে বেরিয়ে এলুম,—সরযূ বিশ্রাম দেবে। মকর তখন প্রণাম করলে। তাকে পেয়ে অন্তরে আনন্দ হ'লো; মুখে রাগ করে বল্লুম; "এখানেও এসেছ ধেয়ে? যমের বাড়ীও কি ধাওয়া করবে না কি?" মকর শান্ত ভাবেই উত্তর দিল "আমার হাত হ'তে কোনখানেই তোমার নিস্তার নেই ঠাকরুণ! বলি মথুরায় এসে তো দিব্যি রাজা হয়েছ—এদিকে ব্রজবাসীদের যে প্রাণ যায়, তাইতো ব্রজ-জীবনকে ফিরিয়ে নিতে বৃন্দার শুভাগমন।"

কুশল জিজ্ঞাসায় মকর জানালে; "তার মেজ মেয়ের তিন বছরের একটি মেয়ে আজ দশ দিন হ'ল হঠাৎ মারা গেছে। বল্লে; "তাকে হাতে করে মানুষ করেছিলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণের জ্বালায় তোমার কাছে ছুটে এসে দেখি এই অবস্থা! তোমায় দেখে আমার জ্বালা কমে গেল। তোমারই যদি এই হয় তো আমাদের কি কথা?"

সরযূর আনন্দ আর ধরে না। মারও যেমন অভাবনীয় আসা, মকরমারও তেমনি অকস্মাৎ আসা। "এক সঙ্গে দুজনকে পেয়েছি, হরি কথা রঙ্গে আমারো দু'দিন ভাল করেই কাটবে।" সরযূ মকরকে খাওয়াতে নিয়ে গেল, আমি দুধ খেয়ে নিয়ে শশীর সঙ্গে মায়ের মন্দির সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কইতে বসলুম। প্রমোদ দাস মায়ের মন্দির বিষয়ে মনোযোগ দেবেন বলেছেন তাও জানলুম।

মঙ্গলবার সকালে স্নান পূজার পর জানালুম; "আজ অন্নপূর্ণার ঘাটে ৺মাকে দর্শন করতে যাবো। সরযূ নিজের সংসার গুছিয়ে আমাদের নিয়ে অন্নপূর্ণা দর্শনে চললো। রাণী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার মন্দিরটী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভাবেরই তবে শিবমন্দির বারোটি নয় ছয়টি। সোনার অন্নপূর্ণা রূপার মহাদেব। মার চরণে মাথা পেতেই একটা শান্তির ভাব প্রাণে জেগে উঠলো। টুকুর কথাও মনে পড়লো। মা গো। টুকুকে শান্তি দাও, তার কোল জোড়া করে দাও, তাকে দয়া করো মা! ঘাটে গিয়ে স্নান করলুম। মা গঙ্গার বুক থেকে যেন উঠে আসতে মন চায় না। বাড়ী আসতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। বামুন ঠাকুরকে এক তরকারী অন্ন রেঁধে রাখতে বলেছিলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি চিঁড়া মুড়কী দই মাকে খাইয়ে তাঁরই প্রসাদ পাবো। মকরদের রান্নাটা প্রস্তুত রাখতে বলেছি। এসে দেখি ঠাকুর পরিপাটী ভাবে অনেক ব্যঞ্জন রান্না করেছে—তখনও অন্ন চড়ে নি। আমরা ঠাকুরের (পরমহংসদেবের) প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলুম। ফলার ভোগের যোগাড় দিয়ে সরযূ আমায় ভোগ দেবার জন্য তাড়া দিচ্ছিল। আমি রান্না শেষ হবার অপেক্ষা করছিলুম কিন্তু আর অপেক্ষা করা হ'লো না। সরযূ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। চিঁড়া মুড়কীর ভোগ দিয়ে আমার মনটা বেশ প্রফুল্ল হ'ল না। মনে হ'লো অন্নভোগ দিলেই ভালো হ'তো। সরযূ আসন জল দিয়ে আমায় আসনে বসিয়ে দিলে, বল্লে; "আপনি বসুন আমাদেরও আস্‌ছে।

গণ্ডুষ করে সবে মাত্র একটী গ্রাস মুখে তুলতে যাচ্ছি এমন সময় বামুন ঠাকুর ছুটি পাথরে অন্ন বেড়ে নিয়ে ঠাকুরের ভোগ দেবার জন্যে উপস্থিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে যেন বেত্রাহাতের মত দাঁড়িয়ে পড়লো। তার বেদনা ভরা চোখের বিস্ময় করুণ দৃষ্টি আমার অন্তরকেও বেত্রাঘাত করলে। "মা বলে গিয়েছেন রান্না করতে, ঠাকুরের ভোগ দিয়ে মা আহার করবেন," সেই আনন্দেই সে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা মাখিয়ে সমস্ত সুবৃত্তিকে সুমুখী করে এতটা যত্নে রান্না করলে আর মা কিনা ছুটো চিঁড়ে খেতে বসে গেছেন! বল্লুম; "হরি রঞ্জন! আমার অন্যায় হয়েছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা! ঠাকুরকে অন্ন ভোগ না দিয়ে খেতে বসা, তুমিই ভোগটী নিবেদন করে দাও—তোমার রান্না তোমার হাতেই খান।” সে মাথা নেড়ে কেবল বল্লে; “আমার হাতেতো খাবে না।”

সে তো শুধু ঠাকুরকে খাওয়াতেই রাঁধে নি, ইচ্ছে ছিল মাকেও খাওয়াবে। গোবিন্দ! তুমি যদি খেতে পার আমি পারি না? আমার জন্যই কি যত নিষ্ঠা? আমার আর খাওয়ার প্রবৃত্তি মোটেই রইলো না। একেবারে মুখে না দিলে সরযূর ও মকরের বড় কষ্ট হবে তাই একটু খে লুম। আহারের পর সরযূ, মকর ও আমি বিশ্রাম করবার সঙ্গে সঙ্গে গল্প গুজব করছি। সরযূ বল্লে “মা! বৈদ্যনাথে যাবেন বলছিলেন, আজ আমাদের সেখানে যাবার কথা, তা না হয়ে আজ মা কলকাতায় যাচ্ছেন। আমার কিন্তু ছাড়তে প্রাণ চায় না। এ অপ্রত্যাশিত পাওনায় বড্ডই লোভ বেড়ে গিয়েছে।”

মকর আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠ্‌লো; “তুমি বৈদ্যনাথ যাবে? গোবিন্দর ইচ্ছার গণ্ডী ছাড়বে? তাতে গোবিন্দর দুঃখ হবে যে? তোমারও কি কিছু হবে না কি গেলে? তিনি যে তোমার বিরহ ক্ষণমাত্র সহ্য করতে পারেন না গো! কাশী যাওয়ার কথাটা কি সবই ভুলে গেলে না কি? ঈস্ তোমার এবার দারুণ অভিমান হয়েছে দেখছি যে?”

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোৎসাহে সরযূ বলে উঠ্ লো; "মকর মা এলে আমরা তবু মায়ের অনেক কথা শুনতে পাই। তাই আপনাকে পেলে আমাদের এত আনন্দ! কাশী গিয়ে মার সঙ্গে গোবিন্দর সঙ্গে ব্যাপার কি হয়েছিল বলুন তো শুনি।"

হেসে মকর বললে; "ঐ তোমাদের মা-ই বলবে। মকর মা পুরান চাল এ শুধু ভাতে বাড়ে আর কোন গুণই এর নেই।

সরযূ আব্দার করে বল্লে, "আপনি আমাদের কিছুই বলেন না।"

"আচ্ছা শোন," বলে আমি অনেক দিন আগের কথা বলতে লাগলুম। "মকরের স্বামী তখন রেলে চাকুরী করেন, পাশ পেয়েছেন, ওরা কাশী বৃন্দাবন ইত্যাদি যাবেন। আমি ও মকর নিত্য সঙ্গী, যেখানেই যাই ছুটি ছাড়া কোথাও নয়। কাজেই কাশী যাবার জন্য আমি স্বামী দেবতার দুয়ারে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালুম। তিনি স্পষ্টই বলে দিলেন; 'তিনশ টাকার কম কাশী বৃন্দাবন ইত্যাদি হবে না। আমার অত টাকা এখন নেই।' আমি বল্লুম; "সব নাই বা হ'ল, শুধু বৃন্দাবন ও কাশী দর্শন করেই ফিরে আসবো।"

তিনি বল্লেন; "তাই কি কমে হবে? যখন বেরুতে পারবো যতটা পারি দুজনেই ঘুরে আসব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কি আর করবো? মনের দুঃখ মনে মেরে রইলুম। যেদিন কিন্তু মকররা পশ্চিম রওনা হয়ে গেল, সেদিন মনের দুঃখে ভেঙ্গে পড়লুম। স্বামী দেবতাকে জানতে দিতে না চাইলেও পূজার আসনে বসে ইষ্টদেবতার কাছে দুঃখে একেবারে লুটিয়ে পড়লুম। কেঁদে কেটে শান্ত হয়ে যখন নিজের মধ্যে নিজে ডুবে গিয়েছি তখন কি সুন্দর দৃশ্য যে দর্শন হ'লো—তা এ জীবনে ভুলতে পারবো না। সে দৃশ্য যে কি বস্তু তা তখন তো আর বুঝি নি! আমার মনের ইচ্ছা জেনে দু বৎসর পরে স্বামী দেবতার ইচ্ছা হলো আমাদের নিয়ে কাশী বৃন্দাবন ইত্যাদি দর্শনে যাবেন। মকর তার স্বামী আমাদের সাথী হ'লো। আমরা প্রথমে কাশী হয়ে তারপর সব জায়গায় যাব। যাবার সময় আমার একশ দেড় ডিগ্রী জ্বর। তা লুকিয়ে পুরোহিতের উপর পূজার ভার দিয়ে চলেছি। ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ী ফেল। হাওড়া হ'তে ব্যাণ্ডেল গিয়ে গাড়ী বদল করে তবে আমরা কাশীর পথ ধরি। সমস্ত রাত চলে পরের দিন বেলা বোধ হয় ন'টা হবে, আমাদের গাড়ী কাশীর গঙ্গার পুলের উপর যখন উঠ্‌লো জানালা হ'তে গঙ্গাবক্ষ প্রতিবিম্বিত মন্দির চুড়া পরিশোভিত কাশী সহরের অপূর্ব্ব দৃশ্যটী তার অতুলনীয় শোভা সম্ভার নিয়ে চোখে পড়লো। আর সেই সঙ্গে অন্তরে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে বেদনার সঙ্গে স্মৃতির দুয়ার খুলে গিয়ে, সেই দু বছর আগেকার কাশী দর্শন না হওয়ার দুঃখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসনে বসে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন হয়েছিল তার কথাও সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে জেগে উঠ্‌লো। সমস্ত প্রাণ তখন আমার কান্নায় একেবারে ফেটে পড়বার মতন হ'লো। আমার ঠাকুর! আমার সাথী! কত দয়ালু তিনি, কত করুণা তাঁর। আমায় তিনি পূজার আসনে বসেই কাশী দর্শন করিয়েছিলেন, আমার কোন দুঃখই যে তিনি সইতে পারেন না। তিনি যতই আমার বাসনা কামনা পূর্ণ করেছেন, ততই আকাঙ্খা বাড়িয়ে আমি নূতন দুঃখের সৃষ্টি করেছি! জগতে অনেক রকম অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড আছে কিন্তু আমার মত কি আর দুটি আছে? হুহু করে কেঁদে উঠে গাড়ীর বেঞ্চে লুটিয়ে পড়লুম।

'রাজঘাট কাশী' এই ডাকে আর হৃদয় নেচে উঠ্‌লো না—বরং দ্বিগুণ কান্না বেড়ে উঠ্‌লো, নিজের উপর তীব্র ঘৃণা অভিমানে আমি আকুল হ'য়ে পড়লুম। গাড়ি থেমেছে, লোকের সাড়া পড়ে গিয়েছে, মকর ডাক্‌লে; "ওঠ, মকর ওঠ!" ব্যস্ততার সঙ্গে স্বামী দেবতা ডাকলেন; "ওঠ না গো, কাশী এসে গেছে যে, ওঠ ওঠ।"

মুখ গুঁজেই বললুম; "আমি কাশী যাবো না"—সকলেই বিস্মিত, বিস্মিত নয়, প্রায় স্তম্ভিত! এ আবার কি? স্বামী দেবতা ভীষণ রেগে গেলেন, রেগে বল্লেন; "তুমি কি বলছো? সব তাতেই খেয়াল! এই কাশী কাশী করে প্রাণ বার করছেন, আর কাশী এসে বলেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আর কাশী যাব না'। থাক আমি চল্লুম!" ছেলে মেয়ের হাত ধরে তিনি গট গট করে নেমে গেলেন। কোন রকমে টেনে তুলে মকর আমায় নামালো। সেও বিষম বিরক্ত হয়েছে। আমার অশ্রুমাখা মুখ দেখে স্বামী দেবতা আরও রেগে গেলেন। গাড়ী করে কাশীর একটি ধর্ম্মশালায় গিয়ে উঠলুম। গঙ্গাস্নান করে বিশ্বনাথ দর্শন করে এসে দুটি ভাতে ভাত সেদ্ধ করে খেতে সন্ধ্যা হ'লো। তাঁদের খাইয়ে আমি আর মকর খেলুম না। বাবার শৃঙ্গার বেশ দর্শন করে এসে আমরা পরে খাবো। তাই হ'লো। শৃঙ্গার ও আরতির পর ফিরে এসে খেয়ে দেয়ে শুতে আমাদের সাড়ে এগারটা হয়ে গেল। ঘুমিয়েছি একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলুম। তা' যেন প্রত্যাদেশের মতই মনে হ'ল। একটি সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আমার গায়ে নাড়া দিয়ে ডেকে বলছেন, বিশ্বনাথ দর্শন তো হ'লো, এবারে এস, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।" চমক লাগলো। ঘুম ভেঙ্গে গেল,—ওগো দয়াল! এ নরাধমের উপরেও তোমার এত দয়া? কাল মাত্র বেরিয়েছি, একটা দিনের সেবায় তোমার কষ্ট হচ্ছে! একি ছলনা না করুণা প্রভু? কিন্তু আমি যে নিতান্ত অপাত্র—এমন অস্থানে তোমার এমন করুণার অপব্যয়।

সমস্ত রাত কেঁদে কেঁদে জেগে কাটালুম। শরীর খুবই খারাপ লাগছিল। আগে জ্বর হয়েছিল, ছেড়ে গেলেও অবসাদ তার প্রভাবটী ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিচ্ছে। তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর প্রাণের এ স্বকৃত জ্বালা। পরের দিন একটা বাসা ঠিক করলেন। আমি অনেক অনুনয় করে জানালুম; "আমি হাওড়া ফিরে যাব। আর থাকবো না, আর কোনখানেও যাব না। আমি এসে অন্যায় করেছি, ঠাকুরের কষ্ট হচ্ছে। আমায় স্বপ্নে ডেকেছেন।"

স্বামী দেবতা তখন সহানুভূতি করে বললেন; "আর কোথাও না যাও থাক; তবে কাশীতে যখন এসেছি, দু'দিন না থেকেতো যাব না।"

দু'দিন বলে কিন্তু তের দিন কাশীতে থাকা হ'ল। মকররা দু'দিন কাশীতে থেকে বৃন্দাবনের দিকে চলে গেল। আমি যে কি কষ্টে ঐ দিনগুলি কাটাচ্ছিলুম আর কি জানাব? গঙ্গার ধারে গিয়ে শুধু বসে থাকতুম, কোন কিছু শুনি নি, দেখি নি। পরে ফেরবার পথে বৈদ্যনাথ দর্শন করে যাবেন বলে নামলেন, সেখানে ছ'দিন থাকলেন। এ ভাবে তিন সপ্তাহের মাথায় বাড়ী এসে পৌঁছুলুম। সেই হ'তে আর কোথাও যাবার নাম করি নি। আসনে বসে ভাবের আবেশে সব জায়গার দর্শন হয়েছে, কোন কোন বার নাম বলেও দিয়েছেন,—কোনবার শুধুই দর্শন। এই ২৪ বছরের মধ্যে আর কোন আগ্রহ মনে আসেও নি। চার বছর হ'ল যখন তোমরা বলেছিলে 'মায়ের সব ভক্ত একত্র হয়ে আমায় নিয়ে কামাক্ষা দর্শনে যাবে, সে সময় মা আমায় র্ভৎসনা করে বলেছিলেন; কি করছো এইতো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ!" এর অর্থ যাই হোক্ আমি যাত্রা স্থগিত রাখলুম। তারপর তোমরা কতবার কত জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলে মা'র অসন্তোষের ভয়ে কোথাও যাই নি। শুধু মনে মনে আবৃত্তি করেছি;—

"মনোনিবৃত্তি পরমোপশান্তি সাতীর্থবর্য্যা মনিকণিকাচঃ,
জ্ঞান প্রবাহা বিমলাদি গঙ্গা সা কশীকাহং নিজ বোধরূপাঃ।
কোষেস্থু পঞ্চ স্ববিরাজমানা, বুদ্ধির্ভবাণী প্রতি দেহগেহম্,
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতোহন্তরাত্মা সা কাশীকাহং নিজ বোধরূপা।
কাশী ক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভূবনজননী ব্যাপিণীর্জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তি শ্রদ্ধাগয়েয়ং নিজ গুরু চরণর্ধ্যানযোগ প্রয়াগঃ,
বিশ্বেসোয়ং সকল জনগতঃ সাক্ষী ভূতোন্তরাত্মাঃ,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনঃ তীর্থমন্যৎ কিমস্তি?"

সরযূ বল্লে "মা একথার অর্থ বুঝিয়ে দিন। 'সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ' কেন বল্লেন—কাকে বল্লেন?"

তাকে বললাম; "মা! আমার মা যেখানে বসে আছেন তাই তো তীর্থ স্বরূপ। সকল তীর্থই ত সেখানে বিদ্যমান। যে ভক্ত-হৃদয়ে তিনি বসে থাকেন সেই ভক্তও সাক্ষাৎ তীর্থ স্বরূপ।"

সরযূ আবদার করে ফের প্রশ্ন করলে "মকর মা, আপনি আজকের দিনটি মাকে ধরে রাখুন, আজকে বড় আনন্দ —এ ভাঙ্গতে ইচ্ছে হচ্ছে না।" মকর উত্তর দিলে "মায়ের দরজায় মায়ের মেয়েরা সব ধর্না দিয়ে বসে আছে—মা কখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসবেন, মার কোলের মেয়ে গৌরী তো হাপুস নয়নে কাঁদ্‌ছে। সে দৃশ্য চোখে দেখে এসে এ আনন্দে মন বসছে না যে মা!"

অনুযোগ করে সরযূ বললে; "আচ্ছা গৌরী দিদির এ কেমন ধারা? তারা সর্ব্বক্ষণ মাকে পায়—মার সব ভাব তারা সব সময়ে দর্শন করে জীবন ভ'রে নিচ্ছে—আর আমি কি একটু ছিটে ফোঁটাও নিতে পারি না?"

এ সব কথাবার্ত্তার মধ্যে শৈলেন এসে উপস্থিত হ'লো। আমাদের সে কলকাতায় নিয়ে যাবে। আমি সরযূকে বুঝিয়ে উঠে পড়লুম। তাকে বল্লুম; "মা! বিয়োগের ব্যথা মনে জাগিয়ে রাখ, তবেই ত ত্বরায় সংযোগ পাবে।"

কলকাতায় এসে পৌঁছুলুম তখন সাড়ে পাঁচটা। স্বামী দেবতা তখন ঠাকুরদের জল খাওয়াচ্ছেন। আর সব ভাল, তবে কমলের ছেলে ঘোঁতনের খুব জ্বর—গাল গলা ফুলেছে। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত লোকে বাড়ী ভর্ত্তি রইল।

পঁচিশ

যথাযথ নিত্য কর্ম্ম চলতে লাগলো, কোনই ব্যতিক্রম নেই; কিন্তু অন্তরের রসটুকুতে মন প্রাণ আর সরস হয়ে ওঠে না। কেন? যা কিছু করি না কেন যা কিছুর মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকি না কেন, যত তাপ ভোগ এসে অন্তরে পড়ুক না কেন, মন যে সর্ব্বক্ষণ আমার অমৃত কুণ্ডে পড়ে সুধা রসে ডুবে থাকে। মধুরসে ঢুলঢুলে হ'য়ে থাকে। যার আনন্দ রাখতে না পেরে সখী মণ্ডলীর মধ্যে পরিহাস করে গোবিন্দ আমায় এক সময় বলেছিলেন; "কত রস তোমার?" তার উত্তর সখীরাই তাঁকে দিয়েছিলেন; "ওমা সে কি গো! রসময়কে চিন্তা করতে রস না থাকলে কখন হয়?" হে গোবিন্দ! তোমার সখীদের আশীর্ব্বাদে রস সমুদ্র আমার অন্তরে যে চির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে তা' আবার কমে বেড়ে যাবে কেন? প্রতিষ্ঠিত বস্তুর কি হ্রাস বৃদ্ধি আছে?

এর মধ্যে দশহারা হয়ে গেল, পূর্ণিমা গেল, অম্বুবাচীতে ৺মায়ের জাঁক জমকের সেবা পূজার ধুম লেগে সেও শেষ হ'য়ে গেল। এখন সম্মুখে গুরু পূর্ণিমা। দশহরার পরের দিন অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের শুক্লা একাদশীতে কুন্তর হরিনাম যজ্ঞ অষ্টম প্রহরা হয়, ঐ গঙ্গা পূজার দিন অধিবাস। আমায় সে দিন ওরা নিয়ে যায়। কুঞ্জ ভঙ্গের দিন আমি ছাড়ান পাই। মকর ও প্রফুল্ল এসেছিল আমায় নিয়ে যেতে কিন্তু একলাই ফিরে গেল, আমার ব্রজে যাওয়া হ'ল না। শালিখাটী গোবিন্দের ব্রজধাম, কলকাতায় তিনি মথুরাবাসী —শালিখার ভক্তেরা এই কথাই বলে। এজন্য মনটায় ভাল লাগলো না। তবে এতো আজ আর নূতন নয় বলে মনের মধ্যে ততোটা বেশী বেদনা পাই নি। আজ নিয়ে চার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বারের নাম-যজ্ঞে আমি উপস্থিত হ'তে পারি নি। আমার কাছে এই নাম-যজ্ঞটি বড় আনন্দের ও গৌরবের বস্তু। যখন কমল পাঁচ ছয় বছরের, মণ্টু দু' আড়াই বছরের সেই সময় গোবিন্দ আমার নিত্য সাথী ছিলেন। একটি উপলক্ষ্য করে এ দেহে তাঁর আবির্ভাব ও কিছু লীলা বিলাসও করেছিলেন। সে লীলা বিলাসে শালিখাবাসীরা বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে পড়েছিল। পাঁচমাস সে সময় আমি একাসনে বসে থাকি, আহার নিদ্রা বা কাজকর্ম্ম কিছুই ছিল না। নৃত্যের সহিত হরিনাম কীর্ত্তন আর ধ্যানস্থ হয়ে থাকা একমাত্র এই সম্বল ছিল। কোথায় ছিল শিশু সন্তান দুটি, কোথায় স্বামী আর সংসার! দলে দলে লোক দেখ্‌তে আস্‌তো—কেউ বা রহস্য ভাবে, কেউবা ভক্তি ভাবে কেউবা রঙ্গ দেখতেও। গোবিন্দ তখন এই ক্ষুদ্র দেহটী ধরে তাঁর অনেক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেছিলেন। যাদের মধ্যে বস্তু আছ তারা তাঁর দয়ায় ধন্য হয়েছিল। কৃপা প্রাপ্তের মধ্যে মকর ও কুন্ত। মকর উচ্চ অধিকারী হয়েও ব্যবহারের অভাবে তাঁর কৃপা জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারলো না। কুন্ত কিন্তু সেই কৃপা মুকুলকে প্রস্ফুটিত করে ভক্ত মানুষদের সামনে তুলে ধরলে। যে তার সংস্পর্শে আসতে পেলে সেও পবিত্র হয়ে গেল। কুন্তর ভক্তিনত অন্তরের মাধুর্য্যে তার অতি বড় অভক্ত স্বামীও পরম ভক্ত হয়ে তার জীবনকে মধুময় করে ভগবানের কৃপার সার্থকতা দেখালে। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দর কৃপা লাভ করে যখন পথের সন্ধান পেলে তখন নবদ্বীপের বৈষ্ণব গুরু শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট কুন্তর দীক্ষা ও সাধনা লাভ হ'লো।

মাসের পর মাস অহোরাত্র হরিনামে যে পল্লীর স্ত্রী শিশু যুবা বৃদ্ধ একদিন পাগল হয়ে মেতে ছিল, যে হরিনাম একটি মহাভাবের বন্যা বইয়ে কপটী ও বিশ্বাসীকে এক করে দিয়ে হরিনামের মহিমা দেখিয়ে ছিল, সেই হরিনাম কুন্ত ধরে রেখে বৎসরে একদিন অহোরাত্র অমৃত ধারায় ভক্ত জীবনগুলিকে বিচলিত করে। বহুদিন আমি চলে এসেছি—সেও তো আজ একুশ বৎসর। তারপরে কুন্তর এই নাম যজ্ঞে আমার ভক্তজনদের সঙ্গে যাওয়া কোন দিন বাদ পড়ে নি। কিন্তু আজ তিন বছর হতে এ আনন্দামৃত ধারা পানে আমি বঞ্চিত হয়েছি। এ ইচ্ছা আমার না গোবিন্দের তা জানি না। কুন্তর দাদা শম্ভূনাথ ঘোষ এরূপ হৈ চৈ করা ধর্ম্ম কর্ম্মের বিরোধী। অকারণ এতগুলি করে ভগ্নীর পয়সা অপব্যয় হয়—বার ভূতে আর বৈষ্ণব ভূতেরা খায় আর তার হেতু আমিই, এ জন্য আমার সম্বন্ধে তিনি অকথ্য ভাষা প্রায়ই প্রয়োগ করে থাকেন। তাতে সকলেই মনে ব্যথা পায় আর ভায়ের অপরাধ ভয়ে লজ্জায় বেচারী একান্ত কাতর হয়ে থাকে। মকর সহ্য করতে পারে না, তার সঙ্গে শম্ভূনাথের সে জন্য বচসা হয়। আমি মকরকে অনেকবার নিষেধ করেছি, বলেছি;—তুমি ওসব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথায় কান দিও না। শম্ভুনাথের গালাগালি আমার পুরস্কার। আমার প্রাপ্য না হ'লে কি তার এত সাধ্য যে সে আমায় দিতে পারে ?"

এই বচসা সেবারে বড় রকম একটা কলহে দাঁড়ালো, তার ফল হ'লো যজ্ঞে মকর ব্রতীর স্থান পাবে না। এর মধ্যে আর একটা গোপন কথাও ছিল, সেটা তাদের মধ্যের আত্মীয় সম্পর্কে বাধা। কুন্তকে মকর জিজ্ঞাসা করায় এই আত্মীয়তা হেতু সে কথা বলতে পারে নি, নীরবেই ছিল। নাম-যজ্ঞে যাবার পূর্ব্বে এসে মকর আমায় জিজ্ঞাসা করলে যে "শম্ভুনাথ আমায় অপমান করেছে এবং নাম-যজ্ঞে আমার স্থান নেই, কুন্তও তাই স্বীকার করে নিয়েছে, তুমি কি সেখানে যাবে ?"

বল্লুম "না আমি যাব না, যেখানে তোমার অপমান হয়, স্বর্গপুরী হলেও সেখানে যাবার আগ্রহ আমার থাকতে পারে না। যদি আজ তোমার স্বামী জীবিত থাকতেন তবে সে অন্য কথা হ'তে পারতো, কিন্তু এখন তোমার সুখ দুঃখ মান অপমান সব আমার উপরে, আমি কখন যাব না।" এই কথা বল্লুম তাকে।

মকরের মান রক্ষায় নাম যজ্ঞে গেলুম না সত্য, কিন্তু প্রাণ আমার সেখানে চলে গেল। বৎসরান্তে গোবিন্দ-সেবিকা আমরা সকলে একত্র হয়ে হরিনাম প্রবাহে সেখানটাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

'Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা আনন্দধাম ক'রে কৃতার্থ হই—আজ সেই শুভদিন, সকলেই আকুল আগ্রহে আমার প্রতীক্ষা করে আছে।

আসনে বসে কখন অন্য জগতে ডুবে গিয়েছিলুম, দেখছি নাম-যজ্ঞ স্থানটী বিচিত্র আল্‌পনায় সুশোভিত হয়েছে, লোকেদের প্রণাম ঠেলে আমি অগ্রসর হতে পারছি না। কীর্ত্তনের ধুয়া ধরেছে, "হরি সুন্দর শঠ হে—"

ছাব্বিশ (পূর্ব্ব কথা)

ভক্তদের অনুরোধে হঠাৎ দিন-লিপি লিখতে লিখতে মনে হলো এ যেন ঠিক হচ্ছে না। কে আমি, কোথা থেকে হঠাৎ গজিয়ে উঠ্‌লুম, তার কোনই হিসাব পত্র নেই, এ পড়তে গিয়ে আমার পাঠক দিশাহারা হয়ে যাবে। যা হোক্ ইতিমধ্যে এখানে তাই নিজের একটুখানি সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ব পরিচয় দিয়ে রাখি, না হোলে ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না সেটা নিজেই বেশ বুঝতে পারছি।

আমার জন্মস্থান আমার মায়ের মাতুলালয় বনগ্রামের অন্তঃপাতি সাঁওতাগ্রামে। মায়ের মাতামহ সাঁওতার জমিদার ৺মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। মায়ের মুখে শোনা ছিল রাত্রিকালে আমি জন্মগ্রহণ করি ও আমার কপালে একটি বড় ফিকে রক্তের ফোঁটার মত গোলাকার চিহ্ন ছিল। পরে বড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আরক্ত হয়ে ওঠে। আমি নিজেও তা দেখেছি। বাবা বলতেন ওটি সুলক্ষণ। ৮ই আশ্বিন বুধবার আমার জন্ম হয়; আমার দিদিমা নিস্তারিণী দেবী আমার জন্মের পূর্ব্বে কি স্বপ্ন দেখেন তাতে গিরিবালা নাম রাখেন, পিতৃদত্ত স্নেহের নাম স্নেহলতা। আমার জন্ম সাল শোনা নেই, মা বলতেন যে বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে বড় ভূমিকম্প হয় সেই বৎসরে আমার জন্ম।

আমার মাতুলালয় রাণাঘাট জগপুর। মাতামহের নাম ৺হারান চন্দ্র গাঙ্গুলী। দিদিমা তাঁর কুলীন পিতার কুল-রক্ষা-মেয়ে ছিলেন, এ কারণ পিত্রালয়েই থাকতেন। মাতামহের দুই স্ত্রীর মধ্যে প্রথমটীর কন্যা ও পুত্র আছে, আমার দিদিমার মাত্র দুটি কন্যা, আমার মা ৺হেমাঙ্গিণী দেবী বড়, মাসিমা তরঙ্গিণী দেবী ছোট। আমার পিত্রালয় যশোহর জেলার জয়দিয়া গ্রামে, কোটচাঁদপুর মহকুমায়।

পিতামহ ৺কালিকান্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর অষ্টম পুত্রের মধ্যে আমার পিতা ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায় পিতার চতুর্থ সন্তান। পিতামহের দুই স্ত্রী, প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তিন পুত্র এক কন্যা জন্মে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে পাঁচ পুত্র এক কন্যা। দ্বিতীয়া পত্নীর প্রথম পুত্র আমার পিতা। আমার তিন জ্যেঠা মশাই ৺অঘোর নাথ বড়, দ্বিতীয় পরেশ নাথ, তৃতীয় মন্মথ নাথ। চারটি কাকা—সুরেন্দ্র নাথ, নগেন্দ্র নাথ, ক্ষিতীশ কুমার, গণেশ কুমার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় জ্যেঠার পুত্র (আমার পিতার সম বয়সী) ফণিভূষণ মুখার্জ্জী বিলাত যান সেই হেতু সমাজ-চ্যুত হন। তিনি কবি গুরু রবিন্দ্রনাথের ভগ্নী স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরন্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেন এবং বিশিষ্ট ইনেস্‌পেক্টর ছিলেন। মেজ জ্যেঠা পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় তখনকার সময়ে নাম করা স্ত্রী-চিকিৎসক ছিলেন। ঢাকায় তাঁর পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তাঁকে নিজ রাজ্যের চিকিৎসক পদ প্রদান করেন। আমার পিতা ও জ্যেঠামশায়ের প্রথম পুত্র ৺বিধুভূষণও রাজ সরকারে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সেই হ'তে তাঁরা ত্রিপুরার নূতন রাজধানী আগরতলাবাসী হন। আমরাও এই আগরতলায় মানুষ হয়েছি। মহানুভব মহারাজা ৺রাধা কিশোর মাণিক্য বাহাদুর ও প্রাতস্মরণীয়া মহারাণী ৺তুলসীবতী দেবীর অতুল স্নেহের কথা আমার চিরদিন স্মরণ থাকবে।

তৎপুত্র ৺বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজ্যশাসন কালে আমার বিবাহ হয়। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ সেই বৎসর দিল্লী রাজধানীতে ভারত সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন।

আমার জন্মের মধ্যেও একটু বিশেষত্ব ছিল। আবার বিবাহের মধ্যেও একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। আমার মায়ের অনেকগুলি সন্তান অকালে নষ্ট হ'য়ে যাবার পর চার কন্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

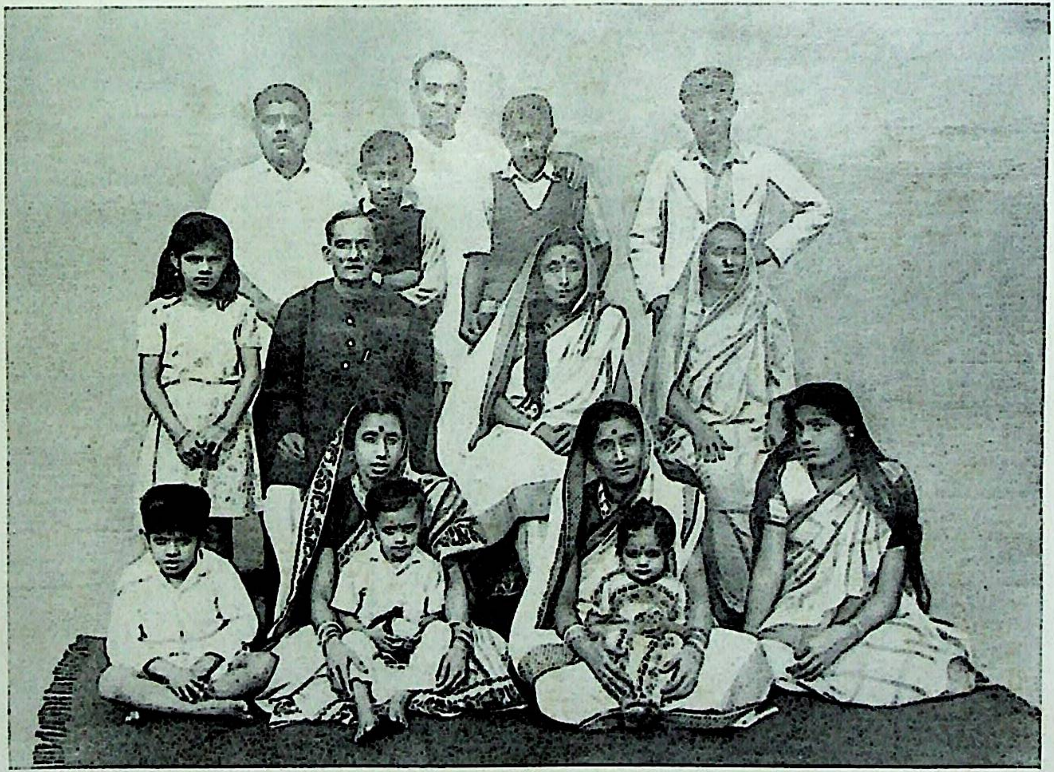

সপরিবারে শ্রীশ্রীগোবিন্দমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও দুই পুত্র সন্তান বর্ত্তমান থাকে। বড় ভগ্নী আশালতা দেবীর বিবাহকালে তাঁর শ্বশুর তাঁর তৃতীয় পুত্রের সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব করেন ও আমায় খুব স্নেহের চক্ষে দেখেন। বিবাহ সভায় তাঁর তৃতীয় পুত্রকে দেখে আমি অবাক্ হয়ে ভাবলুম এই মূর্ত্তিরই ত আমি আরাধনা করি, কেবল মাথায় সেই ময়ুর পাখাটী নেই! সেই থেকে অতটুকু মেয়ে আমি সেই নব কিশোরকে আমার বরের রূপেই চিন্তা করতে লাগলুম। ইচ্ছা অনিচ্ছা জানি না, আপনা হতেই এই চিন্তা আমার মনকে ঘিরে থাকতো, আনন্দ দিত। দিদির বিবাহের তিন বছর পরে অনেক ঘোরা ফেরার পর আমাদের বিবাহ হয়। আমাদের শ্বশুরালয় নবদ্বীপ। শ্বশুর মহাশয়ের নাম ৺প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা তিন্ ভাই, —আমার শ্বশুর মহাশয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ। আমার শ্বশুরের পাঁচ পুত্র, একটি শিশুকালে মারা যায়—বর্ত্তমান চার জন। প্রথম পুত্র নলিনী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় ইন্দুভূষণ. বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০০ সনের ১৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কন্যা সন্তান জন্মায় নি। প্রথম পুত্র আমার দিদির স্বামী, তৃতীয় আমার স্বামী। আমার দিদির গর্ভে দুই পুত্র চার কন্যা ও তাঁর স্বামীর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র জন্মে। আমার মধ্যম ভাশুর নিঃসন্তান। দেবরের এক পুত্র দুই কন্যা। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেরও দুই কন্যা, এক পুত্র জন্মে। পুত্রটি ভাগ্যদোষে অকালে স্বর্গগত হয়। আমার শ্বশুর মহাশয়ের পিতা ৺দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পিতা ৺জগতরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার শ্বশুরদের আদি নিবাস দেবহাট্টা, জেলা খুলনা। শ্বশুর মহাশয়ের পিতা ৺দেবনারায়ণ নবদ্বীপবাসী বীরসাধন রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য (মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন এবং নিজ ভগ্নীকে রুদ্রকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্রকে দান করেন। শ্বশুর ঠাকুররা রুদ্রকান্তের দৌহিত্র। ৺রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণনগরের মহারাজ গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সাধন গুরু ছিলেন। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ৺কালীকুমারী দেবীকে আমরা দেখি নি। আমাদের বিবাহের অনেক পূর্ব্বেই তিনি সতীলোকে গমন করেন। নবদ্বীপের অপর পারে বামনপুরার জমিদার মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের তিনি কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। *

আমাদের বংশের বিষয় বিশেষ কিছুই জানি না। কারণ অতি অল্প বয়সেই আমরা পূর্ব্ব কথা জানাবার মতন লোকদের হারিয়েছি। তবে দেশ বিদেশের অনেক আত্মীয়ের সংবাদ এখনও মধ্যে মধ্যে পাই। আর একটু বলে এই স্বজন -সংবাদটী শেষ করবো। আমার প্রথমা কন্যা কমলাবালা দেবীকে বিবাহ দিয়েছি নবদ্বীপের পাশের গ্রাম পূর্ব্বস্থলীর কাষ্ঠশালী গ্রামের ভক্ত বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র

* সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠায় বংশ পরিচয়ের একটা তালিকা দিলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* বংশ পরিচয়।

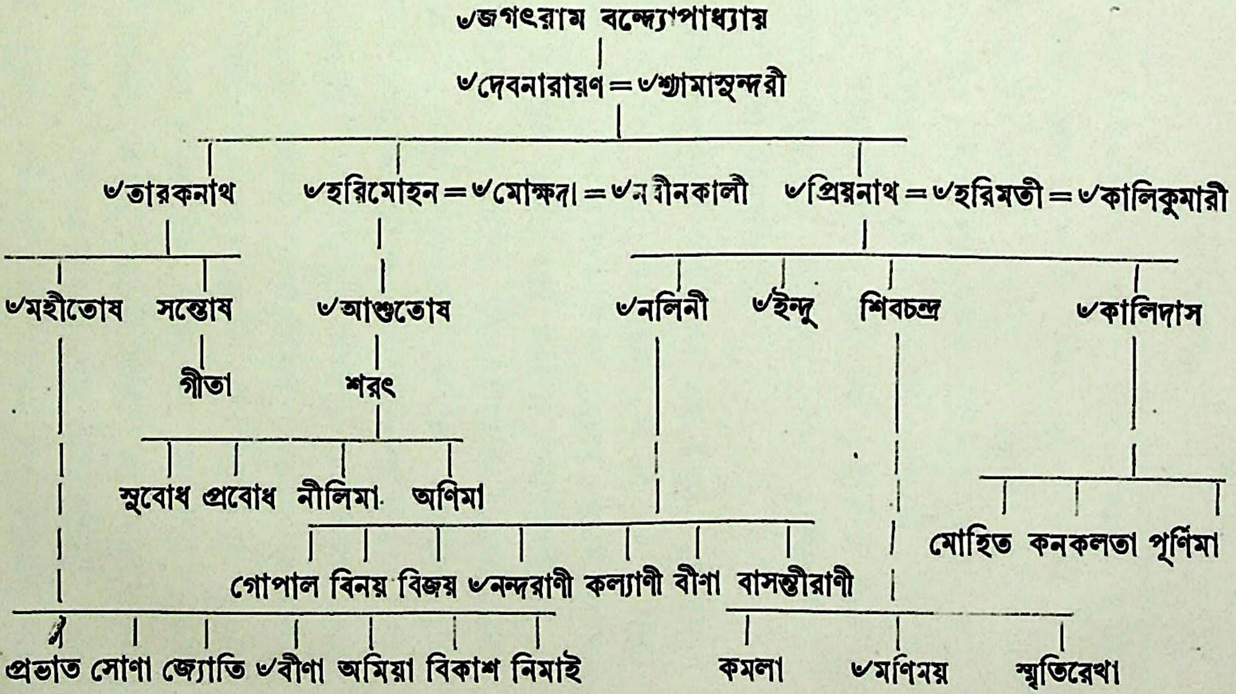

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাথ বন্ধু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বর্ত্তমানে কমলার চারটি পুত্র তিনটি কন্যা। কনিষ্ঠা কন্যা স্মৃতিরেখাকে (টুকু) বিবাহ দিয়েছি নবদ্বীপ দেওড়াপাড়া নিবাসী কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। জামাতা নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মুক্তিনাথ পাঠকের দৌহিত্র। বর্ত্তমানে আমরা দুই ভগ্নী (দিদি ও আমি) এবং ভ্রাতা প্রফুল্লমোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে বর্ত্তমান আছি।

দেখ্‌ছি শুধু কুলুজী দিয়েই শেষ করা চল্‌বে না। বাল্য কৈশোরের কথার একটু না জানালে আমার সংসার ছাড়া স্বপ্নাবিষ্ট আধ পাগলা স্বভাবটীকে লোকে ধরতেই পারবে না। তাই পূর্ব্ব কথাই বলে যাচ্ছি। বাল্যকালেই আমার তুলসী তলা, ফুল তোলা আর শ্রীকৃষ্ণের ছবি, হরিনাম, কৃষ্ণনাম বড় মধুর লাগ্‌তো। যেখানেই শ্রীকৃষ্ণের ছবি দেখেছি সেইখানেই বসে পড়েছি। নির্জ্জনতাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছি। বাবার মুখে ভক্তের কথা শুনতে ছোট্ট থেকেই ভাল বাসতুম। আগরতলার জগন্নাথদেবের মন্দির বেশ নির্জ্জন ও মনোরম স্থান, এত সুন্দর যে এখনো ভাবলে মনে আনন্দ হয়। যখন ছয় সাত বছরের মেয়ে আমি, তখনই একবার করে সে মন্দিরে প্রাতঃকালে আমার যাওয়া চাইই। আমার যাওয়ার কত পরে মন্দিরের গেট খোলা হ'ত। ঠাকুরদের শয়ন তোলা, স্নান, বেশবাস শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে পূজারী পূজায় বসতেন, আমি চরণামৃত নিয়ে চলে আসতুম। কোন দিন ভয়ে চরণামৃত চাইতে পারতুম না, রোজ চাইলে যদি বকেন। এক একদিন প্রসাদ পেতুম। প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে দেবদারু, ঝাউ, এলাচ, দারুচিনি, কৃষ্ণচূড়া, নাগেশ্বর, কদম্ব, কামরাঙ্গা, পলাশ, সেগুন আরও কত কি সুন্দর সুন্দর গাছের সারি। তারই ছায়ানিবিড় পথে চলতে চলতে দেখতুম, প্রথম সূর্য্যের আলোক স্পন্দনে ঝলমলায়মান সেই বৃক্ষশ্রেণী কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে আছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সোনার জাল বোনা হচ্ছে, পাখীরা আনন্দে গান গাচ্ছে, নাগেশ্বরের সুমিষ্ট গন্ধে, শিরীষ ফুলের সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে ভরা সেই নির্জন পথটীতে চলতে যে কি ভাব মনের মধ্যে হ'তো তা বুঝিয়ে বলবার নয়। অবশ্য বোঝবার শক্তি তখনও নিজের ছিল না, এখনো নেই, সেই পথে চলতে চলতে বেশ বুঝতে পারতুম, আমার পাশে পাশে আর কেউ যেন চলছে, তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু বুঝতে পারছি কেউ আমার সাথে সাথে চলে আসছে। আবার কখনও দেখতে পেতুম একটি আমারই মতো ছোট্ট ছেলে ছুটে ছুটে সঙ্গ নিয়ে চলেছে। কখনও দেখতে পাচ্ছি কখনও সে অদৃশ্য। আবার কখন দেখেছি ফুল তুলতে বাগানে ঢুক্‌ছি সেই ছেলেটীও সেই রকম ছুট দিয়ে বাগানের মধ্যে চলে গেল। আবার কখনও বা ফুলের গাছে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। কিন্তু কে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগোবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ছেলেটী তা কিছুই বুঝতে পারি নি। তবে বেশ বুঝতে পারতুম আমি একা কোন সময়ই থাকি না। কেউ একজন আমার সঙ্গেই থাকে। বাবাকে এ কথা বলতে তাঁর দুচোখ দিয়ে জল পড়তো, আমায় বলতেন, "একা কি কেউ থাকে? ভগবান সবারি সঙ্গে থাকেন মা! তুমি ভগবানকে ডাক, তাঁকে প্রাণভরে ভালবাস, রোজ ফুল তুলে তাঁকে সাজাও।"

ধনীরাম ওঝাকে ডেকে মা আমায় ভূতের মাদুলী দিলেন পরিয়ে।

ভগবান কি জানি না, তবে বাবার কথায় তুলসীতলায় ফুল দিয়ে সাজাতুম। সেই সময় বাবা আমায় মহাভারত পড়তে দিলেন, সন্ধ্যায় তিনি ছিলেন তার নিত্য শ্রোতা। মহাভারতেই পেলুম আমার শ্রীকৃষ্ণকে, আর পেলুম কৃষ্ণসখা পার্থকে। কৃষ্ণ হতেও যেন পার্থের উপর ঝোঁকটা বেশী পড়লো। পার্থ পার্থ কৃষ্ণের মুখের বুলি, পার্থ কৃষ্ণের প্রাণ, পার্থ কৃষ্ণের আনন্দ, কৃষ্ণের গর্ব্ব, কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব পার্থ! সেই যে পার্থ সে কি আর কেউ হতে পারে না? কি করলে হ'তে পারে? তখন পার্থের গুণ অন্বেষণ, আর বাবাকে পার্থের বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তোলা। বাবা বলতেন, "পার্থ যে কৃষ্ণের পাদপদ্মের একটি নিবেদিত নির্ম্মাল্য।" এ কথার অর্থ অবশ্য তখন বুঝতে পারি নি। তবে তখন হতেই বাল্য চপলতা গিয়ে মন যেন গম্ভীর চিন্তাশক্তি লাভ করলো। কৃষ্ণ পার্থকে ঘিরে মহাভারতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে নিয়ে মনটা চিন্তা-সুখে বেশ সরস হয়ে থাকতো। আবার তার মধ্যে লক্ষ্য ছিল স্কুলে ক্লাসের বেঞ্চের প্রথম স্থানটী যেন একচেটে হয়ে থাকে। আর পরীক্ষার সময় নম্বরের উপরেও যদি নম্বর থাকে তাও আমাকেই নিতে হবে।

এই সবের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এসে পড়লুম নবদ্বীপের বধূ হয়ে, সঙ্গে এল সেই ছোট্ট ছেলেটী। প্রথম প্রথম তার সান্নিধ্য বেশ বুঝতে পারতুম, কিছুদিন যাবার পরে আর তাকে খুঁজে পেতুম না। তখন আর একবার মনে হলো, এ জগতে আমি একা!

বিবাহিত জীবনের ধারা বাংলা দেশের মেয়েদের যেমনটী হয়ে থাকে সেই ভাবেই আমারও কেটে চললো। অত ছোট্ট বয়স হতে সংসারের ছোট ছোট ঘা গুলি খেতে অভ্যস্থ হতে লাগলুম। সংসারী জীবনে যেটা খুবই স্বাভাবিক ঠিক তাই বরং একটু বেশীই। উপযুক্ত সাথীর অভাবটাই জীবনে বড় বেশী হয়েই বাজে। আকুল হ'য়ে তখন মনে মনে ডাকি, ওগো আমার আনন্দময়! তুমি কোথায়? এস, এস, আমার কাছে কাছে থাক। আমি যে বাপ মা হারা, আমার যে তুমিই একমাত্র সান্ত্বনা।

স্বামীর স্নেহ যত্ন মিষ্ট হলেও আমার তা'তে প্রাণের অভাব মিটছে না। বড় শূন্য ঠেক্‌ছে সাথি! আগরতলার সেই আনন্দময় জীবনে কি আমি আর ফিরে যেতে পারবো না? আমি তো তোমায় কোনদিন ডেকে আনিনি, চলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেতেও বলিনি, তবে কেনই বা অযাচিত ভাবে এলে আবার অকস্মাৎ চলেই বা গেলে কি জন্য? কি অপরাধে?

কাঁদি, লুকিয়ে লুকিয়ে কেবলই কাঁদি; যদি কেউ দেখে, ভাবে মা বাবার জন্যে কাঁদছি। প্রথম মেয়ে হ'বার পর দীক্ষা লাভের পরে একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যেন আমার বুকের মধ্যে হাত দিয়ে চির সাথিটী আমায় ইসারায় কি দেখাচ্ছে? দেখলুম পাশে পাশে চারটী ঘর, এঘর হ'তে ওঘরে যাবার প্রত্যেক ঘরের মধ্যে দিয়ে দরজা। ছেলেটী বললে "এই ঘর কয়টী ঘুরে আসবে, আমি তো তোমার কাছেই আছি।" এ চারটী ঘরের কথা তখন ত বুঝি নি—তবে সাথীর সান্ত্বনায় প্রাণে সাহস পেয়েছিলুম। এখনো এ হেঁয়ালীটা বুঝতে গেলে খেই হারিয়ে যায়। কোষ ত পাঁচটী, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আর আনন্দময়। এই পাঁচটী পর পর অতিক্রম করে চিৎ স্বরূপকে দর্শন হয়। কিন্তু চারটী ঘর ঘুরতে কেন বল্লেন—এর অর্থ কি? তবে কি চতুরাশ্রম বা আশ্রম চতুষ্টয়ের এই ইঙ্গিত? এই এই আশ্রম ধর্ম্মগুলি চৌচাপটে ঘুরে এলে অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রমে দেখা মিলবে নাকি?

যাই হোক্ তার খেয়ালী মনের হেঁয়ালীর কথা তিনিই জানেন, আমার তো এই ভাবেই আট নয় বৎসর কেটে গেল। সংসার করেছি, ছেলে মেয়েকে মানুষও করেছি, লোক ব্যবহারও করেছি, তারই ফাঁকে ফাঁকে মনের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে খেলাও করেছি। হাত পা কাজ করতো, মন আমার সর্ব্বদা খেলা করে যেতো তাঁর সঙ্গে। কখনো সে খেলায় কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের গুরুরূপে দেখতুম, ভীষ্ম কত স্তুতি মিনতি করে আনন্দে ওতঃপ্রোত হলেও নিজেকে কৃষ্ণ চরণে নিবেদিত করে দিচ্ছেন তাই চোখ ভরে দেখতুম। কখনো পাণ্ডবদের শিবিরে কৃষ্ণ পাণ্ডবের সখারূপে উপস্থিত রয়েছেন। পাণ্ডবরা তাঁকে নিজেদের হৃদয়ের ভক্তি প্রেমরসে অভিষিক্ত করে দিচ্ছেন, সকল অস্তিত্ব হারিয়ে তাঁতেই ডুবে যাচ্ছেন। আবার কখনও দেখতুম কৃষ্ণপ্রাণা কৃষ্ণার সৌহর্দ্দ্যে নিমগ্ন শ্রীকৃষ্ণকে।

এ খেলার বিশেষত্ব আছে। কখনও বা মনের মধ্যে খেলার ছলে দেখতে পেতুম ধ্রুবের আকাঙ্খার ধন সেই পদ্মপলাশলোচন হরিকে। ঘোর অরণ্যে হিংস্র জন্তু সমাকুল ভয়াবহ ভীষণতার মধ্যে সেই একটুখানি পাঁচ বছরের শিশু, আর তাকেই বেষ্টন করে কাতরের করুণাময়, অসহায়ের সহায়, ভক্ত বৎসল পদ্মপলাশলোচন হরি। কত আদর, কত সোহাগ, কত করুণা, কত ভালবাসার পশরা সাথে এনে উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছেন। আবার আমার কৃষ্ণকে দেখতুম প্রহ্লাদের আশ্রয় ও রক্ষকরূপে, তাঁর প্রিয়বস্তুর জন্যে যে কত ব্যস্ত, কত উদ্বেগাকুল, কি অপূর্ব্বাস্বাদ অমৃতের ধারা স্নাত হয়ে অমৃতময় স্পর্শে তাঁর কৃপা পাত্র বারে বারেই মৃত্যুমুখ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ধন্য হচ্ছে! কখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেলতুম ব্রজের মাঝে ব্রজবাসীর প্রাণ কৃষ্ণকে নিয়ে যশোমতীর কোলে কোলে বুকে বুকে মুখে মুখে। মা যশোদার নয়নতারা, তাঁর সর্ব্বস্বধন, গোপালের গোপাল, ব্রজবালকের আদরের ভাই কানাইকে ব্রজ কিশোররূপে। আবার খেলতুম ব্রজ গোপীকার প্রেমের হাটে বিচিত্র নাটে রাধা প্রেমে আত্মহারা নটবরকে নিয়ে। মান অভিমান ভরা ভক্ত জীবনকে নিঃস্বার্থতার দীক্ষা দিয়ে আত্মসাৎ কচ্ছেন। কখনও তিনি উদাসী কখন বা কুঞ্জবাসী। প্রকৃতির সঙ্গে পরম ঈশ্বরের পরিপূর্ণরূপে সম্মিলিতরূপ দুচোখ ভরে পান করতুম।

তবুও প্রাণে সুখ পাইনা, স্বস্তিও পাইনা! কি যে একটা অভাবের তীক্ষ্ণ ব্যথা কাঁটার মত মনের বুকে নিয়তই ফুটে থাকে। কখন আপন মনে তাঁর নামে গান লিখি, বই পড়ি, মনকে ভুলিয়ে রাখতে কতই না ব্যর্থ প্রয়াস—মন তবু ভুলে না। মন আমার দিনে দিনে বিষাদময় হ'তেও বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। আমার মনের এই ভাব নিয়ে সংসার করতে করতে স্বামী দেবতার মনও ক্রমে তিক্ত হয়ে উঠলো। তাঁর বিরক্তি শেষে ক্রোধের আকারও ধারণ করলো। এটা কিছুই অসঙ্গত বলা যায় না। সকলেই তো নিজের পাওনাটী সম্পূর্ণরূপে পেতে চায় এবং ত্রুটি পেলে খুসী হ'তে পারে না। আর একটা কষ্ট নিজের স্বভাবের দোষেই ভোগ করতুম, সেটা সকলকেই নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর ভালবাসতুম মেয়ে পুরুষ সকলকেই, সে জন্যেও আঘাত পেতে কম হয় নি। জীবনটাই মানুষের তুঃখ ভরা, এ আর শেষ হয় না কোন দিন, জীবন প্রবাহ একটানা।

এক সঙ্গে মা বাবা ও বোনেদের হারানোর অতি নিদারুণ শোকও সহ্য হয়েছে।

তের বছর বয়সে সেই যে বাবাকে রোগশয্যায় রেখে বাপের বাড়ী হ'তে চলে এসেছিলুম, তারপর শ্বশুর বাড়ীতেও আমাদের তুজনের ঠাঁই হয় নি। শালিখায় ভাস্থরের বাসার বাড়ীওয়ালীর কাছে উঠি। অনেক চেষ্টায় স্বামী দেবতার একটী অস্থায়ী চাকুরি হলো, পরে ভাস্থরের সংসারে এসে নিজের জনের মত স্থান পেলুম। তার এক বছর পরে বাবা আমায় দেখতে আসেন, দিদি বাবার সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলেন, আমার আর কোন দিন বাপের বাড়ী যাওয়া হয় নি। আমরা আগরতলা হতে আসবার আড়াই বছরের মধ্যে বাবার পেন্সন হয়ে যায়। তিনি শেষ জীবনে কাশীবাস করবার ইচ্ছা করেন। আমার ঠাকুরমার ছেলেদের প্রতি আদেশ দেওয়া ছিল—'তোমরা চাকরীর জন্য দেশ বিদেশে যেখানেই থাক তুর্গা পূজার সময় বাড়ীতে সকলে একত্র হবে, পূজার দালানে যেন তোমাদের সকলের ছেলে মেয়ে বৌদের সব হাসিমুখগুলি মা তুর্গা দেখেন।' সে আদেশ চিরদিনই প্রতিপালিত হয়ে আসছে, সে জন্যে বোশেখে বাজেট পাশ হলেও একয় মাস দেশের বাড়ীতে থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজার পর আশ্বিনের শেষে ছেলে মেয়ে নিয়ে বাবা মা কাশী যাত্রা করেন।

যাবার সময় আমাদের বাসায় এসে আমাদের সঙ্গে দেখা দিয়ে যান, ইচ্ছে ছিল আমায় সঙ্গে নেন কিন্তু তা আর হয় নি। কাৰ্ত্তিক মাসটার পরেই ওরা অগ্রাণ বেলা এগারটা সাড়ে এগারটায় আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় একটী ঘোড়ার গাড়ী এসে দাঁড়ায়। অতি বিস্ময়ে দেখি মা বাবা ভাই বোনেরা সবাই সে গাড়ীতে, সকলেরই অসুখ। ওঠবার শক্তি কারো নেই। আমার স্বামী দেবতা সকলকে গাড়ী থেকে কোলে করে একে একে নামিয়ে আনলেন। কি করে যে তাঁরা অতদূর থেকে এ অবস্থায় এলেন তা তাঁরাই জানেন। আমরা দু'বোনে তাড়াতাড়ি বিছানা করে সকলকে শোয়ালুম। একটু সুস্থ হয়ে সকলে দুধ সাগু পথ্য করলেন। বাবার শরীর অনেক দিন থেকেই অসুস্থ ছিল সে জন্যে তাঁর এত শীঘ্র চাকরি থেকে অবসর হয়। সেই হাঁপানি কাশির অসুখ এখন প্রবল, তার সঙ্গে জ্বর।

মার কোন অসুখই ছিল না কিন্তু এই এক মাসের মধ্যে তাঁর জ্বর ও পেটে জল হয়ে সর্ব্বাঙ্গ ফুলে গেছেন।

প্রফুল্লকে বাঁদরে কামড়ে মুখে মস্ত ক্ষত ও ১০৪° ডিগ্রি জ্বর, আর বোন তিনটির জ্বর রক্ত-আমাশয়। এ অবস্থায় বাবা তাঁর কাশীবাসের আশা চিরতরে ত্যাগ করে অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরুপায় হয়ে স্বজনদের মধ্যে চলে এসেছেন। এখান হ'তে তিনি দেশের বাড়ীতে যাবেন, তাঁর ভায়েদের সেখানে পাবেন। বাবার জামাইরা আপত্তি করলেন—বললেন "আপনারা সকলেই পীড়িত, বিশেষ করে আপনার ও মার চিকিৎসার বিশেষ দরকার। আপনি এখানে বাড়ী ভাড়া নিয়ে থেকে চিকিৎসা করান, দেখা শোনা করার যা দরকার আমরাই করবো। আপনার মেয়েরা রয়েছে, সেবার কষ্ট হবে না।"

বাবা কিন্তু বাড়ী যাবার জন্যে ব্যস্ত, বললেন "কালকের দিনটী থেকে একটি বড় ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধের ব্যবস্থা নিয়ে যাবেন।" আরও জানালেন যে আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন কারণ আমার তখন প্রথম সন্তান সম্ভাবনা—মার কাছেই যেতে হয়। জামাইদের মত হ'ল না, তাঁরা বললেন "আপনারা এখন শয্যাশায়ী রোগী হয়ে এ রকম সাহস করছেন কি করে? বিশেষ করে পাড়াগাঁয়ে ভাল ধাত্রী পাওয়া যাবে না। আপনাদের এ অবস্থায় আপনার কন্যাকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে না।"

বাবা কিন্তু বড় অবুঝ হয়ে বললেন "আমি স্নেহকে নিয়ে যাব, আমরাই অসুস্থ, আমার বাড়ীতে লোকের অভাব হবে না। আমাদের আট ভায়ের একত্র সংসার, আমার বাটীতে ভাইপো এম, বি, ডাক্তার। সন্তানের ভাল মন্দ বোধ কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার নেই? জামাতারা চুপ করে রইলেন, সম্মতি হ'ল না। সন্ধ্যার সময় ছোট জামায়ের হাতের সেবা নিতে নিতে বাবা আবার আমায় সঙ্গে নেবার কথা জামাইকে বললেন। বললেন, 'আমি কাল সন্ধ্যা ৭ টার ট্রেনে রওনা হ'ব তুমি আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে, ওকে আমরা নিয়ে যাব, তুমি নলিনকে বুঝিয়ে বলো। 'উত্তরে জামাতা বললেন, 'বেশ আপনি নিয়ে যাবেন, আগে ডাক্তার এসে আপনাদের কি ব্যবস্থা দেন দেখা যাক্।'

১৩২১ সনের ৪ঠা অগ্রাণ সকালে উঠে বাবার ছোট জামাতা বড় ডাক্তার আনতে গেলেন। দুপুর চলে গেল, ডাক্তারও আসেন না, জামাইও আসেন না। জামাইয়ের স্তোক বাক্যে তো বাবা সুস্থির হ'তে পারেন নি—আর এই রকমের জামাইয়ের অনুপস্থিতিতে বাবা বড় বেশী চঞ্চল হয়ে পড়লেন। এমন সন্তান তাঁর আমি জন্মেছিলুম—আমার জন্যে কোন দিন তিনি মনে সুস্থ হতে পারেন নি। জীবনের শেষ সময়টী পর্য্যন্ত এই অত্যধিক স্নেহ তাঁকে দারুণ ভাবে পীড়া দিয়েছিল। প্রতিবাসী যাঁরা মা বাবাকে দেখতে এলেন সকলকেই বাবা অবোধ শিশুর মতন করে বলছেন, 'আমি আজ সন্ধ্যা ৭ টায় বাড়ী রওনা হব—তোমরা শিবদাসকে একটু বলে দাও মা আমি স্নেহকে সঙ্গে নিয়ে যাব।' মেয়ে পুরুষ সবাইকে এই কথাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলছেন। মকরের হাত ধরে বলছেন, 'তুমি আমার মেয়ের মত তুমি ওদের মত করাও।'

এই রকম উৎকণ্ঠাতে সমস্ত দিন কাটিয়ে, সন্ধ্যা ৭ টাই হয়তো হবে বোধ হয়, নিজের অজ্ঞাতসারেই বাবা সহসা মহাপ্রস্থান করলেন। তার কুড়িদিন পরে মা আমার হু'দিনের জ্বালা ফেলে রেখে সেই সঙ্গে তাঁর অতি শিশু সন্তানদের রেখে বাবার অনুগামিণী হয়ে সতী লোক প্রাপ্ত হলেন।

তাঁরা ত পুড়ে পুড়ে জুড়ুলেন—তাঁদের অতি স্নেহের পাত্রেরা যে সেই অনির্ব্বাণ জ্বালা বুকে তুলে নিয়ে আজীবন পুড়ে চললো সেটি কি ভাবতে পেরেছিলেন? ছোট দেওরকে দিয়ে বাবা খুঁটিয়ে সমস্ত জিনিষটী বাজার করিয়ে আনিয়ে বলেছিলেন—'স্নেহ, তুমি আজ রান্না করে খাওয়াও—বড়ি কাঁচকলা দিয়ে ছট্‌কা চিংড়ির ঝোল, যেমন রাঁধতে তাই আজ খাব।' বাবা যা যা ভালবাসেন সব রান্নাই করলুম। কই মাছের তেল ঝোল, বাবার ফরমাসি ছট্‌কা চিংড়ির ঝোল, ভেটকী মাছের ঘণ্ট, মাছের সুক্ত, মাছের তেলের বড়া ভাজা, নিরামিষ শাকের ঘণ্ট, শুশুনি ও ছোলা শাক ভাজা—সবই হ'লো বটে, কিন্তু কোন দিন চিন্তাতেও যদি প্রাণে সুখের পরশ একটুর জন্যেও আসে তাই বুঝি অত সাধের খাওয়া আর বাবার হ'ল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় জামাতাকে উপেক্ষা করে ছোট জামায়ের সঙ্গে রাতে বৈষয়িক সম্বন্ধের আলোচনা করার গুরুত্ব যে কত প্রচণ্ড তারই বেগ দুপুরে চলছিল।

অতি যত্নে পাত সাজিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে বসে আছি, কিন্তু যাকে খেতে দেব সে কি ঐ অশ্রাব্য কটূক্তি শুনতে শুনতে ভাত মুখে তুলতে পারে? তাই যত্নে বাড়া অন্ন আগলে নিয়ে পাথরের মত বসে রইলুম। কিন্তু বাবা এক সময় দুঃখ খেদের স্বরে ডেকে বললেন, 'ওরে আমায় দুটি দিয়ে যা, কাল আর আমি তোদের এখানে খেতে আসব না।'

কয়দিন বাবা খুব জ্বর ভোগ করেছেন, আজ দুটি ভাত খাবেন, বোধ হয় খিদেয় অবসন্ন হয়ে ঐ ভাবে কাতর হয়ে ডেকে খেতে চাইছেন, তখন কি জানি এ জীবনের খাওয়া সেই দিনই তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁর ভাগ্য বিধাতা তাই আর তাঁকে খেতে দিলেন না। মাছ তরকারি কিছুতেই বাবা হাত দিলেন না। এক মুঠো ভাত দুধ আমসত্ত্বে মেখে মাত্র খেলেন। বিঘত প্রমাণ কই মাছ কিনে আনতে দেখে যে বাবা কত আনন্দ করেছিলেন, দেখেই আনন্দ সার হলো, খাওয়া আর হ'ল না। পরাধীনা অপরাধিনী কন্যা তাঁর একটি কথাও বলতে পারলে না—'একটু মুখে দাও বাবা আমি বড় আশা করে রেঁধেছি'—এ স্নেহের জোর যে পরিহাসের মতই হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা বললেন, 'তোমরা অতি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হ'লে, আমি তো চললুম—তোমাদের গর্ভধারিণীও যাবেন। উনি সে পুণ্যটুকু করেছেন।' মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলছো?' উত্তরে বাবা বললেন, 'কিছু না।' তাঁর মনের কষ্টের একটু আভাষও তাঁর কথার মধ্যে প্রকাশ পেল না। বাবা আমাদের যেন শিক্ষা দিলেন সন্তানেরা সতত ক্ষমার পাত্র। সন্ধ্যা ছয়টায় ডাঃ চারুব্রত রায়কে নিয়ে স্বামী দেবতা এসে পৌঁছুলেন। ডাক্তার বাবাকে পরীক্ষা করলেন, আর সকলকে দেখলেন। কি সব কথা হ'ল আমি জানি না, আমি তখন রান্না চড়িয়েছি। ডাক্তার চলে গেলে আমি আর দিদি বাবার কাছে গেলুম। বাবা প্রস্রাব করবেন বললেন। বাবাকে প্রস্রাব করিয়ে আমরা তাঁকে শুইয়ে দিলুম। বাবা একটি কথা কইলেন—'মেয়ে না হ'লে কি যত্ন জানে?' সেই কথাটীই যে বাবার শেষ কথা হ'লো তা'তো তখন জানি নে। বাবাকে শুইয়ে দিয়ে সারা দিনের অভুক্ত স্বামীকে আমি খেতে দিতে এসেছি, স্বামী দেবতা গণ্ডুষ করে একগাল ভাত মুখে দিয়েছেন এমন সময় দিদি কেঁদে উঠলেন "বাবা বাবাগো!" কান্নার রবে সকলেই ছুটে এসে দেখি দিদির হাতে দুধের বাটী, বাবাকে দুধ খাওয়াতে এসে ডেকে দিদি আর সাড়া পেল না। পাগলের মতন বোধ হয় বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। না, না, বাবা দিদিকে অভিমানে সাড়া দেন নি, আমি ঠিক দুধ খাওয়াব। বাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখখানি টেনে তুলে দেখি আমার সদানন্দ বাবার মুখে সদানন্দ সেই হাসিটী মাখানো রয়েছে, বুঝি বলছেন ভয় কি? তখন আর পরাধীনাদের শঙ্কা নেই, জোরে জোরে ডাক্‌ছি বাবাকে "বাবা গো, দুধ খাও—দুধ খাও। সমস্ত দিন কিছু আজ তো খাও নি, বাবা দুধ একটু খাও।" বাবা হার্টফেল করে মারা গেলেন।

তার পরের কথাও আছে—আমার দুঃখিনী মা, অতি অভাগা খুব ছোট ভাই, রোগাক্রান্ত ভাই বোনেরা।

দশ দিনের হবিষ্যান্ন মা মুখে দেন নি, একটী করে নিয়ে দাঁতে কেটে ফেলেছেন, তার মধ্যে একটি একাদশীও হয়ে গেল। মার মনের ইচ্ছে ছিল দেশের বাড়ীতে গিয়ে বাবার কাজ হয়। বাবা নিজের দেশ, নিজের বাড়ী, নিজের স্বজনদের বড় ভাল বাসতেন। তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন নিয়ে তিনি তৃপ্ত হবেন এ ইচ্ছা মার পূর্ণ হ'ল না। প্রফুল্লও জ্বরে অজ্ঞান, আবার জামাইদের সঙ্গে কাকার কি সব কথাবার্ত্তা হ'ল যাতে করে এই পরের স্থানে পরের দেশে বাবার পারলৌকিক কাজ অতি সামান্যভাবেই সমাধা হ'ল; ব্রাহ্মণ ভোজনটীও তৃপ্তির মত হ'ল। আত্মীয় কুটম্ব কেউ নয়—প্রতিবেশী ও জামাতাদের বন্ধু বান্ধব। আত্মীয়ের মধ্যে আমার দুটী কাকা ছিলেন।

নিয়মভঙ্গের দিনই মা ও ভাইবোনদের নিয়ে মেজকাকা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেশে রওনা হবেন বলে বাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে যাত্রা করলেন, সে সঙ্গে বাবার জিনিষপত্র টাকাকড়ি সোনা সবই অবশ্য নিলেন।

মাকে সে দিন দুটী ভাত রেঁধে খেতে দিলুম। এই তের দিনের দিন মা দুটী ভাত খেলেন—নতুন ভাবের নতুন রকমের খাওয়া আজ প্রথম মা খেলেন, মনে হ'ল তৃপ্তি করেই খেলেন। মা আমায় নিজেই বলেছিলেন 'তোমার হাতে আমি খাব।' কাকা কিন্তু মাকে নিয়ে দেশে যান নি। ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে মাকে চিকিৎসার জন্যে ভর্ত্তি করে দিয়ে ভাই বোনদের নিয়ে দেশে চলে যান। হাঁসপাতালে মা অনাহারে তিন দিন ছিলেন, পরে সেজকাকা সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর কলকাতার বাসাতে মাকে নিয়ে আসেন ও তার চার দিন পরে, মানে বাবার মৃত্যুর কুড়িদিন পরে, সন ১৩২১ সালের ২৫শে অগ্রাণ শুক্রবার মা শান্তিময় লোকে চলে যান। সেজকাকার চিঠি পেয়ে জামাইরা মাকে দেখতে যান। আমি তার দু'দিন আগেই নবদ্বীপে গিয়েছিলুম। দিদি শালিখায় থাকতেও মার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। এভাবে আমাদের সন্তানের কর্ত্তব্য শেষ হয়।

দুটী বোন তার এক মাসের মধ্যে মা বাবার কাছে চলে যায়—সে আরও নিদারুণ। একটি ঘরে ভাই-বোনদের শুতে দিয়ে আমার কাকিমা বাইরে হ'তে দোরে শিকল তুলে দিয়ে যেতেন। আড়াই বছরের সবচেয়ে ছোট বোনটীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব জ্বর ছিল—এক রাত্রে সে খুব ছটফট্ করতে থাকে, আমার এগার বছরের বোনটি তাকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে থাকে কিন্তু সে শান্ত হয় না, কেবলি বলে 'জল খাব জল খাব'। অন্ধকার ঘরে কোথায় যে জল পাঁচি খুঁজে পায় না। পৌষের শীতে মেয়েটার ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে —বোনকে কোলে করে পাঁচি ও প্রফুল্ল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাকা কাকিমাকে ডেকে জল চায়, কিন্তু কোনই সাড়া মেলে না। আস্তে আস্তে বোনটী শান্ত হয়ে যায়—ওরা মনে করেছিল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রি ফরসা হয়ে আসতে আবার তারা ডাকাডাকি করে দরজা খোলায়। বোনটীকে কোলে করে পাঁচি বাইরে এসে দেখে শান্তি চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে গিয়েছে, মুখটা তার হাঁ করা আছে—বোধ হয় জল তেষ্টায় হাঁ করে ছিল। সমস্ত দেহটা যে তার কাঠ হয়ে গিয়েছে বালিকা পাঁচি কোলে নিয়ে থেকেও তা বুঝতে পারে নি। এ মৃত্যু, না হত্যা—তা জানি না।

ছোট বোনের মৃত্যুর দুদিন পরে তার আগের যে বোনটী রক্তামাশায় জ্বরে ভুগছিল সেটীও খিদের বেগ সহ্য করতে না পেরে হঠাৎ মারা গেল। সে কাহিনীটি এই—আমার যে দাদা ডাক্তার ছিলেন, তিনি সে দিন বলেন—'কাকিমা আজ মাধবীকে দুটী ঝোল ভাত খেতে দিও। আটটা নটার মধ্যে দিয়ে দিও, যতটা শীঘ্র হয় দিয়ে দিও—মেয়েটা বড় দুর্ব্বল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে পড়েছে—এখন একটু বার্লি দাও নয় ত ভোচকানি লাগ্ তে পারে।'

মাধবীর একটুত জ্ঞান হয়েছে, দাদার কথা সে শুনেছে। ভাত খাবার আনন্দে সে যে আজ বার্লি জলটুকু পায়নি তা ভুলে গিয়েছে, কেবলি জিজ্ঞাসা করছে, 'দিদি কখন ভাত খাব? কখন ভাত খাব?' কাকিমার ভাত রাঁধবার কোন তাড়া নেই দেখে পাঁচি বারবার তাঁকে বলতে গিয়ে ফিরে আসছে, বকুনি খাবার ভয়। বেলাও ওদিকে আটটা হ'ল। পাঁচি আবার বলবার জন্যে ঘর থেকে চলে গিয়েছে—এবার সে নিশ্চয় বলবে, সেই সময় একটা কালো কুকুর এসে ঘরের সামনে দাঁড়ায়। মাধবী ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে, উঠে বসে ও পড়ে যায়। পাঁচি ছুটে এসে তুলে ধরে দেখে মাধবীর ঘাড়টা লুটিয়ে পড়েছে—সেও আর এ জীবনে ভাত খেলো না।

যত মর্ম্মন্তুদ কাহিনীই হোক্ জীবনে যা পেয়েছি তা বলতেই হবে। ছোট পিশেমশাই চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (খুলনার জজ) নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি পাঁচিকে নিয়ে যান ও পরে বিবাহ দেন। পাঁচিও আজ নেই—তার ছেলে মেয়েরা সব আছে।

প্রফুল্ল এক বৎসর দেশের বাড়ীতে থেকে, অনাথ ভিক্ষুকের মত নানা নির্য্যাতন ভোগ করে, শালিখার বাসায় আমাদের কাছে পালিয়ে আসে। আমাদের রাজাতুল্য বাপের একমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র হয়েও দুঃখময় জীবন যাপন করে চলেছে। আমার স্বামী দেবতা চিরদিনই স্পষ্টবাদী ও সত্যের অনুরাগী। এ ধরণের নিষ্ঠুর নির্য্যাতন তিনি সহ্য করতে না পেরে হাওড়ার কোর্টে কাকার নামে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা রুজু করেন। কাকার জেল হবে নিশ্চয় জেনে কাকা আমাকে এসে ধরলেন। এও হয়ত গোবিন্দর পরীক্ষা—কাকা নিষ্ঠুর অপরাধ করেছেন জেনেও মনকে শক্ত করতে পারলুম না। স্বামী দেবতাকে অনুরোধ করে মোকর্দ্দমা তুলিয়ে নিলুম।

সাতাশ

এই সময়ে জীবনের তার একটা অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। মকরের শ্বশুর বিহারী ঘোষ শালিখার গোপমহলে ধনী ব্যক্তি ও ভগবৎ ভক্তি পরায়ণ ছিলেন। তাঁর ভালবাসার গুণে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। বড়বাগানে তাঁর বাড়ীর কাছেই আমাদের বাসা, ঐ সূত্র ধরেই তাঁর মেজ পুত্র বধূ আমায় মকর বলতো। এই মুখের ভালবাসা শেষে যথার্থ প্রগাঢ় ভালবাসায় পরিণত হয়েছে। বিহারী ঘোষের বাড়ীর পাশেই একখানি ছোট বাড়ী তিনি খরিদ করেন, কিন্তু সে বাড়ীতে যে বাস করে তার মৃত্যু হয় এই বিশ্বাসে কেউই ভয়ে সে বাড়ীতে বাস করে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরোহিতকে তিনি ঐ বাড়ী দান পত্র করে দেন। বাড়ী নেবার পরেই তাঁরও অকালে অকস্মাৎ মৃত্যু হ'ল। এভাবে যার নামে দান পত্র হয় সেই মারা পড়ে। এই হ'তে ঐ বাড়ীটীর হানা-বাড়ী বলে নাম রটলো। মকরদের বাড়ী বসে এই বাড়ীর বিষয় নিয়ে গল্প হ'তে হ'তে আমার স্বামী বললেন, 'ঐ বাড়ীতে এসে আমি থাকব, দেখি কেমন হানা-বাড়ী। এত লোকের বসতির মধ্যে বাড়ী, তার কখনও দোষ হয়? আমি যদি বাস করতে পারি, ঐ বাড়ী আমায় লিখে দেবেন স্বীকার করুন।'

বিহারী ঘোষ কিছুতেই রাজী নয়, বল্লেন 'না মশাই, ছেলে মেয়ে নিয়ে ও বাড়ীতে আমি আপনাকে কিছুতেই যেতে বলতে পারি না।'

আমার স্বামী চিরদিন রহস্যপ্রিয় ও জিদী স্বভাবের লোক। অন্যের দেওয়া বাধায় তাঁর জিদ চড়ে যায়। তাই হ'লো, স্বামী দেবতা লোক লাগিয়ে বাড়ী পরিস্কার ও রং ফিরিয়ে, সকলের কথা অগ্রাহ্য করেই আমাদের সেই বাড়ীতে নিয়ে এলেন। আমরা সে বাড়ীতে আসি অগ্রাণের সংক্রান্তির দিন। একটা মাস বেশ ভাল ভাবেই কেটে গেল। আমিও ভীতু মানুষ নই, কাজেই কোন অসুবিধে হয় নি। একমাস পরে কিন্তু আমাদের সাহস টলে গেল। বাড়ীটার অস্বাভাবিকতা ক্রমেই বেশ বুঝা যেতে লাগলো, এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার জন্যে কে একজন যেন আদেশও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতে লাগলো। স্বামী দেবতা সব বুঝলেন, কিন্তু 'মরি তো মর্য্যাদা হারি না' এই অবস্থায় পড়লেন, কাজেই চুপ করেই রইলেন। আমার কান্নাকাটিতে শেষে রাজী হলেন আমাদের নবদ্বীপে পাঠাতে, তবু এ বাড়ী ছেড়ে দেবেন না। স্বামী দেবতাকে এখানে রেখে আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে চলে যাব তাও হয় না, কাজেই এইখানেই রইলুম, কিন্তু অস্বস্তির উপর অস্বস্তি এসে পড়লো। তখন হ'তে আবার বুঝতে পারলুম আমার সাথে সাথে কে একজন যেন রয়েছে কিন্তু এ চিরদিনের সেই সাথের সাথী কি? তবে সঙ্গে থাকার সেই আনন্দ তো কই মিলছে না? সাহস যেন নিঃশেষ হয়ে আসতে লাগলো।

স্বামী দেবতা দেখতেন একটি মুণ্ডিত মস্তক পৈতাধারী গেরুয়া পরা বালক বাড়ীটীর মধ্যে রাত্রে চলা ফেরা করত। বেশী কাছে গেলেই শূন্যে মিলিয়ে যেত। তিনি কিন্তু পাছে আমি সাহস হারাই সেই জন্যে সে কথা আমার কাছে গোপন রাখতেন। এক একদিন রাগের বশে সেই গৈরিক বসন অশরীরি বালকটিকে মারবার জন্যে লক্ষ্য করে ইট ছুড়েছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্ত্তি শূন্যে মিলিয়ে গেছে। শেষে নাকি এ চেহারা তাঁর গা সওয়া হয়ে গিয়েছিল। রহস্য করে মাঝে মাঝে তাকে বলতেন, 'হ্যাঁ বাড়ী আগ্‌লে থাক্। যেন চোর না ঢোকে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষে এমন হ'লো ছেলে মেয়ে দুজনেই একসঙ্গে কঠিন অসুখে পড়লো। দুটিকে নিয়ে বসে আছি, চোখের সামনে সত্যই কত আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি। আমায় ভয় দেখাতে কোন মানুষ যে এ সব করবে, তা কখনও হতেই পারে না। মৃত্যু পথ যাত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে একটা ছেলে মানুষ অসহায়া মাকে কোন মানুষেই এমন করে ভয় দেখাতে পারে না। এক একদিন সন্ধ্যা হ'য়ে যেতো, আমি অন্ধকারে ওদের দুটিকে নিয়ে বসে থাকতুম, ওদের ছেড়ে এসে আলো জ্বালতেও পারতুম না। মকর বা পাড়ার যার যখন সময় হ'ত এসে আলো জ্বেলে দিত, কেউ না কেউ কাছেও থাকতো। সর্ব্বক্ষণই তো আর তারা তা পারে না, তা দরও তো ঘর সংসার আছে, আর এই ভোগটা দিয়েছেন গোবিন্দ তো আমারই জন্যে!

একমাস পরে ছেলেটী ভাল হ'ল। তিন মাস পরে কমলও সেরে গেল। কিন্তু প্রাণের কাণে বেজে রইলো, চোখে মাখানো রইলো সেই চমক্‌প্রদ দৃশ্যগুলি! সে সব কথা বলা ঠিক কিনা জানি না তাই লিখলুম না। সে অবস্থায় স্বামী দেবতার প্রতিও অভিমানে অন্তর ভ'রে উঠ্‌ছিল, তিনি জিদের বশে একি করছেন? তবে এখন আর ভয় নেই—যেন প্রাণপণ মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেছি মনে এই ভাব। ছেলে মেয়ে দুটি ওবাড়ীতেই থাকতো; মকরের কাছে থাকতে ভালোবাসতো ওরা। তারও ছেলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিলে নেই। স্বামী দেবতা সকালে নিজের ডাক্তারখানায় চলে যান, এগারটা বেলায় এসে স্নানাহার করে কলিকাতায় বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে (বেরিণী কোম্পানীর তিনি ইনচার্জ্জ ছিলেন) কর্ম্মস্থানে ছয়টা পর্য্যন্ত থেকে শালিখায় নিজের ডাক্তারখানায় ফিরে রাত্রি এগারটায় বাড়ী আসতেন। তার মধ্যে যেটুকু বসতেন তা বিহারী ঘোষের বৈঠকখানাতেই। কাজেই আমার চিন্তার অফুরন্ত অবসর। ঘরের রোয়াকে বসলে সামনে দক্ষিণ খোলা, ঐ দক্ষিণ দিক্‌টায় ছেলেদের ফুটবল খেলবার মাঠ, মাঠের দক্ষিণ গা ঘেঁসে বড় বড় গাছ আকাশে মাথা ঠেকাবার জন্যে ডিঙ্গি মেরে উঠ্‌ছে, তার ঐ উপরের আকাশটী বিচিত্র বর্ণে সেজে গুজে আমার নয়ন মনকে আকর্ষণ করে নিত। আমি কেবল ঐ দিকে দৃষ্টি মেলে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতুম। কেউ যে এ সুখ থেকে আমায় ঠেলে তুলবে সে ভয় ছিল না, নির্ব্বিবাদেই বসে থাকতুম। কতদিনই গভীর নিবিষ্টতায় মগ্ন থেকে গৃহকর্ম্ম করতে ভুলেই গেছি, ক্ষুধার্ত্ত স্বামী দেবতা আহার পান নি, তবু দয়ালু স্বামী আমার সকল অপরাধই সহ্য করেছেন; তা'তেও কিছু বলেন নি।

এই প্রাণ মনের অবস্থা নিয়ে এই ভাবেই কয়মাস কেটে যাবার পর এক দিন বিকালে ছেলে মেয়েকে খেতে দিয়ে, আমি কাপড় কাচতে মকরদের খিড়কী পুকুরে গেলুম, চারটে তখনও বাজে নি। পুকুরে কাপড় কেচে মকরদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাদে কাপড় শুকাতে দিতে গেলুম। ছাদে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা এলো মেলো বাতাস ছাদটাতে যেন ঘূর্ণির মত ঘুরতে লাগলো। সেই বাতাসের ঝাপটায় পরিধেয় বস্ত্র বিস্রস্ত হয়ে যেতে লাগলো। বাঁধা চুল খুলে গেল। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে পশ্চিম দিকের আলিসার গায়ে কাপড় মেলতে গেলুম, কাপড় কিছুতেই আর মেলা যায় না, যতই নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিই ততই কাপড়খানা বাতাসে এলো মেলো হয়ে যায়। পড়ন্ত রোদ্দুরটা পশ্চিম দিকে বলেই সে দিকে কাপড় শুকাবার চেষ্টা। খানিকক্ষণ চেষ্টার পরে কাপড়টি আলিসার গায়ে স্থির হয়ে রইলো। আমিও সেই সময় নিজের অজ্ঞাতসারে (উঁচু আলিসা সত্ত্বেও) ছাদ হ'তে নীচে পুকুরের গর্ত্তে পড়ে গেলুম,—পড়েই একেবারে জ্ঞানশূন্য।

পাঁচমাস পরে জ্ঞান হয়ে অর্থাৎ সহজ মানবীয় অবস্থায় ফিরে আসার পর সকলের নিকট হতে শোনা কথাগুলিই এবারে বলে যাই।

প্রতিবাসী রাজেন সরকারের দোতলা হ'তে ননী গুহ নামে একটি ছেলে দেখলে ঘোষেদের ছাদ থেকে নীচে কে একজন পড়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে, তার চীৎকারে সকলেই এসে দেখে জলের একটু তফাতে হাঁড়ি ভাঙ্গা বোতল ভাঙ্গা কচুগাছের মধ্যে আমি পড়ে আছি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আছাড় খেয়ে চিৎভাবে কি উপুড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে নয়, পদ্মাসনের ভাবে স্থিরাসনে বসে আছি। মাথাটী কোলের মধ্যে গোঁজা। মকর ও বৈষ্ণব দিদিকে জিজ্ঞাসা করে ননী আমায় তুলতে চেষ্টা করে, জ্ঞান আছে কিনা দেখে, কিন্তু একার ক্ষমতায় হবার নয় দেখে লোক ডাকে। পুকুর থেকে মকরদের বাড়ীর ভিতরে আটজন পুরুষে আমায় বয়ে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয় আরও একটি এই যে, বোতল ভাঙ্গা ইত্যাদির মধ্যে পড়লেও আমায় গায়ে একটু আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নি। ডাক্তার আসেন, জ্ঞান করবার জন্য নানান চেষ্টা চরিত্র চলে, সর্ব্বাঙ্গে বরফ ডলা এই সব যা'যা' দরকার সবই করা হয়। ফোন পেয়ে কর্ম্মস্থান হতে স্বামী দেবতাও এসে পড়েন। পাড়া শুদ্ধ হৈ হৈ পড়ে যায়। যা' করার সবই করা হোল, কিন্তু আট দিনের মধ্যে জ্ঞান আর হয় না, পেটেও কিছু পড়ে না। ডাক্তারীতে কোন ফল না পাওয়ায় পাড়ার গিন্নিদের কথায় ভূতের রোজা এনে দেখানো হ'লো। তাতে কিছু ভৌতিক কাণ্ড ঘটে বলা যায়। একঘর লোকের মধ্যে হঠাৎ একদিন আমার মুখ খুলে কথা বেরিয়ে আসে, 'বেচু চ্যাটার্জ্জী লেনে আঙুল কাটা গোপাল আছে তাকে নিয়ে এস, সেই ভাল করবে।' তার খোঁজ নেওয়া হ'লো, সেই ব্যক্তির নিকটে একটি গুণী লোকেরও সন্ধান পেয়ে আমার স্বামী দেবতা তাঁকে গিয়ে ধরেন এবং একটি শনিবার দেখে সন্ধ্যায় তিনি আসবেন বলেন। রোগীর ঘরে ঘট পেতে একটু পূজার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়োজন করে রাখতে নির্দ্দেশ দেন। আর একটি আরসী রাখতে বলেন। হ্যাঁ, কাল কম্বলের আসনও একখানি পেতে রাখবার কথা বলেছিলেন। তাঁর কথা মত সবই ঠিক থাকে।

তিনি এসে আমায় ডেকে বলেন, 'মা! এমন সন্ধ্যা বেলায় শুয়ে আছ কেন? পূজায় বস, উঠে এস।'

সেই গুণী ব্যক্তির ডাকে আমি নাকি খুব সহজভাবেই উঠে আসি, তাঁর কথা মত আসনে বসি, তিনি ঘটের গায়ে আরসীখানা হেলিয়ে রেখে আমার পিছনে বসে থাকেন ও পুনঃ পুনঃ পূজা করতে বলেন। আমি কিন্তু চুপ করে বসেই থাকি, পূজা করি না। তিনি কি বুঝেছিলেন তিনিই জানেন। যাবার সময় স্বামী দেবতাকে বলে যান, 'আপনি এ কি করছেন? এ উপদেবতার কাজ নয়; খুব ভাল জিনিষ! আপনি বড় ভাগ্যবান! মার কাছে সর্ব্বদা হরিনামের ব্যবস্থা করুন, হরিকথা বলুন, তা হ'লেই সব বুঝতেপারবেন।'

এ ব্যক্তির নাম শুনেছিলুম কিনা মনে নেই। ইনি ভবানীপুরে থাকতেন।

পরদিন হ'তে স্বামী দেবতা নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংকীর্ত্তন হ'ত। প্রথমে পেশাদার কীর্ত্তনওয়ালা আনা হয়, পরে পাড়ায় একটি হরিনামের দল ছিল তারাই আনন্দের সঙ্গে দয়া করে এসে হরিনাম গান করতে থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনেছি সেই সময় হ'তে আমার নাকি নানা অবস্থার উদয় হতে থাকে। সেই যে উঠে বসেছিলুম আর শয়ন করি নি, বসেই থেকেছি। সমস্ত দিন রাত্রি হরিনামে উন্মত্ত হয়ে থেকেছি, কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেছি, হেসেছি, কেঁদেছি, কখনও কখনও উদ্দাম নৃত্যও নাকি করেছি। এমন কি এক একদিন এমন হয়েছে যে কীর্ত্তনানন্দে সকাল হয়ে গিয়েছে, কারও এতটুকু হুঁস থাকে নি। নিজে তো বসেই আছি, আহার নেই, নিদ্রাও নেই, কোন একটা কাজও নেই, এক কথায় ছেলে পুলে স্বামী সংসার কিছুই নেই। মনের এক অদ্ভুত অবস্থা—বাহ্য জগতের সংজ্ঞা বিলুপ্ত প্রায়, অন্তর্জগত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ভাবে বিহ্বল। দিনের পর দিন যায়, রাত্রি আসে—কিন্তু আমার কাছে দিন রাত্রির কোন ভেদ নেই। একটা ভাবের মধ্য দিয়ে সময় চলে যাচ্ছে। আবার পাড়ার বৌ-ঝিদেরও সেই দুর্দ্দশা! তারা যেন শ্যামের বাঁশীতে কান পেতে আছে। কোন রকমে সংসারের কাজকর্ম্ম জোড়া তাড়া দিয়ে সেরে ছুটে চলে আসে। তারাও সবাই খেতে ঘুমুতে ভুলে গিয়েছে। সমস্ত দিন এরা সব আমায় ঘিরে বসে থাকতো, হাত তালি দিয়ে হরিনাম করতো, আমি নাচতুম কাঁদতুম, তারাও সঙ্গে সঙ্গে নাচতো কাঁদতো, সন্ধ্যায় পুরুষেরা বাড়ী এলে তারা বাড়ী ফিরে যেত। আবার কীর্ত্তনের উচ্চ রোলে আকর্ষিত হয়ে লুকিয়ে চলে আসতো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ জন্যে পতি ও গুরুজনদের শাসন ভোগও চলতো না যে তাও নয়। কিন্তু সে সব অগ্রাহ্য করে হরিনামের টানটাই তাদের কাছে প্রবল হ'ল। হরিনামের মাদকতায় যুবাবৃদ্ধ বালক বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। বাড়ী লোকে লোকারণ্য। সকল মেয়েদের হ'তে মকরের অবস্থা অস্বাভাবিক ও উন্নততর হ'য়ে উঠ্‌লো। তার আদপেই বাহ্য চেতনা ছিল না, তাকে স্নান করাতে পুকুরে নিয়ে গিয়েছে সে বিবস্ত্রা অবস্থায় হাততালি দিয়ে নেচে নেচে নাম করছে। শ্বশুর ভাসুরদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে হরিনাম গান করছে। মকরের স্বামী গুইরাম ঘোষ নিজেও খুব হরিভক্ত, স্ত্রীর এই হরিনামে অনুরাগ দেখে আনন্দিত হলেও তার শ্বশুর ভাসুর এতে সতর্ক হলেন। তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হ'ল। ঘরের বৌ পথে ঘাটে হাততালি দিয়ে নাচবে এর প্রশ্রয় কে' দিতে পারে? এ দিকে কিন্তু আটকে পড়ে মকরের নামের আকাঙ্খা বেড়েই গেল। হরিনামের আসরে নিজের পাশে মকর না থাকায় মকরকে আমি ডাকতে লাগলুম। বৈষ্ণবদিদি জানালে, 'তাকে ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে, তার শ্বশুর এখানে আসতে দেবে না।'

'তাকে কেউ আটকাতে পারবে না—এই আমি তাকে আনছি।' 'যোষিত! যোষিত!' বলে ডেকে আমি উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করতে লাগলুম, আর মকরের দরজার তালা খুলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাকি ঝুলতে লাগলো! দরজা আপনা হ'তে খুলে তার সকল স্বজনের মধ্য হতে হরিনামে আকর্ষিত হয়ে মকর আমার পাশে ছুটে চলে এলো। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে আর কারো কিছু কোন রকমের কথা তোলবার সাহসই রইলো না। নিজ নিজ বৌঝিদের প্রতি শাসন সকলেরই আপনা হ'তে শিথিল হয়ে গেল।

যেমন শুনেছি, সব সময়েই আমি একভাবে থাকতুম না। কখন ধ্যানমগ্ন ভাবে, কখন বিহ্বল ভাবে থেকে আপনা হতেই মুখে মুখে শোনা কথারও প্রশ্নোত্তর হ'তে থাকতো। আবার কখন পাশে যে থাকতো তার কোলে শুয়ে যশোদা ও গোপাল ভাব অবলম্বন করতুম। কখনও বা সখীভাবে কাহারও কণ্ঠালিঙ্গন করে ভাব বিহ্বল হয়ে থাকতুম। এমন কথাও শুনেছি যে, আবার কারও মাথায় পা দিয়ে কালীয়দমনের ভাব প্রকটিত হ'ত। মকরের কোলে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি নিয়ে বসে তার হৃদয়ের ভার আকর্ষণ করেছি। কখনও এমন হ'তো, বালক বালিকারা এসে দাঁড়ালে গোপালভাবে তাদের নিয়ে খেলা করেছি, হরিলুটের বাতাসা ও ছানা চিনি তাদের মুখে তুলে তুলে দিয়ে খাইয়েছি। গোবিন্দের কত না ভাবেরই খেলা, কতই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ সেই সময়টীতে হয়েছিল।

বলেছি তো স্বামী দেবতা চিরদিন রহস্য প্রিয় ব্যক্তি, সন্ধ্যা কীর্ত্তনের পর দর্শনার্থী বহু লোকের মধ্যে স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতা রহস্য করে বল্লেন ; 'অনেকেই তো অনেক কিছু দেখছে, আমাদের কিছু তো দেখাও ! ওসব হাব ভাব কিছুই বুঝি না, প্রত্যক্ষ বস্তু দেখতে চাই, তবেই না হরিনামে বিশ্বাস আসবে।'

হাত দুটী কোলের উপর রেখে আসনে যেমন বসে থাকি, সেই ভাবেই ছিলুম। স্বামী দেবতার কথার পরে যোড় হাত দুটি খুলে, একটি ছোট্ট মালা স্বামী দেবতার হাতে দি, মালাটী ছোট্ট, ফুলগুলিও ছোট ছোট—কিন্তু কি তার সুগন্ধ, এমন গন্ধ কোন ফুলেই নাকি কেউ কখন পায় নি ! আর কি ফুল তাও কেউ বলতে পারলে না, সকলেই শুধু বিস্মিত হ'লো। মালাটী না হয় হাতের মধ্যে লুকানো থাকতেও পারে, কিন্তু গন্ধটা তো লুকাবার নয় ! সকলেই সেই ফুল একটু একটু প্রার্থনা করে নিলে, তখন দেখা যায় মালাটী বিনা সুতায় গাঁথা তার একটু গুঁড়া এখনো মকরের কাছে রাখা আছে।

আর একদিন সশ্রদ্ধ ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে স্বামী দেবতা বল্লেন, 'বসে বসে কি করছো ? আমাদের কিছু খেতে দাও না। লেডিকেনি খাওয়াতে পারো তবেই বুঝি। ও হরিরলুটের বাতাসায় আর হচ্ছে না।'

আমার সামনে একটী ছোট্ট পাথরের বাটী থাকতো, যে যা নিয়ে আসতো তার একটু বাটীতে রেখে আর সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়ে দিতে হতো, নয়ত বালকদের খাওয়ানো হ'ত, রাখ্‌তে দিতুম না। কেউ দুধ, কেউ ক্ষীর, কেউ ছানা, কেউ আম, কলা ইত্যাদিও নিয়ে আসতো। স্বামী দেবতার কথায় সেই বাটীতেই হাত দিয়ে একটি বড় রাজভোগ রসগোল্লা তাঁর হাতে দিলুম এবং প্রত্যেকে হাত পাতলে বিন্দু বিন্দু প্রসাদ সকলকেই দিলুম। কেউ বল্‌ল 'খাসা রসগোল্লা খেলুম,' কেউ বা বললে 'কি আশ্চর্য্য আমি চমৎকার ক্ষীর খেলুম'

এই ভাবে এক ঘণ্টার উপর ধরে একপো জিনিষও ধরে না এমন একটি বাটী হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সদর দরজা পর্য্যন্ত সকলকে ভগবানের প্রসাদ তিনিই বিতরণ করালেন। কারো হাতে পড়ে নি এ কথা কেউই বলে নি। প্রেমাশ্রুসিক্ত মুখে সে প্রসাদ সকলেই পরম ভক্তি ভরে গ্রহণ করেছিল।

এরপর আরও একটি ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকটিত হয়েছিল নিজেরই এই রক্ত মাংসময় স্থূল দেহে। ফাল্গুন মাস থেকে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত কোনরূপ আহার গ্রহণের সামর্থ্য ছিল না অথচ পূর্ব্বের অপেক্ষাও কান্তি পুষ্টি বর্দ্ধিত ও দেহ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হচ্ছিল। এ দেখেও লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যেত। আমার এ সবই অবশ্য শোনা কথা, নিজেতো বহুদিনই স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আটাশ

সেখানে নিত্য নিয়মিত ভাবে যে সব মহিলারা আসতেন তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণব দিদিই ছিলেন বর্ষীয়সী। আমার কাছে সর্ব্বদাই তিনি থাকতেন। কারণ বৌয়েরা ঘর সংসার দেখে শোনে তাই নির্ভাবনায় থাকতে পারেন। অনেক সময় নিজ মনে কত কি কথাবার্ত্তা বলতুম, তখন বৈষ্ণব দিদি ব্যাকুল ভাবে কেবলি বলতেন 'মা বাবা যেই তুমি হও, দয়া করে একে এর সংসারটী করতে দাও, কচি ছেলে মেয়ে ছুটি, মা পায় না, অসহায় হ'য়ে কাঁদে, তাদের মুখ দেখে দয়া করো, স্বামীরও কষ্টের অবধি নেই।' আমার স্বামী দেবতাকে দিয়েও বৈষ্ণব দিদি এই সব কথা বলাতেন। আমার সাথী তখন আমারই মুখ দিয়ে তাঁর আদেশ জানালেন ; 'পুরুষোত্তমে নিয়ে চলো, সেইখানে, গেলে দৈহিক শক্তি দান করবো।'

রথের পূর্ব্বে স্বামী দেবতা আমাদের নিয়ে পুরীধামে এলেন। মকর ও গুইরাম ঘোষ আমাদের সাথী হ'লো। এর সেজ জ্যেঠার পুত্রবধূও সেই সঙ্গে এসেছিলেন। ট্রেন থেকে নেমে প্রথমেই শ্রীমন্দিরে দর্শনের জন্য যাওয়া হয়, কিন্তু মন্দির দ্বার বন্ধ থাকায় তখন দর্শন হয় না। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরের সামনে রাজপথ হতে মন্দির প্রাঙ্গনটী পর্য্যন্ত দণ্ডি খাটি আর আকুল ভাবে কাঁদতে থাকি।

পাণ্ডার দ্বারা বাসা নিয়ে সকলেই বাসায় স্নান পূজা জলযোগে ব্যস্ত, আমি কখন সকলের অজ্ঞাতসারে হয়ত নিজেরও অজ্ঞাতে মন্দিরে চলে এসেছি জগবন্ধু দর্শন করতে তখনও আমার কোন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। আমার খোঁজ করতে স্বামী দেবতা এসে দেখেন সেই ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে ঊর্দ্ধমুখে ভাবোন্মাদনায় হাততালি দিতে দিতে লোকারণ্যের মধ্যে দিয়ে আমি জগবন্ধুর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, আর আপনা হ'তে লোক সব পাশে সরে যাচ্ছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এত লোকের মধ্যেও কারও স্পর্শ পর্য্যন্ত গায়ে লাগছে না। এমন কি বেত্রধারী প্রহরীরাও বেত্র অবনত করে সরে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে প্রভুর সামনে এসে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। স্বামী দেবতা কোলে করে বাসায় নিয়ে আসেন। আসবার কালে মন্দিরের একটী পাণ্ডা ছুটে এসে জগবন্ধুর প্রসাদ ও চরণামৃত মুখে দিয়ে দেন। বাসায় আসবার কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হ'ল। পাঁচ মাস পরে সেই প্রথম বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলুম। পাঁচ মাস পরে সেইদিন প্রথম ভক্তি ভরে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ করি। নিদ্রা প্রভৃতি নিজের সমস্ত দৈহিক ক্রিয়াই সেই দিন হ'তে পুনরাবর্ত্তিত হ'ল বটে, কিন্তু প্রাণে মনে যে স্বচ্ছন্দ ভারটী ছিল তা' আর বজায় রইলো না। যেখানে যেখানে সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেড়াতে যায় আমিও সঙ্গে যাই কিন্তু কি দেখি, কি যে করি, তা যেন বুঝতেও পারি না। মনের কেমন যেন একটা বিহ্বল ভাব। ঐ সময় ঠাকুরের আদেশে আমায় আঠার নালায় স্নান করাতে নিয়ে যান। একটু হাঁটু ডোবে না জলে স্নান করতে নেমে যেন ভেতরে তলিয়ে যেতে লাগলুম। সে যে কি এক অনাবিল প্রশান্ত আরাম! তখন পর্য্যন্ত স্মৃতি-বিস্মৃতি-নিমগ্ন মন হলেও সে সব কথা আমার বেশ স্পষ্টই মনে আছে। বিবাহের পূর্ব্বে কলকাতার গঙ্গায় জগন্নাথ ঘাটে মায়ের সঙ্গে স্নান করতে গিয়ে স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলুম, সেও ঐ ভাবে আরামদায়ক লেগেছিল, তাও বেশ মনে পড়ে। বৈকালে প্রতিদিন যেমন সমুদ্র ধারে বেড়াতে যাওয়া হয় সেই ভাবে নিত্যই যাই, আর সকলে বেড়িয়ে বেড়ায়, আমি শুধু নীরবে বসে থাকি। কখনও কখনও বালি খুঁড়ি, ঝিনুক, সমুদ্রের ফেনা জড় করি, মণ্টু আমার কাছেই বসে থাকে। একদিন ঐ রকম ঝিনুক কুড়ুতে গিয়ে একটী শিলামূর্ত্তি হাতে পেলুম। সেই শিলামূর্ত্তিটুকু কোলে নিয়ে বসে দেখছি—একটা বড় ঢেউয়ে আমায় ঠেলে ফেলে দিলে, আর আমার সমভিব্যাহারী আমার বালক পুত্র মণ্টু ভেসে গেল। আমার বোধ শক্তি নেই, সেই শিলাটুকুই আঁকড়ে ধরে আছি, সেটী একটি ছোট্ট পাথরের টুক্‌রো। মণ্টুকে কি করে জল হ'তে তুলে আনা হ'লো তার কিছুই জানি না, মনে পড়ে সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরলুম। সেখানে সকলে দেখলেন পাথরখানিতে তিনটি মূর্ত্তি খোদাই করা আছে, সম্ভবতঃ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি তিনটি। আমার স্বামী আর বিলম্ব না করে রথযাত্রার দুদিন পরেই আমাদের নিয়ে হাওড়ায় ফিরে এলেন। প্রাণের ইচ্ছা উল্টারথে সেই মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত করে আমরা তাঁর সেবা পূজা করবো। শিলাখানির মধ্যে মূর্ত্তিটির অঙ্গরাগ করতে ভাস্করের নিকটে দিয়ে আসা হ'লো। ভট্টাচার্য্য জানালেন মূর্ত্তি প্রাতষ্ঠিত করতে হ'লে প্রথমেই একটি শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করা চাই। শালগ্রাম শিলার জন্যে দূর্ভাবনা হ'লো। চক্র অনুসারে শালগ্রাম প্রতিষ্ঠার শুভ অশুভ সূচনা করে। এখন সেই চক্র চিনবার মতন লোক পাওয়া যায় কোথায়? রোজ রাত্রে ঘুমিয়ে শালগ্রামের স্বপ্ন দেখি, যেন শালগ্রাম শিলা পেয়েছি। একদিন স্বপ্নে দেখি, উঠানের মধ্যে যেন একটি বেগুন পড়ে আছে। আমি সেটা তুলতে গিয়ে দেখি যে সেটি একটি শালগ্রাম শিলা। এই ভাবের স্বপ্ন প্রায় রোজই দেখাতে মনে হ'লো এই বাড়ীতেই তাহলে শালগ্রাম আছেন নিশ্চয়ই। স্বপ্নে দেখা স্থানটিতে আমি নিজ হাতে শাবল নিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে একবুক মাটি তুলে ফেললুম, কিন্তু শালগ্রাম কোথায়?

শালগ্রাম শিলার জন্যে যেন ক্রমেই পাগল হয়ে উঠলুম। উল্টোরথের আর দুদিন মাত্র বাকি আছে, অথচ শালগ্রাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিলার কোনই সন্ধান হ'লো না। আমার স্বামীও এজন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। রথের আগের দিন সকালে পিলখানা নিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাড়ী এসে বল্লেন, 'শিব বাবু! আমি চারটি নারায়ণের (শালগ্রাম) সেবা করি, রণ-রঘুনাথ নারায়ণ আমায় কালরাত্রে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেছেন, 'শিবু ঠাকুরের কাছে আমায় দিয়ে আয়, আমি ওদের সেবা পূজা নেবো।'

স্বামী দেবতা একথা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। তখন শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'আর একটী কথাও আছে, তাও আপনাকে জানিয়ে দি'। ঐ শালগ্রাম শিলাটী যে ব্যক্তি সেবা করতেন, তাঁর বংশ লোপ হওয়ায় ঠাকুরটী আমার ঠাকুর বাড়ীতে দিয়ে যান ও সেই সঙ্গে টাকাও কিছু দেন। ঠাকুরটী বড় ক্রোধী, এখন আপনিও এক সন্তান নিয়ে ঘর করেন, ৺নারায়ণতো আপনার সেবা নিতে চাইছেন, আপনি বুঝে বলুন, আর আপনার স্ত্রীকেও সব কথা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।'

স্বামী দেবতার মুখে সব খবর শুনে আমি বললুম, 'ঠাকুর যখন নিজে আদেশ দিয়ে স্ব-ইচ্ছায় সেবা নিতে আসছেন, এর হ'তে মহাভাগ্য আর কি হ'তে পারে? তিনি দয়াময়, দেখোতো আমাদের মত অধম অজ্ঞানের প্রতি তাঁর কত দয়া!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী দেবতা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হলেন, ভয় পেলেন, কে জানে ক্রোধী ঠাকুর কিসে কি ত্রুটি হবে। তাঁকে বললুম, 'তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তোমার বংশ রক্ষা হবে, নইলে তাঁর অকৃপা হ'লে ত কোন রকমেই তুমি নিজের মঙ্গল সাধন করতে পারবে না। তিনি কৃপা করে সেবা নেবার জন্যে আসতে চাইছেন আর তুমি বংশ নাশ ভয়ে তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবে? ছেলেকে তিনি না রাখলে তুমি কখনও রাখতে পারবে? ঐ শালগ্রাম এনে কালই শিলামূর্ত্তির সঙ্গে তাঁকেও প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তিনি কি কারও অমঙ্গল করেন? তিনি চিরমঙ্গলময়।'

তাই হ'লো। ৺রণরঘুনাথ স্বেচ্ছায় এই একান্ত দীনের কুটীরে সেবা নিতে এলেন। তারিখ সঠিক মনে নেই। উল্টারথের শুভদিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সহ ৺রণরঘুনাথ প্রতিষ্ঠিত হলেন। কোন আড়ম্বর নেই, কেবল ভক্তিপ্রাণ যে কয়টী লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁদের ও কয়েকটী ব্রাহ্মণের পাতে দেবতা ভোগের দুটী শাকান্ন দিয়ে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করলুম।

দয়াল জগন্নাথ ত দয়া করে দীন দুঃখীর সেবা স্বীকার করলেন, কিন্তু সেবা করি কি দিয়ে? বাসায় থাকি, নিজেদের মতনই সব কিছু ব্যবস্থা, ঠাকুর সেবার মতন তো কিছুই সঞ্চয় নেই। প্রয়োজনীয় বাসন পত্রের পর্য্যন্ত অভাব। দুখানি ঘরে নিজেরা থাকি, ঠাকুরের জন্য উঠানের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি খড়ের ঘর করে দিলেন। আমার স্বামী খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই ঠাকুরের সেবা করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে মাছ টাছ ইত্যাদি রাজসিক আহার পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়ে একাহারী হলেন, আর সর্ব্ব রকম মনশ্চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক দেবতার পাদপদ্মে যেন নিমগ্ন হয়ে পড়লেন।

আমি কিন্তু কিছুই ছাড়িও নি ধরিও নি, যেমন ছিলুম তেমনই এক ভাবেই রইলুম।

তুমাসের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, ঐ দিনে ঠাকুর পূজার একটু বিশেষভাবে আয়োজন ও নাম কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করা হ'ল! সমস্ত রাত্রি জাগরণে কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করে প্রাতে ঠাকুর নিয়ে ভক্তসহ স্বামী দেবতা নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হলেন। আমি এদিকে ভোগের আয়োজন ও কীর্ত্তনীয়াদের ভোগ গ্রহণের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে রৈলুম। বৈষ্ণব দিদি, মকর ইত্যাদিরা কুটনা বাটনা করে সব রকমে সাহায্য করতে লাগলো। দশটা এগারটায় স্বামী দেবতা নগর সংকীর্ত্তন থেকে ফিরলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা গেল অনেক লোক কীর্ত্তনে যোগ দিয়েছে। দধি হরিদ্রার হাঁড়ি তাঁদের চরণে ঢেলে দেওয়া হ'ল এবং সেই মধুময় হরিনামে সকলেরই প্রাণ মেতে উঠ্‌লো। তখন এক অপূর্ব্ব পবিত্র দৃশ্য গোবিন্দ দেখালেন। দেখা গেল স্ত্রী পুরুষের ভেদ ভুলে সকলেই প্রমত্ত হয়ে দধি কাদায় এক যোগে নৃত্য করতে লাগলো। এ দিনটির কথা সেদিনের দর্শকদের মধ্যে জীবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন দিনই কেউ বোধ হয় ভুলতে পারবে না। অনির্বচনীয় আনন্দধারায় সকলেই পরিপ্লুত হয়ে গিয়েছিল।

দ্রৌপদীর প্রিয় সখা দয়াময় হরি এবারে আর একটি অপূর্ব্ব কৃপা চিহ্ন প্রকট করলেন। ঠাকুরদের পায়স ভোগ দিয়েছিলুম, আর পঞ্চাশ ষাট জনের মত অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল তার চেয়ে অনেক লোক প্রসাদ পেতে উপস্থিত হলেন, গুণে দেখা অবশ্য হয় নি। তবে সকলেরই অনুমান যে দেড়শোর কম হবে না। দই হাঁড়িটি দীনবন্ধু-দাদার দইয়ের হাঁড়ির মতই অফুরন্তভাবে জোগান দিলে। সে যে কি আনন্দ, কি অপূর্ব্ব ভক্তি বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা নিয়ে একটু প্রসাদ পাবার জন্য কি উদ্দাম আকুলতা! আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে করুণাময় সেদিন দুহাতে ভক্তবৃন্দকে তাঁর দৃষ্টিপূত পবিত্র প্রসাদ বিতরণ করে আমাদের জীবন ধন্য করেছেন। সেদিন তিনি কাঙালের ঠাকুর নাম সার্থক করে আমাদের যে কি কৃতার্থই করেছেন তা প্রকাশ করে বলবার নয়। সেদিনের মত আনন্দ বোধ করি এ জীবনে আর দ্বিতীয় দিন অনুভব করি নি। বড় বাগান জুড়ে 'জয় জগন্নাথ' এই মঙ্গল ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করে মুহুঃমুর্হুঃ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

এবার হ'তে আর কিছু মনে রইলো না, অনুরূপা দেবীর এই গানটি যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌লো,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আমি ত চাহি না তোমায় তব দাস হ'তে চাই
তোমার সেবার সুখে যেন ডুবে যেতে পাই।'

আমরা দুটী মানুষে সেবার আনন্দে নিমগ্ন হয়ে রইলুম। প্রাতে উঠে স্বামী দেবতা মতি কুণ্ডুর বাগান হ'তে রাশি রাশি ফুল আন্‌তেন, পরমানন্দে আমি মালা গাঁথতুম। সমস্ত দিনে রাত্রে অফুরন্ত কাজে খাবার সময় পর্য্যন্ত পেতুম না। একেবারে রাত্রে খেতুম। স্বামী দেবতা দিনে ৺নারায়ণের ভোগ খেতেন রাত্রে শীতলের দুধ ফল বাতাসা খেয়ে থাকতেন। তিনি দিনে খেতেন, আমি রাত্রে খেতুম। এসময়কার রুটিন বাঁধা কার্য্যধারা এই ছিল ;—সাড়ে চারটে রাত্রে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে বাড়ী ঘর ঝাঁট পাট দিতুম। তারপর উনানে আগুন দিতে হ'তো। সাতটা সাড়ে সাতটায় প্রফুল্ল খেয়ে লিলুয়ায় কাজে বার হ'ত। পরে ছেলে মেয়েকে দুধ ও সুজি তৈরী করে খেতে দিয়ে গোহাল হতে গরু বার করে গোশাল মুক্ত করতুম ও খড় কেটে গরুদের খেতে দিয়ে আসতুম। গরু দোহা তার আগেই হয়ে যেত। পরে নয়টার মধ্যে গৃহস্থালীর কৃত্য সমাধা হলে স্নান করে এসে ঠাকুরদের বাসনগুলি মাজতুম। ভোরে শয়ন তুলে ঠাকুর ঘর মার্জ্জনা স্বামী দেবতা নিজেই করতেন। তারপর ফুল আনতে যেতেন। চন্দন ঘসা, পুষ্পথালি গোছান, মালা-গাঁথা, নৈবেদ্যাদি করে পূজার সব গুছিয়ে এসে ছেলে মেয়েকে খেতে দিয়ে ভোগের উনানে আগুন দিতুম। এক ব্যঞ্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নভোগটী করে সরিয়ে রেখে ডাল বসিয়ে রাখতুম। বারোটার মধ্যে পূজা ভোগ দিয়ে আমার স্বামী কলকাতায় তাঁর কর্ম্মস্থানে চলে গেলে আমি আবার গরুর সেবা সেরে ছেলে মেয়েকে মকরদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে পূজায় বসতুম। আমার পূজার মধ্যে প্রধান ছিল ঠাকুরের গায়ে বাতাস করা আর তাঁদের দিকে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে স্থির হয়ে নীরবে বসে থাকা। এই বসে থাকার ফলে যে বস্তুটী লাভ হয়েছিল সেটী যে একাগ্র ধ্যান, তখন তা' জানতুম না। সে সময় হতে ধ্যানেই তাঁর দর্শন পেতুম। সর্ব্বপ্রথম ধ্যানে দর্শন হয় আমার শ্রীশ্রীগুরুদেবকে, ব্রহ্মা আর নারদকে। তারপর কত কি যে দর্শন করেছি সে সব প্রকাশ করে বলবার নয়! বন উপবন, কত কত দেব দেবীর অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, এই সব দর্শনানন্দে মগ্ন থেকে তিন চার ঘণ্টা কোথা দিয়ে চলে যেত জানতেই পারতুম না। চারটার পূর্ব্বে কোন দিন উঠতে পারি নি। উঠে এসেই সদর দরজা খুলে দিয়ে দেখতুম দ্বারের চৌকাঠে ভাই বোন দুটীতে প্রতীক্ষমান উৎসুক দৃষ্টি মেলে বসে আছে। তাদের নিয়ে এসে ভাত খেতে দিয়ে গরুকে দেখতুম। পাঁচটায় গরু দোহান শেষ করে তাদের খেতে দিয়ে উনানে ফের আগুন দিয়ে রাত্রের জন্য ভাত চড়িয়ে দিতুম। আবার বিকালের সব কাজ পড়তো। রান্না করে প্রফুল্লকে ও মণ্টুকে ছটার মধ্যে খেতে দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার ও কমলের ভাত বেড়ে রেখে দিতুম। পরে কাপড় কেচে বা স্নান করে ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বেলে আরতি শীতল ভোগ সাজিয়ে রেখে বসে বসে নাম করতুম ও প্রতিবেশী মেয়েদের সঙ্গে হরি-কথায় আনন্দ করতুম। সেই সময়টীতেই দুটো কথা বলবার যা একটু অবসর। নয়টা সাড়ে নয়টায় স্বামী দেবতা এসে একটু বিশ্রাম করে আরতি শীতল শয়ন দিতে সাড়ে দশটা বা এগারটাও হয়ে যেত, তারপরে তাঁর জলযোগের পর আমি আহারে বসতুম। শয়ন করা সাড়ে বারোটার পূর্ব্বে হো'ত না। কোন কোন দিন এমনও হয়েছে, সমস্ত দিনের পর মুখের অন্নটি নবদ্বীপ হতে সহসা কেউ এসে পড়ায় তাকেই ধরে দিয়েছি।

এই ভাবে দিনের পর দিন চলে গিয়েছে, এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করিনি। মহানন্দে এই দিনগুলি কেটে যেতে লাগলো। গোবিন্দকে নিয়ে যথার্থ সাংসারিক জীবন-যাত্রা এখন হতেই আমাদের আরম্ভ হ'লো। এতদিন স্রোতে ভেসে চলেছিলুম এখন যেন নির্দ্দিষ্ট একটি কুল পেলুম। এই সময় হতেই ৺গোবিন্দ দয়া করে তাঁর দাসীর সঙ্গে কথা বলেন। সে কথা যে কি ভাবে শোনা যায় সে কাউকে ঠিক বোঝান যাবে না। ধ্যানেই বল বা যাই বল তাঁর বাণী শুনতে পেতুম। আবার গভীর শ্রদ্ধানত শির অবনমিত করে বিশ্ববন্দিত রাতুল চরণোদ্দেশ্যে প্রণাম করতে করতেও অনেক সময় তাঁর বাণী শুনতে পেতুম। একটুক্ষণ নীরবে স্থির হয়ে থাকতে পারলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর কথা সুস্পষ্ট কানে শুনতে পাই। জীবন যেন ধন্য হয়ে যায়!

জন্মাষ্টমী নন্দোৎসবে ৺গোবিন্দের অন্নভোগ হয়েছিল, নইলে তো অন্নভোগ দিতুম না, ফল বাতাসা দুধ জল-দিতুম। স্বতন্ত্র বাসন পত্র নেই, কোন বিলি ব্যবস্থা নেই, ভোগ তো আর তাঁকে যেমন তেমন করে দিলেই হ'লো না। সহসা তিনি নিজে একদিন কথা কয়ে বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আছি অন্ন না খেয়ে থাকবো কেন ?'

সেই হতেই তাঁর অন্ন ভোগের ব্যবস্থা করা হ'লো। বাঙাল বাড়ীর পিসিমা ভোগ রান্নার বাসনপত্র এনে দিলেন। কৈবর্ত্ত গিন্নি ঠাকুরের দুধ যোগান দিতেন, একদিন গোবিন্দ বললেন, 'ওগো শুনছো, কাল যে আমার দুধ খাওয়া হয় নি। দুধে ভাত রান্নার চাল পড়েছিল।'

'আহারে! গোবিন্দ আমার দুধ খেতে পান নি, পরের বাড়ীর জিনিষ কি তেমনটী পবিত্র ভাবে থাকে? গরু একটি কিনতেই হবে।' গোবিন্দ গোপাল আমার দুধ খাবেন। তার পর হতেই নানান বায়না আরম্ভ হলো। এ খাব ও খাব। আমিও প্রাণাধিকের মন রাখতে আনন্দে মেতে যা বলছেন প্রাণপণে তাই করছি, কোন অসুবিধাকেই গ্রাহ্য করি না।

সেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ ছেলে বায়না নিলেন 'আজ বাজারে কাঁঠাল সস্তা, কাঁঠাল খাবো।' ধমক দিয়ে বললুম 'এনে খাও, কেউ তো বাড়ী নেই যে আনাবো।' আশ্চর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি এনেই খেলেন! বিকেলে একজন লোক হঠাৎ এসে একটা কাঁঠাল দিয়ে গেল।

উপরি উপরি কয়দিন ভাজা খিচুঁড়ী রেঁধে ভোগ দিচ্ছি, একদিন ঐ ভাবে রান্নার পর ঠাকুরদের প্রণাম করতে গেলুম। যেন ওঁৎপেতে বসেই ছিলেন,—অমনি বলে ফেল্লেন, 'রোজই ঐ ভাজা দিয়ে খিঁচুড়ী তো ভাল লাগে না, আলু বোখারার চাট্‌নী ভাত খাবো।'

সেই ভোগ রান্না পড়ে রইল, আবার ভাত তরকারি ভোগ রেঁধে দিলুম। সেদিন আর সাধের চাটনীটি খাওয়া হ'লো না। আলু বোখারা কে তক্ষুনি কিনে আন্‌বে?

একদিন হয়ত বলে দিলেন, 'ওরে আজ আমার খাওয়া হয় নি, জলের ঘটিতে তোর পা লেগেছিল টের পাস্ নি!' নয়ত বল্লেন, 'তুই বড় অসাবধান! আমি আর ভোগ খাব না বলছি।'

কিসে যে দোষ করি, কেনই ভোগ পবিত্র হয় না, ভয়ে ভয়ে শুচিবায়ুগ্রস্তই তো হয়ে পড়লুম। কেবল স্নান আর ভিজা কাপড়ে থাকা। লোকের সঙ্গে কথা-বার্ত্তাই একরকম বন্ধ করেই দিলুম। সদাই ভয় কিসে অসাবধান হয়ে পড়বো। আমায় দিয়ে যে তিনি আমারই কৃচ্ছ সাধনের কাজ করিয়ে নিলেন, সে যে তাঁরই পরম কৌতুক, তখন কি তা জানতে পেরেছিলুম!

যখন আমার সঙ্গে জগত-জীবন এমনই ভাবে খেলা করছেন, তখন জগতের জন যে, সে খেলায় একেবারে বঞ্চিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে তাও তো আর হয় না! সেই নব-চক্রের এক একটা অংশ এক, একজন মিলে পূর্ণ করতে লাগলো। দাতা দয়াল কৃপা দান করতে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রার্থীকে তাদের প্রার্থিত কৃপা দান তো তাঁকে করতেই হবে, কিন্তু ক্ষুদ্র প্রাণ মানুষ সত্য বস্তু কি তা অনুভব করতে পারে না! জগতের মধ্যে কি প্রার্থিত তার, ঈপ্সিত বস্তুই বা সত্যি করে কি, তাও তারা বুঝে না। তা চাইতে গিয়ে অভ্যাস বশতঃ চেয়ে বসে,—'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিষো জহি'। কল্পতরুর কাছে প্রার্থী কিন্তু প্রার্থনা করতে এসেছে কি? ধন প্রাণ আর নশ্বর জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবকেই প্রাধান্য দিই বলে তারই আবেদন পত্র নিয়ে ভিখারীর মত প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হলো, জয় করে নিতে পারলুম না। কাতর হয়ে এই আকুল মনোভাবটি আমার গোবিন্দকে জানাতে আমায় অনেকেই এসে বলতে লাগলো। আাম তাদের বলি, 'তোমরা গোবিন্দকে নিজে নিজেই বলো।' প্রাণের দায় হ'লে অর্থাৎ দুরারোগ্য ব্যাধি মুক্তির জন্য অনেকেই ৺ঠাকুরের দুয়ারে এসে ধর্ণা দিত। গোবিন্দর কৃপা লাভ করে কতজন স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণও করতো।

সেই সময় আমার মনের একটি অতি পবিত্রতর ভাব জন্মে গিয়েছিল, গোবিন্দ কথা ছাড়া কিছুই শুনতে দেখতে বাসনা হ'তো না। গোবিন্দ সেবা ছাড়া কোন কিছুতেই যেন আর অনুরাগ ছিল না। সততই প্রাণে এই কথা বা গান স্ফুরিত হতো—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আনন্দে আনন্দময় নেহার নয়ন
কাল শশী সুধাহাসি অধরে বাঁশরী।"

সে সময় ৺গোবিন্দর কৃপা লাভে যারা ব্যাধিমুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের কথাই এখন বলি। বিস্তারিত ভাবে সকলকার সব কথা তো আর বলা সম্ভব নয়। মকরের ভগ্নিপতি অতুল ঘোষের মুখ দিয়ে ঘন ঘন রক্ত ওঠে, মকরের ভগ্নি ঠাকুর দুয়ারে ধর্ন্না দেয় ও কোন বস্তু লাভ করে, সেই দয়ার দান পেয়ে ঐ কাল ব্যাধি আরোগ্য হয়ে যায়।

কলিকাতার মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটের হরি গুহের স্ত্রীর অনারোগ্য কঠিন ক্যানসার রোগ হয়। গোবিন্দের দুয়ারে ধর্ন্না দিয়ে তাঁর কৃপালাভে তিনিও আরোগ্য হয়ে ডাক্তারদের চমকে দেন, কারণ তাঁদের মতে এ ব্যাধি চিকিৎসকের অসাধ্য। হরি গুহের পুত্র শ্রীমান নীরদ গুহরও কঠিন ব্যাধি গোবিন্দের কৃপায় আরোগ্য হয়ে যায়। নীরদ গুহের প্রতি কৃপা করবেন তাই স্বপ্নে তাকে নিজেই জানাতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ওরে আমি বড়বাগানে শিবু ঠাকুরের বাড়ীতে আছি, আমার আরতির কাঁসরটী ভাল বাজে না ওর হাতুড়ী নেই। আরও শোন, ভাল তরি তরকারীও মন পুরে খেতে পাই না।'

নীরদ গুহ স্বপ্নে দৈবকৃপা পেয়েই কাঁসর ঘড়ি ও বাজাবার সরঞ্জামগুলি নিজে হাতে করে শালিখার বড় বাগানে আমাদের বাসায় নিজেই বহন করে এনেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতার অক্রূর দত্তের বাড়ীর নীলমণি দত্ত আর নীরদ গুহ মিলে সেই সময়ে গোবিন্দকে নানা ভাবে পরীক্ষা করেন। তাঁর ভক্তাধীন নাম যে, তাঁর ভক্তের সম্মান বজায় রাখতে তিনি যে সবই করতে প্রস্তুত, কাজেই নিজে জয়ী হয়ে ভক্ত-বৎসল তাঁর নামটী রক্ষা করলেন। ঐ সময় হরি গুহের স্ত্রী গোবিন্দকে একটী বাড়ী বা মন্দির করে দিতে চেয়েছিলেন। গোবিন্দ তা নেন নি। আর ঐ সময় আমার উপর কঠোর আদেশ দিয়ে দিলেন, 'অপরের অর্থ গ্রহণ করিবে না। সেই আগুনে হাত তোমার পুড়ে যাবে।' এ রকম ঘটনা অনেক হয়েছে। লোক হিতার্থ উল্লেখ যোগ্য দু'একটা মাত্র বললুম।

ছয়টী বৎসর এইভাবে গোবিন্দ কৃপার অপরিমেয় আনন্দ রসের সুদুর্ল্লভ আস্বাদনে বিভোর ও আত্মহারা হয়ে রয়েছি, এমন সময় সাথী আমার জীবন পথের আর একটী বাঁক ঘুরিয়ে দিলেন। ১৩৩৩ সালের ৫ই বোশেখ পূজায় বসে ধ্যানে দেখি একটী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে আমার কোলে গোবিন্দ বসিয়ে দিয়ে বলছেন, 'একে নাও, আর তোমার সামনে মস্ত বড় বিপদ আস্‌ছে খুব সাবধান হও, আমি এখন চললুম।'

পূজা শেষে উঠেই একেবারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লুম। বিপদের ভয়ে নয়, গোবিন্দ 'চললুম' বল্লেন কেন? আমায় একা রেখে তিনি কোথায় যাবেন? বিপদ সম্পদ কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি বুঝি না, লক্ষ্যবস্তু একমাত্র আমার তিনিই, তাঁকে সামনে রেখে যা কিছুর মধ্যে বাস করি না কেন দু হাতে সরিয়ে দিয়ে তাঁর সাথে সাথেই যে আমি থাকি। সেই তিনি আমায় আজ বল্লেন, 'আমি চললুম'—এর হতে কি অন্য কোন বিপদ আছে? তখন কি জানি চক্রীর কত না জটিল চক্র। অশুভের সঙ্গে শুভ সংযোগ। আপাতঃ শুভের মধ্যেও গভীর অমঙ্গল নিহিত।

সেই মাসেই গর্ভ লক্ষণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন ব্যাধিরও আক্রমণ হ'লো। এই ভাবে মাসের পর মাস চল্লো। আমার মেজ কাকার চেষ্টায় প্রফুল্লর বিবাহ ৮ই শ্রাবণ সম্পন্ন হ'লো। তারপর হ'তেই আমি শয্যাশায়ী হ'লুম। জ্বরাতিসারের সমস্ত পূর্ব্ব লক্ষণ। ঠাকুরের সেবার বড়ই বিশৃঙ্খলা হতে লাগলো, গরুবাছুর সমস্ত বিলিয়ে দিলেন। বাড়ীটার উপর যেন এইবারে সকলেরই মনে মনে একটা অস্বাভাবিক আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠ্লো। সবই যেন মনে হ'তে লাগলো অস্বাচ্ছন্দময়। অগ্রাণ মাসে ঠাকুরদের পুরোহিত বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে সব রকম আঘাত নেবার জন্যেই যেন স্বামী দেবতা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। ডাক্তার অভিমত দিলেন, প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তান দু'টীরই এক সঙ্গে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। প্রসূতির প্রসব করিবার ক্ষমতা নাই। সন্তানটী নষ্ট করিলে প্রসূতির প্রাণ রক্ষা হতেও পারে। সকলেই সেই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। স্থির হ'লো সামনের বুধবারে আমায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। সব কথাই তো কানে এলো। শিউরে উঠে মনে মনে কাতর হয়ে ভাবলুম, 'এই কি আমার তোমার কাছে পাওনা ছিল? সাথী! হায় সাথী! আমার চিরদিনের সাথী ভ্রূণ হত্যা মহাপাপে ডুবাবার জন্যেই কি নয় বৎসর পরে গর্ভে আমার সন্তান দিলে? না, না, এ কিছুতেই হবে না। আমার প্রাণ যায় সেও ভাল, এ কাজ করতে দিতে পারবো না। একটি প্রাণের জন্যে আর একটি নিরীহ নিষ্পাপ শিশু হত্যা হবে এতে স্বীকৃতি দিয়ে এর ফলভাগী হবো? তা হবে না।'

সাথী আমার বড় দয়াল! আমরা যে দুঃখ ভোগ করি, নিজের কর্ম্মদোষে আমরা ব্যথা পাই দেখে দয়ার সাগরও আমাদের জন্যে সঙ্গে সঙ্গে বড়ই ব্যথা পান। নিজের ভাবনা নিয়ে আমরা এতই ব্যস্ত যে তাঁর কথাটা তো ভেবে দেখি না। তিনি যে আমাদের শুভ-অশুভের জন্যে কত না ব্যাকুল, আমাদের দুঃখ শোকের সঙ্গে তিনিও যে কিরূপ বেদনা বোধ করেন সে কথা কি কখন কল্পনাই করেছি; অথচ এ ধ্রুব সত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উনত্রিশ

মঙ্গলবার ১৩ই পৌষ রাত্রে সাধারণ ভাবেই আমার দ্বিতীয় কন্যা সন্তানটি জন্মগ্রহণ করলো। হাঁসপাতালে আর সাথী আমায় যেতে দেন নি। সেই কন্যাই এই 'টুকু'। কন্যা সহজেই জন্মিল বটে, ব্যাধির কিন্তু প্রশমন হলো না। ক্রমশঃ রোগ বরং উৎকট মূর্ত্তি ধারণ করলো। এ দিকে স্বামী দেবতা কঠিন টাইফয়েড রোগে পড়লেন। তখনকার সে অবস্থা অবর্ণনীয়! আমি তো আজ নয় বৎসরাবধিই শয্যাশায়ী। যাহোক ক্রমশঃ স্বামী দেবতা আরোগ্য হলেন তবে সম্পূর্ণ বললাভ করতে সময় লাগলো। ঘরে দেখবার লোক নেই, রোগের জ্বালায় পাগল হয়ে আত্মীয়দের সাহায্য পাব বলে অবশেষে নবদ্বীপে গেলুম। গাড়ী হতে উঠানো নামানো সে সবই মণ্টুর মাষ্টার সুবোধ সরকার করেছিল, আমাদের অনেক পরিচর্য্যাই সে করেছে। ৩০শে ফাল্গুন নবদ্বীপ গিয়ে ২৪শে চৈত্র আমার একমাত্র পুত্র মণ্টুকে সেখানে কালের মুখে আহুতি দিয়ে আবার হাওড়ায় ফিরে এলুম। সাথী তো আমার কোন অবস্থাতেই নিশ্চিন্ত থাকেন না, শুধু সময়ের প্রতীক্ষাতেই চুপটী করে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকেন। হাওড়াকে পিছনে রেখে কলকাতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকেই এবার আমাদের তিনি এগিয়ে দিলেন। ডাক্তারের অভিপ্রায় মত আমায় কলকাতায় বাসা করে চিকিৎসা করানো হলো। শোকের আঘাতে রোগ আরও বেঁকে দাঁড়িয়েছিল।

স্ত্রী চিকিৎসক নরেন মিত্র, ডাঃ কেদার দাস, অমর মুখার্জ্জী, নলিনী রঞ্জন সেন প্রভৃতি স্বনাম ধন্য চিকিৎসকেরা একে একে সেই দারুণ রোগদৈত্যের হাতে পরাভূত হয়ে গেলেন। পরে সাথীর ইচ্ছায় সুবিজ্ঞ চিকিৎসক উদার প্রাণ দেবীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্লান্ত যত্নে ও চেষ্টায় সহসাই সেই করাল ব্যাধি হতে মুক্ত হলুম।

তখন আবার একটা নূতনতর অবস্থা দেখা দিল। রোগের বেগ যতই কমে এল, শোকের বেগটা ততই প্রবল হয়ে উঠলো। মানস চক্ষে তখন সর্ব্বক্ষণই ফুটে উঠ্‌তো মণ্টুর মৃত্যুকালীন সেই মর্ম্মন্তুদ করুণ অবস্থাটা। আমি বিছানায় পড়ে আছি, হাত পা সমস্তই অবশ, উঠবার বা নড়বার ক্ষমতাটাও নেই, আর আমার সামনে আমার আদরের মণিময় (ঐ নাম বড় আদরেই রেখেছিলুম) রোগের তাড়নায় হাতে পায়ে খাল ধরার অকথ্য যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে একটু জলের জন্যে কাতর আর্ত্তনাদ করছে। আমায় বলছে, 'ও মা! একটু জল দাও মা।' হতভাগিনী আমি যে তাকে অতটুকু শেষ দানও দিতে পারবো না, হাত পা যে আমার সমস্ত পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর মত পড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেছে, সমস্ত দেহ যে আমার পাথরের মত অনড় হয়ে গেছে, সে কথা তখন সে ভুলেই গিয়েছিলো। তবুও আমি জ্ঞান হারাইনি। আমার চোখের সামনে জল জল করছে—দু' একবার মাত্র মুখটি ঈষৎ বিকৃত করে মণিদীপ আমার চির অন্ধকারে মিলিয়ে গেল! দশ বছরের মণিদীপটি আমার একটি মাত্র দম্‌কা হাওয়ায় চিরদিনের জন্য নিভে গেল! জ্যেঠা কাকা সকলেই বর্ত্তমান থাকতে সপ্তরথী-বেষ্ঠীত-অভিমন্যু বধের মতই অসহায় শিশু বিনা চিকিৎসা যত্নে জন্মের মত চলে গেল। তার পিতাকে সেই দিনের জন্যে গোবিন্দ বাড়ী ছাড়া করেছিলেন। তার রোগশয্যা পার্শ্বে কেউই ছিল না। এক ফোঁটা ওষুধ তার মুখে পড়ে নি, একটি ভাল চিকিৎসক দেখানো পর্য্যন্ত হয় নি। আর আশ্চর্য্য এই যে এর পর রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করে আমি নিজে ভাল হয়ে উঠলুম!

মণ্টুর জন্মকাল হতে তার দশটী বছরের স্মৃতি মনের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগলো। মনে হলো কোনদিনই যেন তাকে সন্তান স্নেহে যত্ন করি নি। দুধের ছেলে সময়ে দুধ পায় নি, রোগে বাছা আমার মা পায় নি, ক্ষুধার সময়ে অন্ন পায় নি, কতদিনই তো এ জড় জগতের মানুষ ছিলুম না। এই মাটির মানুষদের তখন সামান্য মাটির পুতুল করেই সেই উর্দ্ধগামী মন দেখে গেছে, অথচ আজ আবার সেই মনই আমার সেই বস্তুতে এ'কি ভাব দেখাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠবার ক্ষমতা নেই; একান্ত শোক-বিহ্বলতায় লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে সেই সব কথাই ভাবছি; ভাবছি আর কাঁদছি। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে বিলাপ করে বলছি, 'যেমন তোমায় অনাদর করেছিলুম, তার উপযুক্ত প্রতিফল দিয়ে গেলে মণ্টু। একবার স্বপ্নে জাগ্রতে যেমন করেই হোক আমার কাছে এস, বাপ আমার! মণ্টু ধন আমার! তোমায় আমি প্রাণ ভরে একটু আদর করি।' প্রতিনিয়তই এই সব আকুল প্রার্থনা আর অঝরঝরে অশ্রু ঢেলে কাঁদা।

একটি রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম কি সুন্দর একটি জায়গা, সেইখানে অতি সুন্দর একটি মন্দির রয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণ তার মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন, তারই পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড আর অনেক উঁচু একটি সোনার পাহাড়। পাহাড়টি যেন আলোক সম্পাতে ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে, অথচ সে আলোর একটি সুন্দর স্নিগ্ধ ভাব। সেই পাহাড়ের উচ্চ স্থানে আমার হারানো মণ্টু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে। আমি যেন সেই পাহাড়টাতে উঠ্‌তে চেষ্টা করলুম কিন্তু উঠ্‌তে পারলুম না। পালিশ করা গা, আর পিছল ও সোজা খাড়াই সেই আশ্চর্য্য পাহাড়ে ওঠা গেল না। আমার একান্ত আকুলি বিকুলিতে মণ্টু আমায় ইসারায় মন্দিরটী দেখিয়ে দিলে। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, মন্দিরাধিষ্ঠিত নারায়ণ আমায় বেশ সতেজ স্বরে বারণ করে বললেন, "'কোন বাসনা কামনা নিয়ে এখানে আসা হবে না তো।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি স্তব্ধ হয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইলুম আর সেই স্বপ্নটি ভেঙ্গে গেল।

১৩৩৩ সাল হতে ১৩৩৪ সাল পর্য্যন্ত দুরন্ত ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ আর ৩৫ সাল হতে ৩৬ সাল পর্য্যন্ত অসহনীয় শোকের অনির্ব্বান জ্বালা ভোগের পর এই স্বপ্নটি দেখবার পরে মন যেন আবার একটা ঘুরপাক খেলে। জন্ম কি? মৃত্যু কি? মায়া কি? বাসনা কামনা কি বস্তু? জীবের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ? জীবে ঈশ্বরে কি সম্বন্ধ? বিদেহী জীবের সহিত জগতের কি সম্বন্ধ থাকে, অথবা মৃত্যুর বিস্মৃতির মধ্যে সমস্তই শেষ হয়ে যায়? মরে জীব যায় কোথায়? আসে কোথা হ'তে? স্ব ইচ্ছায় আসে কি ঈশ্বরের ইচ্ছায়? কি প্রবৃত্তি ও কি নিবৃত্তি? এই অসংখ্য জিজ্ঞাসাই মনের মধ্যে ভিড় করে রইল। আর কোন চিন্তাই যেন সেখানে স্থান পায় না। মুখে কথা নেই, সমস্ত প্রাণ মন উদ্বেল হয়ে উঠ্‌তে লাগলো এই জিজ্ঞাসায়। জিজ্ঞাসা —কিন্তু কারেই বা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি? কেই বা এ সমস্ত উত্তর দেবে? সে সব জানি না, শুধু প্রাণে মনে এই প্রশ্নটাই স্বতঃস্ফুর্ত্ত হয়ে জেগে থাকে।

তখন আবার আর একটা স্বপ্ন দেখলুম; দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের উঠানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘাকৃতি সৌম্যমূর্ত্তি গৈরিকধারী মহাপুরুষ যেন আমায় ডেকে বলছেন, 'ছেলের জন্যে যত কাঁদলি, তার এতটুকুও যদি আমার জন্যে কাঁদতিস্।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্ন ভেঙ্গে বুঝলুম এ মূর্ত্তি আমার নূতন দেখা নয়। শালিখার বাসায় যখন নানা অস্বাভাবিক দৃশ্য ও মূর্ত্তি সকল দেখেছি সেই সময় এই গৈরিকধারী পুরুষকেও তো আমি দেখেছিলুম।

আমার মনের এমনই বিধ্বস্ত অবস্থার ভিতরে ১৩৩৭ সালের ২৫শে অগ্রাণ বড় মেয়ে কমলার বিয়ে হ'ল। এ সময়ে আমরা পূর্ব্বেকার বাসা ছেড়ে হাতিবাগানে উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে এসেছি।

কমলের বিয়ের মাসখানেক পর হ'তে উপেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভীষণ পক্ষাঘাত ব্যাধির আক্রমণে পতিত হন।

এ সময় ভাল কথা, জ্ঞানের কথা শুনতে ইচ্ছা হ'ত। কি ভাবে এই তৃষ্ণা মিটবে, স্বামী দেবতাকে সে কথা পুনঃ পুনঃ জানাতুম। আমার ব্যাকুলতায় তিনি যাদের জ্ঞানী লোক সৎলোক বলে জানতেন তাঁদের এ বাড়ীতে আহ্বান করে আনতেন, তাঁদের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুন্‌তে পেতুম বটে, কিন্তু তাতে যেন প্রাণের পূর্ণ পরিতৃপ্তি হ'ত না। আমি যেমনটী চাইছি কারো কাছে ঠিক সেটী পাচ্ছি না। এই সময় শ্রীমৎ তারা গিরি ও পাহাড়ী বাবার শিষ্য সিদ্ধি বাবা ও গয়ার একটি সাধু সকলেই আমায় কৃপা করে দর্শন দেবার ও জ্ঞান দান করবার জন্মে এ বাড়ীতে পদধূলি দিয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য মহাশয় ডাঃ শ্রীশ আচার্য্যও আমায় যথেষ্ট উপদেশ দান করেন। তাঁদের কথাগুলি শুন্‌তে শুন্‌তে আনন্দে ডুবে যেতুম, তাঁদের কৃপা কোন দিনই ভুলবো না। এই সময় এক সাধু বাবা আমায় একটী শিলা দান করে বলেন, 'মা এটি কিষণজী, তুমি এঁর সেবা কর। আমার সেবা উনি আর নেবেন না। তোমায় যোগ্য পেয়ে এটি তোমায় দান করলুম। এঁর সেবা করলেই তুমি দেখো তোমার চিত্ত স্থির হবে।' পরম আগ্রহে নারায়ণ শিলাটি বুকে তুলে নিলুম।

যে দিন ঐ শিলা নিলুম সেই রাত্রেই আবার স্বপ্ন দেখি, আমার ৺রণ-রঘুনাথ, জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম সবাই মিলে যেন একসঙ্গে বলছেন, 'আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে, আমাদের নিয়ে গিয়ে সেবা কর।'

সেবা যে তুমি নিলে না ঠাকুর! নিতে ভাল লাগে নি তো! এখন আমি তোমায় কি দিয়ে আবার নূতন করে সেবা আরম্ভ করবো? আমার কি রেখেছ বাকি? প্রাণ মনও তো আস্ত রাখনি নিষ্ঠুর! ভক্তি শক্তি স্থান কিছুই যে নাই, কি ভাবে তোমার সেবা করবো? আবার নূতন করে কোথায় এনে তোমায় বসাবো?

তখন এই সব ভয় ভাবনা সত্ত্বেও ঠাকুর সেবার জন্যে প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সামনের বাড়ীতে গোপীমোহন জিউর আরতির ঘণ্টা কাঁসরের শব্দে আমি একান্তভাবেই আকুল হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠতুম। জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠাকুর সেবা দেখতুম, আর ব্যাকুল হয়ে অজস্রধারে কাঁদতুম। আমারও তো এই রকম সবই ছিল, এমনি সেবা পূজা সবই হোতো। আরতি সংকীর্ত্তন কিছুই বাদ পড়তো না। আজ সে সবই বা কোথায়? আর আমিই বা কি করছি? কেন সে সব আমার জীবন হতে সরে গেল? সত্যই কি গোবিন্দ আমায় কৃপা করেছিলেন, না, আমারই সে সব মনের খেয়াল মাত্র? সত্যই কি তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন? চেয়ে চেয়ে খেয়েছেন? কখনও রহস্য, কখনও শাসন, কখন আদর করেছেন? তবে সে কি শুধু স্বপ্ন? আমার কোন্ অজ্ঞাত অপরাধে তুমি আমায় এ দণ্ড দিলে প্রভু? এক একদিন গোপীমোহনের কাছে গিয়ে বসে থাকতুম। চেয়ে থাকতে থাকতে নিষ্পলক নিষ্পন্দ নিথর হয়ে যেতুম। গোপীমোহনের ঐ সুস্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মধুময় মূর্ত্তির আকর্ষণে নিজেকে হারিয়ে ফেলতুম। আবার স্বপ্ন। দেখলুম, একটি শুভ্র কেশ অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লম্বা পৈতার গোছা ঝুলিয়ে এসে আমায় যেন বলছেন, 'আমার সেবা করছিস না কেন? আমি যে কষ্ট পাচ্ছি।' এ স্বপ্ন আবার কেন? কার সেবা নেবার ইচ্ছা হোল? এবারে একদিন সেই স্বপ্নের ব্রাহ্মণই এসে বললেন, 'কেন? ৺রঘুনাথ জগন্নাথ এঁরা ত বলেছিলেন আমাদের কষ্ট হচ্ছে আমাদের সেবা কর।' ব্রাহ্মণটী আরও বললেন, 'আমার সেবা কর, আমার কষ্ট হচ্ছে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিলাটি এমনি রেখে দিয়েছি তাই কি এই স্বপ্ন ? কোন্‌রূপ আরোপ করে এঁর পূজা করবো তাওতো জানিনা ! সন্ন্যাসী নারায়ণ শিলা বলেই বলেছেন, কিন্তু চক্রধারী শালগ্রাম শিলা নয়, আবার 'কিষণজী'ও তো বলেছেন ! নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ এঁরা যদিও একেরই বিভিন্ন রূপ, তা' হলেও ধ্যান প্রণাম তো তাঁদের বিভিন্ন, এস্থলে কি ভাবের পূজা হবে ?

এমনই মনের জল্পনা কল্পনা চলছে। একদিন আর স্থির থাকতে না পেরে শিলাটি নিয়ে পূজা করতে বসে গেলুম। পূজা অর্থে একটু গঙ্গা জল সহ পাঁচটি তুলসী পাতা তার সঙ্গে দিয়ে একটি পাথর বাটীতে জল নিয়ে শিলামূর্ত্তিকে 'গোবিন্দ' বলে ডেকে স্নান করাতে গিয়ে সেই 'সহস্র শীর্ষ পুরুষ' মন্ত্রটী আপনা হতেই মুখে আবৃত্তি হতে থাকলো। একটু যেন চমৎকৃত হলুম। গোবিন্দর পা'টি মুছিয়ে তাঁর চরণোদ্দেশ্যে তুলসী দিতে গিয়ে বিস্ময় পুলকে শরীরে ঘন ঘন রোমাঞ্চ হ'তে লাগলো। হঠাৎ দেখি না ঐ মসৃণ কালো পাথরটুকু রক্তাভ হয়ে উঠে পর মূহুর্ত্তে আবার ফিরে নীলাভ বর্ণ ধারণ করে ঝক্ ঝক্ করছে। আশ্চর্য্য !—অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! দেওয়াল আলমারির উপরে একটী ছোট জল চৌকি পেতে তারই মধ্যে গোবিন্দকে রাখলুম। দীক্ষার পর হতে যে লক্ষ্মী পাতা সমেত পূজার স্থানটি ছিল সেই সঙ্গেই উনিও একটু স্থান গ্রহণ করলেন। ঐ গঙ্গাজল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসী ও বাতাসা ভোগ পূজার এই সামান্য উপকরণে মনের মধ্যে একটু খুঁত খুঁত করে যেন, শিলাটি শালগ্রাম শিলাও তো হলেন না! এক রাত্রে স্বপ্ন দেখছি, পীতাম্বর চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়িয়ে শিলাটি দেখিয়ে বলছেন, 'ওরে এর মধ্যে আমি যে জীবন্ত হ'য়ে রয়েছি, এই দেখ না।' তিনি হাতে করে শিলাটি নাড়তেই শিলাটি দ্বিখণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে গেল, আর তার মধ্যে সরিষার মত পাঁচটি জীবাণু ওঠা-নামা ক'রে ঘুরছে দেখা গেল। এই স্বপ্ন দেখবার পরে আর কোন ক্ষোভ বা অবিশ্বাস মনে রইলো না। প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। আবারও একদিন স্বপ্নে দেখছি, গোবিন্দ যেন বলছেন, 'দু'পয়সার ফলও দিতে পারিস না?' সেই হ'তে ফুল দিয়ে পূজা করি আর মুখে বড়াই ক'রে শাসন করি আর বলি, 'একে একে সেবাটা যে বেশ বাড়াচ্ছো, খেতে পেয়ে শুতে চাইছো! ব্যাপারটা কি তোমার?'

যাহোক্ স্বপ্নেতেই ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলি জানিয়ে দেন, আমি তো আর ধ্যান বা পূজায় সে ভাবে বসি না, কাজেই কথা বার্ত্তা যা বলবার তা এই ভাবেই বলেন। যখন গোবিন্দতে আমাতে এই ভাবটি চলছে সেই সময় উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মশায়ের পক্ষাঘাত ব্যাধি আরম্ভ হ'লো এবং সাধু সন্ন্যাসীদের আনাগোনা চলতে লাগলো। আর এই পথ ধরেই গোবিন্দের আমার পূর্ণ প্রকাশ হ'লো। সে সব কথাতো আমি ইতিপূর্ব্বেই বলেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব ভোরে উঠে সংসারের ধোয়া মোছা ইত্যাদি করি, ঝি বাসন মেজে দিয়ে যায়, আমি রান্না চড়াই। নয়টার মধ্যে দিদির ছেলে গোপাল ও কালো খেয়ে কাজে যাবে, তাদের রান্না ও সকালের জল খাবার ক'রে দিয়ে আবার সকলের জন্য পুরা রান্না শেষ করি। স্বামী ও মেয়েদের খাইয়ে বড় জামাই অনাথের ভাত ব্যঞ্জণ ঠিক করে রেখে, আমি ত্রিতলে পূজায় যাই। সকালেই ঘরে ব'সে গোবিন্দের পূজা ক'রে রাখি। ঠাকুর ঘর হ'তে আসতে চারটে পাঁচটা বেজে যায়। দুটি খেয়ে নিয়েই আবার রান্না চড়াই। সন্ধ্যার মধ্যে রান্না সেরে ঠাকুর ঘরে যাবো তো, তা রাত দশটার আগে আর কোন দিনই আসা হয়ে ওঠে না। রাত্রে সকলকে বড় মেয়েই খেতে দেয়।

আমার এই সময় আর একটি অদ্ভুত অবস্থা শরীরে এসেছিল। বিছানায় আদৌ শয়ন করতে পারতুম না, সমস্ত রাতই ব'সে কাটাতুম। তার কারণ বাড়ীটি নীরব নিস্তব্ধ হলেই আমি চোখ বুঝে সব দেব দেবীর দর্শন পেতুম। কালী, কৃষ্ণ, নারায়ণ, দুর্গা, দশমহাবিদ্যায় যাঁদের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে তাঁরা এবং গঙ্গা, জগদ্ধাত্রী, চতুর্ভূজা, অষ্টভূজা, ষড়ভূজা নানা ভাবের দেবীমূর্ত্তি, আবার জলের উপরে পদ্মবনে সাদা সাদা পদ্ম দিয়ে তৈরী করা শ্বেত পদ্মে সমাসীনা শ্বেতবরণী—জানি না ইনি কোন্ মহাদেবী, হাতে ধরা সেই সাদা পদ্মের হাতীটি, দেখে বিস্ময়ে পুলকে অভিভূত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চমৎকৃত হয়েছি। আরও কত কি যে দেখিছি সবইতো আর সুস্পষ্টরূপে মনে পড়ে না। এ সব কথা লিখে রাখিনি তো। কোনদিন কারুকে জানাবো সে ইচ্ছাও ছিল না। আজ অবশ্য বহুজনের অনুরোধে ও একান্ত আগ্রহে পুরাতন স্মৃতিগুলিকে নূতন ক'রে অতীতের গর্ভ থেকে উদ্ধার করে টেনে আনতে হচ্ছে। জানি না এর কোন প্রয়োজন ছিল কি না? যা' হচ্ছে এর মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে তো স্থান দিই নি।

যাই হোক্ দেবতারা তো কৃপা করেই দেখা দিতে আসছেন, দেখা দিচ্ছেন, আবার মহাপুরুষগণও কৃপা পরবশ হ'য়ে দর্শন দিতে লাগলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর প্রত্যহই আসেন, আরও যাঁদের দেখতে পেতুম তাঁরাও ভারতপুরাণের ইতিহাসের চির পরিচিত পরম পূজণীয়গণের প্রতিকরূপ। আবার সবাইতো আমার সুপরিচিত রূপ নন। আমি তখন বলতে গেলে এ জগতের কতটুকুই বা জানি!

যা হোক্ এদিকে এ সময়ে ধ্যানে বসলে গোবিন্দ আমায় কেবলই বলতেন, "আদর্শ গ্রহণ করো, দৃষ্টান্ত লও—আমার অন্বেষণ করো"—তখন এমনই আশ্চর্য ভাব আমার মধ্যে এসেছিল যাতেই দৃষ্টি পড়ছে কোন না কোন সজীব দেবমূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি। একটু পরেই আবার সে মূর্ত্তি মিলিয়ে গিয়ে তুচ্ছ বস্তুটি তার স্বরূপ ধরলে দেখা গেল সে একটা সামান্য বাক্স কিম্বা আলমারী এই রকমই কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা কিছু। রাত্রে যদি কারও ঘুম ভাঙ্‌তো বাড়ীতে একটি সুস্নিগ্ধ গন্ধ বা সুরভি পুষ্পের আঘ্রাণ পেত। আবার গোবিন্দ এমনই ঐশ্বর্য প্রকাশ করেছিলেন যে ত্রিতলে ঠাকুর ঘরের সামনে যে কেউ মাথা পেতে প্রণাম করতো সে দেবমূর্ত্তি, মন্দির বা তীর্থস্থান প্রভৃতি দেখতে পেতো। উপেন ভট্টাচার্য্যের ব্যাপারে ছোট্ট ঘটের জলে তো ঝরণা ধারাই বয়ে গেল! সে দৃশ্য তো বহুলোকেই দেখেছে ও সেই জলে বহু রোগী নিরাময় হয়ে গেছে।

ভগবৎ ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করাতে অত্যাশ্চর্য আর একটি সংঘটিত হয়েছিল।

অগ্রহায়ণ মাসে ঘটস্থাপনা করে পূজা হয়, তারপর আর নিত্য পূজা হয় নি। সপ্তাহে একদিন (ছুটীর দিন) একটু ফুল জলে পূজা হতো। এ ভাবে একমাস যাবার পর যখন উপেন ভট্টাচার্য্য নিত্য সেবা পূজা করবার আদেশ পেলেন, সেই হতেই যথানিয়মে সেবা পূজা চল্লো। মাঘ মাস হবে, একদিন পূজার সময় জীবন বাবুকে তাঁর মা বলেন, 'দুমাস তো হলো ঘট নারায়ণ স্থাপিত হয়েছেন, সেই হতে নিত্য এক পাথর বাটি করে ঘটোদক নিয়ে কর্ত্তাকে খাওয়ান মাখান; দেখলে নারায়ণের মহিমা চরণামৃত তো ঠিক যোগান থাক্‌ছে। কি করে এ হয়? এই হলো তাঁর অত্যাশ্চর্য কৃপা, আমি কেবল এই কথাই ভাবি।' মায়ের কথার উত্তরে জীবন বাবু বলেন, 'আমি তো ঘটের মাথায় নিত্য জল দেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার আর আশ্চর্য কি?' একটু ক্ষুব্ধ হয়েই মা বলেন, 'তুমি এই কয়দিন তো মাত্র হলো নিত্য পূজা করছো, তাও এক কুশী জলও পুরা মাথায় পড়ে না, আর এভাবে আমরা তাঁর চরণামৃত পাচ্ছি আশ্চর্য নয়? আচ্ছা দেখতো ঘটোদক কতখানি আছে।' জীবন বাবু বলেন—'খুব বেশী তো দেখছিনে।' তাঁর মা বলেন—'যেটুকু ঘটোদক আছে কাল সবটুকু ঢেলে দিও, তখনই বুঝিয়ে দেবেন নারায়ণের মহিমা।'

জীবন বাবু তাতে সম্মত হয়ে সে দিনের পূজা শেষ করেন। সে ঘরে তখন তাঁরা মাতাপুত্রেই ছিলেন মাত্র।

পরের দিন ভোরে পূজায় বসে জীবন বাবু মাকে ডেকে রাগতভাবে বলেন—'ঘটে তোমরা কে জল ঢেলে রেখেছ?' অতি বড় বিস্ময়ে তাঁর মা প্রথমটা কথা কইতে পারেন না। পুত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠের জিজ্ঞাসায় উত্তর করেন—'কেন কি হয়েছে?' জীবন বাবু বলেন, 'দেখবে এস, এক ঘট জল হয়ে আছে। কে তোমরা জল ঢেলেছ?' অবাক্ বিস্ময়ে তাঁর মা দেখলেন একঘট জল থই থই হয়ে আছে। অম্‌নি তিনি ছুটে এসে আমায় ডেকে এনে দেখালেন। আমি তো বাকরুদ্ধ স্তম্ভিত। এ কেমন করে হলো! গোবিন্দ আবার কোন কীর্ত্তি করবার মতলব নিয়েছেন। সকলের পরীক্ষক দৃষ্টির সামনেই ঘটের জল যে উপচে পড়ে পড়ে সিংহাসন ভাসিয়ে একটানা স্রোতের মতন হয়েই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘর ভাসিয়ে ছাদ ভরিয়ে দিয়ে চল্লো। সে সময় ঘটের মধ্যের জলটি দেখা গেল যেন ঘূর্ণি ঘোরা জলের মত। এই ভাবে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক ভাবে থাকে। তখনি তখনি লোকের মুখে মুখে সে কথা প্রচার হয়ে বহু লোক দর্শনপ্রার্থী হলো, সে যে কি কাণ্ড কি ভীড়। আজও পর্য্যন্ত হাতিবাগানের অধিবাসীরা সেই অত্যাশ্চর্য দর্শনের কথা বলে আনন্দ পায়।

রাত্রে আমি একাই একটি ঘরে টুকুকে নিয়ে থাকতুম। তখন গরম কাল। স্বামী দেবতা ও ভাসুরপো-রা বাইরে শয়ন করেন। এক রাত্রে অনাথের জল তৃষ্ণা লেগেছে, কমলের ঘরে জল ছিল না, এ ঘরে জল নিতে আসবে ব'লে ঘরের দরজাটা কমল যেমন খুলেছে দেখতে পেলে আমার মুখের সামনে লাল পাড় হলদে রং এর কাপড় পরা বনমালা গলায় সুন্দর একটি বালক দাঁড়িয়ে। মুহুর্ত্তের মধ্যেই মূর্ত্তিটি ওর বিস্মিত দৃষ্টির সামনেই মিলিয়ে গেল। কমল আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সেই হ'তে রাত্রে আর কেউ এ ঘরে আসতো না। ঘরের বায়ুস্তরে মিশ্রিত চন্দন তুলসীর যে পবিত্র সুরভি মাখানো থাকতো ওরা বলে, তাতেই নাকি ওদের বেশী ভয় করতো। সে সময়-গোবিন্দ যেন কল্পতরু রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কত লোকেই যে কত ভাবে তাঁর কৃপা পেলে তা ব'লে শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা যায় না। আধি ব্যাধি ইত্যাদিতে কৃপা পেল, আবার পরমার্থলাভেও ধন্য হ'ল। স্থান বু'ঝে গোবিন্দ অনেকের মধ্যেই তাঁর ঐশী শক্তির সঞ্চারও করে দিলেন। প্রথমতঃ ঐরূপ পারমার্থিক কৃপাকণা লাভে ধন্য হ'য়ে গেল পূর্ব্বোল্লিখিত উপেন ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী মোক্ষদা দেবী। দ্বিতীয় জন হারান চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শশীমুখী দেবী, তৃতীয় মিনার্ভার ম্যানেজার রমেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী কিরণ ঘোষ। তাঁর অপর একটি কৃপাপাত্রী হলেন গ্রে ষ্ট্রীটের ভূতপূর্ব্ব জজ মতিলাল হালদারের এক পুত্রবধূ শ্রীমতী ঊষা। দর্জ্জিপাড়ার ৺রাজকৃষ্ণ মিত্রের পৌত্রবধূ ইন্দুমতী দাসী এবং মতিলাল জজের পৌত্রী লতিকা হালদারের প্রতি বিশেষ ভাবেই তিনি পারমার্থিক শক্তির সঞ্চার করেছিলেন। লীলাময়ের যে অপূর্ব্ব লীলা!

গৃহকর্ম্ম করতে হয় বলে করতুম বটে, মনটি কিন্তু পড়ে থাকতো গোপীদের মতন সেই কদমতলায়, কখন গোবিন্দের কাছে যাব। এই একমাত্র বাসনা ও ভাবনা।

একদিন রান্না শেষ হ'তে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। মনটা বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। মনে মনে কেবলই বলছি, 'হে গোবিন্দ! আমি কখন তোমার ঘরে যাব? আমার যে কাজ আর শেষ হয় না।' এই ব'লে বসে নীরবেই গুমরে গুমরে কাঁদচ্ছি, আর রুটি বেলছি—আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখি না সামনে থেকে কে যেন আমার চাকির উপরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রুটির উপর ময়দার গুঁড়া ছড়িয়ে দিচ্ছে, হাতের কাজ রেখে কতক্ষণ অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম। 'গোবিন্দ! তুমিই কি আমার এই সব তুচ্ছানুতুচ্ছ কাজের সাহায্যও করছো? উঃ এত ভালবাসা! এই অহেতুকী বাৎসল্য প্রেমের অবিরল ঝর্ণাধারা! এর বেগ আমি সইবো কি ক'রে?' যা হোক্ আর একদিনও অমনি রান্না শেষ হতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, আমার প্রাণও যেন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো। সন্ধ্যার মধ্যে ঠাকুর ঘরে না যেতে পারলে আমার পিঠে যেন কে চাবুক মারে। কমলের উপর রাগ হ'লো, গোবিন্দর উপর অভিমান এলো। 'নাঃ আমি আর তোমার ঘরে যাবই না। দু'দিকের টানাটানিতে আর আমি পারি না। যা করতে পাঠিয়েছ তাই করি। এ সময়টিতে আমায় যদি একটু ছেড়ে দেয় তা'হলে আমার এত কষ্ট হয় না। থাক্ মানুষেও বুঝবে না, ঠাকুরেও বুঝবে না, আর আমার ঠাকুর ঘরে গিয়ে কাজ নেই।'

হাতের কাজটি সেরে কমলকে সেদিন খুব বকে ঝকে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে রাগে দুঃখে আমি ঘরের মেঝেয় শুয়ে পড়লুম। রাস্তার গ্যাসের আলো ঘরে এসে পড়েছিল, আলো জ্বালা না থাকলেও ঘর তাই সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় নি, খানিক পরেই দেখি, একটি ছেলে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। দৌড়ানর বেগে তার গলার মোটা সাদা মালাটি দোল খাচ্চে তা দেখা গেল। 'কি রে?' ব'লে সচকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠে বসলুম, কই ঘরে তো কেউ নেই! কে এল? কোথায় গেল, কা'কে দেখলুম? চট্ করে সুইচ টিপলুম, উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কিন্তু কাকেও দেখতে পেলুম না। পাশেই কমলের ঘরে গেলুম, সে ঘরও অন্ধকার, আলো জ্বেলে সেখানেও কাউকেও দেখতে পেলুম না! আমার কাছে বকুনি খেয়ে কমল ছেলে নিয়ে রাগ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে ঘরে এসেছিল রে?' কমল উত্তর করলে, 'কেউই তো আসে নি।'

টুকু উপরে খেলা করছিল, তাকে ডাকলুম, জিজ্ঞাসা করলুম, 'নীচেয় কি তুই ছুটে এসেছিলি?' সে বল্লে, 'আমি তো মা নীচে আসি নি। দুর্গাদাদা পড়া ধরছিলেন, আমিও বসে বসে পড়ছিলুম। কেন মা?' প্রশ্ন করলুম, 'কখন উপরে গিয়েছ?' সে বললে, 'তুমি তো দেখলে ভাত খেয়েই গেলাম।'

'আচ্ছা যাও, তুমি পড়গে' বলে টুকুকে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে মনে মনে ভাবলুম, 'বনমালি! তোমার ঘরে যাই নি বলে বনমালা দুলিয়ে তুমি আমার অভিমান ভাঙ্গাতে ছুটে এসেছ, এত দয়া তোমার? এ দয়া তোমার কোথায় বিলাচ্ছো? ওগো সাথী আমার! এই অপদার্থের উপর এত করুণা কি ক'রে করো? তোমার কি স্থানাস্থান জ্ঞানও নেই?' গোবিন্দের উপরেই অনুযোগ করতে করতে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে ঢুকতেই মা বল্লেন, 'আজ তোমার কি হ'লো, আসনি কেন? আরতি হচ্ছে না, যতবার প্রদীপ জ্বেলে দিচ্ছি নিভে যাচ্ছে। আরতি দাঁড়াতেই পারছে না, ডাক্‌তে যাচ্ছিলুম তুমি এলে, বাবা বাঁচলুম।'

একত্রিশ

গোবিন্দ এমনই আমায় নিয়ে পরিহাস কৌতুক করেই চলেছেন।

একদিন একটা ঘটনা ঘট্‌লো, সর্ব্বদাই শুনতে পেতুম কে যেন আমায় ডাক্‌ছে। মা, মা বলে কে যেন ডাক্‌ছে! চকিত উৎকর্ণ হয়েই যেন সাড়া দেবার জন্য উৎসুক আছি, কে ডাক্‌ছে? কেন ডাক্‌ছে? কোথা থেকে ডাক্‌ছে? মনে এই প্রশ্ন। একদিন দুপুরে পূজা করতে বসেছি, দেখছি একদল মেয়ে পসরা মাথায় করে পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মূর্ত্তিতে আমায় ডাক্‌তে ডাক্‌তে দেখি না তাদের সঙ্গেই চলছেন। ভাবটি ভেঙ্গে গিয়ে একটু ভেবে নিয়েই পূজার আসন ছেড়ে চলে এলুম। গোবিন্দ আমায় এ ভাবে সর্ব্বদা ডাক্‌ছেন আর আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছি! তিনি আমায় তাঁর কাছে যেতে ডাক্‌ছেন আমি সে ডাককে অগ্রাহ্য করছি; আর নয়, না আর নয়; ওগো, তুমি আমায় নিয়ে চল, কোথায় নিয়ে যাবে বল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদর দরজা খুলে বাইরে আসি, দেখি একদল মেয়ে মানুষ বাজারের পসরা মাথায় নিয়ে পথে চলে যাচ্ছে। তবে? এদেরই সঙ্গেই ত আমার কৃষ্ণও আছেন! তক্ষুনি পথে বেরিয়ে পড়লুম ও মন্ত্র সম্মোহিতের মত তাদের সাথে সাথে চলতে আরম্ভ করলুম। কত পথ যে চলেচি তার ঠিকই নেই। কি দেখেছি তাও মনে নেই। হঠাৎ দেখলুম গঙ্গার ধার দিয়ে চলেছি, গঙ্গা যেখানে বাঁক ঘুরেছেন এমন একটা অন্দর জায়গায় ঝাঁকড়া ঝোঁকড়া একটি গাছের নীচে কতজন লোকে ব'সে হরিনাম সংকীর্ত্তন করছেন। আমি তাঁদের কাছে গঙ্গার ধারে ব'সে কি আনন্দই যে অনুভব করছিলুম, তা আমিই জানি। হরিনাম শেষ হলো, একজন আমার হাতে একটি হরিলুটের বাতাসা দিলেন। সকলে উঠে চল্লো, আমিও তাদের সঙ্গে মন্ত্রাবিষ্টের মত চলতে চলতে বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছুলুম। বাড়ীতে এসে দেখি খুব সোর গোল পড়ে গেছে। আমার খোঁজা খুঁজি হচ্ছে। আমি যখন চলে গেছি কেউই তো তা জানে না। সেদিন হতে দরজায় তালা বন্ধ হ'লো। আমার কিন্তু কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই, কাজ কর্ম্ম পূজা সন্ধ্যা সবই করি বটে, কিন্তু কিসের ঘোরে যেন আচ্ছন্ন হয়েই আছি। তখন যেন মনন্ শক্তির ক্রিয়াই হচ্ছে না। কানে শব্দ বাজছে 'মা! মা! 'মা'! ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে ছুটেছি। দরজা চাবি বন্ধ, ঘরের মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে উত্তর দিয়েছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যাই, যাই, যাচ্ছি।' আর একটা তীব্র জ্বালা সে যে কোথায়, শরীরে, প্রাণে, কি মনে তাও জানি না।

এ ভাবে কতদিন যাবার পর একদিন ভাবের মধ্যে গোবিন্দ ডেকে বললেন, 'আমি তোমায় যে রকম ভাবে নিয়ে যাচ্ছি, তুমিও আমায় সেই রকম ভাবে নিয়ে চল।' আমি কেঁদে বল্লুম, 'তুমি আমায় দয়া কর। যা করাবার নিজেই করিয়ে নাও।'

মধুর হাসি হেসে গোবিন্দ বললেন, 'ওরে দয়া তো তোকে করেছি রে!'

সে যে কি মধুর স্বর, সে যে কি মধু, কি মধু, মধুর চাইতেও মধুরতর কেমন করে তা বলবো? পুনশ্চ বল্লেন, 'মনে রেখো বৈরাগ্যের পথই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মার্গ।'

এই দিন হ'তে গোবিন্দ আমায় প্রতিদিনই কথাচ্ছলে কত যে উপদেশ দিতে লাগলেন, সেই সব প্রাণভরা অমৃতময় বাক্যাবলী আমার জীবনের সর্ব্বোত্তম প্রাপ্তি। আমার ইহকালের পরকালের অতুল সম্পদ, বিশ্বের সমুদায় মনিরত্ন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ধন। এখানে উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না, সেই কথাগুলিরই মালা গেঁথে কয়েকজন ভক্ত 'পারিজাত গাথা' পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন।

অকস্মাৎ প্রাণে গভীরতর চিন্তা দেখা দিল, আচ্ছা বৈরাগ্যের পথকে এতখানি প্রশংসা গোবিন্দ করলেন, এর অর্থ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমায় কি তবে তিনি সাংসারিকতা ছেড়ে বৈরাগ্য নিতেই বলছেন? কিন্তু বৈরাগ্য যে কি বস্তু, তা তো আজও ভাল করে জানি না। তবে ত্যাগই যে বৈরাগ্য পথের সোপান, এ তো জানি, তাই সেদিন হ'তে স্থির করলুম প্রথমতঃ আহার সংযম দিয়েই আরম্ভ করবো। গোবিন্দকে সেকথা জানিয়ে সংযমের ব্যবস্থা করলুম।

তখন মাঘ মাস। কাজ কর্ম্ম যথাযথ সম্পন্ন ক'রে দিয়ে আলু ভাতে ও আলো চালের ভাত রান্না শেষে থালা ঢাকা দিয়ে পূজা করতে যেতুম। পূজান্তে বেলা পাঁচটায় একটু নুন দিয়ে তাই খেতুম। দিন রাত্রের মধ্যে ঐ একবারই আহার হ'তো। একদিন গোবিন্দ বললেন, 'লবণ খাবে না।'

সেদিন হ'তে নুন না দিয়েই আলু সিদ্ধ ভাত দিনান্তে অমৃতোপম ভাবে আহার করি। সকল পরিজনরাই ব্যথা পান। আমার কিন্তু কোন কষ্ট হয় না।

একদিন ভাবের মধ্যে দেখছি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর রক্ত কমল সদৃশ হাত খানিতে একফালি রাঙা তরমুজ নিয়ে আমার মুখের কাছে ধরে বলছেন, 'খাও।'

আর একদিন ভাবের মধ্যে দেখছি একমুঠো মিহিদানার মত কি একটা অপূর্ব্ব খাদ্য নিয়ে আমার মুখে তুলে দিচ্ছেন। এই ভাবে ক'দিন দেখতে দেখতে মনে হ'ল, সারাদিনটা এই যে উপবাসে থাকি, তাই কি গোবিন্দ আমার খাবার জন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এত ব্যস্ত হয়েছেন? এত ছোট বিষয় নিয়ে তাঁকে আমি কষ্ট দেব না। সেদিন হ'তে ঠাকুর পূজার প্রসাদী মিষ্টি একটি মুখে দিয়ে একঘটি জল খেয়ে পূজায় বসি। এরপর হতে আমার মুখে গোবিন্দকে আর খাবার তুলে দিতে দেখি নি। গোবিন্দকে সহায়তা করতে দেখে একবার আমার প্রাণে গৈরিক ধারণের স্পৃহা জাগ্রত হ'ল। স্বর্ণালঙ্কার গায়ে কাঁটার মত ফুট্‌তে লাগলো। বেশ-ভূষা যাকে বলে তা' কোন দিনই করিনি। তবে ব্যবহারীক জীবনে যেটুকু প্রয়োজনীয় সেই টুকুন শুধু ছাড়বারও উপায় ছিল না। আজ অন্তরে বাইরে সব দিক হতেই যখন ত্যাগের প্রেরণা এসেছে, তখন গৈরিকের পবিত্র আবরণে আমার অন্তরকে রিক্ত ক'রে দেবার সহায়তা ক'রে, সমস্ত মালিন্যকে দূরীভূত করুক, এটা খুব অসঙ্গত ইচ্ছাতো নয়! চিন্তায়ও যা' কাজেও তাই। গৈরিকে কাপড় রাঙালুম। ছুগাছা শাঁখের শাঁখা হাতে রেখে সোনার চুড়ি হার ইত্যাদি গোবিন্দ চরণে রেখে দিলুম। করযোড়ে বল্লুম 'গোবিন্দ। তুমিই আমার সর্ব্বাভরণ।'

আমার কাজে স্বামী দেবতা কোন দিনই কোন বাধা দেন নি। গৈরিক ধারণেও কোন আপত্তি জানালেন না। তাঁর অসীম দয়া গুণেই আমি দৈবকৃপা লাভ করেছি তা'তে আর সন্দেহ কি? স্বামী দেবতার করুণা না পেলে আমার পক্ষে আধ্যাত্ম মার্গে অগ্রসর হবার কিছুই সম্ভাবনা ছিল না। গৈরিক বস্ত্র আর শঙ্খ ধারণ ও হবিষ্যান্ন ভোজনে প্রাণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি অপূর্ব্ব তৃপ্তি বোধ করতে লাগলুম। মনের সঙ্গে দেহও যেন স্বচ্ছন্দ ও হাল্কা বোধ হ'তে লাগলো। প্রাণের জ্বালা, মনের অস্থিরতা সব কিছু উপদ্রব উপশম পেল।

ভাবে দেখছি গোবিন্দ যেন বলছেন, 'বাইরের দীনতায় কি হবে রে? অন্তরের মধ্যে দীনাতিদীন হও।'

কেঁদে বল্লুম 'প্রভু! অন্তর তো তোমারই হাতে, তার জন্যে আমার আবার ভাবনাটা কি?' এই কথা তাঁকে বল্লুম বটে, তবু অন্তর বাহিরের মালিন্য পরিহারের জন্য যতটুকু যা পারি, তারই চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত রাখলুম। কত দূর কি পারছি তার হিসেব কোথায় পাবো? তবে ও এমন জিনিষ যে এই দিকে চেষ্টা করতে করতেই বুঝতে পারি, প্রাণে যেন কতই নব নব অনুভূতির আনন্দ উথলিত হ'য়ে উঠছে। সপ্তাহে তখন একদিন ক'রে দিবারাত্র মৌনী থাকতুম এবং প্রত্যহ প্রভাত হ'তে পূজা শেষ পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থা। মনোনিরোধের জন্য মৌনী হবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। আমার মনোনিরোধ হ'ত কি না হ'ত, সে সেই মনোময়ই জানেন, মনের অবস্থা আমার তখন তৈল ধারার মতন কৃষ্ণ চিন্তায় একটানা। এটি অনুভবে বুঝতুম অসন, বসন, বাক্য, ব্যবহার, পান, ভোজন এই ষড়বিধ ভোগ্য বস্তু ত্যাগ কৃচ্ছ্র সাধনের অঙ্গীভূত। শাস্ত্রেই নির্দ্দেশ দিয়েছেন নিজ নিজ আসন শয্যা ও বস্ত্রাদি অপর স্পৃষ্ট হবে না, কারণ যে যা ব্যবহার করে তাতে তার মনোবৃত্তির ছাপ পড়ে, এ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণে বর্জ্জনীয়। প্রত্যেক শব্দই ব্রহ্ম, বাক্য মাত্রেই মন্ত্র, অযথা বাক্যব্যয় করা মন্ত্রের অপব্যবহার। বাক্য-সংযমে, মন্ত্রশক্তি লাভে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি হয়। অবশ্য এ কথা ঠিক অপরকে উপদেশাদি দ্বারা তাদের উপকার বা সন্তোষ সাধনে কল্যাণ করা হয় বটে, তবে আত্মশক্তি সর্ব্বাগ্রে বর্দ্ধন করাই তো আবশ্যক। সিদ্ধি ব্যতীত অপরকে দান করা যায় না। সংসার জীবনে অসিদ্ধ গুরুর মন্ত্রকে শাস্ত্রে অরিমন্ত্র বলা হয়েছে। সর্ব্বদাই সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে। কাহারও ক্লেশ উৎপাদনের হেতু না হই, এই বিষয়ে সতত যত্নশীল হতে হবে। দুঃখ দাতাও দুঃখ প্রাপ্তের সহিত সমান ভাবেই দুঃখ ভোগ করে থাকে। আমি কারও উদ্বেগের কারণ না হ'লে কেউ আমাকেও উদ্বিগ্ন করবে না।

গীতায় উক্ত হয়েছে—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

—দ্বাদশ অঃ ১৫ শ্লোক।

ব্যবহার দ্বারাই জগৎ বশীভূত হয়। এর পর আর কি কথা? ইন্দ্রিয় কোন্ ছার পদার্থ, যে তাকে বশীভূত করা যায় না? এই ভাবে নিজের চরিত্র গঠনের জন্য একান্ত আগ্রহ ভরে সচেষ্ট হয়ে রয়েছি এমন সময় ভাবাবেশে একদিন গোবিন্দের প্রত্যাদেশ হ'ল, বল্লেন, 'ধ্যান ধারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি এ সমস্ত কৃপা প্রাপ্তির জন্যই, তোমার মনোবল কি বড্ডই আলগা হয়ে পড়ল ?'

তাই তো ! হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছ প্রভু ! তোমার কৃপা লাভের জন্যেই তো এ সবের প্রয়োজন। তুমি কি আমায় বলছো ভাল করে বল দেখি ? অতুলনা কৃপা পেয়েও আমার এ সব বাতুলের চেষ্টা কেন ? সমস্ত উৎসাহ সরে' গেল, বেদনায় প্রাণ ভরে' উঠল, তাইত আমি এ সব কি করছি, কেন করছি, এই কি বলছ তুমি ? এই বাইরের জঞ্জাল ঘেঁটিয়ে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত না হয়ে সাথী আমার যে হাত খানি তাঁর পদ্মহাতে ধরে নিয়ে এতকাল পথ চলেছেন, সেই হাত খানি শক্ত করে চেপে ধরেই চলে যাই না কেন ?

কেঁদে বল্লুম, 'কি করবো ? কি করলে তোমার মনের মত হবো ? আমার প্রাণের মরুতৃষা মিটে গিয়ে তোমার প্রেমরসে সরস শীতল হয়ে উঠবে ? আমার মনটাকে তুমিই তো এমন করে দিয়েছ। যখন স্থির রাখছো তখন স্থির হচ্ছি, আবার যখন চঞ্চল করে তুলছো তখনই চাঞ্চল্য ভরে বিচলিত হয়ে উঠ্‌ছি। আমি অধ্যাত্ম জগতের কিই বা কতটুকুই বা জানতুম ? জানবার ইচ্ছেও কি কোন দিন প্রাণে আমার জেগেছিল ? তবে এই বামন হয়ে চাঁদ ধরবার ইচ্ছা ও এ রকম আকাঙ্খা আমার মধ্যে এলো কোথা হতে ? তুমিই তো নিত্য নূতন রহস্যের গুণ্ঠণ মোচন করে করে আমার সামনে ধরে দিয়ে আমার হাল্কা মনকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে তুলেছো। তোমার বিশ্বপেটিকায় ভরে ভরে যত নিধিরত্ন লুকিয়ে রেখেছ তুমিই তা খুলে খুলে দেখিয়ে দেখিয়ে আমার মত কাঙালকে তীব্র লোভাতুর করেছ? এখন স্পষ্ট করে বলে দাও আমি কি করি?'

'অনেক কথাই তো বললে, অনেক খেলাই তো খেললে, অনেক রহস্য তো দেখালে, নানা রংএর বিচিত্রতায় চিত্রিত করলে আবার কত বিচিত্র চিত্রে সেজে তুমিও আমায় একেবারেই ভুলিয়ে দিলে, এখন একবার ভাল করে মুখ খুলে বলো আমি কি করবো? অর্জ্জুনের মত মহারথই যখন দিশা খুঁজে পান নি, আমি তো কোন্ ছার! কিন্তু আমি কোন কথা শুনবো না, বলে দাও আমি কোন্ পথটা ধরে নেবো?'

আমার প্রাণের অন্তর্ভেদী ক্রন্দনে বোধ হয় গোবিন্দ বিচলিত হলেন, একদিন বললেন, 'কিছুই বাড়াবাড়ি করতে হবে না, যেমন করছো শান্ত চিত্তে সংসারের কর্ত্তব্য করে যাও, আমার লীলামৃত পান করো, যথাসাধ্য দান করো।'

দয়াময়! ওগো দয়াময়! অভাগা অনাথের প্রতি এত করুণা তোমার? এই জন্যই তুমি অধম তারণ পতিত পাবন। তাই ভক্ত কবি বলেছেন—

আমি শুনেছি হে তৃষা হারী
তুমি দাও তারে প্রেম অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি আপনা হইতে হও আপনার
কেহ নাই যার তুমি আছ তার।'

যাহোক্ অন্যান্য বিষয়ের কঠোরতা কমিয়ে আনলেও আহারটা একভাবেই রইলো। গৈরিক বস্ত্র তখনও রাখলুম।

কিন্তু একটা পরিবর্ত্তন হঠাৎই দেখা দিল; বুঝতে পারলুম গৈরিক ধারণে মনে যে একটা গর্ব্ব-মিশ্রিত আনন্দ জন্মেছিল সে স্থানটিতে লজ্জা মিশ্রিত ধিক্কার এসে উপস্থিত হ'লো। মনে সংশয় দেখা দিল, আমি কি এই গৈরিকের উপযুক্ত? একি দাঁড়কাকের ময়ূর পুচ্ছের মত সাজ নয়? আচ্ছা এর প্রয়োজনই বা কি ছিল? সাথী আমার সাজ সজ্জার অপেক্ষা তো কই করেন না। নিজের অহেতুকী কৃপাগুণেই তো অযাচিত ভাবে ভালবেসেছেন, তবে এ সব বাহ্য আড়ম্বরের চেষ্টা চরিত্র কেন করছি? এ সকলি তো লোক দেখানো, লোক ভোলানো, কোন্ উদ্দেশ্যে এ কাজ করছি? সাথী আমার বৈরাগ্যের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু সে বৈরাগ্য তো অন্তরের ধন। ইহ-পর-জীবনের সমস্ত আসক্তি ত্যাগই তো সেই যথার্থ বৈরাগ্য। গীতায় ভগবান তো ঐ কথাই বলেছেন। অথচ গৈরিক নিজ হ'তে ছাড়তেও মনে কেমন যেন একটা ধাক্কা লাগ্‌ছে; এখন অপেক্ষা করে আছি, দেখি গোবিন্দ কি বলেন?

লোকের সামনে গৈরিকধারণ করে বের হ'তে সঙ্কোচে চিত্ত যখন এতটুকু হয়ে পড়েছে, আবার ছাড়তেও বাধছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সময়ে সহসা একদিন একটি গৈরিকধারিণী ত্রিশূল হাতে ভৈরবী আমাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হলেন ও আমার কাছে কিছু খেতে চেয়ে আসন গ্রহণ করলেন। আমার স্বামী দেবতার খুবই সাধুপ্রীতি। তিনি তাঁকে যত্ন করে দই সন্দেশ এনে দিলেন, ভৈরবীটি তৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে বারবারই ভৈরবী চেয়ে দেখছিলেন, আহার শেষে আমায় বললেন, 'হাঁ রে তুই মায়ের এই প্রিয় ব্যবহার করছিস কোন্ সাহসে? জানিস্ গৈরিক মায়ের বড় আদরের ধন; এর পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা না হ'লে মা কিন্তু ক্ষমা করবেন না। ওরে! সাধু সাজা কি অত সহজ? সাজলেই হয় না। আগে তার আদর নেবার যোগ্য হতে হয়। এই যে গেরুয়া পরেছি, মায়ের আদরে মায়ের কোলে বসে আছি, তাই না? মা আদর করে তাঁর প্রিয় সাজে সাজিয়ে দিয়েছেন। আমি মার কোলে বসে থাকি, শুয়ে থাকি, মার কোলে চড়ে বেড়াই, মার সঙ্গে এক পাতে বসে খাই, আবার কুকুরের সাথেও খাই।'

এই ভাবের কত কথাই যে ভৈরবী গড়গড় করে বলে যেতে লাগলেন তা এখন সব মনেও নেই। বাড়ীশুদ্ধ লোক অবাক হয়ে শুনছে, আমি নীরব নত মুখে এতক্ষণ বসেই ছিলুম, এই সব সাধুদের আমি মনে মনে একটু ভয় করি। সেবার একটি সাধু আমায় প্রণাম করবার ছলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্টটি স্পর্শে শক্তি হরণ করে নেওয়ায় আমি কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছিলুম। আমার মহৎ ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। এ জন্য স্থির হয়ে বসে লাঞ্ছনা ভোগ করছিলুম, কিন্তু যেই শুনলুম, মা ওকে অত ভালবাসেন আর ও ভাবছে আমায় কিছুই ভালবাসেন না, অমনি আর সহ্য হ'ল না, অহঙ্কার ভেতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সতেজে বলে উঠলুম, 'মা'র বুকে বুকে যখন থাকো, তখন মা'র সব কথাই তো জান? বলো তো, বাবার বুকে মা দাঁড়িয়ে কেন? আর দক্ষিণা কালীই বা উনি হলেন কি জন্য?'

তিনি বললেন, 'এ সব কথা আমরা গৃহীকে বলি না।'

ঘোর উত্তেজিত হ'য়ে বললুম, 'গৃহীরাই তো সাধু হয়, ব্রহ্মচারী গৃহী হ'য়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন দ্বারা জ্ঞান লাভের পর পরিশেষে সাধু হবে এই তো আশ্রম ধর্ম্ম। গৃহীদের অজ্ঞানান্ধকার দূর তোমরাই তো করবে, তারা তো তোমাদেরই দয়ায় যাত্রাপথ খুঁজে পাবে, তবে 'গৃহীদের বলো না' বললে কেন? এ কথার অর্থ কি তোমায় বলতে হবে। যার ভেদ বুদ্ধি নেই কুকুরে ঠাকুরে সমবুদ্ধি তার কাছে গৃহী বেচারী এতটাই হেয় হলো কি জন্যে?'

এই উদ্ধত ভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমার নাভি মধ্য হ'তে একটা রুদ্ধ বায়ু যেন উপর দিকে ঠেলে উঠ্‌তে লাগলো, সেই বায়ুর সঙ্গে অতি মৃদু স্নিগ্ধ ধ্বনি উত্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'লো সুস্পষ্ট স্বর 'তৃণাদপি সুনীচেন—' এই সাবধান বাণী সুধীরে ধ্বনিত হ'য়ে আমায় যেন বিবশ করে দিলে।

কতক্ষণ আমরা দু'জনেই দু'জনের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলুম। কারো মুখে কথা মাত্র নেই। কতক্ষণ পরে ভৈরবী উঠে নীরবেই চলে গেলেন। আমার ইচ্ছা হ'ল ঔদ্ধত্ব প্রকাশের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, কিন্তু কেন জানি না, পারলুম না। মনের মধ্যেই তোলপাড় করতে লাগলো 'ও মায়ের আদুরী মেয়ে, আর আমি কি মা'র কেউ নয় এই কথা ও আমায় বলতে চায়?' এরই আক্রোশে আমার অন্তর তাকে প্রবল ঈর্ষা বেগে নিষ্ঠুর আক্রমণ করতে ছুটে গেল! ঐটুকু আঘাতও যে অগ্রাহ্য করতে পারলে না সে আবার উচ্চাধিকার চায়! এক মুহুর্ত্তেই বুঝতে পারলুম নিজেকে সকলের হ'তে ছোট ভাবতে না পারলে নিজ অন্তরকে শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা যথার্থ বিরাগী না করতে পারলে, ভজন পূজন আরাধনা যাই করি না কেন কিছুতেই কিছু হবে না। প্রাথমিক পাঠ আয়ত্ত করে উচ্চ সোপানারোহণ করতে যাওয়ার মত অভ্যাস না হলে বিবেক বৈরাগ্য গেরুয়া ঝুলি একান্ত ব্যর্থ। লক্ষ্য রাখার দরকার মনের দিকে সে যেন দণ্ডাহত সাপের মত ফোঁস করে মাথা তুলতে না পারে। মনে পড়লো 'তৃণাদপি সুনীচেন।'

আমাদের পায়ে মাড়ানো দুর্ব্বাগুলির মতই নিজের অহঙ্কারকে নতশির করিয়ে রাখার জন্য তিতিক্ষার প্রয়োজন, পদদলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'লেও, সহসা গভীর বিষাদের সঙ্গেই মনে হ'ল, অমনি ভাবে নত শিরে সব আঘাত সইবে, প্রত্যাঘাত করবে না। এতদিন ধরে তবে আমি কি করলুম? মনের গতি আজও তো কেন্দ্রানুগ হ'লো না! গোবিন্দ! গোবিন্দ! আমায় এমন করে ধাঁধাঁর মধ্যে ফেলে রেখো না, আমায় সত্য-বোধ দাও, অনধিকারী হলেও তোমার শরণাগত হয়ে কাতরে বলছি তোমার প্রদর্শিত পথে যা করলে চলতে পারবো আমায় সেই একটি পথই দেখাও প্রভু!

এমন দিশাহারা অতৃপ্তি ভরা মন নিয়ে কেঁদে কেঁদে দিন কাটে না যেন।

মনের নবজাত আনন্দ মুকুলটি কোথায় যেন ঝরে পড়ে গেল, সঙ্কোচে ও গ্লানিতে মন কান্নায় কান্নায় ভ'রে উঠলো। এত করেও আমার এখনও আত্মসংযম অভ্যস্ত হ'ল না? হায়! আমি বৃথাই মানুষ হলুম। এতদিন ধরে গোবিন্দকে নিয়ে কি তবে ছেলে খেলাই করেছি? যথার্থ করে তাঁকে কি প্রাণের মধ্য থেকে ভালবাসতে পারি নি? সাথীর উপরে নির্ভরও আর যেন এলো না, কেবলই নিজের নির্ব্বুদ্ধিতে নিজের কাছেই নিজে খেলো হয়ে পড়েছি, হা গোবিন্দ! আমি তোমারও হলুম না আবার সংসারেরও হলুম না, তা'হলে আমার কি উপায়?

পূজা বন্দনা পাঠ সংসারের পরিচর্য্যা অথচ পূর্ব্ববৎ চলছে, আর সেই সঙ্গে প্রাণের এই আকুল কান্নাও কেঁদে চলেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন সময় একদিন পূজায় বসেছি গোবিন্দ হঠাৎ বললেন, 'কি আর করবে ? নিজেই সব বুঝে চল।' ও হরি ! এতদিন পরে মুখ খুলে এই বলে দিলে ? 'বুঝে চল।' বুঝতেই যদি পারবো তো তোমায় ডেকে মরছি কিসের জন্য শুনি ? তোমার সন্তোষের জন্যে এত কাণ্ডই বা করবো কেন ?

সাধারণ নরনারীর মধ্যে যে জ্ঞান আছে আমি তা হ'তেও যে অজ্ঞান। ছোট বেলা থেকে আদুরে শিশুর মত তোমার ভালবাসার স্বাদ পেয়ে তোমায় ভালবাসবার জন্যে এই অন্ধ আকুলতা নিয়ে আমায় সাংসারিক জ্ঞানলাভে বঞ্চিত করে একদম বোকা বানিয়ে তুমিই তো রেখেছ ; এখন তুমিও কি আমায় বেকুব বলবে ঠাকুর ? না না এ হ'তে দেবো না। ওসব মতলব ছেড়ে দাও, মীরার মতই আমিও জোর আৰ্জ্জি করছি ;—'ম্যয়রে চাকর রাখো জী !' হ্যাঁ ভৃত্যের মতই আদরে শাসনে তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করতে শিখিয়ে দাও। তোমার সেবার সুখে যেন আত্মহারা হয়ে ডুবে থাকি। আমি নিজে হ'তে আর কিছু করবো না এই তোমায় বলে দিলুম। দেখি তুমি কেমন করে নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পার ? আমার এই একটি কথা।—

আনন্দে আনন্দময় নেহার নয়ন
কালশশী সুধা হাসি অধরে বাঁশরী।
রাধা নামে সাধা বাঁশী আহা মরি মরি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভোর মনে বিভোর প্রাণে আনন্দে
কর সবে হরি গুণ গান ॥

বত্রিশ

এই ভাবে বৎসরের পর বৎসর চলে গেলে একদিন গোবিন্দ বললেন 'গৈরিকের প্রয়োজন নেই, পট্টবস্ত্র ব্যবহার করো।' শোন কথা! এ কথাটি আগে বললেই তো চুকে যেত, কিন্তু তা' না করে এই ভাবে আমায় সকলের মধ্যে একপাক ঘুরিয়ে এনে তবে ছেড়ে দিলেন!

এদিকে হঠাৎ এই সময়ে নবদ্বীপ যাবার দরকার হ'লো। কমলার দেওরের বিয়েতে বেহাই মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা তাঁর বাড়ী যাই, তাই গেলুম। সেখানে অনেক নিন্দা প্রশংসার কষ্টি পাথরে কষামাজা করে তবে ওঁরা আমায় ছেড়ে দিলেন। ফেরবার পর একদিন এক গয়ার সাধুর মুখে দু'টি সৎকথা শোনবার আশায় তাঁর কাছে গেলুম। তিনি গৌরী-বেড়েয় শিষ্য বাড়ী এসেছেন। তাঁর সঙ্গে অনেক কথাই হ'ল, তিনি খুব সন্তোষ হলেন। আমিও তৃপ্তি বোধ করলুম। তাঁর তপোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখলে শ্রদ্ধা হয়। আমার স্বামী দেবতাকে তিনি বললেন, 'বাবা তুমি ভাগ্যবান।'

অতঃপর আমায় বল্লেন, 'মা তুমি আমার শিষ্যা হও, আমার প্রধানা শিষ্যা হবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের নিকটেই দীর্ঘজটাধারী একটি সাধু বসেছিলেন, তাঁকে দেখিয়ে বললেন, 'এই আমার প্রধান শিষ্য, তুমি এলে তোমার স্থান এরও উপরে দেব। আমি আজ উপযুক্ত লোক পেয়েছি।' মহানন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তিনি আবার বললেন, 'কি মা, তুমি রাজী ?'

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফের বললেন, 'চল মা, আমার আসন ঘরে আমার সাধন অবস্থা তোমায় প্রত্যক্ষ করাবো।' এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমি স্বামীর অনুমতির জন্য একটু ইতঃস্তত করে সাধুর পশ্চাৎ তাঁর সাধন ঘরে চলে এলুম। নিজ হাতে আসন পেতে তিনি আমায় বসতে দিয়ে নিজ আসনে বসে বললেন, 'আমার অবস্থা দেখ।' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সোজা হয়ে বসে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে আসনে স্থির হয়ে গেলেন। চোখের দৃষ্টি একেবারে নিশ্চল, যেন সমাধির অবস্থা। পরে সে অবস্থা কাটিয়ে দিয়ে তিনি আমায় বললেন, 'আমার শক্তি প্রত্যক্ষ করলে তো ? এ হ'তেও আমার আরও নানাবিধ ভাব আছে, আমি তোমায় সেই সবের অধিকারী করবো। আমার সকল শক্তি, সাধন, ঐশ্বর্য্য আমি তোমায় দান করব। এই দেখ মা ! আমার সমাধি পরীক্ষার জন্যে শিষ্যেরা আমার সমাধি অবস্থায় আমার অঙ্গে কাটারির আঘাত দিয়ে দেখেছে।'

জানুর উপরের কাপড় তুলে তিনি একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন দেখালেন। অঙ্গের আরও কয়েকটি স্থান দেখিয়ে বললেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শিষ্যেরা আগুনে শিক পুড়িয়ে কি ভাবে আমায় পরীক্ষা করেছে দেখো।'

দেখলুম এবং ভাবলুম আশ্চর্য্য গুরুগিরি বটে! বল্লেন, 'তোমার মনে কি ভাব হচ্ছে মা! উপযুক্ত গুরুর জন্যে তোমার প্রাণে ব্যাকুলতা আসা উচিত, তোমার এখন যে অবস্থা একটি ধরবার মত গুরু হ'লেই সব বিষয়ে আয়ত্ব করতে পার, সিদ্ধিলাভ করতে পার। তোমার আশ্রয়ের দরকার, আর ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কাজ হয়, তাই তোমার আমার এই সাক্ষাৎ, আর দেখ আমার প্রাণে তোমার প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ, প্রবল প্রেরণা বোধ করছি, আমার যা কিছু তোমায় দিয়ে তোমায় ফুটিয়ে তোলবার আকাঙ্খা প্রাণে এসেছে।'

বেলা সাড়ে তিনটা হ'ল—এই সময় কয়েকজন দর্শন প্রার্থী স্ত্রীলোক সেখানে এলেন। আমি এতক্ষণ চুপ করে এক ভাবেই বসেছিলুম, এবারে বললুম, 'আমার দীক্ষা গুরু আছেন, আমি পরিপূর্ণ আশ্রয়েই আছি।'

তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন 'তোমার গুরু কে?

উত্তরে বললুম 'আমার গুরুপাট্ সুদপুর।' সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কোথায়?'

কি জানি কেন সেসময় আমার শরীরটা বেশ যেন একটু গরম হ'য়ে উঠ্‌লো বলে ফেল্লুম, 'আমার গুরু সর্ব্বত্রই আছেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলেন' সর্ব্বত্রই ? তবে সব সময় তাঁকে তুমি দেখ্‌তে পাও ?'

উত্তর দিলুম 'দরকার হলেই দেখ্‌তে পাই।' উনি একটু বিস্মিত ভাবে বললেন, 'উপদেশ করেন ?'

আমি বল্লুম তিনিই তো পথ দেখিয়ে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন।'

তখন বলে বসলেন, তোমার গুরুর হ'তে আমার শক্তি যদি বেশী হয় তাহ'লে তুমি আমায় গুরু করবে ?'

আমি বল্লুম, 'সাধুজী আমার গুরুর শক্তি হ'তে যদি তোমার শক্তি বেশী হয় তবে তুমিই আমায় ঐ স্থানে টেনে আন্‌বে।' এই বলে আমি উঠে পড়লুম। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা যাও, আমার শক্তিই তোমায় টেনে আন্‌বে !

আমি বললুম, 'তুমি জোর করে দেখো, তবে বলে যাচ্ছি আমি আর আসবো না।'

স্বামী দেবতাকে ডেকে নিয়ে চলে এলুম। সাধু মহারাজের প্রধান শিষ্যটি সদর দরজা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এলেন। ঐ সাধু মহারাজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ক্ষিতীশচন্দ্র হালদারের গুরু। সেদিন আমার জন্যে সাধু মহারাজের বিশেষ কষ্ট হয়েছিল। দশটায় গিয়াছিলুম ফিরতে চারটে হয়ে গেল, তাঁরও আহার হ'লো না আমাদেরও সেই দশা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কোন দিন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। একবার তাঁর শিষ্যপুত্রের বিবাহ বাড়ীতে আমাদের উভয়েরই নিমন্ত্রণ হয় কিন্তু আমরা একত্র হতে পারি নি। আমি তাঁকে রূঢ় কথা বলে এসেছিলুম ভেবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ করেছিলুম, তিনিও শিষ্যদের কাছে সর্ব্বদাই আমার সংবাদ নিচ্ছিলেন, সাক্ষাতেরও ইচ্ছা ছিল, অথচ দেখা আর হয় নি।

আর একদিনের কথা, কলকাতায় একজন জ্ঞানী সাধু এসেছেন তাঁর চুঁচুঁড়ায় আশ্রম, বহু বহু শিষ্য সেবক, তিনি শিষ্যবাড়ী এসেছেন, স্বামী দেবতার মুখে খবর পেয়ে তাঁর উপদেশ শুনবার ইচ্ছা হ'ল। তাঁকে ধরলুম একদিন তাঁকে বাড়ীতে আনবার জন্যে। সদাশয় স্বামী তাঁর উপদেশ শোনাতে স্বীকৃত হলেন, কিন্তু গোবিন্দ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সে জহুরী এ জহুরীকে চিনবে না।' কাজেই সেই সাধুর উপদেশ শোনবার আগ্রহ দমন করলুম।

এমনই নানা ভাবের তরঙ্গে উঠা পড়া করতে করতে আর একট প্রবল তরঙ্গের মধ্যে এসে পড়লুম। সে এক উত্তাল তরঙ্গ। রঙ্গপ্রিয় গোবিন্দ আমায় নিয়ে বেশ একটু রঙ্গ দেখালেন।

টুকুকে দু'বছরের নিয়ে হাতিবাগানের বাসায় এসেছি। এখন টুকুর আট বছর বয়েস। কমলের দুটি ছেলে হয়ে এই তৃতীয় বারে তার একটি মেয়ে জন্মেছে—সে তখন আঁতুড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে রাত্রে কমলের মেয়ে জন্মে সেই দিন টুকুর প্রবল জ্বর হয়ে কাশি সর্দ্দি জ্বরে সে অজ্ঞান। আমার জীবনদাতা ধর্ম্মপিতা দেবীপদ বাবুকে ডেকে এনে দেখান হ'তে তিনি বল্লেন 'ডিপ্‌থিরিয়া।' তখনই ইন্‌জেকসন ওষুধ যথাযথ সবই করা হ'ল। ঠাকুরের চরণামৃত সাড়া দিলে না। হাঁপাতে হাঁপাতে টুকু যায় যায় হ'ল। ডাক্তার বাবু বললেন, হাঁসপাতালে নিয়ে যাও।'

অঘ্রাণের প্রথম, সন্ধ্যা হয় হয় টুকুকে নিয়ে তাঁরা হাঁসপাতালে তক্ষুনি চলে গেলেন। আমি গিয়ে ঠাকুরের দুয়ারে বসে রইলুম। কেন রইলুম জানি না। ঠাকুর যে বলেছেন, 'ওদের জন্যে যদি আমায় জানাস্ নিজের জন্যে জানাতে পারবি না।' আমি যে তাই স্বীকার করে নিয়েছি। মন তো মুখকে চেপে রাখছে, মনকে চেপে তুমি রাখ গোবিন্দ আমার!

দশ মিনিটের মধ্যে স্বামী দেবতা এসে বল্লেন, 'তোমায় যেতে হবে হাঁসপাতালে।' জিজ্ঞাসা করলুম, 'টুকু?'

বললেন, 'তাকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে গেছে।'

গাড়ী দাঁড়িয়েছিল; মুখকে চেপে ধরে চরণামৃতটুকু হাতে নিয়ে গাড়ীতে উঠলুম।

হাঁসপাতালে ডিপথিরিয়া রোগীর ঘরে বসে আছি। কতক্ষণ পরে দেখতে পেলুম ষ্ট্রেচারে করে টুকুকে নিয়ে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামী ও দু'জন ডাক্তারও আস্‌ছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টুকুর এলো চুলের সঙ্গে ঘাড়টা ঝুলছে—চোখ তাকিয়ে আছে কিন্তু চোখে যেন দৃষ্টি নেই। দুটি নার্স ডাক্তারের সাহায্যে টুকুকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। একজন ডাক্তার আমায় বললেন, 'আপনি এসে এখানে বসুন রোগীর হাতটি ধরে থাকবেন। গলায় লাগানো নলটি তুলে ফেললে আমরা আর ওকে বাঁচাতে পারবো না।' বিছানায় উঠে টুকুর হাতটি নিয়ে বসলুম, হাতখানি যেন ঠাণ্ডা পাথর ও ভারি।

তারপর প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে বসে থাকা। সে যে কি যন্ত্রণাপ্রদ অবস্থা তা বলে ব্যক্ত করা যায় না। অনেক ব্যাধি দেখেছি, এমন ব্যাধি কখনও দেখি নি। সে যে কি অবস্থা, প্রাণের আকুলতায় কেবলি বলছি, আবার যাকে দেখছি তাকেই বলছি 'কি হবে? কি হবে?'

বোধ হয় তখন তিন দিন হয়ে গেছে ত্রাস-কম্পিত-চিত্তে একই ভাবে 'কি হবে কি হবে' করছি, আর মেয়ের হাতখানি ধরে বসেই আছি। একটি নার্স দিনরাত চেয়ার পেতে পাশে বসে আছে, আর কণ্ঠনালীর শ্লেষ্মা সাফ করছে। সে যে কি তৎপর হাতের সেবা ও কৌশল সে না দেখলে বোঝান যায় না। টুকু চোখ উলটে পড়ে আছে। বসে বসে দেখছি আর মনকে আড়াল দিয়ে প্রাণের মধ্যে আকুল আর্ত্তনাদ উঠছে 'কি হবে? কি হবে?'

রাত্রি তখন কত হবে জানি না, তবে গভীর রাত্রি। সহসা গুরুগম্ভীর সতেজ কণ্ঠে কে যেন বলে উঠ্‌লো, 'কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হবে কি হবে জিজ্ঞাসা করছিস কেন? তোর আত্মশক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।'

সে রবে ঘরটা যেন কেঁপে উঠ্‌লো কি আমিই কেঁপে উঠলুম তা জানি না, কথাটা কে বললে কোথা থেকে বললে? আমারই তো কথা আমায়ই তো বললে, আশ্চর্য্য হয়ে মশারি তুলে দেখলুম ঘরে আর দুটি রোগী ঘুমুচ্ছে, তাদের মশারি ঢাকা। অপর কেউ নেই, কেবল আমাদের শয্যার পাশে বসে পুরুষ নার্স টি নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজ পড়ছে। আমায় মশারি তুলতে দেখেই ছেলেটি সচকিত হয়ে রোগী দেখতে এলো। ঘরে দুটি প্রাণী জেগে, ছেলেটি এত উচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেলে না অথচ আমি শুন্‌তে পেলুম। শুধু তাই নয়, সে রবের প্রতিধ্বনিতে ঘরটি পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো, তবে এ কি হ'ল? গোবিন্দ! গোবিন্দ! এ ক'দিন গোবিন্দকে ডাক্‌তে ভয় হচ্ছিল, যদি মুখ দিয়ে প্রাণের কামনা বেরিয়ে আসে!

বসে বসে এই কথাই ভাবছি, তন্দ্রা এসেছিল কিনা জানি না, যেন স্পষ্টই দেখতে পেলুম, টুকুর শিয়রের দিকে চালচিত্র ঘেরা দশভূজা মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্ত্তের দর্শনে শরীর আমার রোমাঞ্চ হয়ে উঠলো, প্রাণে অভূতপূর্ব্ব বল এলো, বুঝলুম আর ভয় নেই, অভয়া নিজে এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন সকালে টুকু সহজ ভাবেই চোখ মেললে। নার্সেরা যে অল্প অল্প জল খেতে দিচ্ছিল আজ বোধ হ'ল বার্লির জল দিলে।

পাঁচদিনের দিন বিকালে কয়েকজন ডাক্তার এসে মেয়েকে দেখে যেতে লাগলো। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায় পনর কুড়িজন ডাক্তার ও ছাত্র এসে টুকুর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। টুকুর যে কি হয়েছে বুঝলুম না। সে তো বেশ সহজ ভাবেই চেয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে স্বামী এলেন। একজন ডাক্তার তাঁকে নিয়ে বাইরে গেলেন এবং ফিরে এসে আমায় বললেন, 'আপনাকে বিছানা থেকে নামতে হবে।'

আমি কি করবো ভাবছি, স্বামী ও আমায় নামতে বলছেন অথচ টুকু শক্ত করে আমার আঁচল চেপে ধরে আছে, আমি নামতে পারছি না। এমন সময় একটা জমাদারণী এসে আমায় নামাতে এল, আমি ধীরভাবে বল্লুম, 'তুমি সর সর আমি নিজেই যাচ্ছি।' সে শুনলে না, আমায় জোর করে নামিয়ে বারান্দায় এনে চেপে ধরে বসে রইলো। অনেক মিনতি করলুম মুক্তি দিলে না। তখন আমি হাঁসপাতালের বারান্দায় নিরুপায় ভাবে শুয়ে পড়লুম। দাইটা আমায় চেপে ধরে বসে রইলো। আমার তো তখন ভয় ছিল না, অভয়ার অভয় পেয়েছি যে? একটা অস্বস্তি হচ্ছিল মাত্র। ঘরের মধ্যে কি হচ্ছিল জানি না, খাট সরানোর শব্দ শুনতে পেলুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতক্ষণ পরে স্বামী এসে আমায় ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন, দেখি টুকু সেই ভাবেই চেয়ে শুয়ে আছে, ডাক্তাররা চলে গেছেন। স্বামী কিছু পরে চলে গেলেন। টুকুর পাশে বসে সেই ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি হয়েছিল বাবা?' সে বললে, 'শ্বাসনলী কেটে যে অপর নল বসান হয়েছে সেটির যোড়টী খুলে গিয়েছিল, সেটি আবার ঠিক করে দেওয়া হ'ল, খুবই সাংঘাতিক হয়েছিল।'

আটদিনের দিন সকালে টুকুর সর্ব্বাঙ্গে লাল লাল ছড়া ছড়া আমবাতের মত কি বেরুলো। দেখতে দেখতে রাঙা হয়ে সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও চলে গেল। মেয়ের পাশে বসে আছি, কত ডাক্তার এসে দেখে গেল, ডাক্তারদের মুখে উদ্বিগ্নভাব। বেলা এগারটায় হাঁসপাতালের বড় ডাক্তার এলেন, নক্ষত্র বেষ্টিত শশধরের ন্যায় এক দল ডাক্তার বেষ্টিত হয়ে। টুকুকে দেখেই তিনি কি একটা বলে দু'পা পিছিয়ে গেলেন।

ডাক্তাররা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেবীপদ ডাক্তার বাবু এসে আমাকে বল্লেন, 'মা! আমার সঙ্গে চলে এস, বাড়ী পৌঁছে দি।' আমি ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালুম। তিনি বল্লেন, 'সবইতো বুঝতে পারছো মা, অজ্ঞানী তো নও।'

কাতর হয়ে বললুম, 'আমি যাব না বাবা, এখনো তো প্রাণ আছে।' টুকুর জন্ম থেকে যিনি আমাদের সব বিপদে সহায় হয়ে এসেছেন টুকুর জন্যে কাতর হলেও আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবনা তিনিই ভাবছেন। ম্লানমুখ মলিনতর করে তিনি চলে গেলেন। ডাক্তাররা বুঝেছে ওষুধের সাধ্যে আর রক্ষা নেই। আমার কিন্তু ভয় হয় নি, আমি বুঝেছি অভয়া অভয় দিয়েছেন! রাত্রি আটটায় স্বামী এসে বসে আছেন, সেই সময় টুকু চোখ খুলে চাইলে, একটু জ্ঞানের লক্ষণ প্রকট হ'ল। ডাক্তার এসে একটা ইন্‌জেকসন্ করলেন, সমস্ত দিন তিন চারটে ইন্‌জেকসন হয়েছে। পরদিন সকালে তার ভাল ভাবে জ্ঞান হ'ল। চব্বিশ ঘণ্টার পর সে জল খেলে

টুকুকে নিয়ে তিন সপ্তাহ হাঁসপাতালে বাস করে তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। এত শীঘ্র না কি কেউ আরোগ্য হয়ে ফেরে না, একটি ছেলে প্রায় আড়াই মাস আছে। আমার গোবিন্দের কত করুণা! এই নিঃসম্পর্ক স্থানেও তিনি আমায় কত দয়া করেছেন। হাউস সার্জ্জেন যখন জানতে পারলেন আটদিন আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে একভাবে বসে আছি, তখন তিনি নিজে এসে আমায় বল্লেন, 'মা আপনি অনাহারে আছেন কেন? হাঁসপাতালে আহার করতে যদি আপনার রুচি না হয় আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এখানে অনাহারে একদিনও কারও থাকা উচিত নয়। পাশেই কলেরার ঘর আর আপনি আটদিন অনাহারে আছেন।'

তাঁর দয়ায় আমার জন্য সুব্যবস্থা হয়ে গেল। একটা ঘর আমার আহারের সময় খালি পেতুম। বাড়ী থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফল ও গঙ্গাজল নিয়ে লোক আসত। সেই ঘরে দিন রাত্রের মত একবার যা' খেয়ে নিতুম। হাউস সার্জ্জেন প্রত্যেক দিন আমার সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে সাগ্রহে খোঁজ নিতেন। তাঁর দয়ায় ওখানের প্রত্যেকের কাছে যথেষ্ট সাহায্য পেতুম। হেড্ নার্স টি বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। সমস্ত রাত্রি বিছানায় বসে জপে মগ্ন থাকতুম, ঘুম তো ছিল না। তাঁদের কথা স্মরণ করে আমি এখনো কৃতজ্ঞ। ভগবান তাঁদের মঙ্গল করুন।

চক্রধারী চক্রীটি আরও একটু মজা করলেন। তাঁর ইচ্ছাই তো সংসার চক্র; এ চক্রে কখন জীব ঊর্দ্ধে ওঠে কখন নিস্পিষ্ট হয়; এ চক্রের বেড়কে অতিক্রমের সাধ্য কারও নেই! স্বামী দেবতার কর্ম্মটি গেল। চৌদ্দ বৎসর কাল বেরিণী কোম্পাণীর ইন-চার্জ্জ ছিলেন। কোম্পাণীর ব্যবসায় বিপর্য্যয় ঘটলো। প্রতিদিন দু'বেলা আট ডবল ষোলটি পাতা পড়ে, দু'টি শিশুর দুধ চাই। আমরা দু'জন, মেয়ে জামাই, দিদির দুই ছেলে এক মেয়ে, টুকু, কমলের দু'টি ছেলে মেয়ে। দু' এক মাস কষ্ট বুঝতে না পারলেও পরে বেশ বুঝা গেল। সম্বল যা' ছিল মেয়ের অসুখে ও দু' মাসের সংসার খরচে শেষ হয়ে গেল! তারপর যে দিন যা' পান আমার হাতে দেন। কিন্তু এতে কি চলে? ভাসুরপো কালোর হাত দিয়ে নিজের গহনা একটি একটি করে বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছি। কুড়ি বাইশ টাকা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনি সোনার ভরি। বার ষোল ভরি সোনায় আর কতদিন হয়? নিজের জিনিষ বিক্রি করছি তাও কত লুকিয়ে ভয়ে ভয়ে। এ সময় বিজয় (কালো) আমার সহায় ছিল, তার হাত দিয়েই আমি বেচা কেনা করতে পেরেছি। দই মিষ্টি মাছ কমিয়ে দিয়ে সাধারণ ভাবে যে যেমন খায় তাও বাকী থাকে নি। যতটা পেরেছি অসুবিধা কা'কেও বেশী পেতে দিই নি, যা' নেবার নিজেই নিয়েছি। তুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার আরও তু'বার হয়ে গেছে কিন্তু এবারের বেগটা বড় ভীষণ।

আমার বিয়ের কয়মাস পরেই শ্বশুর ঠাকুর আমার স্বামীর আর একটি বিয়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। আমি তখন পিত্রালয়ে, বিবাহের ভয়ে স্বামী দেবতা আগরতলায় আমার পিতার কাছে পালিয়ে যান ও সমস্ত বিষয় জানিয়ে কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করেন। আমার বাবা স্বামী দেবতাকে বলেন 'তুটি স্ত্রীর ভার গ্রহণে যদি তুমি নিজেকে সমর্থ জ্ঞান কর, তাহ'লে তুমি তোমার পিতার খেয়ালের আদেশ পালন করতে পার।'

স্বামী দেবতা তখন আমার বাবার শরণাপন্ন হন ও তাঁর পড়বার ইচ্ছা বাবাকে জানান। বাবারও ইচ্ছা তাই, তবে এল, এ, বি, এ, পড়ে চাকুরীতে কতটা সুবিধে হবে তাও অনিশ্চিত, আর বিলম্বও যথেষ্ট, এই সব নানা কথা ভেবে তিনি জামাতাকে আগরতলায় মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী পড়াতে আরম্ভ করেন। তাঁর একটা সর্ত্ত ছিল, জামাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতার সঙ্গে পত্রাদি ব্যবহার বা আত্মীয়দের সঙ্গে পাঠাবস্থার পাঁচ বৎসরে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবেন না। আমার স্বামী আড়াই বৎসর এই সর্ত্ত রক্ষা করে এসেও একটা ঘটনায় এ সর্ত্ত ভঙ্গ করতে বাধ্য হন। এতে পিতার সংসারে অশান্তি ও অনর্থ উপস্থিত হয়, যাতে তিনি তাঁর জামাতার জন্যে এক পয়সাও খরচ করবেন না বলে সহসা প্রতিজ্ঞা করে বসেন। সেই সময় পরীক্ষার ফিজ জমা দেবার জন্য বাবা টাকা দিলেন না, স্বামী দেবতা কিন্তু পরীক্ষা দেন ও ভাল ভাবে পাশও করেন। কিন্তু সে আমাদের বাড়ীতে থেকে নয়, শ্বশুর জামাতার বচসার পরে জামাতা বাড়ী ছেড়ে বোর্ডিংএ চলে যান। ভাল ছেলে বলে নাম ছিল তাই ডাক্তাররা তাঁকে বিনা মাইনেয় পড়াতে চান। কিন্তু আমার পিতার অমর্য্যাদার জন্যে উপর হ'তে সেটা বোধ হয় মঞ্জুর হয় নি। পরীক্ষা শেষে স্বামী দেবতা একান্ত রিক্ত হস্তেই কলিকাতায় চলে আসেন। তখন আমার মা প্রায় কুড়ি বৎসর বয়স্ক নিঃসম্বল কিশোর জামাইয়ের সঙ্গে মেয়েকে জোর করেই পাঠিয়ে দিলেন। আমারই মাধ্যমে জামাইকে ডাকিয়ে আমায় দিয়েই ব্যবস্থা করলেন। বাবা আমার এ সব কিছুই জানেন না। প্রণাম করে যখন গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি তখনই তিনি জানতে পারলেন, তাঁর আদরের ছুলালী মেয়ে, তার পিতা, খেলার সাথী, বন্ধু, শিক্ষাদাতা, গুরুকে রোগশয্যায় ফেলে রেখে তাঁর বিনানুমতিতে, স্বামীর অনুগামিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হচ্ছে! তাঁর কণ্ঠের অর্দ্ধব্যক্ত আর্ত্তরব তখনই আমার প্রাণে বিদ্ধ হয়েছিল, তার অর্থবোধ করবার শক্তি যদিও তখন আমার মধ্যে ছিল না।

এর অর্থ বোধ হ'ল পদ্মার বুকে বসে। অন্তরের বেদনা পদ্মার জলে নিংড়ে ভাসিয়ে দিয়ে যখন আমরা ছুটি প্রাণী কলকাতায় এসে নিরাশ্রয় হয়ে দাঁড়ালুম তখন যে দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তার মধ্যে সঞ্চয় শুধু আমার সতী মায়ের কল্যাণ হস্তের অভয় স্পর্শ-টুকুই ছিল। যখন দু'বছর পরে পিতা মাতা একসঙ্গে হারা হ'য়ে, স্বামীদেবতার অস্থায়ী চাকরিটি গিয়ে, সাতমাস প্রথম অন্তঃসত্বা অবস্থায় নবদ্বীপে শ্বশুর বাড়ীতে শোকাচ্ছন্ন দুঃখাচ্ছন্ন রোগাচ্ছন্ন অসহায় জীবন যাপন করেছি, সে দুঃখও এখনকার মত গভীর নয়। তখন ছিলুম দু'টি, আর এখন হয়েছি বহু। প্রথম প্রথম শ্বশুর বাড়ীতে ব্যবহার ভাল পেলেও শেষ পর্য্যন্ত তা' থাকে নি। বাড়ী শুদ্ধ সবাই খেয়ে দেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছেন, সেই বাড়ীতে সদ্য প্রসবা আমি ও স্বামী দেবতা দু'টি মুড়ি চিবিয়ে পেট ভ'রে জল খেয়ে দিন কাটিয়েছি। কিন্তু এখন যে হয়েছি বহু, কোন্ কর্ত্তব্যটি পালন করবো আর কোন্‌টিই বা করবো না? ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছি, তার শ্বশুর বাড়ীর আসা যাওয়া, কুটুম্বিতা, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, জামাই, বেহাই তাঁদের সঙ্গে কুটুম্বিতা, আমার স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের আসা যাওয়া লোক লৌকিকতা, তাঁদের মর্য্যাদা রক্ষা, নিজেদের মান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষা, নিজেদের দিনগত পাপক্ষয় করা, আর যেখানে যেমন ব্যবহার—অথচ কপর্দ্দক শূন্য অবস্থা! এদিন যে কি ভাবে গিয়েছে তা যিনি রাত দিনের সাক্ষী একমাত্র তিনিই জানেন, আর যাকে দিয়ে করিয়েছেন সেই জানে।

এমন এক একদিন হ'তো নিজের এক পোয়া আলো-চালের চারটে পয়সা আর একটা খরচে দিয়ে দিয়েছি, অনাহারেই দিন চলে গেছে। বাড়ীর সকলের জিজ্ঞাসায় বলেছি আজ আমার উপবাসের দিন। আমার যে গোবিন্দ আমায় উপবাসে ব্যস্ত ব্যথিত হয়ে আমার মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন, সেই গোবিন্দ কি দেখতে পাচ্ছেন না আমি দিনের পর দিন উপবাসে কাটিয়ে দিচ্ছি? অথচ তিনি তো দিব্যি নির্ব্বিকার! তাতেই তো বুঝতে হবে এ আমার দরকার, এটি তাঁরই ইচ্ছা!

এই সময় আমার বিপদের উপর বিপদ এলো। বড় ভাসুরের (আমার দিদির স্বামীর) মৃত্যু হ'লো। তখন তাঁর সংসারটির ভার নিতে হ'ল। এ অবস্থায় টাকা পাঠিয়ে সাহায্যের সময় নয়, তাই নিজেদের নিকটেই সকলকে আনা গেল।

বড় ভাসুরের তিন পুত্র। গোপাল বড়, মেজ বিজয়, ছোট বিনয়। চার কন্যা—বড়টি বিবাহিতা, মধ্যমটি বিবাহ যোগ্যা, আর দু'টি ছোট, আর দিদি। বড় ছেলেটি টেলিগ্রাফী পড়ছে আমাদের কাছে থেকে। মেজটিকে একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজ শিখতে দিয়েছেন তাতে হাত খরচা তেরটি টাকা পায়, নিজের কাপড় চোপড় হাত খরচা করে, আর মাকে পাঁচ টাকা পাঠায়, ছোটটি দর্জ্জির কাজ শিখছে দু'চার টাকা হাতে পায়। জামাতার গৌহাটীতে চাকুরী যাবার পর মেয়ে জামাইকে নিজের কাছেই এনে রেখেছেন ও একটি ডাক্তারখানায় তহবিল রক্ষার ভার দিয়েছেন, তাতে তিরিশটি টাকা হাতে পান, বসে না থেকে যে ক'টা টাকা হাতে আসে। সংসারে সাহায্য করবার কেউ নেই, অথচ বারটি প্রাণী। আমার জামাই বরাবর মেয়ের হাতে দশটি করে টাকা দিতেন, বলতেন, 'তোমার বাবা কারো কাছে নেন না বটে, তোমার বাবা তোমাকে তোমার ছেলে মেয়েকে খাওয়াতে পারেন, কিন্তু আমার খরচ অন্ততঃ কিছুটা গ্রহণ না করলে আমি এখানে থাকতে পারি না।' ভাইটি কখন কাছে থাকে কখন শ্বশুর বাড়ী যায়, অতিরিক্ত কামাইয়ের জন্য কাজটি গেছে। বৌ বাপের বাড়ীতে আছে, একটি মেয়েও হয়েছে। এই তো সংসারের একদিকের অবস্থা। আর একদিকের অবস্থা গয়লার দাম, কয়লার দাম, ঝিয়ের টাকা, কাপড় কাচার টাকা মাসে মাস ঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে না। পরনের কাপড় দু'খানার বেশী তিনখানি কারও নেই। সব রকমেই চূড়ান্ত! স্বামী দেবতা হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন, তাঁকে সাহস দেওয়া উৎসাহের কথা বলা নিত্য কর্ম্মের মধ্যেই দাঁড়িয়েছে। স্বামী দেবতার কর্ম্মস্থলে কিছু টাকা পাওনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল, কোম্পানী যখন তাও দিলে না, তখন স্বামী দেবব্রতের বন্ধু লোকেরা কোর্টে নালিশ করতে উপদেশ দিলেন। স্বামীকে নিরস্ত করে বললুম, 'তিনশো টাকায় তো যাবজ্জীবন চলবে না, তখন এতদিনের অন্নদাতার বিরুদ্ধে নালিশ করে কি হবে? তোমার ধন হলে কি কেউ না দিয়ে পারতো, ও তোমার নয়।' এ দিকে বাড়ীওয়ালার এক বছরের ভাড়া পাওনা হয়ে গিয়েছে, তাঁরা আর সময় দিতে অপারগ, আর সময় দিলেই বা কোথা হ'তে টাকা আসবে তাঁরাও তা' বুঝে নিয়েছেন। প্রথমে আলো বন্ধ করলেন।

পয়সার বেচা কেনার জগতে পয়সা হীনের যে কোন মর্য্যাদাই থাকে না, তা বেশ ভালভাবেই বোঝা গেল। প্রতিনিয়ত তাগাদায় অস্থির হয়ে গহনা বিক্রি করে ও ঘরের পাখা বিক্রি করে তাদের বাড়ী ভাড়া পরিশোধ করেও আশী টাকা বাকী থেকে যায়।

কিন্তু মানুষ নিমিত্ত মাত্র ভগবানের ইচ্ছাতেই সব পূর্ণ হচ্ছে! জীবনবাবুর তাঁদের ও আমাদের জীবনে একত্র বিজড়িত সেই সব অপূর্ব্ব ঘটনাবলীর স্মৃতির ঈষৎ একটুখানিও কি মনে রইলো না! অম্লান বদনে বাড়ী ছেড়ে যাবার নোটীশ দিয়ে দিলেন! এক মাসের সময় পাওয়া গেল, ভাদ্র মাস এসে পড়ায় আর একটা মাসও সময় মিললো। এইবার আমার গোবিন্দের উপর অভিমান এল। ঐ যে ঠাকুর ঘরে নিজের হৃদয়ের সমস্তটাই উজাড় করে ঢেলে দিয়েছি, নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুকের রক্তে চোখে জল নেমে যে ঘরের মেঝেয় রক্ত রাঙা রূপ নিয়েছে, যে হৃদয়ের আকুলতন্ত্রীর শব্দ ঝঙ্কারে এ স্থলটি ঝঙ্কৃত, সেই স্থানের আমি কেউ নই? আমি ঠিক দিয়েছিলুম এঁদেরও বাড়ী ভাড়া দিতে হবে, আমাদেরও কলকাতায় ভাড়া দিয়ে থাকতে হবে, তখন গোবিন্দের সম্বন্ধে সংবদ্ধ আমাদের সম্পর্কটি চিরদিন অটুটই থাকবে। এখান থেকে এমন ভাবে বিতাড়িত হ'তে হ'ল?

সেদিন হতে যতদিন ছিলুম, ঠাকুর ঘরে যাওয়া ছেড়েই দিলুম। সে যে আমার কি কষ্টের অবস্থা, কি ভাবেই যে দিনঃপাত করেছি, তাকি কেউ বুঝছে না? ঠাকুর ঘরে যেতে দেরী হলে যে গোবিন্দ অস্থির হয়ে আমায় ডাকতে আসতেন, সেই গোবিন্দ আজ কোথায় রইলেন? এত উদাসীন কি করেই বা হ'লেন? কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হ'লো! ভাবতুম গোবিন্দের কাছে না গেলে আমি কিছুতেই বুঝি থাকতে পারবো না, আর তিনিও আমায় ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারবেন না। যত বড় দুঃখই পাই না কেন ঠাকুর ঘরে বসলেই সব জ্বালা তৎক্ষণাৎ জুড়িয়ে যেত, নূতন বলে আবার সংসার সাগরে পাড়ি দিতুম, এখন আমারই এই চরম অবস্থা।

এ দুঃখ প্রকাশের উপায় নেই, এ যেন চোরের মায়ের নীরব কান্না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা কথা বলতে ভুলেছি, এর কিছু দিন আগে কি ভাবে দরজা খুলে চোরে যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়েছিল। একেবারে নিঃসম্বল অবস্থা! কলাপাতা কিনে এনে সকলকে ভাত খেতে দিই, আর একখানি করে পরবার কাপড়, গামছা পরে কাপড় শুকিয়ে নিই।

অভিমান এলো বাটীর গৃহিণী জীবন বাবুর মায়ের উপর। এক ঘণ্টা দেরী করে আমি ঠাকুর ঘরে গেলে মা পুনঃ পুনঃ সংবাদ নিতেন, সেই আমি দু'মাস ঠাকুর ঘরে না গিয়ে আছি। তিনিও আমার অন্তরের ব্যথা বুঝলেন না? আর তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাটাই যে আমি নিজের হৃদয়ে ব্যাকুল আগ্রহে তুলে নিয়েছিলুম।

মনকে অবশ্য কঠিন ভাবেই শাসন করি, বলি, তুমি কি? তুমি এত নীচ? আমার গোবিন্দ যে বলেছেন, 'যে ব্রাহ্মণ সে স্বার্থ খোঁজে না।' গোবিন্দের নির্দ্দেশ দেওয়া পথে চলে যাও, গীতার বাণী মনে করো, 'মা ফলেষু কদাচন।'

যা হোক্ শ্যামপুকুরে বাসা ঠিক হ'লো। কিন্তু পাড়ার বিশিষ্ট লোকেরা আমাদের পাড়া ছেড়ে যেতে দিলেন না। শক্তি বাবু ও দ্বিজেন বাবুর আগ্রহাতিশয্যে ৺হারান চাটুজ্যের পুত্র বরদা চাটুজ্যে তাঁর এই বাড়ীটি আমাদের ভাড়া দিলেন। বাড়ীটি তখন মেরামত হচ্ছে, উঠান ভর্ত্তি চূণ বালি ও রাবিশ। আমাদেরও সংসারটি এসে পড়লো তাতে, চূণ বালি রাবিশের মতই অসহায় এলোমেলো রূপে। উপজীবিকা চাকুরী, টাকা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোনা, রূপা, আলমারি, সেলাই কল, চেয়ার, টেবিল, ফ্যান, সাইকেল, বাসন কোসন গরীবের যা কিছু সম্বল সবই নিয়ে উপেন ভট্টাচার্য্যের বাড়ী এসেছিলুম সে সবই গোবিন্দের ইচ্ছায় এখান থেকেই বিদায় নিয়েছে !

বাড়ীটি যাই হোক, চাটুজ্যে পরিবারের ব্যবহারটী বড়ই হৃদ্য লেগেছিল। আমার অন্তরের ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়েছিল ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাসী ভক্তিমতী বড়মার সঙ্গ। পূর্ব্বেই বলেছি তিনি ৺হারান চাটুজ্যের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধু। বাড়ীতে দুটি ঘর, একটি লম্বা দালান। বড় ঘরটিতে মেয়ে জামাই ছেলে পুলে নিয়ে থাকে। ছোটটিতে আমার ঠাকুর, আর ভাঁড়ার থাকলো। দালানে আমরা আর সকলে শয়ন করতুম। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সবই আমাদের উপর পালা দিয়ে চলেছে, বড় বড় চটের পর্দ্দা তাদের আড়াল দেয়। এদিকে আর কোন উপায় নেই দেখে জামাতা অনাথকে জানালুম, 'বাবা বাড়ীভাড়ার বাইশটি টাকার তোমায় ভার নিতে হবে।' ভাসুরপোদের বল্লুম 'মাসে সাড়ে তিন মন চালের দাম সাড়ে সতর টাকা তোমাদের দিতে হবে!' তারপর আর সব ভার কর্ত্তা বুঝবেন। জামাতা মাসে মাসে বাইশটি টাকা ঠিক দিতে লাগলো, কিন্তু ছেলেরা সব মাসে সমান দিতে পারতো না। দশ বারোটি টাকা দিত। এ দিকে সংসার নিয়ে এল আরও অশান্তি। প্রায় দুটি বৎসর সংসারের পীড়নে যে অশান্তির জ্বালা ভোগ হচ্ছিল সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের দু'টি মানুষেরই। কিন্তু এবারে সে আগুন সারা সংসারেই ছড়িয়ে পড়লো। আমার প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যে সব অভাব অসুবিধা হয় তা' সহ্য করতে এখন আর তারা পারে না। সংসারের কাজের বিশৃঙ্খলাতো আমার যত্নের অভাবে হয় না। তথাপি সংসারে মেয়ে পুরুষদের মধ্যে অশান্তির বিরাম নেই। আমার প্রাণান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও দু'পক্ষের ঠোকাঠুকিতে সংসার টলমল। কতদিন হ'লো গোবিন্দ কথা বলতে ভুলে গিয়েছেন, এই সময়ে হঠাৎ একদিন তিনি বললেন, 'এ বৎসর ব্যবহারের পরিচর্য্যা কর।' এ কথার অর্থ পরিস্কার ভাবে না বুঝলেও মোটামুটি বুঝেছিলুম, এই যে বিপরীত মনোভাব যুক্ত মানুষগুলির মধ্যে বিপ্লব ঘট্‌ছে, আমিও যেন এর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ি। 'সবাই তো আমার,' এই সমতার নীতি গ্রহণ করে যেন চলতে পারি। গুরু গোবিন্দের আদেশ বলে বলীয়ান হয়ে সবই কাটিয়ে চলেছি, যেখানে হাতে ধরা যথেষ্ট, সেখানে পায়ে পর্য্যন্ত ধরেছি। কিন্তু করলে কি হবে? আমি তো কিছুই নই, পুতুল নাচের হাতের পুতুল মাত্র, সেইটি প্রত্যক্ষ করিয়ে আমায় দেখালেন। আরও দেখলুম যে কোন বিষয় বোধগম্য করতে হলে বিপরীত ভাবের দরকার, সমান ভাবে তা হয় না। বুঝলুম আমারই সংযম পরীক্ষার জন্য ৺গোবিন্দের আমার এত তোড়জোড় হচ্ছে। যখন বুঝলুম তখন আমার পরাজয় হয়ে গেছে। এতদিন ধরে মনোনিরোধের সংগ্রাম করে এসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখলুম মদ-মাৎসর্য্যাদি সবই ঠিক নিজস্থানে প্রবল হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। একটু অবসরের অপেক্ষায় ছিল মাত্র! সংগ্রাম চল্লো কতদিন ধরে, পরাজয় হ'ল কিন্তু একটি মুহূর্ত্তে। অভিমান মূর্ত্তিতে অহং বলে উঠ্‌লো, 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর?'

তেত্রিশ

ব্যথা-হত জীবনটাকে আরও একটা প্রচণ্ড আঘাতের মধ্যে গোবিন্দ ঠেলে ফেলে দিলেন। কেবল ধাক্কা, কেবল আঘাত, আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে ভাঙ্গা!

দিদির বিবাহ যোগ্যা মেয়ে কল্যাণীর বিবাহের চিন্তায় স্বামী দেবতা ও দিদি পাগল। স্বামী দেবতার অর্থোপার্জ্জনের জন্য অত্যন্ত শ্রমে ও পুষ্টিকর খাদ্যের অপ্রতুলতায় শরীর ভেঙ্গে পড়লো, কোন ভাল জিনিষ তাঁকে কেউ খাওয়াতে পারত না। দুবেলা দুটি ভাত, একটি যা' কিছু তরকারি মাত্র—এইটুকু উপকরণ।

অনেক চেষ্টার পর বড় জামাতা অনাথের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ স্থির হ'ল বটে, কিন্তু টাকা কোথায়? খরচা সামান্য তো করতেই হবে। আমাদের কাছে তখন সেই আটশ টাকাই অনেক। মেয়েটীকে পাত্রস্থ করবার জন্যে এখন আমি পাগল হয়ে উঠলুম। ভুলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলুম কমলের বড় ছেলের টাইফয়েড, বড় মেয়ের ডবল নিমোনিয়া। উচিত অনুচিত ভুলে গেলুম। মনে চেপে বসলো মেয়েটিকে যে ভাবেই হোক্ পাত্রস্থ করা। এ সুযোগ পরিত্যাগ কিছুতেই করা যায় না। নিজের সব গহনাই তখন শেষ হয়ে গিয়েছে, টুকুর গলার হারটুকু দিয়ে সামান্য টাকা নিয়ে এলুম ও গোবিন্দের ভক্ত হালদারদের কাছে এ জন্য সাহায্য চাইলুম। বাজার দেনাও কিছু রেখে, বাড়ীর সকলে একদিকে আর আমি গোবিন্দকে নিয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে, তবেই কল্যাণীর বিবাহ হ'তে পারলো এবং গরীবের আশার অতিরিক্ত ভাবেই হ'ল।

কমলের ছেলে মেয়ে রোগ শয্যা হ'তে আরোগ্য লাভ করে উঠ্লো। বিবাহের দিন নিজেদের বাড়ীতে কিছু গোলমাল করা হয় নি, কমলের ছেলে মেয়ের তখন এমনই অবস্থা, বাড়ীওয়ালাদের বাড়ীতেই বিবাহ দিয়ে বর-কনে জোড়ে এলে গোবিন্দকে দেখান হ'ল।

বিবাহ তো হয়ে গেল। উত্তেজনার পরেই তীব্র অবসাদ আসে। এতদিনের চিন্তা পরিশ্রম ও শারীরিক অত্যাচারের ফলে, স্বামী দেবতা প্রবল জ্বরে শয্যা নিলেন। সে সঙ্গে বুকের দোষ। যত বড় রোগ ততো বড় তার চিকিৎসা ও পথ্য চাই। পাই কিন্তু কোথায় সে সব? কোথায় পয়সা পাবো? আবার বিনা চিকিৎসায় কি করেই তাঁকে ফেলে রাখবো, যিনি আমার ব্যাধিতে এবং ছেলে মেয়ে ভাই বন্ধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিজনের জন্য শত শত টাকা খরচ করেছেন। হে গোবিন্দ! তিনি কি আজ বিনা ঔষধ পথ্যে মৃত্যুর কবলে প'ড়বেন? না তা কিছুতেই হ'তে পারে না, এর জন্যে যা' দরকার হয় আমায় করতে হবে অথবা যে কোন প্রকারেই হোক্ করবো। জীব জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুকে সাথী করেই সংসারে আসে, মৃত্যুর জন্য ভয় করি না, কিন্তু এ ভাবে মরতে দিতে পারবো না। অনেক দিন তিনি ভাল করে কিছুই খান নি—না খেয়ে চলে যেতে আমি দিতে পারবো না। গোবিন্দ! তুমি এ ব্যথাটি আমার অগ্রাহ্য করো না। একটা টাকাও হাতে নেই, আজকে ওষুধ কি দিয়ে বা আসবে? কি আছে না আছে কেউ তো জানেও না, আর কা'কেই বা বলবো? তাই আমার সখা, সুহৃদ্, বন্ধুকে বলছি। ডাক্তার বাবুর ডাক্তারখানা হ'তে ওষুধ এলো বটে, পথ্য? হঠাৎ ডাক্তার দেবী বাবুর মা, তাঁকে ঠাকুর মা বলি, এসে পাঁচটি টাকা আমায় দিলেন, আর এক বাক্স ভাল বিস্কুট তাঁর খাবার জন্যে সঙ্গে আনলেন। সে যে কি নিধি হাতে পেলুম! পাঁচটি টাকা যে এত মূল্যবান সেই একটি দিনই জীবনে তা' বুঝেছিলুম। ঠাকুরদের পূজার নামে গোটা পঁচিশ টাকা তোলা ছিল, শত অভাবেও যাতে হাত দিতে পারি নি সেটিও নিয়ে নিলুম।

ব্যাধির বেগ প্রবল হ'তে প্রবলতর হয়ে চলেছে, সময়ে সময়ে আমার স্বামী চৈতন্য-হারা হয়ে পড়ছেন, ডাক্তার বাবু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুবই যত্নে তাঁর অকপট বন্ধুর চিকিৎসা করছেন। আমাদের ব্যথার অংশ অন্তর দিয়েই গ্রহণ করছেন। বন্ধু আত্মীয়ে বাড়ী ভরে যাচ্ছে, টেবিলে সারি সারি ফল ওষুধ সাজানো থাকছে কিন্তু কে আজ সে সব খাবে? যেদিন সকাল হ'তে একবারের জন্যেও স্বামী দেবতা চোখ চেয়ে দেখেন নি, অচেতন পড়ে আছেন, জ্বরও চার ডিক্রীর উপর উঠলো সেদিন অনাথ আর কর্ম্মস্থলে গেলেন না, তাঁর কাছেই বেশীর ভাগ সময় রইলেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি দিতে পারলেন না, তাঁর চোখের জলই উত্তর দিলে। বুঝতে সবই পারছি কিন্তু নিরাশ হ'তে পারছি না। অন্তরের বল দৃঢ়তর হয়ে আছে, বাড়ী শুদ্ধ সকলকে আশ্বাস দিয়ে আমিই বেড়াচ্ছি। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাক্তার বাবু এসে স্বামী দেবতার কাছে নীরবে বসে রইলেন, যেন আর কিছুই করবার নেই। আমিও কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যার দীপ দিতে গেলুম। এই সময় স্বামী দেবতা সহসা প্রবল কাশির ধমকে সোজা বিছানায় উঠে বসে তখনই আবার ছিটকে পড়ে গেলেন ডাক্তার বাবু বুকে ষ্টেথিসকোপ দিচ্ছেন এসে দেখলাম সবাই চঞ্চল, কমল টুকু কেঁদে উঠলো আর আমি এসে আছড়ে পড়লুম।

গোবিন্দের চরণে, তখন কোন প্রার্থনা প্রাণে এসেছিল কিনা তা মনে নেই, কিন্তু তখনি আমি গোবিন্দের অপূর্ব্ব কৃপা লাভ করলুম। দেখলুম মা আমার হাস্যোদ্ভাসিত মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আমার হাতে একটা কোন বস্তু তুলে দিলেন।

ঠাকুর ঘর হতে যখন বেরিয়ে এলুম রাত্রি তখন বেশীই বোধ হলো, স্বামী দেবতাকে ঘিরে সকলে বসে আছে। মায়ের প্রদত্ত মহান্ বস্তুটি গঙ্গাজলের সঙ্গে পাথর বাটিতে গুলে নিয়ে স্বামী দেবতাকে ধীরে ধীরে খাইয়ে দিতে লাগলুম। আমার কাণ্ড দেখে সকলেই আড়ষ্ট, তারা যেন চোখ দিয়ে আমায় নিষেধ করছে অর্থাৎ এতটা সাহস করো না।

সে রাত্রে স্বামী দেবতার অবস্থা দেখে বুঝা কিছু যায় নি বটে, কিন্তু ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বেশ সচেতন হলেন, জ্বরও কমে গেল। ডাক্তার বাবু এসে দেখে প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন. আজ কুড়ি বাইশ দিন ধরে তাঁর সদা প্রফুল্ল মুখে কেউ একটু হাসি দেখে নি। আমি এসে ডাক্তার বাবুকে প্রণাম করলুম। তিনি বললেন, 'উপস্থিত কোন ভয় নেই মা?'

আমি তো প্রাণের ভিতর থেকে জেনেইছি আর কোন দিনের জন্মেই ভয় নেই, পূর্ণ পরমায়ু যতদিন ততদিনের জন্মে মা নির্ভাবনা করে দিয়েছেন।

স্বামী দেবতা তো জীবন পেলেন, এখন তাঁর যত্নের প্রয়োজন। আমি এবারে অনাথের হাতে সংসার তুলে দিয়ে স্বামী দেবতার জন্মে ব্যয় ও ঠাকুর সেবার ব্যয় এই তুটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভার মাত্র নিজে নিলুম। একটি সংসারে তিনটি হাঁড়ি হ'লো, গোবিন্দকে নিয়ে দিদি ও আমরা দু'জন একদিকে।

সংসার নদীর স্রোতের গতি এই ভাবেই ধীরে ধীরে বয়ে চললো। পূর্ব্ববর্ণিত ক্রোধবহ্নি বাইরে প্রকাশ পাবার ইন্ধন না পেয়ে 'পর্ব্বতো বহ্নিমান' রূপে অন্তরেই ধূমায়িত হ'তে থাকলো। অবস্থায় ও ব্যবস্থায় সুখী কেউই নয়। এ ইচ্ছা আমাদের দু'টি মানুষের মনেও কোন দিনই ছিল না; কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অধীন যে হতেই হবে। 'সংসারোয়ংঅতীব বিচিত্র।' যাক্ সেই চক্রের মধ্যে ঘুরতে নয়টি মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। আমার জীবনে এই সময় মুনি-জন-প্রার্থিত কত মহাক্ষণ গোবিন্দ বহন করে নিয়ে এলেন!

বড়মার এক আত্মীয়ের প্রতি শিশু বয়েস হতেই মহামায়ার কৃপা প্রকাশ সকলে দেখে আসছেন। সে ছেলেটির আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অবস্থার কথা বড়মার মুখে শুনে শুনে তা'কে দেখবার আগ্রহ হ'লো, বড়মাকে বল্লাম, 'তুমি তা'কে একদিন বাড়ীতে নিয়ে এসো আমি দেখবো'।

বড়মা খুবই আনন্দ করে তাঁর আত্মীয়টিকে আমার ইচ্ছা জানিয়ে আনতে গেলেন, কিন্তু একা ফিরে এসে আমার কাছে কাতর ভাবে কেঁদে পড়লেন। তাঁর কান্নায় আমি বিব্রত হয়ে পরলুম, কাঁদবার কারণ কিছুই বললেন না, কেবলই কান্না। সেই ছেলেটি নাকি আমার প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাচ্ছিল্য জানিয়ে কটুক্তি করে বলেছে 'তোদের মাকে গিয়ে আমার নাম করে বল্‌গে আমি তাঁর মতন অযথা মানুষ নই।'

আমি শুনে একটু হাসলুম। 'সত্যই তো তাই! মিথ্যা তিনি কিছুই তো বলেন নি, তবে তুমি কাঁদছ কেন? কিন্তু একটা বিষয়ে দুঃখ হচ্ছে, আমি সাধু সৎ না হই, আমি তো মা, মায়ের জাতিই তো মা, সেই মর্য্যাদাটার অপব্যবহার তো তাঁর অন্ততঃ করা উচিত হয় নি! দোষ যে আমারই মা! ৺গোবিন্দ আমায় কত ভাবে কত আনন্দ কতই উপদেশ তো দিচ্ছেন, তবু আমি লোকের মুখে দু'টি সৎকথা শুন্‌তে আকুল হয়ে উঠি, সেই দোষের অল্প দণ্ডই তো সে ব্যক্তির মুখ দিয়ে আমায় তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন। এমন কথাও তো গোবিন্দ আমায় বলেছেন, "এদের উপদেশ চন্দ্রের কিরণ পর্য্যন্ত সূর্য্যে পৌঁছায় না। তবুও কাঙালপণা করে ফেল্লি।"

বড়মা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, 'মা তুমি তাকে ক্ষমা করলে তো?'

তাঁকে জবাব দিলুম, 'দোষ তো তাঁর আমি দেখছি না, এতো আমায় দেওয়া গোবিন্দর দান! তথাপি যদি বলি, "মায়ের অমর্য্যাদা করা"—তা আমি যখন মা, তখন তাঁর দোষ কি করে নেবো? গোবিন্দ যে আমায় বলেছেন, "তুমি মা বালক বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবা সবাইকে সমান চোখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখবে।" তোমরাও বলো আমি যেন গোবিন্দের আশীর্ব্বাদের যোগ্যা হতে পারি।'

আমি এতো বলা কওয়াতেও বড়মার প্রাণ কিন্তু বেশ সুস্থ হ'লো না, তাঁর মনে একটা আশঙ্কা লেগেই রইলো। আশ্চর্য্য যে এই আশঙ্কার ফলও অচিরেই ফলে গেল। ছেলেটির সাধন ব্যাপার নিয়ে আত্মীয়দের নিকটে অমর্য্যাদা আর মনোকষ্ট ঘট্‌লো। আর সেটা পেল সে বড়মারই বাড়ীতে বসে। গোবিন্দের এই স্বভাব! উনি সাপ হয়ে কামড়ান আবার রোজা হয়ে ঝাড়েন!

এই ব্যাপারে কিছুদিন পরে একদিন আমি দোতলার ছাদে বসে বড়মার সঙ্গে গল্প করছি, বেলা তখন দু'টা হবে, কমলের বড় ছেলে দৌড়ে এসে আমায় খবর দিলে, 'দিদা, তোমার ঠাকুর পড়ে গেছে জানালা দিয়ে দেখলুম।' মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে আমি ছুটে এসে ঠাকুর ঘর খুলে দেখি ঠাকুরদের চৌকি হতে মা কালীর মূর্ত্তিটি মেঝেয় পড়ে আছেন। মূর্ত্তিটি কালীঘাটের কেনা মুর্ত্তি, অনেক দিন হতেই এই ঘরেই ছিলেন। যখন রোগে বিছানায় পড়ে থাকি সে সময় ব্র্যাকেটের উপর বসান মূর্ত্তিটিতে যখনই চোখ পড়েছে দেখেছি হাসিতে মুখখানি যেন ভরে আছে। দু'টি ঠোঁট যেন বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। চোখের পাতাগুলি যেন ঈষৎ ন'ড়ছে এমনি কত কি দেখি। মনের ভ্রমই হোক্ কি সত্যই হোক্ যে দিন হতে ঠাকুরের পূজার আসন করলুম সে দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'তেই লক্ষ্মী-নারায়ণের পাশে এই মূর্ত্তিটিকেও বসিয়ে দিলুম। সেই ঠাকুর হঠাৎ এই ভাবে পড়ে গেলেন কেন? কষ্ট হ'লো, ভয়ও হ'লো। কাপড় বদলে মাকে তুলে দেখি অক্ষতই আছেন, অতটা উঁচু হতে পড়লেও অঙ্গহানি হয় নি। ভিজা গামছায় মার অঙ্গ মুছিয়ে তাঁর স্থানে তাঁকে বসিয়ে দিলুম। যারা যারা দেখতে এসেছিল তারা সব চলে গেলে বড়মাকে বললুম, 'আমার বড় ভয় হচ্ছে, আজ মঙ্গলবার একাদশী পৌষ মাস, এ ভাবে ঠাকুর পড়ে গেলেন। সেবারে নারায়ণ শীলা স্নান করাতে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে গিয়ে তো তাঁর জীবন নিয়ে টানাটানি আবার এই কি যে হবে?' বড়মার মুখে কোন উত্তর যোগাল না।

পরের সপ্তাহে মঙ্গলবারে দেখা গেল ঐ একই সময়ে আবার মার মূর্ত্তি মেঝেয় পড়ে আছেন। সেবারেও তুলে দেখি অঙ্গহানি ঘটে নি। সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো —জানি না কি হবে?

তারপরের সপ্তাহে সে দিনও একাদশী, মঙ্গলবার, মাঘ মাস পড়েছে, ঐ একই সময়ে ঠাকুর আবার মেঝেয় পড়ে গিয়েছেন দেখা গেল। আজ আর মাকে আমি তুলতে পারলুম না!

অনাথ এসে সেদিন ঠাকুরকে তুল্লে। মাকে যখন মেঝে হ'তে তোলা হ'ল তখন দেখা গেল মেঝেয় খানিকটা স্থান যেন রক্তের মত রাঙা হ'য়ে গিয়েছে। আর মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুখখানিও রাঙা রাঙা, তাতে বিন্দু বিন্দু জলের ছিটে, মনে হচ্ছে মা আমাদের সামনে যেন মুখটি তুলে ধরলেন।

কমল মার মুখে জলের ঝাপটা দিতে যাচ্ছে, তিন চারজন পাখা ধরে বাতাস করছে, অত কষ্টেও মার মুখে হাসিটুকু ঠিক আছে দেখতে পেলুম। অনাথ আমায় ঈঙ্গিতে জানাল, মায়ের দেহটি চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।'

আমরা সকলেই কাতর হয়ে পড়লুম। ভয়ও সকলের মনে যথেষ্ট হ'ল। একি দৈব বিপাক! সন্ধ্যার সময়ে মার দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে পড়লুম। কাতর কণ্ঠে ডেকে বল্লাম, 'বলে দাও মাগো! আমার কোন অপরাধে এমন অঘটন ঘটলো? এখন আমি কি করবো? কি করলে তোমার সন্তোষ হবে? কেন মা তুমি নিজের দেহে এ আঘাত নিলে?' এমনই কত কি পাগলের মত বলে চরণে কেঁদে লুটিয়ে পড়লুম। তখন দয়ার আধার মা জননী আমার আর স্থির থাকতে পারলেন না। একান্ত কাতর দেখে করুণাময়ীর সুপ্ত করুণাধারা বিগলিত হয়ে পড়লো। আদেশ হলো, 'অভয়া কি ভয়ের কারণ হয় রে? এবার শিলা-মূর্ত্তিতে আমায় প্রতিষ্ঠিত কর।'

স্বামী দেবতাকে ৺মায়ের আদেশ জানালুম। তিনি তৎক্ষণাৎ বেড়িয়ে শিলা-মূর্ত্তির দর জেনে এসে বল্লেন, 'কষ্টিপাথরের মায়ের মূর্ত্তি আর শ্বেত পাথরের মহাকালের মূর্ত্তি, পাঁচশত টাকার কমে হ'বে না। তারপর প্রতিষ্ঠার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খরচা এই পাঁচ সাতশ টাকা এক্ষুনি আমি কোথায় পাব? মার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, নিজেই তা পূর্ণ করবেন, আমি নিরুপায়।'

এ কথায় দারুণ মনশ্চাঞ্চল্যের উপর অধিকতর চঞ্চল হয়ে উঠ্লুম। মায়ের শূন্য সিংহাসন যে আমার বুকে প্রতিনিয়ত শেলাঘাত করছে, একমাস হতে চল্লো আমি যে কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছি না। মাগো! ও গো মা! তোমার যে রাজা রাজড়া সব ভক্ত আছে, বলে দে মা আমি কি তাদের কাছে জানাবো?

দিন কতক পরে মার আদেশ হ'লো, 'দানাভিলাষী হ'তে পারি না।' তবে আমি কি উপায় করবো মা? ধন দিলে সবই মিলে, ধন তো দাও নি, ভিক্ষারও অনুমতি নেই, অথচ চোখের উপরে তোমায় না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না মা! তবে আর কি করবো? এস মা আমার! মনঃশিলায় মূর্ত্তি ধরে আমার হৃদয় আসনেই চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকো।

মনে আর কোন চিন্তা নেই, ঐ একটি ভাবনা। কি করলে শিলা মূর্ত্তিতে মাকে প্রতিষ্ঠা করি। যতই হৃৎপদ্মাসনে মাকে চিন্তা করি না কেন বাহ্য মূর্ত্তির অভাব ঘোচে না আমি যে—'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।'

আরও একটি মাস এমনি করেই চলে গেল। আর কি স্থির হয়ে থাকতে পারি? স্বামী দেবতাকে বললুম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ওগো, তুমি আমার মাকে এনে দাও। কুমারটুলীতে গিয়ে মার মূর্ত্তি নিয়ে এসো, চোখে দেখো না, দর করো না, মা আমার যেমনটি ইচ্ছা সেই রকম হয়েই আমার ঘরে আসবেন।'

মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশীর অন্তে ত্রয়োদশী মুহূর্ত্তে মার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। হাতিবাগান গ্রে ষ্ট্রীটের ৺সুবোধ শাস্ত্রী মহাশয় প্রতিষ্ঠা-কার্য্য নির্ব্বাহ করলেন। স্বামী দেবতা পূজার কার্য্য করলেন। মায়ের অঙ্গের আচ্ছাদন বস্ত্র খুলে দিতেই বিস্ময়ে আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে পড়লুম। আহা কি প্রাণ ভুলানো কুমারী মূর্ত্তি। সেই স্নিগ্ধ শ্রী মণ্ডিত অপরূপ মাধুর্য্যের প্রতিমাখানি দর্শনে সকলেই আনন্দিত হলেন, শাস্ত্রী মহাশয় ভক্তি গদ্‌গদ্ স্বরে বল্লেন, 'এই মূর্ত্তির আশাই যেন আমি করছিলাম। আমাদের মায়ের সাধনা এই রকমই।'

মায়ের প্রতিষ্ঠা উৎসবে নিম্নলিখিত পণ্ডিতেরা যোগদান করেছিলেন—

১। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ... হাতিবাগান
২। শ্রীমতিলাল বিদ্যারত্ন ... "
৩। শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী ... বাগবাজার
৪। শ্রীইন্দুভূষণ বিদ্যারত্ন ... "
৫। শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ... রামবাগান
৬। শ্রীদাশরথি স্মৃতিতীর্থ ... জোড়াসাঁকো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

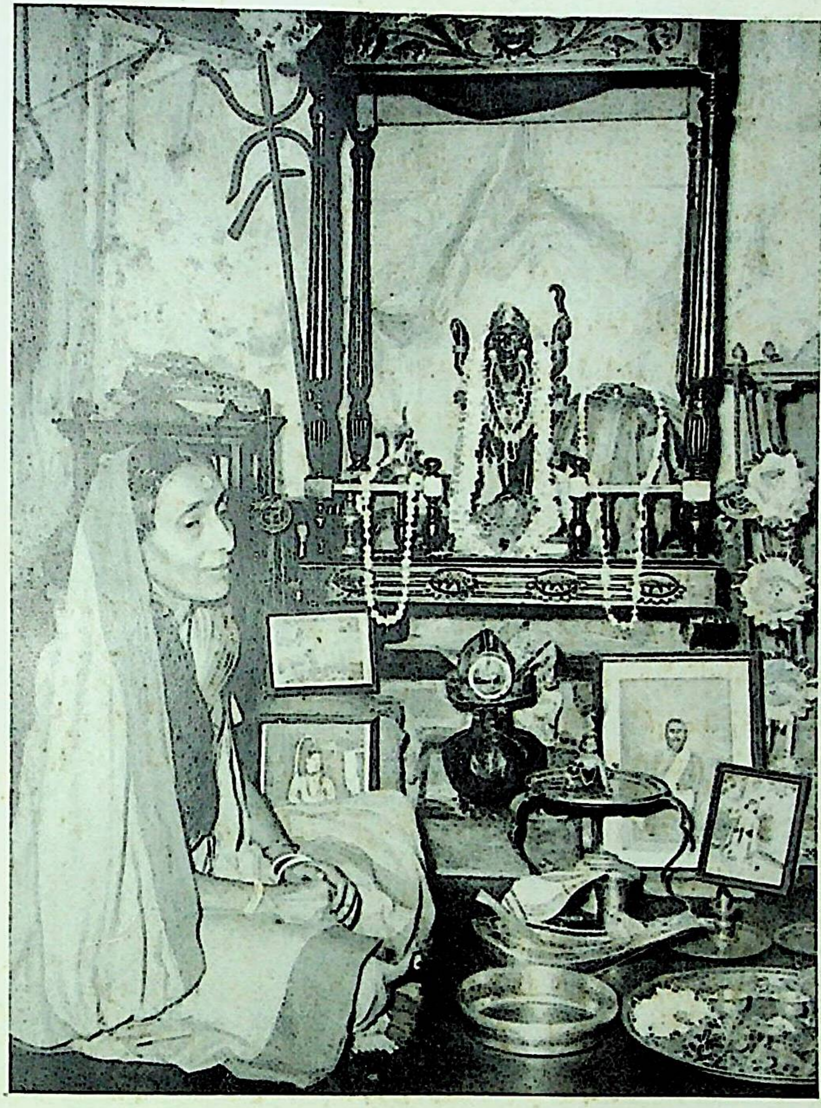

শ্রীশ্রী৺সর্ব্বমঙ্গলামা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭।	শ্রীপঞ্চানন কাব্যতীর্থ	...	বাগবাজার
৮।	শ্রীনৃত্যগোপাল পঞ্চতীর্থ	...	সংস্কৃত কলেজ
৯।	শ্রীঅনাদিনাথ বিদ্যারত্ন	...	মূলাজোড়
১০।	শ্রীপঞ্চানন স্মৃতিতীর্থ	...	সিমলা
১১।	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	..	ডাঁইহাট
১২।	শ্রীঅচিন্ত্যপদ শাস্ত্রী	...	গ্রে ষ্ট্রীট

গরীবের ঘরে ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার আর আয়োজন বেশী কি হবে? শাস্ত্রী মহাশয়ের আদেশ মত পূজা ও দেব প্রতিষ্ঠার যথাশাস্ত্র আয়োজনই হয়েছিল, আর ঐ দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন! উপস্থিত ব্যক্তিরাও যাতে ছু'টি মায়ের প্রসাদ পান তারই সামান্য ব্যবস্থা মাত্র। মা বিশ্ব জননীর ইচ্ছাতেই তো সব। স্বেচ্ছাতেই তিনি এসে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন, আমিতো তুচ্ছ উপলক্ষ্য মাত্র।

এ দিকে খুব হৈ চৈ সমারোহ না থাকলেও পাড়া প্রতিবাসী ও ভক্তদের প্রাণে মহা সমারোহ লেগে গেছে। তা'দের আর আনন্দের অবধি নেই। কি নিধিলাভ তাদের যেন হ'লো, সবাইকার ব্যবহারে এই রকম ভাবটিই ফুটে উঠ্‌ছিল। আর বড়মার সঙ্গে মিলে মায়ের ভক্ত মেয়েরা আনন্দে আজ বালিকাদের মতই হ'য়ে পড়েছে। যাকে দেখছে জড়িয়ে ধরে বুকে নিয়ে বলছে, 'আয় মা তোরা, আমাদের মা এসেছেন, আমাদের মা এসেছেন। আমরা আজ মা পেয়েছি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিটি প্রাণে আজ কি আনন্দেরই নাচন! ছোট ছোট ছেলে মেয়েতে বাড়ী ভরে উঠেছে। তারা সব ঠাকুর দেখতে এসেছে। তারা দল বেঁধে নাচছে, গান করছে, হাততালি দিচ্ছে, নানান্ ধ্বনি তুলে কলরব করছে। আজ তাদেরই বা কি শুভ দিন যে তাদের এত গোলযোগেও কেউ বাধা দিচ্ছে না। ও বাড়ীর মা (অর্থাৎ জীবন বাবুর মা) পূজা দেখছেন আর অবিরল ধারে কাঁদছেন। সে কান্না সুখের কি দুঃখের তা ঐ সর্ব্বান্তর্যামী মা'ই জানেন!

শাস্ত্রী মহাশয়ের উদাত্ত স্বরের চণ্ডী পাঠ ধ্বনিত হয়ে সারা বাড়ীটি যেন গম্ গম্ করছে। সেই সুগভীর পবিত্র ভাব সকল মানুষেরই প্রাণের মধ্যে একটা নূতনতরো পুলকের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। মায়ের শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ও হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে বরাভয় যেন প্রকটিত হয়ে রয়েছে, এতই তা সুস্পষ্ট। আজ আনন্দের হাটে মা আমার আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে সকলকে আনন্দ বিতরণ করছেন। এই আনন্দের মাঝে বেলা দশটা সাড়ে দশটার সময় হাতিবাগানের হালদাররা অর্থাৎ স্বর্গীয় মতিলাল জজের পুত্রেরা দু'টি ঝাঁকায় বাজার নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। একটিতে যাবতীয় তরি তরকারী, অপরটিতে চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, চিনি প্রভৃতি। আমার সামনে রেখে তাঁরা পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন, 'মায়ের ভাল করে ভোগ দিন তো মা!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবাক বিস্ময়ে আমি বলে উঠলুম, 'করেছ কি এ যে অনেক জিনিষ। এতো কি হবে ?'

'এই সবই মায়ের ভোগে দেওয়া হবে।' —'বেশ বেশ, তাই হবে। মার ভোগের প্রসাদ নিতে তোমরা সকলেই কিন্তু এসো। নিজেদের ঘরের এবং আত্মীয়দেরও সব সংবাদ দিও। বলে দিচ্ছি বাবারা এ চিন্তা মনেও এনো না যে এত বেলায় এ সব জিনিষ কি করে কুটে বেছে তৈরী করে, ঠিক সময়ে মায়ের ভোগ সমাধা হবে,—সে ঠিকই হয়ে যাবে।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ভাববার সময় হ'ল না কোথায় এতো গঙ্গাজল পাবো, কোথায় উনান, কোথায় বসেই বা কে এত রাঁধবে ? কেবল মায়েদের মেয়েদের দিকে চেয়ে বল্লুম, 'এ সব তৈরি করে মাকে তোমরা খেতে দাও মায়েরা, মা জননী দয়া করে সকলেরই হাতের থেকে সেবা নেবার জন্যে এই ব্যবস্থা করলেন দেখলে ত ? তাঁর সেবা করে তোমরাও ধন্য হও।'

দালানজোড়া বঁটি পড়লো, উপরের দালানে শীল পড়লো, তোলা উনুন জ্বললো। ব্রাহ্মণের মেয়েরা নিজনিজ বাড়ী হতে গঙ্গাজল বাসন ইত্যাদি নিয়ে এসে তরকারি কুটে রান্না চড়িয়ে দিলেন। অনাবৃত স্থানে অন্নভোগ চড়ানো চললো না। দেড় হাত রান্না ঘরে দিদি আমার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধরে হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত খিচুড়ী পায়েস ব্যঞ্জনাদি রাঁধতে লেগে গেলেন, সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা শেষে ভোগ আরাত্রিক সমাধা হয়ে মহানন্দের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বালক ভোজন আরম্ভ হ'লো।

হাতিবাগানে অধিকাংশই ব্রাহ্মণের বাস। পূর্ব্ব হ'তে সকল ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হয় নি, কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি অশেষ দয়া দেখালেন, আমার আদরের আহ্বান তাঁরা সমাদরেই গ্রহণ করে মায়ের প্রসাদ নিতে উপস্থিত হলেন। ছাদ দালান ভর্ত্তি হয়ে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ ভোজন করছেন, এই ভাবে রাত্রি অনেক হয়ে গেল। কিন্তু দিন রাত্রি জ্ঞান কারও মনে নেই। মায়েরা মেয়েরা যে আমার এত পরিশ্রম করেছেন বাটনা কুটনা করে স্বহস্তে রেঁধেছেন, ৺মাকে খাইয়ে নিজেরাই সমবেত সকলকে পরিবেশন করে খাইয়েছেন, নীচে উপরে ছাদে কলের পুতুল হয়ে ঘুরেছেন এই অর্দ্ধ রাত্রিরেও তাঁদের শরীরে প্রাণে অবসাদ জ্ঞান নেই, কি এক অভিনব আনন্দের শক্তিতে যেন অসীম শক্তিমতি।

বড়মা আমার আনন্দে সেদিন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। মানবী মাকে এনে তাঁর শ্বশুরের বাড়ীতে তিনি স্থান দিয়েছিলেন, সেই মায়ের মা জগজ্জননী আজ তাঁর শ্বশুরের ভিটা উজ্জ্বল করে বসে তাঁদের কুলকে ধন্য করলেন! আর আমি? আমার কথা আর কি বলবো? সে বোঝাবার ভাষা আমার ভাণ্ডারে জমা নেই। মা আমার দুঃখ দেখে করুণা ধারায় বিগলিতা হয়ে আবার নব কলেবরে চিন্ময়ী থেকে মৃন্ময়ী রূপে অধিষ্ঠিতা হয়ে বসলেন। এ যে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশাতীত প্রাপ্তি। মা গো! তোমার আর সবেরই হয়তো কোথাও শেষ থাকলেও থাকতে পারে, শুধু দয়ারই বুঝি শেষ নেই?

"আমিতো তোমারে চাহিনি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ"—যেন কান্ত কবির প্রাণের এই সরল সুন্দর অভিব্যক্তিটি আমারই জীবনে স্ফুরিত হলো।

চৌত্রিশ

এবারে ইচ্ছাময়ী মা আমার নব নব ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। সে ইচ্ছা-বিলাস কখনো আমার অন্তর্জগতে আবার কখনো ভক্তদের মাঝে বহির্জগতে প্রকটিত হ'তে লাগলো। আপনা হতেই হৃদয়ের মধ্যে প্রাণের জ্বালা যন্ত্রণা ঘুচে গিয়ে এক অফুরন্ত আনন্দের স্থির প্রশান্তি অনুভূত হ'তে থাকলো। প্রাণের মধ্যে সংসারের মধ্যে লোকেদের মধ্যে, যে দিকেই চেয়ে দেখি না কেন, সবই যেন মধুমাখা। মনে হ'তো কোথাও যেন পাপ তাপ নেই, দুঃখ বেদনা জটিলতার জ্বালা নেই, মালিন্য, অভাব, ঈর্ষা, বিদ্বেষ কিছুই নেই। সকলেই যেন আমার আপন জন। গভীর সুখে পূজায় ডুবে যেতুম। আবার এক এক সময় একটা ভাব বিহ্বলতায় আত্মভোলাও করে দিত, তাও শুনেছি। যেমন হাতে তুলে খেতে পারতুম না, যেন নিজেকেও ঠিক বুঝতে পারতুম না। সকলের মধ্যে নিজে যেন মিশে গেছি। এমনি একটা অদ্ভুত অপূর্ব্ব অনুভূতি প্রকাশ পেতো। সে যে কি অবস্থা তা আমি কারুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোঝাতে পারব না। সে একটা অফুরন্ত আনন্দের তড়িৎ-স্পর্শ। আমার সমস্ত সত্ত্বা যেন বিশ্বসত্ত্বায় মিলিয়ে যেতো। আবার কখনও নাকি এমনও হয়েছে আমার এ দেহে বসে আমার প্রভু নানা ভাবের লীলা খেলাও করতে ছাড়েন নি। শুনেছি কখন নাকি শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গিমায় বাঁশী ধরার মতন ভাব করে সেই ঠাটে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছি, ভক্তগণ ভক্তি বিহ্বল হয়েছেন। কখনও শ্রীগৌরাঙ্গের বেশে নৃত্য-কীর্ত্তনে ভক্ত প্রাণকে উল্লসিত করবার উপলক্ষ্য হয়ত হয়েছে। শ্রীরাধার ভাবে বিভোর হয়ে কদাচ শ্যামকে খুঁজতে উন্মনা বিহ্বলা হয়ে ঘরে ঘরে বাড়ী বাড়ী আবার পথের মাঝেও বেরিয়ে পড়ে ভক্তদের বিহ্বল করেছি। এ'ও শুনেছি কখনো দু'চার ঘণ্টাই নাকি নিস্তেজ হয়ে পড়ে থেকে হঠাৎ উঠে ফুলের মালায় নিজেকে সাজাচ্ছি আর কেঁদে কেঁদে মিনতি করছি, 'ওগো! একটু দাঁড়াও, এইতো আমি কুঞ্জে যাচ্ছি আর দেরি হবে না।'

এই ভাবে দু'বছরেরও বোধ হয় কিছু বেশীই হবে কেটে গেল। ইচ্ছাময়ী মায়ের আমার এটা সেটা খেতে ইচ্ছে, ওটি এটি পরতে ইচ্ছে তা কথা কয়ে জানিয়ে দিতে ভোলেন না। তা নিজেরও সাধ হয় মাকে নয়, আমার মেয়েটিকে নানা সাজেই সাজাই। কিন্তু পাই কোথায়? মায়ের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে দু'একখানি চেলি ও শান্তিপুরী ডুরে শাড়ী আর রূপার কিছু গহনা। কিন্তু এতে যে মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরে না। মনে খেদ হয় ঐ ছোট্ট মেয়েটির কি আমি এতটুকু সাধও পুরাতে পারবো না? আবার কখনো মহানন্দ ভরে গিয়ে বলি আমি তো মায়ের সেবা করতে পারছি, ইচ্ছাময়ী মা আমারতো ইচ্ছে করেই দরিদ্র কুটীরে এসেছেন, রাজবাড়ীতে তো যান নি।

একদিন দেখি মায়ের একটী কানের রূপার ঝুমকো কানে নেই। তখন সেটা গ্রাহ্য করি নি। দু'চারদিন পরে দেখি অপর কানের ঝুমকোটিও কেটে পড়ে গেছে। মানুষে ব্যবহার করলে যেমন ক্ষয়ে কেটে পড়ে ঠিক তেমনি। কাটা ঝুমকোটি সিংহাসনে খুঁজে পেলুম, আগে যেটি গিয়েছিল সেটি কোথাও খুঁজে পেলুম না। ব্যাপারটি আশ্চর্য্য লাগলো। তাই মাকে জিজ্ঞাসা করলুম। পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটির মত কচি মিষ্টিসুরে আবদারের আধো ভাষায় জবাব দিলেন; 'নাঃ কানে রূপো পরবো না।' সেই ভঙ্গি ভরা মধুর কণ্ঠের স্বরটী মনে হলে আমি আজ সম্মোহিত হয়ে যাই।

আমিও মাকে শাসনের সুরে বলে দিলুম, 'বেশ! কোন্ বাবার ঘরে সোনা রেখেছ এনে পরো।'

মায়ের প্রতিষ্ঠিত হ'বার দিনে প্রতিবৎসরই ভক্তেরা মাকে উপলক্ষ্য করে একটু আনন্দ করেন। দ্বিতীয় বৎসরেই মনে হ'ল তাঁর আবির্ভাব দিনে সন্তানদের মার কাছে এনে দাঁড় করাবো, কিন্তু ভেবে পেলুম না তাঁদের আদরের জন্যে কি ব্যবস্থা করা যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড় মেয়ে কমলা বললে, 'মা তুমি নাম কীর্ত্তন দাও, তাতে মায়েরও আনন্দ হবে সন্তানদেরও হবে।'

তাই ঠিক হলো। কলিকাতার প্রধান কীর্ত্তন-গায়ক ভূপেন বোসের কীর্ত্তন গান হবে। মনটা কিন্তু আমার কেমন এ ব্যবস্থাতে ঠিক সায় দিচ্ছিল না। একটু যেন খুঁত খুঁত করছে।

এমনি মনের অবস্থায় মা একদিন বলে বসলেন, 'অন্নেই জগৎ তুষ্ট।'

'অন্ন মহোৎসব কি করে হবে মা?'

মা বললেন, 'তুমি চুপ করে বসে দেখ না, আমি কি করি।'

চিরদিনই তো দেখছি, সকলেই দেখেছে যে মা আমার কত অভাবণীয় ঘটনাই না দেখাচ্ছেন। তবে আমি অবশ্য চুপ করে বসে দেখি নি, ততো বাধ্য মেয়ে আমি তো মা'র নই!

এ দিকে কলকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী ৺যদুনাথ ঘোষের তৃতীয়া কন্যা ক্ষান্তমণি একদিন মাকে দর্শন করতে এল ও কৌশলী মেয়েটির কৌশলের ফাঁদে তার যেন সঙ্গে সঙ্গে পা দুটি বাঁধা হয়ে গেল। তাই না ভক্ত গেয়েছেন;

'সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।'

ক্ষান্তমণি আসে, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সমস্ত দিকটাই সে যেন লক্ষ্য করে দেখে। ঝাঁটা টেনে বের করে সংসারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজ করতে যায়। বুকের কাপড়ে লুকিয়ে বাজারের এটা ওটা আনে, ফল পাকড় আনে, এমনই কত কি করে, এতে কিন্তু প্রাণে আমার অস্বস্তি হতে থাকে। অথচ তাকে না বলতেও পারি না। বুঝতে পারি সে তাতে বড্ডই আঘাত পাবে।

মায়ের লীলার কথাগুলি সে যেন আকণ্ঠ ভরে পান করে, আমার তো বলেই সুখ, মনে খল কপটতা তো নেই, প্রাণ ভরে সকল কথা সবার মধ্যে বলেই যাই। মায়ের ঐ 'রূপা পরবো না' কথাটিও নানা কথার মধ্যে কখন বলে ফেলেছি হুঁষও নেই। দিন কতক পরে এক জোড়া সোনার কানপাশা নিয়ে এসে ক্ষান্ত বল্লে, 'মাকে পরিয়ে দিন তো মা!'

কিন্তু সে পাশা আমি নিতে পারলুম না। আতঙ্কিত হয়ে বললুম, 'মার আদেশ না পেলে আমি তো ও নিতে পারবো না মা! আমার কোন জিনিষ নেবার আদেশ নেই। তুমি আর কোনদিন কিছু এনো না।' সে বল্লে, 'আপনি মাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি নেহাৎ না পরেন মেয়েদের কাউকে দিয়ে দেবেন।'

কাতর হয়ে বললুম, 'তুমি গহনা নিয়ে যাও, মাকে যা দিতে পারবো না অন্যের জন্যেও তা রাখতে পারবো না।' ক্ষান্তও দুঃখিত হয়ে বল্লে, 'মাকে দেবার জন্যে এনে ফিরিয়ে নেওয়া আমারও অভ্যাস নেই।' বাড়ী যাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় সে অনাথের কাছে পাশাটি রেখে অন্ধকার মুখে ফিরে গেল। আমাকে অবশ্য গোপন করেই সেটা রেখে গেলো। অনাথ সেটি আবার ঠাকুর ঘরে রেখে গেলেন। সেখানেই সেটি পড়ে রইলো, বাক্সটি দেখি আর মনে মনে মাকে সকৌতুকে প্রশ্ন করি, 'কি গো মা! কানে সোনা পরবে নাকি?' কয়দিন হ'য়ে গেল মা কিন্তু কিছুই বলেন না। সবাই বলে মা যখন চুপ করে আছেন সেটাই তাঁর সম্মতি লক্ষণ। মার কথা না পেলে আমি কিন্তু ভরসা করে মাকে সোনা পরাতে পারছি না। অবশেষে মার ইচ্ছার অপেক্ষায় আর ধৈর্য্য রইলো না। নিজের ইচ্ছাই বলবতী হ'লো।

একদিন পাশাটি মায়ের কানে পরিয়ে দিয়ে চুপটি করে মার মুখ চেয়ে বসে রইলুম। দুষ্ট বালক যেমন মার কাছে অন্যায় করে মার সামনে হ'তে আদর বা শাসন না নিয়ে নড়ে না ঠিক সেই রকম আর কি! মা কিন্তু একেবারেই নির্লিপ্ত। মনে স্বস্তি পাই না, মা যদি একটু শাসনও করতেন।

এ ঘটনার কয়দিন পরে লগ্ন (ক্ষান্ত) এসে আনন্দ করে বললে; 'মা কানে ফুল পরেছেন যে।' চেয়ে দেখে দেখে বললে, 'মোটেই ভাল লাগছে না। মাথায় রূপো আর কানে সোনা, একেবারেই বেমানান।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন কতক পরে মায়ের মাথার ডায়মণ্ডকাটা মুকুট ও গলার একছড়া হার নিয়ে এলো। নির্ব্বিচারে সাদরে মাকে পরিয়ে দিলুম তখন আর কোন বাধাই মনে রইল না ;—

'সোনা সাজে নারে মায়ের রাঙা পায়।'

মায়ের অঙ্গে শোভিত হ'লো বেনারসী শাড়ী। এক জোড়া লাল টুক্‌টুকে ও ঘোর নীল রং-এর, সেও এলো। মাকে আমার সাজিয়ে পরিয়ে আনন্দে আমি যে কি হয়ে যাচ্ছি নিজেই তা বুঝতে পারছি না।

লগ্ন এখন পূর্ণোদ্যমে মাকে সাজিয়ে মায়ের ঘরকন্না গোছাতে লেগে পড়েছে। গহনা এলো, কাপড় চোপড় এলো, বাক্স এলো, পূজার ভাল ভাল বাসন, সিংহাসন, ভোগের বাসনপত্র যত কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সমস্তই এসে গেল। গরীবের মায়ের ঘর সংসারে যেন আর দারিদ্র্য রাখতে দিলে না!

এ দিকে আমার প্রাণে কিন্তু একটা ঝড় বইছে! হ্যাঁ মা! আমি এ সব কি এই রকম ভাবেই পেতে চেয়েছিলুম? এই প্রত্যাশাই কি আমার প্রাণের মধ্যে ছিল? প্রথম যেদিন লগ্ন কাশীর একটি সিলভারের ভৃঙ্গার নিয়ে এসেছিল, সেদিন আমি তা নিতে না পারায় সে অপ্রতিভ হয়ে বলেছিল, 'ওঃ, দরকার নেই? আচ্ছা!' আজ তা'র এই সাহস! আমার প্রাণের গোপন প্রত্যাশাই কি তাকে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহস দিলে? কিন্তু না, প্রাণের মধ্যে প্রতি স্থানটি উঁকি মেরে দেখে এ ইচ্ছা যে ছিল, তা খুঁজে পাই না। মা সাজবেন, খাবেন, কোন অভাব অনটনের তাপ তাঁকে না দিই এই ছিল প্রাণের আকাঙ্খা এ ঠিকই, কিন্তু অপরের কাছে নেবার প্রত্যাশা তো কোন দিনই করি নি। কেন মায়ের দয়ার দান কি আমার স্বামী দেবতার হাত দিয়ে আসতে পারতো না? টুকটুকে লাল বেনারসী ও সেই পাশা জোড়াটি প্রাণে যে আনন্দে এনে দিয়েছিল, এখন আর সে তো নেই। এতো সব জিনিষের ভারে প্রাণের ক্ষুব্ধতাই যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে। লগ্নকে নিষেধ করি, বলি, 'এ সব জিনিষ আর এনো না মা, আমার যে বড় কষ্ট হয়, এ রকম করে নেওয়া তো অভ্যাস নেই, তুমি বোঝ না কেন?'

সে উত্তর দেয়, 'মা আমায় নিষেধ করবেন না, মায়ের সেবার যে এ সব জিনিষের দরকার। মাই যে আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমি কোন দিন ঠাকুর দেবতা মানি না, মানুষের মধ্যে দেবতা থাকেন তাই জানি। মানুষেরই সেবা করে আসছি, তাদের মধ্যেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তৃপ্তির আনন্দে ছিলুম, সেবাই আমার জীবনের লক্ষ্য। গুরু দিলেন যোগের ক্রিয়া, প্রকৃতির মধ্যে ফুটে উঠলো সেবা-ধর্ম; সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সেবার জন্যই উন্মুখ হয়ে উঠলো কিন্তু আপনার মা আমার মনকে যে হঠাৎ ঘুরিয়ে দিলেন মা! এ প্রেরণা এ অজানা নূতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদ আমার জন্যে মাই যে দুটি হাত ভ'রে এনে দিয়েছেন, আপনি এতে বাধা দেবেন না মা! আপনার পায়ে পড়ি! চিরদিনই ভাবতুম, কি হয় ঐ পাথরের মা'টিকে নেড়ে চেড়ে, ওতে যে লোকে রাশি রাশি টাকা ঢেলে দেয় কি লাভ হয় তার থেকে? কি তৃপ্তি আনন্দ ওর মধ্যে? বিতৃষ্ণায় কোন দিন ঠাকুর দেখতে ইচ্ছাই করতো না, কোন মন্দিরেই কখন যাই নি। দেশের লোকেদের এই বোকামীর জন্য খুব রাগই হ'তো। রাশি রাশি টাকা তারা এ ভাবে নষ্ট করছে আর সত্যিকারের ঠাকুর দরিদ্রনারায়ণ একগ্রাস অন্নের জন্যে এক ফোঁটা ওষুধের জন্যে রাস্তায় পড়ে অমূল্য জীবন নষ্ট করছে। এই যে দেশের অবস্থা সে দেশে ঠাকুর কোথায়? কিন্তু এখন দেখছি, আছেন—তিনি আছেন! 'সীমার মাঝে অসীম' যিনি তিনিই আজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সকল রূপের পূজাই সার্থক, মূর্ত্তি পূজায় চঞ্চল চিত্ত বরং সব চেয়ে সহজেই বশীভূত হয়ে পরম পরিপূর্ণতা প্রদান করে।'

আবার বল্লে, 'কিন্তু মা, শোন আমার কথাটা। কোন প্রত্যাশা নিয়ে এখানে আসিনি আমি, তবু পেয়েছি, আমায় বলতে দিন বাধা দেবেন না, নূতনতর সেবার আনন্দ আমি যা পেয়েছি তা ছাড়বো না। ঠাকুর তো আপনার আমার সকলকারই। আমার হাতে ঠাকুর সেবা নেবেন নাই বা কেন?'

এত বড় জোরের উপর বাধা দেবার ভাষা মুখে আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগায় না, অথচ প্রাণেও অস্বস্তি। এই অবস্থায় সহসা মা একদিন বল্লেন, 'ওযে কতখানি ব্যথায় ছুটে বেড়াচ্ছে তা যদি জান্‌তিস্ ?' শোন কথা! কাকে কি ভাবে তুমি ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ সে আমি কি করে জানবো মা ?

একদিন পূজায় বসেছি লগ্ন এসে দুয়ারে বসলো। মাকে দেখতে দেখতে এক সময় সে সবিস্ময়ে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ মা, মা কি মাটির তৈরী ?'

আমি পূজা শেষ করে উঠতেই আবার ঐ কথাটা জিজ্ঞাসা করলে। বল্লুম, 'আমি তো মাকে আমার চিন্ময়ী বলেই জানি, মৃন্ময়ী বলতে পারছি না।'

সে উত্তর করলো, 'সে আলাদা কথা! মূৰ্ত্তিটি মাটির তৈরী তো ? কিন্তু আশ্চর্য্য এই কয়মাসের মধ্যে মাকে মাটির ঠাকুর বলে কোনদিনই তো বুঝতে পারি নি! নিকষ কালো পাথরের গড়া মূৰ্ত্তিই তো দেখে এসেছি। আসল দিকেই লক্ষ্য হয় নি, আর এ সব আমি কি করছি! মাকে এবার পাথরের মূৰ্ত্তিতে বসান মা!'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'ও কথা আর বলো না লগ্ন। মা কারো খেলার পুতুল নন।'

এই কথাটি হয়েছিল কাৰ্ত্তিক মাসে, লগ্ন প্রথম আসে আষাঢ়ে রথের দিনে। ঠাকুর সম্বন্ধে আর কোন কথা কোন দিন না বললেও তার আনা দেওয়া সমান ভাবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চললো। স্বামী দেবতা ও বাড়ীর লোক তাতে বিরক্ত হন বুঝে আমি ভয়ে ভয়ে থাকি, অথচ বলবার উপায় নেই। এঁরা ভাবেন গরীবের উপর জুলুম, সে বোঝে তার সেবার আনন্দ!

বোশেখ মাস। একদিন ভাবের মধ্যে দেখছি, মার সিংহাসনে একই ভাবের মায়ের ছুটি মূর্ত্তি, একটি সামনে একটি পিছন দিকে। সহসা সামনের মূর্ত্তিটি পিছনে সরে গেলেন আর পিছনের মূর্ত্তিটি সামনে এগিয়ে দাঁড়ালেন। তখন হ'তে একটা চিন্তা মনে জাগলো এমনটি দেখলুম কেন? এর তাৎপর্য্য কি?

একদিন মা এর মীমাংসা করে দিলেন। বললেন, 'এ মূর্ত্তি আমার পিছনে করো।'

মায়ের ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পারলুম। পেরে স্বামী দেবতাকে জানিয়ে লগ্নকে বল্লুম, 'তোমার সাধনা এত দিনে সিদ্ধ হলো লগ্ন! মা ইচ্ছা জানিয়েছেন নূতন কলেবরে বসবেন।'

আনন্দে অধীর হ'য়ে লগ্ন বললে, 'সত্যই মা আমার আশা পূর্ণ করলেন! মায়ের স্থায়ী মূর্ত্তির যে দরকার।'

এই কথার পরে ছু'মাস চলে গেল। মা একদিন বললেন, 'শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বাদশীটি লক্ষ্য রেখো।' মায়ের এই ইঙ্গিত কিসের? যাহোক্ কচি মেয়ের, খেয়ালী মেয়ের যখন যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছা হয়েছে আর ধৈর্য্য ধরা তো চলে না, এখনই চাই! লগ্ন এলে তাকে বললুম, 'শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বাদশীতে মা নূতন হয়ে বসবেন বলেছেন, তুমি তার কি করছো ?'

লগ্ন চিন্তিত ভাবে বল্লে, 'মূর্ত্তি তো তৈরী হচ্ছে, ভাস্করকে তো এত তাড়াতাড়ির কথা বলা হয় নি। তারপর আরও সব যোগাড় যন্ত্র চাই, পনের যোল দিন তো মোটে আছে, তাই ভাবছি দেখি কি হয় ?'

হেসে বললুম, 'সবই হয়ে গিয়েছে লগ্ন! মার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই সব হয়ে গিয়েছে। এ তুষ্টু মেয়ের তুষ্টুমীর পরিচয় তো পাও নি। এ মেয়ে এই রকমেই খেলা করতে ভালবাসে। সহজ পথে চলতে এ মোটেই জানে না, মানুষকে নিয়েও পাক খাইয়ে খাইয়ে এ বেটীর আনন্দ।'

লগ্নও হেসে ফেলে বলে উঠলো, 'তাই নাকি? তবে আমি চুপ করে বসেই থাকি।'

'চুপ করে বসে থাক্‌তে পারো তো অনেক মজাই দেখবে, কিন্তু দেখো তুমি তাও হতে দেবে না, তাতেও কল ঘুরিয়ে রেখেছে।'

ক্ষান্তমণি ওর আসল নাম হলেও আমি ওকে লগ্ন বলেই ডাকি।

মার অনুগত কয়েকটি মেয়েকে তাদের ভাব মত নাম দিয়েছি। লগ্ন তো এদিকে মাকে আমার শিলামূর্ত্তিতে বসাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুর্ণোদ্যমে লেগে পড়েছে। ঠাকুরের ব্যবস্থাটা ঠিক করে নিয়ে মাকে শিলামূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার সঙ্গে তার মনের যা সাধ তার জন্যও ব্যস্ত হলো। কিন্তু সময়টি বড়ই ভয়ঙ্কর। পছন্দসই জিনিষপত্র সংগ্রহ এদিনে দুস্কর! তার উপরে সরকার থেকে নিয়ম হ'লো পঁচিশ জন লোকের বেশী খাওয়ালে কর্মকর্ত্তার তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা ও জেল হতে পারে। এমনি নিত্য নূতনতর অবস্থার মধ্যে মার আমার নব কলেবরের সখ হ'ল! একটি একটি করে যোগাড় যন্ত্র করছে আর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'হ্যাঁ মা, কি হবে মা!'

ওকে বলছি, 'তোমার আশা পূর্ণ হবে মা!'

প্রতিষ্ঠার আর এক সপ্তাহ বাকি। এখন হতেই কাঙালের ঘরে ধূম লেগেছে, যেখানে যত আত্মীয় আছেন আনানো হয়েছে, ছোট্ট বাড়ী ভিড়ে ভিড়। সামনের বাড়ীতে দু'খানা ঘর তাঁরা দিয়েছেন। আমাদের বাড়ীওয়ালা বরদা চাটুজ্যে তাঁর সব বাড়ীখানিই ব্যবহারের জন্য ছেড়ে রেখেছেন। প্রতিবেশী সকলেই মায়ের কাজে যার যেমন শক্তি আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন। রান্না খাওয়া, লোকজনের আসা যাওয়া, জিনিষ পত্রের আনা নেওয়া, হাসি গল্প কলরব চলেছে। বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন— হাতিবাগানের পণ্ডিত সমাজ, ভক্তরা, বন্ধু-বান্ধবরা, আমাদের ও লগ্নর উভয় পক্ষের আত্মীয়জনেরা সব। কাঙালী ভোজন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের প্রত্যেককে একসরা চাউল, চারটে করে আলু, একটি করে সিকি হাতে দেওয়া। চাউল দুষ্প্রাপ্য বলেই তাদের হাতে চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও সমাদরের ব্যবস্থাও ছিল। আমার আত্মীয়দের প্রত্যেককে ভাল কাপড় দেওয়া হ'ল। তার উপর মায়ের পূজার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। এবার ত বাঞ্ছাকল্পতরু গরীব ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করছেন।

মায়ের একছড়া নূতন সোনার হারের সঙ্গে রূপার বাসন-পত্র এলো, সেই সঙ্গে, রূপার ঘট, রূপার ডাব, আম্রশাখা, ধূপ-দীপদানি সবই আনা হোলো, আবার সেই সঙ্গে আমার জন্যে সোনার গহনা। আমার জন্যে আনীত গহনাগুলি অবশ্য আমি সঙ্গে সঙ্গেই লগ্নকে ফিরিয়ে দিলুম। আদর করে বল্লুম, 'তোমার দেওয়া আভরণে আমি তো সর্ব্বাঙ্গে সেজে রয়েছি, লগ্ন! তাই আমি নিলুম শাঁখা জোড়াটি আর মটকার কাপড়খানি যা আমার দরকার।'

সে হয়ত আমার প্রাণের কথা প্রাণে নিতে পেরেছিল তাই প্রতিবাদ করলো না।

অন্য সকলে আমার এতবড় আহাম্মুকী দেখে আফশোষ করে বলতে লাগলো, 'গহনা ফিরিয়ে দিলে, তোমার ছোট মেয়ের বিয়েতে দিতে পারতে!'

ধারা শ্রাবণে কর্ম বলে সকলের খুব ভয় হ'ল, তাতে ছাদ ঘিরতে দিই নি। সকলকে বলেছি, 'তোমাদের কোন ভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেই, জল হবে না।' এদিকে উৎসব সজ্জায় বাড়ীটি সজ্জিত করা হয়েছে। বাড়ীটির ছু'টি বর্হিদরজা, একটি সৃষ্টিধর দত্ত লেনের উপর আর একটি ক্ষুদিরাম বোস রোডের উপর। প্রথমোল্লিখিত দরজাটিই আমাদের সদর দরজা। ছু'টি দ্বারেই পত্র পুষ্পের তোরণ ও পুষ্প মাল্য আর মঙ্গল ঘটে শোভিত হলো। সমস্ত বাড়ীটি ও সৃষ্টিধর দত্ত গলি পথটি কাগজের মালা পতাকা ও পুষ্প মাল্যে অপরূপ ভাবে সজ্জিত হয়েছিল। একাদশীর বিকেলে এই সুসজ্জিত পথে মঙ্গল ও আনন্দ ধ্বনির মধ্যদিয়ে মা বাবার বিগ্রহ মূর্ত্তি লগ্নর ভাই শ্রীবলাই ঘোষ নিয়ে এলেন। মূর্ত্তি প্রস্তুতকারক ভাস্করটিও সেই সঙ্গে এলো।

মায়ের মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই আনন্দিত। সকলেই বলে 'এ কালী, না, কৃষ্ণ ?' এ মূর্ত্তির গঠন বড়ই সুন্দর, এমনটি সচরাচর বড় একটি দেখা যায় না। ছেলে বুড়ো সবাই এই কথাই বল্লে যে, 'ইনি কৃষ্ণ-কালী।' বাবার বুকে মাকে দাঁড় করাতে কিছুতেই পারা যাচ্ছে না, কেবলি হেলে পড়ছেন। লগ্ন তাই দেখে বললে; 'মাকে ডাক, মা দেখলে বুঝতে পারবেন ঠিক হ'ল কি না।'

ভাস্কর বললে, 'মাকে ডেকে লাভ নেই, মা তো বাঁকাই দেখবেন। তার চাইতে ডাক্তার বাবুকে ডাকুন। মার ছেলে মাকে বুঝে নেবেন। এই মূর্ত্তি গড়তেই আমি মার মহিমা বুঝে নিয়েছি!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীর ভিতরের দালানে ভিয়ান বসেছে, ঠাকুরের দালানে নাড়ু ভাজা হচ্ছে, উপরের দালানে রাশি রাশি তরকারি কাটা চলছে, দুজোড়া শীলে বাটনা বাটা হচ্ছে! উপরের একখানি ঘরে ভাঁড়াব গোছান হয়েছে, লগ ভাঁড়ার নিয়ে বসে আছে। তখনও জিনিষ পত্র আসছে, হিসাব নিকাশ বোঝাপাড়া নিয়েই সে ব্যস্ত আছে। দিদিদের একাদশী ; প্রাতে উঠেই যে ভোগ চড়াবেন তার ব্যবস্থা করে রাখছেন। আমি অধিবাসের দ্রব্যাদি, পূজার সব জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখছি, মেয়ে পুরুষ প্রত্যেকেই কর্মব্যস্ত। এমন সময়ে মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামলো। ঘণ্টা খানেক একটানা জল হয়ে বৃষ্টিটা ধীরে ধীরে থেমে গেল।

আরতি দিয়ে ঠাকুরকে গরম ভাজা নাড়ু খেতে দিলুম। সবাই বলছে, 'আজকের মত জল যদি কাল হয়?' আবার কেউবা বলছে, 'আজকের জল হয়ে পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়েছে। ঝিম্ ঝিম্ জলে যে গুমোট করেছিল এই ঝাড়া জলে সব ঠাণ্ডা করে ধূয়ে দিল।' কেউ বলছে 'মা যে বলেছেন, জল হবে না, জল হ'ল কেন?' এর উত্তরে কেউ বলছে, 'আজকের জলে তো ক্ষতি হয় নি, কাল না হ'লেই হ'ল।' আকাশ ভরা কিন্তু মেঘ রয়েছে। লগ্ন তার নিজের স্থান ছেড়ে আমার কাছে এসে বললে, 'মা গো! আপনি মেরাপ বাঁধতে দেন নি, এখন উপায়?' তাকে বললুম, 'তার জন্যে কোন ভাবনা আমার নেই, যার কর্ম সেই ভাবুক।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'আপনি তো বলে খালাস ভয় নেই, যার মাথায় বোঝা সেই বুঝছে কেমন মজা! কাণ্ড দেখে সবাই বিপাকের ভয়ে অস্থির আর আপনি কি না বল্লেন "ভয় নেই!"

রেগে বকে ঝকে লগ্ন চলে গেল। আমি মায়ের দিকে ঠায় চেয়ে রইলুম।

কৃষ্ণা দ্বাদশীর আলোকোজ্জ্বল প্রভাত যেন বিশ্ব জননীর মুখের হাসি মেখে আনন্দ প্রদীপ্ত হয়েছে। গত রাত্রের বর্ষণে ধূলি-ধৌত সহাস্য প্রকৃতি! সবে মাত্র প্রভাতী কীর্ত্তন শেষ হয়েছে, লগ্ন এসে তার উপবাস শুষ্ক মুখে হাসি ভরে বল্লে, 'মা গো! কি সুন্দর সকালটি! ভারি মিষ্টি লাগছে! আপনি নবত বসাতে দিলেন না, কিন্তু যাই বলুন আজকের মতন সুন্দর ভোরেই সানাইয়ের সুর মানায় মা!'

মনের আবেগে বললুম, 'সানাই যে বাজছে মা! তোমার আমার প্রাণের সুর আজ প্রকৃতির বুকের বীণায় রণিত হয়ে সকলের প্রাণের তারে ধ্বনিত হচ্ছে যে!'

লগ্নর এই সাধটাই পূর্ণ হতে দিই নি, বলেছিলুম, 'মা যখন নিজ মন্দিরে বসবেন, তখন নবত বসিও।' প্রভাতের মিষ্টতায় মন দেবার মত সময় তখন কারো ছিল না। কর্মের তাড়ায় সকলেই ব্যস্ত ত্রস্ত।

রাত্রে একটুক্ষণ মাত্র ঠাকুর ঘরের মধ্যেই আমি শুয়েছিলুম, ভোর না হতেই নিজের কাজ করছি। কিন্তু হ'লে কি হয় সেবারের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দিনের মত অনাবিল আনন্দধারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবারে প্রাণে যেন ক্ষরিত হচ্ছে না। এক একবার ভয়ের চমকও মনের ভেতরে ছুটে আসছে। আমার জীবনে এত বড় কর্ম কখনো এর আগে আর তো আসে নি। মার সব সন্তানদের আদর যত্ন ঠিক ভাবে করতে পারবো কি না, মার কাছে সন্তানরা সম্মান চাহে না আদরটা তো পুরাই চায়। মনে মনে কেবল মাকে ডাকছি, 'এবারে পূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করো। সেবারে অপ্রাপ্তিতে প্রাপ্তির নিগূঢ় আনন্দ এবারে অতিপ্রাপ্তির পরিতৃপ্তি! এই তৃপ্তিটুকুই যেন সকলের প্রাণে উৎসারিত হয়ে ওঠে। আনন্দময়ী মা আমার! নিরানন্দ জগৎ যে আজ একটুখানি আনন্দ চায়!'

এবার সকল আড়ম্বরের মধ্যে পূজার আড়ম্বরটিও সুন্দর ও সুষ্ঠু হয়েছে, দশটার মধ্যেই পূজা বসেছে, সুবোধ শাস্ত্রী চণ্ডীপাঠে বসেছেন, স্বামী দেবতা পূজায় বসেছেন, একজন পণ্ডিত তন্ত্রধারক হয়েছেন। মতিলাল পণ্ডিতের বেদ ধ্বনিতে স্থানটি মুখর হয়েও ধ্যান-স্তব্ধ। আমাকেও পূজার আসনে থাকতে হয়েছিল। একশ আট কলসের ও সর্ব্বতীর্থ জলে মায়ের স্নান অধিবাস শেষে পূজার কার্য্য চলতে লাগলো। এদিকে কুমারী পূজা সধবা পূজা প্রভৃতিও চল্লো। বেদধ্বনির গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরষ্টমের ওঠা পড়ার সঙ্গে সমবেত সকলের হর্ষধ্বনি মিশ্রিত হয়ে এক অপূর্ব্ব সুর লহরীতে পূজা স্থানটি যেন পুণ্য আশ্রমের রূপ পরিগ্রহ করলো। হোমবহ্নির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুউচ্চ শিখা যেন মনে হলো সর্ব্ব দেবতার যজ্ঞভাগ যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে জগতের উপর তাঁদের সকৃপ-আশীর্বাদ ধারা বর্ষণ করছে, সেই দিকে সজল নেত্রে চেয়ে চেয়ে মনে মনে বলছি, 'মাগো! সকলকে আশীর্বাদ করো, সব্বাইকে পূর্ণ করো।'

দৈববাণীর মত এই সময় একটি সতেজ সংশোধনী বাণী আমার কর্ণে ধ্বনিত হয়ে উঠলো, 'বল্ মা দয়া করো।' বসে থেকেই যেন একটু অচেতন ভাব হয়েছিলুম, পূর্ণাহুতি দিতে স্বামীদেবতার ডাকে বিভ্রান্তের মতন উঠে ঘৃত পূর্ণ কুশীখানি চেপে ধরলুম, মায়ের দেওয়া হৃদয়ের অমৃত ধারা, ঘৃতের ধারার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন ধারার হোমবহ্নিতে ক্ষরিত হ'তে লাগলো। কেন? সে মাই জানেন! ভোগ আরতি শেষে শান্তি জল দেওয়া হ'ল, আমার মায়ের সন্তানদের মধ্যে বসে সে সময় মার চরণে মাথা রেখে মাকে জানালুম, 'আজ আমার পরম প্রাপ্তি।'

ব্রাহ্মণ ভোজন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের ভক্ত ছেলেরা সব প্রসাদ ভোজনে বসলেন, এক এক সঙ্গে প্রায় তিনশো লোকের পাতা পড়লো। মায়ের ব্রাহ্মণ ছেলেরা সব পরিবেশন করছেন, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও মায়ের ভোগ সকলের পাতে পাতে দিতে লাগলুম, স্বামী দেবতাও সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। অনাথ ও বিজয় পরিবেশনে আছে। মেয়েদের দিকে বড়মা ও উমা দেখা শোনা কচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার পাঁচ ক্ষেপ ভোজনের পরই সন্ধ্যা হয়ে গেল। পাঁচটা থেকে কাঙ্গালীদের বিদায়ী দেওয়া হচ্ছিল, আমাদের গলি পথটির মধ্যে তাদের একত্র করে গুণেন, গোবিন্দ, তরুণ, বরুণ ইত্যাদি ছেলেরা সুশৃঙ্খলার সঙ্গে আমার হাত দিয়ে তাদের হাতে হাতে দিয়ে বিদায় দিচ্ছিল আবার নূতন লোক ভর্ত্তি করছিল। কিন্তু আমায় সন্ধ্যারতি দিতে আসতে হ'লো। লগ্ন ভাঁড়ার ছেড়ে আসবে না কাজেই স্বামীদেবতা-কেই আবার সে ভারও নিতে হ'লো। সন্ধ্যারতি শেষের সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্ষণের জন্য কীর্ত্তনও মাকে শোনান হ'ল।

কীর্ত্তনের পর আবার প্রসাদ বিতরণ। রাত্রি এগারটারও বেশী, আমি তখন প্রত্যেকের হাতে হাতে মায়ের পূজার চিনি সন্দেশ প্রসাদ দিচ্ছিলুম, ভক্তিভরে তা গ্রহণ করে সকলে বাড়ী ফিরতে লাগলেন। ক্লান্ত হ'য়ে লগ্ন এসে বললে, 'মা আপনার আর কতগুলি লোক বাকি আছে?' বললুম, 'তা তো জানি না মা! প্রসাদের জন্যে যাঁরাই আসবেন তাঁরা যেন ফিরে না যান।'

'ভাল কথা! অনেক আশ্রমে প্রসাদ বিতরণ দেখেছি, এ রকম ব্যাপার কোথাও দেখি নি বাবা!'—লগ্ন হুঙ্কার করে চলে গেল।

একটি কথা বলতে ভুল হয়েছে, মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বাগবাজার নিবাসী, কলকাতায় রসিক সমাজে যিনি বাঘাবাবু নামে বিখ্যাত, উপনিষদ্ বর্ণিত ব্রাহ্মণ বেশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হয়ে মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে উঠে মার সেবিকার চরণেও লুণ্ঠিত হতে অগ্রসর হলেন। আমিও তাঁকে প্রতিপ্রণাম দিয়ে সসম্মানে স্বহস্তে আসন দান করলুম। মায়ের মূর্ত্তি দর্শনে পরম আনন্দিত হ'য়ে তিনি প্রাণ খুলে মায়ের সন্তানদের ভক্তি ও কার্যকুশলতার প্রশংসা করতে লাগলেন ও আমার স্বামীদেবতার সৌভাগ্যের বহুবিধ বর্ণনা জানিয়ে পণ্ডিত সমাজের সহিত প্রসাদ নিতে বসলেন।

সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী অজস্র সাধুবাদ করলেন—পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর কাব্যতীর্থ ও অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী মহাশয় সকলের অগ্রণী ছিলেন।

আশীর্বাদ শুভেচ্ছা আনন্দ ও মধুর ভাবের মধ্যে আজকের দিন আমার জীবনে চির-সমুজ্জ্বল হ'য়ে রইলো!

পঁয়ত্রিশ

৺যদুনাথ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বলাইচাঁদ ঘোষ প্রফেসার এবং নিজেও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি মায়ের সেবার স্থায়ী ব্যবস্থা এবং মন্দির প্রস্তুতের ইচ্ছায় যত্নবান হলেন। লগ্ন পূর্ণ উদ্যমে কলকাতা, কাশীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে জমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খোঁজ করতে লাগলো। কিন্তু ইচ্ছানুরূপ জমি না পাওয়ায় বেহালায় মন্দিরোপযোগী স্থান ঠিক করে আমার ও স্বামী-দেবতার অভিমত জানতে চাইলো।

কিন্তু আমাদের মতে তো হবে না। ইচ্ছা তো মায়ের, মা বলে বসলেন, 'এখনও সময় হয় নি।'

জমি লওয়া চলে না। লগ্ন ও তার ভাইয়ের অন্তরের ইচ্ছা কাজে পরিণত হতে পারলো না। তাঁরা খুবই দুঃখিত হলেন। কিন্তু নিরূপায় যে আমিও নিজে, কত সাধই আমার ছিল, কত না মধুর চিত্র দেখছিলুম, কিন্তু সবই স্থগিত রইলো! বলাইচাঁদ ও লগ্ন মাকে সাজিয়ে খাইয়ে মনের আনন্দ পূর্ণ করতে লাগলেন ও মায়ের সেবক সেবিকার সেবাতেও মনোযোগ রাখলেন।

এবারে দেখছি মায়ের কল্পতরুর লীলা! যে যা' প্রার্থনা নিয়ে আসছে, মা তার সেই বাসনাই পূরণ করছেন।

ব্যাধিগ্রস্তের আরোগ্য, অর্থহীনের অর্থপ্রাপ্তি, বেকারের রোজগারের উপায়, অপুত্রকের পুত্র দান, চক্ষুহীনের চক্ষুলাভ, খঞ্জের চলৎশক্তি, মকর্দ্দমার সুমীমাংসা, রাজদ্বারে দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মোচন, অবিবাহিতের বিবাহ, স্বামীর স্নেহবঞ্চিতা স্ত্রীর দুর্গতি নাশ, আশাপূরণ, এমনই কত অসাধ্য সাধ্য উপায়ে পূর্ণ হ'লো! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী না হলে অতিরঞ্জিত বলে অনেকেরই মনে হয়। প্রত্যক্ষ দর্শনেও বিস্ময়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদর্শনেও বিস্ময় এ এমনই এক অপূর্ব দৈবী খেলা! মায়ের দালানটুকু সর্ব সময়ের জন্যই লোকে পরিপূর্ণ। কত রাজা, জমিদার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, ব্যারিষ্টার পরিবার মা'র দালানে গড়াগড়ি যাচ্ছেন,—তাঁরা সকলেই হতে পারেন স্বার্থ-ভক্ত, নিঃস্বার্থ হয়ত না হতে পারেন, তবু তো নিজ স্বার্থ পূরণার্থ কৃপাময়ীর কৃপা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন! কৃপাময়ী মা আমার নির্বিচারে কৃপাদান করে কল্পতরু হয়ে বসেছেন। এই সময়ে গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন, 'মা এবারে শান্তি দিতে বসেছেন, ব্যথিত, পীড়িত, ক্ষুধিত অসহায় কে কোথা আছ কৃপাময়ীর কৃপাকণা লও, লওরে!'

অপর দিক দিয়ে মায়ের প্রকৃত ভক্ত কয়টি ছেলে মেয়েরও অন্তরের সাধ পূর্ণ হ'লো। এরা অবশ্য সংখ্যায় অল্পই। এরা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, মায়ের কৃপালাভে পূর্ণ মনোরথ হলেন। যে যা' চায় তাকে সেই দান দিয়ে মা এবারে বহু সন্তানের জননী হয়ে বসলেন।

নিত্যই মা'র সংসারে উৎসব লেগে থাকে। কেউ মাকে পূজা দিচ্ছেন, কেউ ভোগ দিচ্ছেন ও সপরিবারে প্রসাদ পাচ্ছেন, কেউ ব্রাহ্মণভোজন করাচ্ছেন। কেউ বা মা'কে ভোগ খাইয়ে ভক্তদের প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন—কেউ বা মায়ের কাছে সাধুভোজন করাতে আসেন। কারও গ্রহশান্তি কামনায় মা'র কাছে শান্তিস্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি হচ্ছে। এরূপ নিত্য নব নব কর্ম! কিন্তু এত সব কর্ম করে কে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক অভাবে রন্ধন ইত্যাদির দিকে দিদি একা, পূজার এদিকে আমি নিজেই পুরুত বামুন, নিজেই যোগাড়দার, আবার নিজেই পরিবেশনকারী। অভাব অভিযোগ দায়িত্ব শৃঙ্খলা তাও নিজেরই উপরে। এ সময় আমি যে কেমনই হলুম তা' শুধু ঐ মা বেটীই জানেন!

মা যে আমায় দশ হাত বার করিয়ে কেবলই কূটচক্রে ঘোরাচ্ছেন। কাজ, কেবলই কাজ। সময়ে আমাদের তিনটি মানুষের (স্বামীদেবতা, আমি ও দিদি) আহার নেই, বিশ্রাম তো নেইই; কাউকে না বলবারও উপায় নেই, এ যে মায়ের ইচ্ছা। নিজে কিছুতেই ক্লান্ত হই না। এ যে রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত এই ভাঙ্গা অঙ্গনে উদিত হচ্ছেন, কে তাঁদের টেনে আনছেন?

দেখা যায় মানব মনোবৃত্তি অতিশয় জটিল। ভক্তে ভক্তে একটি অবান্তর বিষয় নিয়ে একটা ব্যাপার সৃষ্টি করলো! কেউ কেউ ভাবতে লাগলেন, 'মা (অর্থাৎ আমাকে) এই ব্যক্তির প্রতি বেশী কৃপা প্রদর্শন করলেন।' কেউ ভাবেন, 'মা ওর কেনা মা বনে গেলেন।'—কেউ ভাবে, 'মা এ ব্যক্তিকে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে দিলেন!' আবার কেউ ভাবে, 'মাকে কৌশলে পরাস্ত করে নিজের অভীষ্ট পূর্ণ করে নিই।' আবার এমনও হয়েছে, কেউ ভেবেছেন, 'মার মনেও পক্ষপাতিত্ব! মা কৃপাদানে স্নেহাতুর!' কেউ কেউ মনে করেন, 'মা কঠিন,' কেউ ভাবেন, 'মা বড় কৃপালু!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদের প্রাণের এই বিচিত্র ধাক্কা আমার উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো। লগ্ন প্রতিকার্যে কথায় বা ব্যবহারে কারো অপেক্ষা রেখে চলে না। চক্ষু লজ্জার জ্বালা তার নেই! অপরাপর ভক্তের ন্যায় সে শুধু দেখেই নিরস্ত নয়। দেখে বুঝে করে এবং বলে, দরকার হলে আমাকেও শাসন করে। এই স্পষ্টবাদিতা লোকচক্ষে দাম্ভিকতাই প্রকাশ করে। এ কারণ কোন ব্যক্তিই লগ্নর প্রতি সন্তুষ্ট নয়। খেয়ালী লগ্নর খেয়ালে সময়ে সময়ে নিজেও একটু বিচলিত হয়ে পড়ি।

পরস্পর এরূপ মনোবৃত্তির ফল যা' ঘটে এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'ল না। লগ্ন চায় সকল ঝঞ্ঝাট হতে আমায় আড়াল করতে। 'মার মধ্যে যখন মাকে পাচ্ছো তখন মার মতন করেই মাকে রাখো'—এই তার মনোগত ভাব। অপর সকলের প্রয়োজন মা'র দ্বারাই পূরণ হয়, তাই তারা মাকে নীরব নির্ঝঞ্ঝাট করতে পারে না—তাদেরও দাবি আছে।

লগ্ন দেখায় সন্তানের যোগ্য হও তখন তো দাবি! তারা জানায় যোগ্যাযোগ্য জানি না, মা বলে যখন আমাদের মধ্যে ধরা দিয়েছেন, তখন আমাদের দাবি থাকবেই। একজন চায় নিজের প্রিয়বস্তুকে যত্ন দিয়ে রক্ষা করতে। অপরে চায় নিজ বস্তুকে আশানুরূপ ভাবে ব্যবহার করতে। একে ভাবে দশের মা তুমি সত্য, কিন্তু আমার বাঞ্ছানুরূপ ভাবে সুস্থ থাকো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরে ঠিক এই কথাটি বলতে চায়,
'মা কিসে তুই মন পোড়ালি ?
—এক সন্তানে নিলি কোলে আর সকলে ঠেলে দিলি।'

এদের এই ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হই, কিন্তু উপায় ? উপায় যিনি জানেন তিনি এর মীমাংসা করলেন—আমারই মুখ দিয়ে লগ্নকে আঘাত দিয়ে। আমার কর্ম্মলিপি বুঝি বা এই রকমই ! যে আমায় ভালবাসা দিয়ে আলিঙ্গন করে সেই আমার দত্ত কঠিন আঘাতে অন্তর্বিদ্ধ হয় !

আঘাত যে কেউ পায় এ ইচ্ছা তো আমার নয়, তবে এমন হয় কেন ? কাকেও আঘাত লাগাবার ভয়েই তো নিজে অনেক কষ্ট বরণ করে নিই, তবে এ ব্যথা আমায় দিতে হয় কেন ? মাকে জানাই, 'মা আমার ব্যথায় যে ব্যথিত আমায় দিয়েই তাকে ব্যথা কেন দিলে মা ?'

সে যে কিছু নিতে আসে নি, তু'হাত খুলে শুধু দিতেই এসেছিল ! লোক সমাজের লজ্জা, অন্তরের এ দারুণ তুঃখ-পরিতাপ, আমি কোথায় রাখবো মা ?

এইরূপ প্রাণের তুঃখকর অবস্থার সময়ে একদিন মা আমায় বললেন, 'বায়ু তো কতই নিয়ে যাচ্ছে—সে গন্ধগুলি কি দিয়ে যাচ্ছে !' মা আমায় বুঝি নির্লিপ্ত থাকতে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, আর দেখাচ্ছেন, প্রশংসা নিন্দা যা কিছু পাও নির্বিকারে তুলে নাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিকে মায়ের কল্পতরু লীলা অবাধে চলেছে। পূজা পার্বন আড়ম্বরাদিও যথা নিয়মে চলছে, নিজেও নানা তরঙ্গে সংসার সাগরে বয়ে চলছি। ভক্ত সমাগমও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে, কিন্তু এক লগ্নর অভাব আমায় মর্মাহত করে দিয়েছে। আমার দত্ত বাক্যাঘাতটি এইরূপেই ব্যক্ত হয়েছিল—

'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!'

মনের চঞ্চলতায় মধ্যে মধ্যে মাকে বলি, 'মা গো! লগ্নকে তো আমি বড্ডই ব্যথা দিয়েছি। তাকে যদি আমি ডেকে আনি? তার অনুপস্থিতি যে আমার সহ্য হচ্ছে না।' মা বললেন, 'তুমি যাবে না।'

এভাবে কয়মাস গত হ'লে লগ্ন তার স্বাভাবিক উদারতার বশে একদিন, 'মা' বলে ডেকে আমার নিকটে উপস্থিত হলো! অজস্র চোখের জল আমার তাকে অভ্যর্থনা করলো। সকলের প্রতিই তার সেই অকৃত্রিম ব্যবহারও ঠিক চললো। এবারেও তার ন্যায়-অন্যায়ের নিঃসঙ্কোচ শাসন আমার উপরে বইতে লাগলো। সে বলে, 'আমার যে দরকার?' তার প্রকৃতি জগতকে যেন দেখিয়ে দেয়—

'দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন,
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ।'

মায়ের কল্পতরু লীলার অন্তঃকালে নদীয়ার মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগ মায়ের কৃপাবলে আরোগ্য হয়। এ ঘটনা ১৩৫৬ সালে ঘটে। বহু বহু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপাপ্রাপ্তের মধ্যে ঐ বিষয় উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, আমার শ্বশুরের ভিটায় মায়ের মহিমা দর্শনে নদীয়ার মহারাজা একদিন আনন্দে বিস্ময়ে নৃত্য করেছিলেন, আজ তাঁরই পৌত্রবধূ মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সেই মায়ের কৃপালাভে আরোগ্য লাভ করলেন এবং মায়ের আশীর্বাদ প্রত্যাশায় এই ভগ্ন কুটিরে ধূলি গ্রহণ করে মহারাণী ও তৎপুত্র মহারাজা সৌরীন্দ্র কুমার রায় নিজেদের কৃতার্থ বোধ করলেন! বলা বাহুল্য যে এতে আমরাও পরম পরিতোষ লাভ করলুম।

সেই হ'তে কত রাজা মহারাজা মায়ের শ্রীমূর্ত্তির দর্শনে এই ভগ্ন কুটিরে উপস্থিত হ'তে লাগলেন। মহিমাময়ী আমার মায়ের মহিমা দূর-দূরান্তর ও দেশ-দেশান্তরেও প্রখ্যাত হয়ে বহুর আনন্দ বর্দ্ধন করলো।

আমার জীবনের একটি কথাও গোবিন্দের লীলা কাহিনীতে বাদ দেওয়া চলবে না। অথচ একটি বিশেষ ঘটনা যথাস্থানে বলা হয় নি, তাই এখানে অসঙ্গত হলেও না বলে থাকতে পারছি না। ঘটনাটি এই—যে সময় খুব সমারোহে গোবিন্দের লীলা-পর্ব চলছে উহারই মধ্যে হঠাৎ ১৩৪৭ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ দ্বিপ্রহরে একখানি খামের চিঠি পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এমন চিঠি দেবার প্রবৃত্তি যে কোন মানুষের প্রতি কোন মানুষের আস্‌তে পারে তা যেন একান্তই অবিশ্বাস্য! এমন মনোবৃত্তি মানুষেও সম্ভব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হয়ে মায়ের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে উঠে মার সেবিকার চরণেও লুণ্ঠিত হতে অগ্রসর হলেন। আমিও তাঁকে প্রতিপ্রণাম দিয়ে সসম্মানে স্বহস্তে আসন দান করলুম। মায়ের মূর্ত্তি দর্শনে পরম আনন্দিত হ'য়ে তিনি প্রাণ খুলে মায়ের সন্তানদের ভক্তি ও কার্যকুশলতার প্রশংসা করতে লাগলেন ও আমার স্বামীদেবতার সৌভাগ্যের বহুবিধ বর্ণনা জানিয়ে পণ্ডিত সমাজের সহিত প্রসাদ নিতে বসলেন।

সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী অজস্র সাধুবাদ করলেন—পণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর কাব্যতীর্থ ও অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী মহাশয় সকলের অগ্রণী ছিলেন।

আশীর্বাদ শুভেচ্ছা আনন্দ ও মধুর ভাবের মধ্যে আজকের দিন আমার জীবনে চির-সমুজ্জ্বল হ'য়ে রইলো।

পঁয়ত্রিশ

৺যতুনাথ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বলাইচাঁদ ঘোষ প্রফেসার এবং নিজেও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি মায়ের সেবার স্থায়ী ব্যবস্থা এবং মন্দির প্রস্তুতের ইচ্ছায় যত্নবান হলেন। লগ্ন পূর্ণ উদ্যমে কলকাতা, কাশীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে জমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খোঁজ করতে লাগলো। কিন্তু ইচ্ছানুরূপ জমি না পাওয়ায় বেহালায় মন্দিরোপযোগী স্থান ঠিক করে আমার ও স্বামী-দেবতার অভিমত জানতে চাইলো।

কিন্তু আমাদের মতে তো হবে না। ইচ্ছা তো মায়ের, মা বলে বসলেন, 'এখনও সময় হয় নি।'

জমি লওয়া চলে না। লগ্ন ও তার ভাইয়ের অন্তরের ইচ্ছা কাজে পরিণত হতে পারলো না। তাঁরা খুবই দুঃখিত হলেন। কিন্তু নিরূপায় যে আমিও নিজে, কত সাধই আমার ছিল, কত না মধুর চিত্র দেখছিলুম, কিন্তু সবই স্থগিত রইলো! বলাইচাঁদ ও লগ্ন মাকে সাজিয়ে খাইয়ে মনের আনন্দ পূর্ণ করতে লাগলেন ও মায়ের সেবক সেবিকার সেবাতেও মনোযোগ রাখলেন।

এবারে দেখছি মায়ের কল্পতরুর লীলা! যে যা' প্রার্থনা নিয়ে আসছে, মা তার সেই বাসনাই পূরণ করছেন।

ব্যাধিগ্রস্তের আরোগ্য, অর্থহীনের অর্থপ্রাপ্তি, বেকারের রোজগারের উপায়, অপুত্রকের পুত্র দান, চক্ষুহীনের চক্ষুলাভ, খঞ্জের চলৎশক্তি, মকর্দ্দমার সুমীমাংসা, রাজদ্বারে দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মোচন, অবিবাহিতের বিবাহ, স্বামীর স্নেহবঞ্চিতা স্ত্রীর দুর্গতি নাশ, আশাপূরণ, এমনই কত অসাধ্য সাধ্য উপায়ে পূর্ণ হ'লো! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী না হলে অতিরঞ্জিত বলে অনেকেরই মনে হয়। প্রত্যক্ষ দর্শনেও বিস্ময়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদর্শনেও বিস্ময় এ এমনই এক অপূর্ব দৈবী খেলা! মায়ের দালানটুকু সর্ব সময়ের জন্যই লোকে পরিপূর্ণ। কত রাজা, জমিদার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, ব্যারিষ্টার পরিবার মা'র দালানে গড়াগড়ি যাচ্ছেন,—তাঁরা সকলেই হতে পারেন স্বার্থ-ভক্ত, নিঃস্বার্থ হয়ত না হতে পারেন, তবু তো নিজ স্বার্থ পূরণার্থ কৃপাময়ীর কৃপা পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন! কৃপাময়ী মা আমার নির্বিচারে কৃপাদান করে কল্পতরু হয়ে বসেছেন। এই সময়ে গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন, 'মা এবারে শান্তি দিতে বসেছেন, ব্যথিত, পীড়িত, ক্ষুধিত অসহায় কে কোথা আছ কৃপাময়ীর কৃপাকণা লও, লওরে।'

অপর দিক দিয়ে মায়ের প্রকৃত ভক্ত কয়টি ছেলে মেয়েরও অন্তরের সাধ পূর্ণ হ'লো। এরা অবশ্য সংখ্যায় অল্পই। এরা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, মায়ের কৃপালাভে পূর্ণ মনোরথ হলেন। যে যা' চায় তাকে সেই দান দিয়ে মা এবারে বহু সন্তানের জননী হয়ে বসলেন।

নিত্যই মা'র সংসারে উৎসব লেগে থাকে। কেউ মাকে পূজা দিচ্ছেন, কেউ ভোগ দিচ্ছেন ও সপরিবারে প্রসাদ পাচ্ছেন, কেউ ব্রাহ্মণভোজন করাচ্ছেন। কেউ বা মা'কে ভোগ খাইয়ে ভক্তদের প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন—কেউ বা মায়ের কাছে সাধুভোজন করাতে আসেন। কারও গ্রহশান্তি কামনায় মা'র কাছে শান্তিস্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি হচ্ছে। এরূপ নিত্য নব নব কর্ম। কিন্তু এত সব কর্ম করে কে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোক অভাবে রন্ধন ইত্যাদির দিকে দিদি একা, পূজার এদিকে আমি নিজেই পুরুত বামুন, নিজেই যোগাড়দার, আবার নিজেই পরিবেশনকারী। অভাব অভিযোগ দায়িত্ব শৃঙ্খলা তাও নিজেরই উপরে। এ সময় আমি যে কেমনই হলুম তা' শুধু ঐ মা বেটীই জানেন !

মা যে আমায় দশ হাত বার করিয়ে কেবলই কূটচক্রে ঘোরাচ্ছেন। কাজ, কেবলই কাজ। সময়ে আমাদের তিনটি মানুষের (স্বামীদেবতা, আমি ও দিদি) আহার নেই, বিশ্রাম তো নেইই ; কাউকে না বলবারও উপায় নেই, এ যে মায়ের ইচ্ছা। নিজে কিছুতেই ক্লান্ত হই না। এ যে রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত এই ভাঙ্গা অঙ্গনে উদিত হচ্ছেন, কে তাঁদের টেনে আন্‌ছেন ?

দেখা যায় মানব মনোবৃত্তি অতিশয় জটিল। ভক্তে ভক্তে একটি অবান্তর বিষয় নিয়ে একটা ব্যাপার সৃষ্টি করলো ! কেউ কেউ ভাবতে লাগলেন, 'মা (অর্থাৎ আমাকে) এই ব্যক্তির প্রতি বেশী কৃপা প্রদর্শন করলেন।' কেউ ভাবেন, 'মা ওর কেনা মা বনে গেলেন।'—কেউ ভাবে, 'মা এ ব্যক্তিকে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে দিলেন !' আবার কেউ ভাবে, 'মাকে কৌশলে পরাস্ত করে নিজের অভীষ্ট পূর্ণ করে নিই।' আবার এমনও হয়েছে, কেউ ভেবেছেন, 'মার মনেও পক্ষপাতিত্ব ! মা কৃপাদানে স্নেহাতুর !' কেউ কেউ মনে করেন, 'মা কঠিন,' কেউ ভাবেন, 'মা বড় কৃপালু !'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তদের প্রাণের এই বিচিত্র ধাক্কা আমার উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো। লগ্ন প্রতিকার্যে কথায় বা ব্যবহারে কারো অপেক্ষা রেখে চলে না। চক্ষু লজ্জার জ্বালা তার নেই! অপরাপর ভক্তের ন্যায় সে শুধু দেখেই নিরস্ত নয়। দেখে বুঝে করে এবং বলে, দরকার হলে আমাকেও শাসন করে। এই স্পষ্টবাদিতা লোকচক্ষে দাম্ভিকতাই প্রকাশ করে। এ কারণ কোন ব্যক্তিই লগ্নর প্রতি সন্তুষ্ট নয়। খেয়ালী লগ্নর খেয়ালে সময়ে সময়ে নিজেও একটু বিচলিত হয়ে পড়ি।

পরস্পর এরূপ মনোবৃত্তির ফল যা' ঘটে এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'ল না। লগ্ন চায় সকল ঝঞ্ঝাট হতে আমায় আড়াল করতে। 'মার মধ্যে যখন মাকে পাচ্ছো তখন মার মতন করেই মাকে রাখো'—এই তার মনোগত ভাব। অপর সকলের প্রয়োজন মা'র দ্বারাই পূরণ হয়, তাই তারা মাকে নীরব নির্ঝঞ্ঝাট করতে পারে না—তাদেরও দাবি আছে।

লগ্ন দেখায় সন্তানের যোগ্য হও তখন তো দাবি! তারা জানায় যোগ্যাযোগ্য জানি না, মা বলে যখন আমাদের মধ্যে ধরা দিয়েছেন, তখন আমাদের দাবি থাকবেই। একজন চায় নিজের প্রিয়বস্তুকে যত্ন দিয়ে রক্ষা করতে। অপরে চায় নিজ বস্তুকে আশানুরূপ ভাবে ব্যবহার করতে। একে ভাবে দশের মা তুমি সত্য, কিন্তু আমার বাঞ্ছানুরূপ ভাবে সুস্থ থাকো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরে ঠিক এই কথাটি বলতে চায়,
'মা কিসে তুই মন পোড়ালি ?
—এক সন্তানে নিলি কোলে আর সকলে ঠেলে দিলি।'

এদের এই ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হই, কিন্তু উপায় ? উপায় যিনি জানেন তিনি এর মীমাংসা করলেন—আমারই মুখ দিয়ে লগ্নকে আঘাত দিয়ে। আমার কর্মলিপি বুঝি বা এই রকমই ! যে আমায় ভালবাসা দিয়ে আলিঙ্গন করে সেই আমার দত্ত কঠিন আঘাতে অন্তর্বিদ্ধ হয় !

আঘাত যে কেউ পায় এ ইচ্ছা তো আমার নয়, তবে এমন হয় কেন ? কাকেও আঘাত লাগাবার ভয়েই তো নিজে অনেক কষ্ট বরণ করে নিই, তবে এ ব্যথা আমায় দিতে হয় কেন ? মাকে জানাই, 'মা আমার ব্যথায় যে ব্যথিত আমায় দিয়েই তাকে ব্যথা কেন দিলে মা ?'

সে যে কিছু নিতে আসে নি, দু'হাত খুলে শুধু দিতেই এসেছিল ! লোক সমাজের লজ্জা, অন্তরের এ দারুণ দুঃখ-পরিতাপ, আমি কোথায় রাখবো মা ?

এইরূপ প্রাণের দুঃখকর অবস্থার সময়ে একদিন মা আমায় বললেন, 'বায়ু তো কতই নিয়ে যাচ্ছে—সে গন্ধগুলি কি দিয়ে যাচ্ছে !' মা আমায় বুঝি নির্লিপ্ত থাকতে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, আর দেখাচ্ছেন, প্রশংসা নিন্দা যা কিছু পাও নির্বিকারে তুলে নাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিকে মায়ের কল্পতরু লীলা অবাধে চলেছে। পূজা পার্বন আড়ম্বরাদিও যথা নিয়মে চলছে, নিজেও নানা তরঙ্গে সংসার সাগরে বয়ে চলছি। ভক্ত সমাগমও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে, কিন্তু এক লগ্নর অভাব আমায় মর্মাহত করে দিয়েছে। আমার দত্ত বাক্যাঘাতটি এইরূপেই ব্যক্ত হয়েছিল—

'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!'

মনের চঞ্চলতায় মধ্যে মধ্যে মাকে বলি, 'মা গো! লগ্নকে তো আমি বড্ডই ব্যথা দিয়েছি। তাকে যদি আমি ডেকে আনি? তার অনুপস্থিতি যে আমার সহ্য হচ্ছে না।' মা বললেন, 'তুমি যাবে না।'

এভাবে কয়মাস গত হ'লে লগ্ন তার স্বাভাবিক উদারতার বশে একদিন, 'মা' বলে ডেকে আমার নিকটে উপস্থিত হলো! অজস্র চোখের জল আমার তাকে অভ্যর্থনা করলো। সকলের প্রতিই তার সেই অকৃত্রিম ব্যবহারও ঠিক চললো। এবারেও তার ন্যায়-অন্যায়ের নিঃসঙ্কোচ শাসন আমার উপরে বইতে লাগলো। সে বলে, 'আমার যে দরকার?' তার প্রকৃতি জগতকে যেন দেখিয়ে দেয়—

'দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন,
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ।'

মায়ের কল্পতরু লীলার অন্তঃকালে নদীয়ার মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগ মায়ের কৃপাবলে আরোগ্য হয়। এ ঘটনা ১৩৫৬ সালে ঘটে। বহু বহু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপাপ্রাপ্তের মধ্যে ঐ বিষয় উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, আমার শ্বশুরের ভিটায় মায়ের মহিমা দর্শনে নদীয়ার মহারাজা একদিন আনন্দে বিস্ময়ে নৃত্য করেছিলেন, আজ তাঁরই পৌত্রবধূ মহারাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সেই মায়ের কৃপালাভে আরোগ্য লাভ করলেন এবং মায়ের আশীর্বাদ প্রত্যাশায় এই ভগ্ন কুটিরে ধূলি গ্রহণ করে মহারাণী ও তৎপুত্র মহারাজা সৌরীন্দ্র কুমার রায় নিজেদের কৃতার্থ বোধ করলেন! বলা বাহুল্য যে এতে আমরাও পরম পরিতোষ লাভ করলুম।

সেই হ'তে কত রাজা মহারাজা মায়ের শ্রীমূর্ত্তির দর্শনে এই ভগ্ন কুটিরে উপস্থিত হ'তে লাগলেন। মহিমাময়ী আমার মায়ের মহিমা দূর-দূরান্তর ও দেশ-দেশান্তরেও প্রখ্যাত হয়ে বহুর আনন্দ বর্দ্ধন করলো।

আমার জীবনের একটি কথাও গোবিন্দের লীলা কাহিনীতে বাদ দেওয়া চলবে না। অথচ একটি বিশেষ ঘটনা যথাস্থানে বলা হয় নি, তাই এখানে অসঙ্গত হলেও না বলে থাকতে পারছি না। ঘটনাটি এই—যে সময় খুব সমারোহে গোবিন্দের লীলা-পর্ব চলছে উহারই মধ্যে হঠাৎ ১৩৪৭ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ দ্বিপ্রহরে একখানি খামের চিঠি পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এমন চিঠি দেবার প্রবৃত্তি যে কোন মানুষের প্রতি কোন মানুষের আস্‌তে পারে তা যেন একান্তই অবিশ্বাস্য! এমন মনোবৃত্তি মানুষেও সম্ভব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষতঃ এমন চিঠি আমাকে কেউ দিতে পারে তা কল্পনা তো করাই যায় না! অতি কুৎসিত অশ্লীল ভাষায় সে পত্র যে কে লিখছে তার নাম নেই। মকর সেদিন এখানে উপস্থিত ছিল, পত্র তাকে দেখালুম, সে বল্লে, 'তোমার পরীক্ষার জন্য এ পত্র। তোমার স্বামীর বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ এই কৌশল করেছে।'

ভাবতে লাগলুম ;—যারা মায়ের ভক্ত তারা তাঁর সেবিকাকে এ ভাবের পরীক্ষা কিছুতেই করতে পারে না। প্রতিবেশীদের মধ্যেও এমন লোক থাকা সম্ভব নয়। এ পল্লীতে কুড়ি বৎসর বাস হয়ে গেল। স্বামীর বন্ধুদের পরীক্ষা, তা যদি হয় সে পরীক্ষা আমার, না, মায়ের? স্বামীদেবতাকে পত্রখানি দেখাতে নিতান্তই লজ্জিত ছিলুম তথাপি উচিত মনে করে পত্রখানি তাঁকে এনে দিলুম।

আশ্চর্য্য বিস্ময়ে স্বামীদেবতা বল্লেন, 'এ কি! এ অপমান তোমায় কে করেছে?'

বললুম, 'মা'ই জানেন!'

তিনি বললেন, 'মা জান্‌লেই তো হবে না, আমাদের জানিয়ে দিতে হবে, বলো তোমার মাকে এই অপমানকারী কে তা' তাঁকে জানিয়ে দিতেই হবে।'

সত্য কথাই তো। মাকে জানাই, 'বল মা এমন লোক কে?' মা কিন্তু কিছুই বলেন না। স্বামীদেবতার প্রতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়তই তাগিদ এবং মায়ের প্রতিও অভিমানের গালাগালি, —অস্বস্তিতে ব্যথাতে প্রাণকে একান্ত অশান্ত করে তুললো, কিন্তু নিরুপায়! মা না জানালে আমি যে কিছুই বুঝতে বা জানতে পারি না। কি করবো মা! সন্তানের এত বড় অপমান তুমি যদি উপেক্ষা করলে তবে আমারই বা কিসের দায়? যা হয় হোক্ সে তোমারই ইচ্ছা, তোমারই দান। বৎসরের মধ্যে পর পর তিনখানি চিঠি আমার অপমান বহন করে আনলো। এগুলি অধিকতর কদর্য্য; প্রথমখানিতে যেটুকু সমীহ জ্ঞান ছিল, এগুলিতে লেখক যেন জ্ঞান হারিয়ে লিখেছে—সে যে কি অকথ্য ভাষা পড়তে নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জায় মরে যেতে চেয়েছি। প্রতি পত্রে 'সাড়ে চুয়াত্তর' শপথ দেওয়া থাকে। দ্বিতীয় পত্র বড় মেয়ে কমলের হাতে পড়ে। 'গোবিন্দ মা' শিরোনামা লিখিত অথচ শপথ দেওয়ার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করায় কমলকে বললুম, 'কারণ যাই হোক্ চিঠি তুমি পড়তে পার।' খাম ছিঁড়ে দু'একটি লাইন পড়ে কমল বিবর্ণ হয়ে পত্রখানি ফেলে দিলে, তার মুখে আর কথা নেই। তাকে বললুম 'কমল এ পত্রও মায়ের দান।'

স্বামীদেবতাকে দেখিয়ে চিঠিগুলি মায়ের চরণের তলায় সিংহাসনের নীচে জমা করি। স্বামীদেবতা বলেন, পাষাণের মেয়ে মা তোমার পাষাণীই হয়ে আছেন, তাঁর যে কেমন কৃপা তুমিই বোঝ! তিনি যে তোমার সঙ্গে কথা বলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ আর আমাকে তুমি বোঝাতে পারবে না।'

সকল কথা শুনে জামাতা অনাথ বল্লেন, 'মা! নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু আছে।'

তাঁকে আমি বললুম, 'আশ্চর্য্য তো কিছুই নেই, বাবা! সময়ে মা সবই জানিয়ে দেবেন এটা বিশ্বাস রেখো।' আগের বৎসরে জ্যৈষ্ঠ মাসে যে দিনে পত্র এসেছিল পরের বৎসরও ঠিক সেই দিনেই আবার ঐ পত্র আসে। তিন বৎসরের মধ্যে সাতখানি পত্র এই ভাবে এসে পৌঁছুল। সকল পত্রেই বীডন ষ্ট্রীটের ডাকঘরের ছাপ। শেষ পত্রখানিতে আমায় ক্ষেপিয়ে দিল। সেখানিতে আমার দিদির প্রতি ও মায়ের একটি বিধবা ভক্ত মেয়ের প্রতি বিশেষ কদর্য্য ইঙ্গিত। মাকে এবার শাসিয়ে বললুম, 'আমার অপমান তুমি দাঁড়িয়ে দেখতে পার। তোমার জিনিষ তুমি যেমন বোঝ তাই করবে, কিন্তু আমার জন্যে দিদির ও ভক্ত মেয়েটির অপমান সহ্য আমি করবো না। এ যদি তুমি আমায় না বুঝতে দাও, নিজের জীবনের অবসান ঘটিয়ে এই অপমানের শোধ আমি তোমার উপর নেব। অনাহারে জীবন দেবো।' পূজায় বসি না, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করলুম। বাক্যালাপ বন্ধ হলো। কয়দিন পরে মা হঠাৎ একদিন বললেন, 'যা খুঁজছো তা তোমার ঈশান কোণে।' বললুম, 'ও সব ছেঁদো কথা বুঝি না মা! সামনে ধরে দেখিয়ে দাও এ কোন্ ব্যক্তি।' মায়ের সামনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ণা দিয়ে বসে আছি, বলছি, 'সাড়া যখন দিয়েছ, না বুঝে আর তোমায় ছাড়ছি না, এই বসে রইলুম. এখান থেকে উঠবো না।' মনের নিবিষ্টতার মধ্যে বোধ হয় ধ্যানের অবস্থা এসেছিল। সামনে দেখছি একটি পুরুষের মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিটি আমার পরিচিত, আমারই একজন প্রতিবেশীর। 'মা! মা!' তিন বছরের অভিমানের ব্যথা ভুলে গিয়ে কেঁদে আছড়ে পড়লুম, 'মা তুমি যখন জানিয়ে দিলে তখন এর প্রতিকারও জানি তুমিই করবে মা!'

স্বামীদেবতাকে এ কথা জানালুম, সকলকেই জানালুম। সকলেই অবাক্। এ ব্যক্তিকে জব্দ করার নানান্ মতলব চল্‌লো অথচ এ কথা সবাই বলেন, 'করবার আর কি আছে? প্রমাণ কোথায়?' সত্যই প্রমাণ কোথায়?

এক মাসের মধ্যে উৎসব এসে পড়লো। উৎসবের উৎসাহে বিশ্বজগৎ সবই ভুলে যাই, এবারেও তার ব্যতিক্রম হ'লো না। উৎসবের দিন দ্বিপ্রহরে মায়ের পূজার সময়ে তাঁর সন্তানরা সব পূজাদর্শনে উপস্থিত হ'য়ে মাকে প্রণাম অন্তে আমায় প্রণাম করছেন, হঠাৎ এক আশ্চর্য্য কাণ্ড! অগ্নি স্পর্শে যেমন জ্বালা অনুভব হয় সহসা আমার পদতলে এমনিই একটা তীব্র জ্বালা অনুভূত হলো। ভীড়ের মধ্যে চেয়ে দেখি না, আমার সেই প্রতিবেশী আমার পদস্পর্শ করে চলে যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

কোন অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শের মত সমস্ত দেহ মন এক মুহূর্ত্তেই যেন সঙ্কুচিত ও বিকল হয়ে পড়লো। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনের আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে ভাল করে পা ধুয়ে ঘরে চলে এলুম। উৎসব শেষে স্বামী দেবতাকে জানিয়ে বল্লুম, 'এতদিন ধরে কত কত সন্তানের করস্পর্শ ও পদস্পর্শ পেয়ে এসেছি, কোন দিনের জন্যে পায়ে আমার এমন অগ্নিজ্বালা তো বোধ হয়নি, এর চেয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি আছে বলতো? মার কাছে জানতে চেয়েছিলে মা তো যথেষ্ট রূপেই জানিয়ে দিলেন, এর পরেও যদি আরও কিছু প্রত্যক্ষ করতে চাও তাহলে অবশ্য সময়ের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।'

স্বামী দেবতা বললেন, 'লোকটিকে আমি দশের সম্মুখে অপমান করবো। কীর্ত্তনের দিন এ বাড়ীতে এলেই যা' করবার করবো—সেই ভালো হবে।'

আমি তাঁকে বল্লুম, 'না না, অপমান বাড়ীতে করা চলবে না, সে তখন হবে অতিথি নারায়ণ। সে শাসন যা করবার মা'ই করবেন। তার চেয়ে আপাততঃ এই ভাবে ওকে শোধরানো যাক্।'

খুব কড়াভাবে শাসন করে 'গোবিন্দমা' স্বাক্ষর দিয়ে জেনারেল পোষ্টাফিসের মারফতে সে ব্যক্তিকে একটি পত্র পাঠালুম। তার পর হতে এভাবের পত্র 'গোবিন্দমা'র নামে অথবা অন্য কারও নামেই আর এসে পৌঁছায় নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়ীর দরজার সামনেকার পথে কোনদিন যদি সে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে যায় তো তক্ষুনি অবনত মস্তকে ত্বরিৎ পদে সরে চলে যায়। ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ বা ঘৃণা আর মনে আসে না। মনে হয় এ হয়ত আমার পক্ষে দরকার ছিল। তা' যদি না হবে তবে মা অনর্থক ওই লোকটার মনে এই অহেতুকী বৈরসৃষ্টি করিয়ে এতটা দিন ধরে আমায় এমন করে কাঁদালেন কিসের জন্য? তিনি কি কোন কাজই সকলদিক না দেখেই এমনি হঠকারী ভাবে কখন করতে পারেন, না আমাদের নিছক ক্ষতির জন্য কিছু করে থাকেন? সমস্ত অমঙ্গলের মধ্যেই কিছু না কিছু সুমঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত থাকেই থাকে। আমাদের হয়ত সেটা বুঝে উঠতে বিলম্ব হ'তে পারে। একদিন না একদিন জানাই যায়। এইজন্যই বহুদর্শীর এই বাক্য—

'না-ভূক্তে ক্ষীয়তে পাপ কল্পকোটী শতৈরপি,
অবশ্যম্ভাবী ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং'

পূর্বকৃত কর্মফলের দ্বারা যেটুকু ভাল মন্দের সঞ্চয় আছে সেতো ভোগেই ক্ষয় করে নিতেই হবে, তাই সময় না হলে কিছুই হয় না, গভীর গহীন কর্মারন্তের মধ্য হ'তে উদ্ধার করে টেনে আনা, সে মা বাবারাও হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যান।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দের অত্যাশ্চর্য কৃপা শক্তির অধিকারিণী তুলালীর কথা একটু না বল্লে আমার কাহিনীটির ঠিক সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। জজ ৺মতিলাল হালদারের পৌত্রী, এবং ৺নগেন্দ্র নাথ মিত্রের (আন্দুলের রাজা) দৌহিত্রী, এডভোকেট শ্রীশ হালদারের কনিষ্ঠা কন্যা লতিকা হালদার একথা পূর্ব্বে বলেছি। লতিকার সাধন জীবনে তার নাম করণ করেছি তুলালী দেবী—সেই চির সুন্দরের নিত্য সহচরী অতি আদরিণীর তুলালী ব্যতীত আর নাম কি হতে পারে?

সহজাত-ভগবৎ-উন্মুখী-চিত্তা এই চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী মেয়েটির জীবনের ভাবটি পরিস্ফুট করে বলতে গেলে ঠাকুরের সেই মহাবাণীটি মনে পড়ে—"এরা সব হোমা পাখীর জাত।"

শিশুকাল হতেই তার অপার্থিব ভাব সমূহ সংসার পঙ্কিলতায় মগ্ন মানব চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে; সে সব বিষয় যারা তার সাহচর্য লাভ করেছে তাদের কাছে অজ্ঞাত নয়। নিস্পৃহা আত্মজয়ী এই সাধিকার জীবনের কার্য সমূহ অলৌকিক ভাবের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত। গোবিন্দের অপরিমিত কৃপাগুণে এবং তাঁর আদেশে ১৩৫৫ সালের মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তুলালীকে আমি দীক্ষা দান করি। আমার মন্ত্রশিষ্যার মধ্যে তুলালীই প্রথম।

আমার পরমেশ্বরী মা এমনি লীলা প্রকটিত করেছেন যারা তাঁর কৃপাশক্তির অধিকার পেয়েছে তারাই ভগবানের লীলা দর্শনে ও বাণী শ্রবণে সমর্থ হয়েছে। আমার বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাই চাপা আগুনের মত এদের এই মহত্তর শক্তিও একদিন সর্বজন বিদিত হবে, ঢাকা থাকবে না।

দুলালীর বাল্য জীবন হতেই সকলে লক্ষ্য করেছে এই তেজী জেদী একরোখা স্পষ্টবাদিনী মেয়েটির মধ্যে এমন শক্তি আছে যে তার উপর রাগ করা যায় না বরং মন তার প্রতি একটা সসম্ভ্রম শ্রদ্ধাপূর্ণ স্নেহে সিক্ত করে তোলে। বাল্য কৈশোর অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বভাব সঞ্চিত সৎপ্রবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠে, পার্থিব বস্তু জাতের মধ্যে আর সে আনন্দস্পর্শ পায় না। মা বাবার স্নেহ ভাই বোনদের ভালবাসা আত্মীয় স্বজনের হৃদ্যতা কোন কিছুতেই আর সে তৃপ্তি খুঁজে পায় না। অন্তর তার চাইছে— বড় ব্যকুল হয়েই চাইছে, অথচ কি যে চাইছে বুঝতে পারে না, তাই শক্তিও পায় না। কেবল বুকভরে জেগে ওঠে একটা আকুল আকাঙ্খা একটা অতৃপ্ত তৃষা, ফেটে পড়তে চায় একটা দারুণ আর্ত্তরব। এ জ্বালা তাকে পাগল করে তুললে যা নাকি লোকচক্ষেও আর অপ্রকাশ রইলো না।

দুলালীর বাপ ভাই সর্বপ্রযত্নে এই সুরূপা ও গুণী মেয়েটিকে পাত্রস্থ করে উঠতে পারলেন না। বাপ মার কাছে দুলালী তার বিবাহে অনিচ্ছার কথা জানায়নি বটে তথাপি ইহাই আশ্চর্য যে উপযুক্ত দক্ষিণাসহ এমন উপযুক্ত কন্যাটির জন্যে তার উপযুক্ত পাত্রটি যেন একান্তরূপে দুর্লভ হয়ে পড়লো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার অন্তর বাহিরের এমন সংঘাতের মধ্যে আমার সঙ্গে দুলালীর সাক্ষাত ঘটে। ১৫নং ক্ষুদিরাম বোস রোডে জীবন বাবুর বাড়ীতে গোবিন্দের লীলা বিলাস চলছিল। দর্শনার্থির ভীড় অহোরাত্র স্রোতের বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই স্রোত বেগে বাহিত হয়ে দুলালী ও তার মা কাকীমা ভাই বোনদের সঙ্গে সেই লীলা দর্শনে আসে আর সেই শুভক্ষণে গোবিন্দের প্রেম-আকর্ষিতা দুলালীর প্রার্থনার পরিপূরণ এই মূহুর্ত্তেই ঘটে যায়। এ কথার উল্লেখ আমি পূর্বেও একটুখানি করেছি। এখানে ঐশী শক্তিপ্রাপ্তা মেয়েদের মধ্যে দুলালীই সর্বপ্রথম এবং সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতম।

এই সময় হতে জীবনে সে একটা অভিনব আনন্দ অপরিসীম শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করে। তার অন্তরের প্রেম শুদ্ধ-স্বত্ত্ব-গুণে পারবর্দ্ধিত হয়ে তার মধ্যে নানা ভাব বহন করে আনতে লাগলো। দুলালী ব্রজাঙ্গনাদের ভাবে অনুভাবিত হয়ে গোবিন্দ প্রেম রসে যেন নিমজ্জিতা হয়ে গেল। বাপ মার স্নেহ ধারা আত্মীয় বান্ধবের আকর্ষণ এই প্রবল প্রেরণায় ভেসে গেল, নিন্দা-প্রশংসার লজ্জা-গৌরবের সকল বন্ধন কোথায় কোন অতলে তলিয়ে গেল।

আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্ব রাতে সে বিছানায় শুয়েছিল, ঘুমতো তার চোখে অনেক দিন হতেই নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনিদ্র রজনী যাপন সে প্রায়ই করে। সে রাতে সহসা শুনতে পেলে কে ঘরে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলছে—

"গৃহধর্ম পরিহরি কেবল আমাকে স্মরি
একান্ত অন্তরে লও আমার স্মরণ।"

সংশোবিধি আহ্বান-বাণী পেয়ে আশ্চর্য হর্ষান্বিত প্রাণে পরম অগ্রহে তুলালী আলোর সুইচ টিপে দেখলে কেউ তো নেই। তার কেবল তার মা পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। তার পরের দিনই তার অভীষ্ট লাভ হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

হরিকথা-প্রসঙ্গ
দ্বিতীয় পর্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

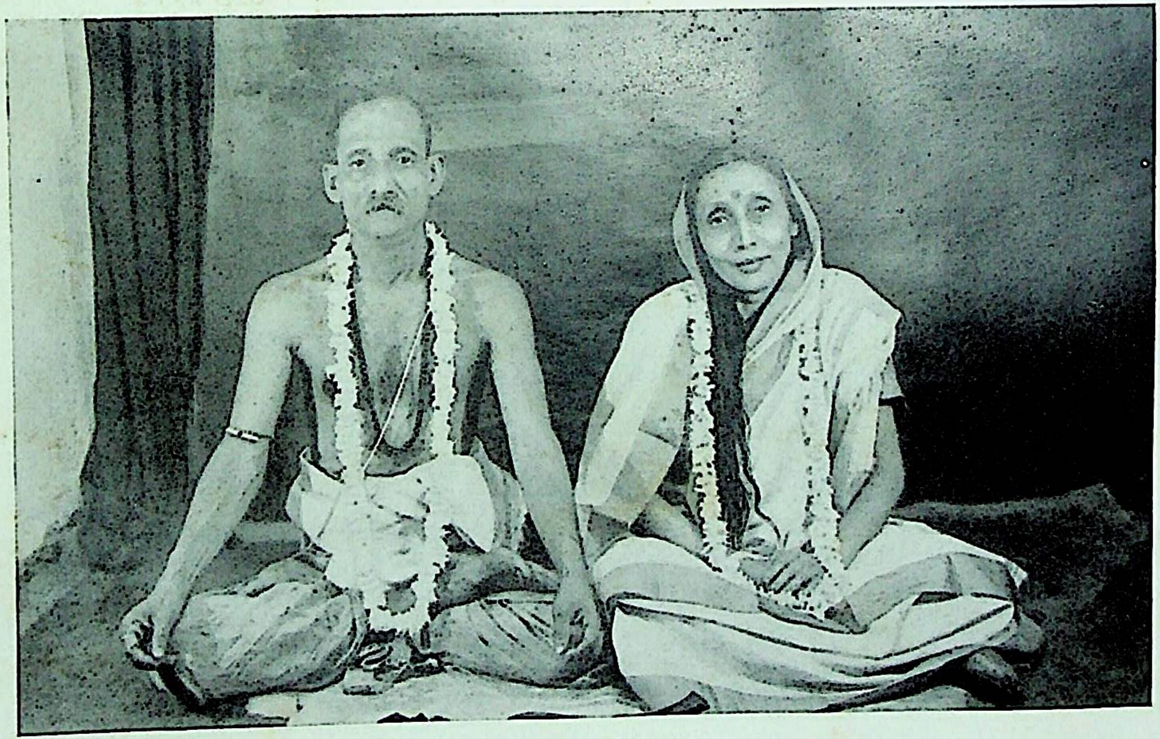

শ্রীশ্রীগোবিন্দমা ও তাঁহার স্বামী ডাঃ শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

/

পুস্তক প্রসঙ্গে—

আমার কথা লিখতে গিয়ে এই আত্মশ্লাঘা প্রকাশের যে অস্বচ্ছন্দ ভাবটি প্রথমে অন্তরে এসেছিল, এখন সেখানে যেন অমৃতের ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। অনৃত্বের গরীয়সী সাহচার্য ও তুলনা বিহীন জগতের সংবাদ ঘোষণায় গোবিন্দ-আনন্দরস-পূর্ণ-মনশ্চক্র এখন সে রস ক্ষরণে সতত স্ফুরিত। অনন্ত ঐশ্বর্য এবং বিচিত্র মাধুর্য ও মনোহারিত্বের অধিনায়ক আমার সাথী— আমার গোবিন্দের আনন্দরস আস্বাদনে পরিপূরিত চিত্তের অমৃতধারা, পিপাসু ও মুমুক্ষু সন্তানদের অন্তরে উৎসারিত করে দিতে—তাদের রস-বিহীন বিশুষ্ক জীবনে সঞ্জিবনী-সুধা-ধারায় নবজীবন আনতে, ভগবত অনুভূতির প্রেরণা জাগাতে, এই অদম্য প্রয়াস। প্রেম-প্রীতির অনবদ্য সুষমামণ্ডিত পরিমল-স্নাত স্নিগ্ধ-সুশীতলতায় মানবজীবনের চির বসন্তের পরিপূর্ণতা। নন্দন-বন-গন্ধামোদিত এ পথে এরা সতত বিচরণ করুক, বৈজয়ন্তী টিকা তাদের ললাটে সুদীপ্ত হউক, মায়া মোহ ও দুঃখ গ্লানির উর্দ্ধে জীবন ধারা পূর্ণতায় বিকশিত হয়ে উঠুক—এই আমার অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগোবিন্দমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পর্ব

(১)

হরি কথা প্রসঙ্গ।

চল্ চল্ চলো রে ভাই! সেই আনন্দ নিকেতনে
সংসারের লোকে যারে ভাবে নাকো কোনদিনে।
সেথা আনন্দ তরুতে পাখী আনন্দ সঙ্গীত গায়
আনন্দময় ফল ফুল সব দুলছে আনন্দের বায়।
নিত্যানন্দ ধাম সে যে কিছু নাই আনন্দ বই
পিতা সদানন্দ আমার মাতা যে আনন্দময়ী।
যদি কারো লাগে ক্ষুধা খেতে দেন আনন্দ সুধা
প্রাণে উথলে আনন্দ রাশি সেই নিত্যধাম স্মরণে॥

—সত্যই 'প্রাণে উথলে আনন্দরাশি সেই নিত্যধাম স্মরণে', প্রাণের আবেগে যখন এই গানটি পুনঃ পুনঃ গাইছিলুম ও নিজের আনন্দে নিজে বিগলিত হয়ে পড়ছিলুম, মকর তখন রহস্য করে জিজ্ঞাসা করলে—'তোমার নিত্যধামের আনন্দ কেমন তা এই গয়লার মেয়ের জানতে বুঝতে সাহস হয় না। আর মাও বুঝি না, বাবাও বুঝি না—আমাদের বল বুদ্ধি সেই কেলে ছোঁড়া। বনে ঘুরেই মরি আর ভাগাড়ে পড়েই মরি, তার খোঁজ সেই করবে—সেই বাঁচাবে সেই খাওয়াবে, আমরা অত সব বলতে জানি না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেসে ফেলে বললুম, 'গয়লার মেয়ে বলেই তো এত চতুর! মাথার ভার ফেলে দিয়ে বিনা ক্লেশে সরাসরি নৌকায় চড়ে দখল করে বসা!'

'তা যা'ই বল, তোমরা ঐ বাম্‌নাই বুদ্ধিতে তত্ত্ব-তন্ত্র-মন্ত্র-নিত্য-মুক্তি নিয়ে ফেরাফেরি আর ঘোরাঘুরির শেষে খেই না পেয়েই "মা, মা, বাবা, বাবা" বোল বলেই দাও উজানে পাড়ি। এ শেখ্‌নাই আমরা চাই না, দখল অদখলও বুঝি না, জানি সে কৃষ্ণ, গয়লাদের সে আপন জন, সেই আমাদের জন্যে যা' বোঝবার বুঝবে।'

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কুন্ত বললে, 'আপনাদের ঝগড়াটিও খুব মধুর! আহা ঝগড়াতেও সেই হরি কথা! তবে এ ঝগড়াটি কৃষ্ণের ইচ্ছায় বেড়েই চলুক। মাসিমা! আপনি যে তত্ত্বের তন্ত্রের মন্ত্রের মুক্তির বিষয় বললেন তা সত্যিই তো আমরা গয়লার মেয়ে ও সব কিছুই জানি না, তবে শুনতে খুবই ইচ্ছা করে, একটু ঐসব কথা বলুন না। বাবাজী মশায় (রামদাস বাবাজী) বলেন, "সব বিষয় শ্রদ্ধা রাখা ও জানা থাকা দরকার।"

মুখ ঘুরিয়ে মকর বল্লে, 'তন্ত্র মন্ত্রের কথা ঐ বাম্‌নির কাছেই শুন গে যা, আমি শ্রদ্ধা বিদ্যা ভক্তির কোন্‌ধারই ধারিনে লো, আদার ব্যাপারীর আবার জাহাজের খোঁজের দরকার কি?'

কুন্ত তার স্বভাবজাত নম্রতার সঙ্গে আমায় বল্লে, 'মাসিমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো আপনাকে দেখিয়ে দিলেন, আমরাও তো আপনাকেই জানি, আপনিই বলুন, তাহলে আমরা আপনার মুখেই ছুটী ভাল কথা শুন্‌তে পাই। তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দান করুন। তত্ত্ব কথা আমরা তো কখনও শুনতে পাইনে।'

তারই কথার উত্তরে আমি বল্লুম; 'কুন্ত! তত্ত্ব কথার আমি কিই বা জানি মা! আর উপদেশদাতা স্বয়ং শ্রীগুরু আর গুরুর গুরু গোবিন্দই সকলের অন্তরে বসে অন্তর্য্যামীরূপে উপদেষ্টা। আমরা সেই অন্তর্য্যামীর বাণী যেন কান পেতে শুনি, তাতেই আমাদের সকল জিজ্ঞাসার মীমাংসা হবে। আমরা সকলেই জিজ্ঞাসু, উপদেষ্টা গুরু কেউই নই। আমরা সেই এক গুরুর সন্তান, সকলে আমরা গুরু ভ্রাতা ও গুরু ভগ্নি। তবে তত্ত্বের সোজা অর্থ এই যে, খোঁজ লওয়া, সংবাদ জানা। কার সংবাদ জানবো? যার সঙ্গে যার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে তারই সংবাদ নিতে প্রাণের ব্যাকুলতা আসে। তাই পরমাত্মীয় রূপে ভগবানের সঙ্গে প্রথমতঃ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজন। তারপরে বুঝতে হবে কি ভাবে তাঁর তত্ত্ব লওয়া যায়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বুঝলে তখন আর খোঁজ নিতে কষ্ট হয় না। সংবাদ আপনা হতেই এসে যায়। প্রথমেই খোঁজ করো আমি কে? তিনিই বা কি? মা, বাবা, ভাই, বোন, স্বামী, সন্তান, সখা, গুরু আমাদের বড় আপনার জন ও পরম প্রিয় বস্তু। এরই একটা রূপ নিয়ে একটি ভাব ধরে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করা। ভাব কি? যেমন মহাজনেরা বলে গেছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাস্য, শান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, কান্ত বা মধুর। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তানের শান্ত ভাবের সেবাই এসে যায়; শ্রীগুরুর প্রতি আসে দাস্য ভাব, ভ্রাতা ভগ্নি বন্ধুর প্রতি সুমিষ্ট সখ্য ভাব। সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ভাবের প্রগাঢ়তা, স্বামী রূপের সেবায় মধুর ভাবটী ফুটে ওঠে। মধুর ভাব কেন বলেছেন ? ভাবগুলি সবই ত মধুর। অতি মিষ্ট তাই মধু বলা হয়েছে। এই স্বামীভাবের মধ্যে সেই সমস্ত মধুধারা মিলিত হয়েছে, তাই এটি মধুময়, অতীব মধুর। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যও মধুর, তবে পতিপত্নীর ভাবের মধ্যে এ সকল ভাবেরই সমন্বয় হ'লে তবেই আত্ম নিবেদনটি যথার্থ পূর্ণ হয়। চৈতন্য চরিতামৃতে এ ভাবটিই সুন্দর ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন 'প্রিয়া যদি মান ভরে করয়ে ভৎর্সন।' রামায়ণে রামচন্দ্র সীতার উল্লেখে বলেছেন ;

'গৃহিনী সচিব সখী মিথ! প্রিয় শিষ্যাললিত কলাবিধৌ' আরও দেখ 'ভোজনে চ মাতা শয়নেষু বামা' ইত্যাদি পদেও এইটিই প্রমাণ হয়। রাধাকৃষ্ণ ভাবের আরাধনা সেই জন্যেই জগতে সর্ব্বোত্তম। দেখ মা, সম্বন্ধ স্থাপনের সঙ্গেই এই ভালবাসাই প্রধানতম ভালবাসা হয়ে ওঠে, পরস্পরকে মিলিত ক'রে আত্ম সমর্পন করায়। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ এইরূপই হওয়া চাই। সকলেই ভালবাসার আস্বাদ তো জানো, আমরা মেয়ে মানুষ আমাদের তো কথাই নেই, আমাদের অন্তর তো ঈশ্বরদত্ত ভালবাসা দিয়ে তৈরী করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা এই ধন বৃদ্ধি করতে যত্ন নিই না, একে গণ্ডী দিয়ে বড্ড ছোট্ট করে রেখেছি। এধনের অপব্যবহারও করি। যদি ঠিকভাবে একে ব্যবহার করতে পারি, তাতেই আমাদের সমস্ত বস্তু আয়ত্ত্ব হবে। এর মধ্যে থাকবে সহ্য ও ত্যাগ। যেমন লাটাইয়ের সুতা ছেড়ে যাওয়া, ঠিকভাবে লাটাইটী ধরে রেখে সুতা ছাড়তে পারলেই ধরা যায়, তখন সুতা গুটোতেও বিলম্ব হয় না। ত্যাগ বলতে স্বার্থত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। সেই সর্ব্ব শক্তিমানের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ও কতটুকু সম্বন্ধ? জগতের সঙ্গে তঁার কি ভাবের সম্বন্ধ, জীবে জগতে কি সম্বন্ধ? আমাতে জগতেতে কি সম্বন্ধ? সব চিন্তা করে বিশ্লেষণ চেষ্টাই হলো তত্ত্ব। এই তত্ত্বের অন্বেষণ প্রাণে জাগলে তিনি নিজেই আমাদের ভালবাসার মাঝে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাঁর সমস্ত সন্ধান আপনা হতেই জানিয়ে দেন। তার জন্যে আমাদের ব্যগ্র হবার দরকার কি? আমাদের দরকার তাঁকে ভালবাসা। তবে সে ভালবাসা কেমন? সেটী নিজ নিজ ভাবেই বোধগম্য, ভাষা দিয়ে নয়। ভালবাসার মধ্যে ভালমন্দ মিশে গিয়ে যোগ্য অযোগ্যের সন্দেহ ঘুচে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ হয়,—ভালবাসাতেই অজেয়কে জয়। মনে ভাব না ধরলে ভালবাসা হয় না। আবার দেখ, 'মা কি বাবা' এই ভাবটী ধরতে পারলে একেবারেই নিশ্চিন্ত। আমরা তখন তো মার কোলের কচি শিশু হয়ে যাই, মার প্রাণে পুলক জাগিয়ে আমরা শুধু 'মা মা' বলে ডাকি, ব্যস্! সন্তানের সকল ভাবনা তো মা বাপেরই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের কোন ভাবনাই তো নেই, তাইতেই তো বলছিলুম আমার সদানন্দ পিতা আর আনন্দময়ী মায়ের কথা। ওতেই তো মকরের মুখে এত কথার তুবড়ি ফোটালো ও মা বাবাকে বাদ দিয়ে চলতে চায়। অকৃতজ্ঞটা মার কোলে জন্মে মাকেই চায় না।'

কুম্ভ সাগ্রহে বলে উঠে, 'না না চাপা দেবেন না, আরও সব বলুন মা! ভারী ভাল লাগ্‌ছে শুনতে।'

'তত্ত্বের আর একটা দিক দেখ এই প্রপঞ্চময় জগত। সেই সর্ব্বশক্তিমান একক ছিলেন, খেলার ছলে 'আমি বহু হবো' এই ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এই জগতের সৃষ্টি করলেন এবং সেই স্বসৃষ্ট জগতের মধ্যে শক্তি ও শক্তিমানরূপে বিদ্যমান থেকে স্বীয় শক্তির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে এই বিরাট লুকোচুরি খেলা খেলতে লাগলেন, তিনি নিজে যেমন অন্তহীন, তার বিশ্বসৃষ্টির খেলাও তেমনি অনন্ত।

এখন সেই যে ভগবান এমন খেলাটি খেললেন, যা আমরা সর্ব্বক্ষণ ভোগ করছি সুখ দুঃখরূপে, যার পাকে জগৎ পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে, তার বিরাম নেই ক্ষ্যান্ত হবার উপায় নেই। এই অবিরাম অবিচ্ছেদ গতি উৎকট অদ্ভুত খেলা খেলতে খেলতে এ খেলার সৃষ্টি যিনি করেছেন তাঁর কথা জগজ্জন মনে করে না? করে বৈ কি! স্বতঃই যে করতে হয়। জগৎ-স্রষ্টাকে চারিদিকে সে খোঁজে কিন্তু এমনি কৌশলী স্রষ্টা, জগত তাঁকে খুঁজতে চাইলেও দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না। চোখ বেঁধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়েই যে এ লুকোচুরি বা কানামাছি খেলা খেলতে নাবিয়েছেন। বাঁধা চোখ নিয়েই সে খুঁজতে চায় কি ভাবের এ খেলা? কেনই বা খেলি? কেই বা খেলায়! এই তো তত্ত্ব। জগতের খেলা পাঁচের পাকে, পাঁচে পাঁচেই প্রপঞ্চ। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ এই পাঁচটী তন্মাত্র, উপস্থ-পায়ু-বাক-বাণী-পাদ পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, নেত্র-রসনা-ত্বক-নাসিকা-শ্রবণ পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই চার পাঁচ কুড়িটি বস্তুতে মন বুদ্ধি অহঙ্কার মূল প্রকৃতি এই চব্বিশ পদার্থের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির স্বরূপ। পঞ্চীকরণে মিলিত এই বিশ্ব প্রকৃতিরই রূপ, তাই বলে জগৎ প্রপঞ্চ। ঈশ্বর এক প্রকৃতি বহুরূপা, ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তিই মহাপ্রকৃতি পরাপ্রকৃতি বা মহামায়া। আর এই জগৎ সেই মায়ারই খেলা। খেলছেন প্রকৃতি, খেলাচ্ছেন পুরুষ বা ভগবান। সত্ত্ব রজ তম এই তিনটী গুণবদ্ধ হয়ে আমরা খেলি। পুতুলের নাচ দেখেছ? আমরাও সেইরূপ প্রকৃতির হাতে বাঁধা প্রাণময় পুতুল মাত্র।

আচ্ছা' এসো এখন ঈশ্বর ও প্রকৃতির মাঝে জীবভাবটি আমরা আর একটু পরিষ্কারভাবে বুঝতে চেষ্টা করি, কেমন? ঈশ্বর নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ তিনি বিশেষের মধ্যে নেই, তাঁর সীমা দেওয়া যায় না, অরূপ অপ্রকাশিত নিরুপাধিক, কোন উপাধিই তাঁতে প্রযুক্ত হয় না; নির্ব্বিকার অর্থাৎ কোন বিকার তাঁকে স্পর্শ করে না; নিষ্ক্রিয় কিনা, তিনি নিজে কিছুই করেন না অর্থাৎ সঙ্কল্প-বিকল্প তাঁতেই নেই; তিনি অনাদি, তাঁর পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই ছিল না, কেহই ছিল না; তিনি সর্ব্বাশ্রয়, ব্যষ্টি ও সমষ্টির আশ্রয় এবং পরিপূর্ণ অর্থাৎ আকাশবৎ সর্ব্বত্র ব্যপ্ত হয়ে আছেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, শাস্ত্রে বলেছেন 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম'।

ঈশ্বরের রূপ বা প্রকাশ মায়া, সবিশেষ তিনি মায়ার মধ্যে, তাঁর উপাধী মায়া। বিকারী মায়াতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সংযুক্ত। মায়ার মধ্যেই ক্রিয়া ও সঙ্কল্প কার্য্য। তিনি মায়ার আশ্রয়। মায়াতে ভগবানের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হচ্ছেন ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপ মায়া জড় অচেতন। চৈতন্য যুক্ত মায়াই কার্য্যকারিণীরূপে ক্রিয়মানা। যেমন আমি ও আমার হাতের লাঠি, লাঠিটা অচেতন আমার ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে লাঠিটা নানাবিধ ক্রিয়াশীল। এখন এই মহামায়াই ঈশ্বরের শক্তি। সংসারের কর্ত্তা ভগবান, মহামায়া সেই কর্ত্তারই গৃহিণী। কর্ত্তার ইচ্ছা ও কার্য্য তিনিই পরিচালনা করেন, নিয়ন্ত্রিত করেন। নিজের সত্ত্বা গৃহিণীকে সহযোগিণীকে ছেড়ে দিয়ে বা মিলিত হয়ে কর্ত্তা যেমন তাঁরই অধীন হয়ে পড়েন, গৃহিণী ঠাকুরাণীকে না জানিয়ে কিছুই যেমন স্বেচ্ছায় করতে পারেন না, তেমনই সত্য সঙ্কল্প ভগবান ও নিজের সঙ্কল্প শক্তি মহামায়াকে দান করে দিয়ে একান্তই মায়াধীন। মহামায়ার আশ্রয় তিনি, অথচ তিনি তাঁরই অবলম্বনেই জগত প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত। তিনিই ভূতভাবন তিনিই ভূতভূত। ভগবানেরই শক্তি মহামায়ারূপা স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-রূপিণী সেই প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতেই যাবতীয় ভূত সমূহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি স্থিতি লয়, আবার তিনিই ভূতের ভাব ধারণ করে ভূত-ভাবন, তিনিই ভূত সমূহে অবস্থিতা থেকে ভূতভূত। স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্ট। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীব। সেই ভগবান স্রষ্টা হয়ে সৃষ্টি করে কি ভাবে সৃষ্ট হলেন দেখ। তাঁর প্রকাশের স্থান বা খেলার স্থানটি হ'ল ক্ষেত্র, তার উপাদান পঞ্চ মহাভূত, সূক্ষ্মরূপা মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত বা মহত্তত্ত্ব। এই পঞ্চমহাভূত, পঞ্চীকরণে মিলিত হয়ে ব্যক্ত জগৎ প্রপঞ্চ। সেটা কি রকম বলছি, এই বিষয়টি হচ্ছে এই পাঁচটি মহাভূতের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষেত্র। আকাশের পাঁচ তত্ত্ব—কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, ভয়। বায়ুর পাঁচ তত্ত্ব—চলন, বলন, ধাবন, প্রসারণ ও আকুঞ্চন। তেজের পাঁচ তত্ত্ব—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও ক্লান্তি। জলের পাঁচ তত্ত্ব—শোণিত, লালা, মূত্র, স্বেদ ও শুক্র।

পৃথিবীর পাঁচ তত্ত্ব—অস্থি, মাংস, মজ্জা, ত্বক ও রোম। এই পাঁচ পাঁচে পঁচিশটি পদার্থ বা পঞ্চ তত্ত্ব। এখন নিজ নিজ অংশ প্রত্যেকের মধ্যে কিভাবে পাওয়া যায় বা মিশ্রিত হয় সংক্ষেপে বলি। আকাশ বিষয়ে কাম; বায়ুর ভাগ মিশ্রিতঃ আছে,-যেহেতু কামনা রূপ বৃত্তি চঞ্চল, বায়ুও চঞ্চল। আকাশে তেজের ভাগ আছে, ক্রোধ তেজ বা উত্তপ্ত আকাশে তাপ বা তেজ আছে। আকাশ শোক বিষয়ে, শোকে শরীর শূন্য বোধ হয় আকাশ ও শূন্য। আকাশে জলের ভাগ মোহ। শরীর সংচ্ছাদানেতে যেমন মোহের প্রসারতা জলেরও প্রসারতা গুণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে। ভয় আকাশ বিষয়ে, পৃথিবীর ভাগ—ভয়ে শরীর জড় হয়ে যায়। পৃথিবীরও জড়তা স্বভাব।

আকাশের মধ্যে পাঁচটি গুণ মিশ্রিত রয়েছে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্। বায়ুর অপ চলন—বায়ুও চলে জলও চলে। বলন বায়ুতে তেজের ভাগ; শব্দে তেজ আছে, প্রসারতাও আছে, যেহেতু শব্দ বহু দূর দূরান্তর ছুটে যায়। ধাবন বায়ুর প্রধান গুণ বায়ু ধাবমান। বায়ুতে আকাশের ভাগ আছে, বায়ুও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, আকাশও তাই। বায়ুতে পৃথিবীর ভাগ আকুঞ্চন বা সঙ্কুচিত হওয়া—সঙ্কোচ দ্বারাই পৃথিবী হয়েছে।

তেজ, অগ্নি, ক্ষুধা, তেজের প্রধান গুণ। ক্ষুধার সময়ে যা খাওয়া যায় জঠরাগ্নিতে সমস্তই ভস্ম হয়। অগ্নিও সর্ব্ব বস্তু ভস্ম করে। তৃষ্ণা, তেজে বায়ুর ভাগ আছে, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হয় বায়ূও আর্দ্র দ্রব্য শুষ্ক করে। তেজে পৃথিবীর ভাগ আছে, আলস্যে দেহ জড় করে, জড়তা পৃথিবীরই গুণ। নিদ্রা, তেজে আকাশের ভাগ আছে; নিদ্রা এলে শরীর শূণ্যমত হয়, আকাশ বা ব্যোম্ মহাশূন্য। কান্তি, তেজে জলের ভাগ আছে, রৌদ্র দ্বারা কান্তি ঘটে, জলও রৌদ্র দ্বারা উৎপন্ন, জলের শোণিত, জলে পৃথিবী গুণ আছে, পৃথিবী কোথাও কোথাও রক্তবর্ণা। শুক্র—জলের প্রধান ভাগ, শুক্র শ্বেতবর্ণ ও জীব জন্মের হেতুভূত। জলও শ্বেতবর্ণ, বৃক্ষাদি জননের হেতু। লালা জলে আকাশের ভাগ আছে; লালা উচ্চনীচ, আকাশও উচ্চনীচ। পিত্ত—জলে তেজের ভাগ আছে, পিত্তও তেজ পদার্থ, এ হতে দেহ উষ্ণ হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, ঘর্ম্মও । স্বেদ, জলে বায়ুর ভাগ আছে, শ্রম করিলে স্বেদ উৎপন্ন হয়। আবার পাখা দ্বারা শ্রম করিলে বায়ুর সৃষ্টি হয়। আনুসঙ্গীক ভাবে জল ও বায়ু।

পৃথিবীর প্রধান ভাগ অস্থি। পৃথিবীও কঠিন, অস্থিও কঠিন। পৃথিবীতে জলের ভাগ আছে, মাংসতেও আর্দ্রতা। পৃথিবীতে তেজের ভাগ আছে, স্নায়ু বা নাড়ীতেও তাপের পরীক্ষা। ব্যোম, পৃথিবীতে আকাশের ভাগ আছে, ব্যোম শূন্য আকাশও শূন্য। এই সকলই পরস্পর হতে পরস্পরাংশ নিয়মে মিলিত হয়েছে। পঞ্চভূত রূপে দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ। মনে করো আমরা পাঁচজন বন্ধু একত্রে বসে কতকগুলি মিষ্টি এনেছি এবং পরস্পর পরস্পরকে দিয়ে মিলে মিশে খাচ্ছি। আমার ষোলটি সন্দেশ, কুন্তর ষোলটি রসগোল্লা, মকরের ষোলটি পান্তুয়া, বড়মার ষোলটি রাজভোগ, আর মার (জীবনবাবুর মা) ষোলটি কাঁচাগোল্লা আছে।

এখন আমার সন্দেশের থেকে দুটি দুটি করে তোমাদের চারজনকে দিলাম, আমার আটটি দেওয়া হ'ল এবং নিজের জন্যে আটটি রইলো। কুন্তও নিজের আটটি রেখে আর চারজনকে দুটি করে আটটি ভাগ করে দিলে, মকরও তাই করলো, বড় মা ও জীবনবাবুর মা তাঁরাও সেই মত করলেন। আমার শুধু সন্দেশ ছিল কিন্তু রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা পান্তুয়া রাজভোগ সবই আমি ভাগে পেলুম, কুন্তর রসগোল্লা ছিল কিন্তু সন্দেশ কাঁচা-গোল্লা, পান্তুয়া রাজভোগ সবই তার অংশে এসে গেল। মকরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পান্তুয়া মাত্র ছিল, কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লা রাজভোগ কাঁচাগোল্লা সবই সে পেলে। বড়মা ও জীবনবাবুর মায়েরও তাই। এই ভাবে আমরা নিজ নিজ জিনিষ মিলিত ভাবে বণ্টন করে নিলুম। আমার জিনিষ তোমাদের সকলের মধ্যে রইলো, তোমাদেরও জিনিষ আমাদের সকলের মধ্যেই রইলো। প্রত্যে-কেরই ভাগ প্রত্যেকে আমরা গ্রহণ করলুম। এই হলো পঞ্চী-করণ। সূক্ষ্ম মহাভূত আঠারোটি পদার্থের সংযোগ। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান) মন বুদ্ধি ও অহংকার। মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্প বিকল্প, বুদ্ধির ধর্ম্ম নিশ্চয়াত্মিকা অহংকার। অহং বোধ আঠারো তত্ত্বে অব্যক্ত প্রকৃতি, চতুঃর্বিংশতি তত্ত্বে ব্যক্ত প্রকৃতি। সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ ত্রিগুণ (তিনটি সূত্র) চালিত। চৈতন্যের আভাষে সচেতন, যেমন লৌহটি অগ্নি তেজে দীপ্ত। এখন এই চতুর্বিংশতি পদার্থ-যুক্ত ক্ষেত্রটিতে ভগবান গূঢ় চৈতন্য রূপে অবস্থিতি করেন। তিনটি গুণ যোগে কি ভাবে খেলাটি খেলছেন দেখ। সত্ত্বগুণ চৈতন্য সত্ত্বা ধৃতি শক্তি ; রজোগুণ কর্ম্ম প্রচেষ্টা রাগাত্মিকা, অহম্ রূপে তার প্রকাশ। তমঃ গুণ অজ্ঞান আবরণী শক্তি। ত্রিগুণ বিশিষ্টা প্রকৃতি জীবের উৎপত্তি স্থান বা ক্ষেত্র। আর ভগবান তার বীজপ্রদ পিতা প্রকৃতি আধারে বিচিত্র জগত রূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। এই বিশ্বসংসার সমস্তই ঐ ত্রিগুণের দ্বারা পরিচালিত। সত্ত্ব গুণ নির্ম্মল জ্ঞানরূপী সুখ শান্তির আবাস স্থান। রজোগুণ অহংকারের প্রতীক আমি করি—আমি কর্ত্তা ঐরূপ বোধক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব কর্মের উৎসাহ সাধক ও কর্মশক্তি। তমোগুণ সত্ত্ব ও রজঃ কার্য্যের বিপরীত আবরণ শক্তি। সত্ত্বঃ রজঃ তম ও একা থাকে না, এরাও পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে জীব প্রকৃতিকে বিচিত্র করে তৈরী করে। প্রধানতঃ রজঃ গুণই প্রকৃতিকে রঞ্জিত করে, পরিচালিত করে, এক ভাব হতে ভাবান্তরে নিয়ে গিয়ে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি করে। স্থিতি শক্তি সত্য প্রধান এবং তামসিক।

এই ভাবে অধ্যাত্ম অধিদৈব অধিযজ্ঞ বা অধিভূত ভাবে পঞ্চকোষ যুক্ত দেহে প্রকৃতির দ্বারা বিশ্ব কার্য সাধিত হচ্ছে। আত্মাকে আশ্রয় করে যে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় তাহাই অধ্যাত্ম। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠিত চতুর্দ্দশ দেবতা হচ্ছেন অধিদৈব এবং চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অধিভূত। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ চারিটি—মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার। অধ্যাত্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহার দেবতা অধিদৈব। চতুর্দ্দশ বিষয় অধিভূত।

জ্ঞানেন্দ্রিয়—	দেবতা—	বিষয়—
শোত্র	দিক্	শব্দ
ত্বক্	বায়ু	স্পর্শ
চক্ষু	সূর্য্য	রূপ
জিহ্বা	বরুণ	রস
ঘ্রাণ	অশ্বিনীকুমার	গন্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মেন্দ্রিয়	দেবতা—	বিষয়—
বাক্	অগ্নি	বচন
হস্ত	ইন্দ্র	আদান প্রদান
পদ	বামন	গমন
উপস্থ	প্রজাপতি	রতিভোগ
পায়ু	যম	মলত্যাগ

অন্তঃকরণ—	দেবতা—	বিষয়—
মন	চন্দ্র	সঙ্কল্প বিকল্প
বুদ্ধি	ব্রহ্মা	নিশ্চয়
চিত্ত	বাসুদেব	চিন্তন
অহঙ্কার	রুদ্র	অহং বোধ

পঞ্চ কোষ চৈতন্য পুরুষের আধার বা আবরণ স্থান—যেমন তরবারির খাপ,—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। পঞ্চ প্রাণ বা বায়ুপ্রাণ,—অপান, সমান, উদান, ব্যান—ইহারা ক্ষেত্রের ক্রিয়াসাধক। প্রাণ বায়ুর স্থান হৃদয়; দিবা রাত্রিতে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস কার্য চলিতেছে, উহা উর্দ্ধ গমনশীল।

অপান বায়ুর স্থান গুহ্য দেশ—মল মূত্র ত্যাগ ইহার কার্য, ইহা অধোগমনশীল। সমান বায়ুর স্থান নাভিদেশ—পরিপাক রূপ রস রুধির শুক্র পুরীষাদি করণ ইহার কার্য। উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠ—ভুক্ত পীত অন্ন জল বিভাগ করা ইহার কার্য;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যান বায়ুর স্থান সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বনাড়ী গমনশীল। সর্ব্বশরীরের স্থায়ী ক্ষয় ও সংগ্রহ হচ্ছে ইহার কার্য্য।

এই ক্ষেত্র বা দেহ যে ভাবে উৎপন্ন ও তার যা কাজ সেগুলি সংক্ষেপে দেখা হ'ল। অধ্যাত্ম অধিদৈব অধিভূত ভাব ধারণ করে চৈতন্যকে পুরুষ প্রকৃতি পুরে অর্থাৎ ক্ষেত্রের নাম দেহে, দেহের নাম পুর, সেই পুরে যিনি থাকেন তিনিই পুরুষ। তাঁতে স্ত্রী পুরুষ ভেদ বলে কিছু নেই, সমষ্টি ভাবে সমস্ত জগত শরীর ও ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক ভূতদেহে গূঢ়রূপে যিনি নিবাস করছেন সেই চেতন বস্তু আত্মা বা পুরুষ, আর সেই রহস্যঘন গোপন পুরুষের যাহা পুর বা আবাস জড় দেহপুর তাহাই প্রকৃতি। প্রকৃতির আবার দুই ভাব—পরা ও অপরা, পরাপ্রকৃতি মূল প্রকৃতি ভগবানের দৈবী মায়া সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ। অপরা অষ্টভাবময়ী ব্যক্ত প্রকৃতি যার স্বরূপ এপর্য্যন্ত বলা হ'লো। যতকাল সংসার, ততকাল প্রকৃতি পুরুষের যোগ। এই প্রকৃতি পুরুষ যোগই যুগলরূপে রাধাকৃষ্ণ, অর্দ্ধ নারীশ্বর বা হরগৌরী, শিবের বুকে তিনিই শ্যামা, প্রত্যেক ভূত মধ্যে পরমেশ্বর পরমেশ্বরী পিতৃমাতৃশক্তিরূপে চিরবিরাজিত।

জগৎ যুগল রূপেরই বিকাশ। প্রতি জীবকুল তরু গুল্ম লতা, স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব প্রাণী, চেতন অচেতনের মধ্যেই যুগল ভাবের অভিব্যক্তি। মানুষ পশ্বাদি সকলেই এই যুগল রূপাত্মক। জীব অঙ্গও দেখ দ্বিধা বিভক্ত মস্তক হতে পদতল পর্য্যন্ত দেখ, মস্তকের তল ভাগ মেরুদণ্ড যুক্ত হয়ে দ্বিধাকৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগল নয়ন, যুগল ভুরু, নয়নের যুগল তারকা যুগল অক্ষী পল্লব। নাসিকার যুগল রন্ধ্র, অধরোষ্ঠ ও যুগল, যুগল দন্তপাতি, যুগল গণ্ড, যুগল হস্ত পদ তাও সন্ধি দ্বারা যুগ্ম করতল পদতল যুগল। কর্ণ যুগল, যুগল নিতম্ব, বক্ষ পৃষ্ঠ দ্বিধাভাবে যুগল, উদরও যুগল, স্তন যুগল। একটী অঙ্গ উত্তমাঙ্গ ও অধমাঙ্গরূপে যুগ্মরূপধৃত। সমস্ত জাগতিক ব্যাপারই এইরূপ যুগলরূপেরই খেলা। বীজ হ'তে যে অঙ্কুরোদ্গম হয় তার ভাবটিও দেখে নাও সেই যুগল পত্র নিয়েই একেকে দ্বিধা বিভক্ত করে, অথচ পরিণতি সর্ব্বত্রই সেই একে। সৃষ্ট জগত, ব্যবহারিক জগত, সাধন জগত যা' কিছু সর্ব্বত্র দেখবে, যুগল ভাবেরই অভিব্যক্তি। যুগলের মধ্যেই পুরুষ সংযোগকেই যোগ বলা হয়, যুগলের ক্রীড়া পরিণামেই যুগল মিলন। ব্রহ্ম এক ছিলেন স্বইচ্ছায় সৃষ্টি প্রকরণ মানসে দ্বিধা বিভক্ত হলেন, তাই এক অদ্বিতীয় হয়েও তিনি দুই এবং লীলাশেষে আবার স্বীয় অদ্বৈতরূপেই চির প্রতিষ্ঠিত, যে হেতু প্রকৃতি বা মহৎ তাঁরই ত অংশ, এক ভিন্ন দুই তো নাই।'

আবার একদিন ওদের আবদারে ভাগবৎ প্রসঙ্গে এই সব কথারই আলোচনা হচ্ছিল; জিজ্ঞাসুদের সাধ্যমত যা' নিজে সামান্য একটু জানি, তা'তো না জানিয়ে নিষ্কৃতি নেই আমার। ওরা যে আব্দারে শিশু সব।

"ঈশ্বর ও জীব ভাবটি তো বলা হলো, খেলাচ্ছেন ঈশ্বর, খেলছেন কিন্তু প্রকৃতি, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকার গুণত্রয়ই ক্রিয়মান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে বিশ্ব জগতে বিচিত্রতার সৃষ্টি করছে। চৈতন্যের ধর্ম্মই যে প্রকাশ।

খেলি কে? আমি। আমি কে? জীবাত্মা চৈতন্য। জীবাত্মা কিন্তু জীব নয়, জীব প্রকৃতি জীবাত্মা পুরুষ। পরমাত্মা আত্মা, জীবাত্মা চৈতন্য, পুরুষের এই সব নানাবিধ বিশেষণ, আসলে তিনি একই, যেমন মহাকাশ এক—ঘটের জলে, বাপী তড়াগের জলে, সাগর জলে সেই একই আকাশের ছায়া বিবিধভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃতির ক্ষেত্রে গুণবদ্ধ হয়ে যে ভগবত সত্ত্বা অধিষ্ঠিত তাহাই জীবাত্মা, সুখ দুঃখ ভোগ না হয়েও তার সাক্ষী, ক্ষর পুরুষ আর প্রকৃতি-বিকৃতি-শূন্য অনাদি অনন্ত, অচিন্ত্য, সর্বগত, সর্বব্যাপী—যা হ'তে সমস্ত ভুতের বিকাশ—সেই মুক্ত আত্মাই ক্ষর পুরুষ। ক্ষর ও অক্ষরের যিনি নিয়ন্তা তিনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম।'

কুন্ত প্রশ্ন করলে, 'হ্যাঁ মা, ঐ যে গান আছে খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগত খানা'—সত্যই যেন তাই? না?'

'খেলার কৌশলটাও কেমন তা দেখ, প্রকৃতিরও ত্রিবিধ ভাব, পুরুষও ত্রিভাবের স্বরূপ—ভোক্তা, সাক্ষী ও নিয়ন্তা।

সেই নিয়ন্তা পুরুষোত্তম কূটস্থ হয়ে বিশ্ব রচনা করে আত্মা-ভাবে সৃষ্টি প্রকাশ করে আবার দ্রষ্টারূপে দেখতে ও সাক্ষীরূপে অবস্থিত হলেন। আবার সেই উত্তম পুরুষ প্রকৃতি জ্ঞানে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে স্বেচ্ছাবদ্ধভাবে প্রকৃতির উৎপত্তি, বিকাশ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনাশ এই সর্ব্বদুঃখ ভোগ করতেও রইলেন অথচ তিনিই সেই এক। তাহ'লে যিনিই খেলাচ্ছেন, তিনিই খেলছেন আবার তিনিই দেখছেন।'

কুন্ত—'এইখানটি ভাল করে বুঝিয়ে বলুন মা'

'গোবিন্দ আমায় এই ভাবটি বুঝবার জন্যেই বলেছিলেন,—"দ্রষ্টাভ্যাস, দৃশ্যাভ্যাস, মুক্তাভ্যাস।" আমি তোমাদের কি বুঝাব মা! আমি নিজেই যে বুঝি না। এতক্ষণ যা বলে গেলুম সেটা মনের একটা ঝোঁক, এ ঝোঁকের কোন সামঞ্জস্য আছে কি নেই, সে যিনি বলাচ্ছেন তিনিই জানেন। তোমাদের আশাপূরণ গীতা হতেই হবে।—"গীতা, ধীতা যেনোপি ভক্তি-ভাবেন চেতসা বেদশাস্ত্র পুরণাণি তেনাধিতানি সর্ব্বসঃ।"

গীতাই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার, গীতা দেবীর কৃপা হলেই বুদ্ধির বিকাশ হবে, অন্তরে বোধের স্পর্শ পাবে। গীতা তো সকলেই পড়। গীতাতে অতি সহজে এবং সরলভাবেই পরম ভাগবত তত্ত্ব শ্রীভগবানই প্রচার করে রেখেছেন ও সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করেছেন অন্য কোন শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজনই নেই। গীতায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের এবং মূর্খের সমান অধিকার, কিন্তু গীতা দেবীর কৃপা না হলে পণ্ডিতেরও তা' অবোধ্য। আসল কথা যেমন গুরু বাক্যে তেমনই শাস্ত্রবচনে অবিচলিত শ্রদ্ধা থাকা চাই। সেইটাই আসল।'

একটু সুমিষ্ট হাসি হেসে শ্রদ্ধা বিগলিত কণ্ঠে কুন্ত বললে 'আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন গীতা দেবীর কৃপাকণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করি, এত যে বললেন সবই পরিষ্কার ভাবে বুঝতেও তো না পারলুম না। তবে কথা এই বুঝতে পারি আর না পারি শুনতে খুবই মধুর লাগলো।'

মকর মৃদু মৃদু হাসছিল, কুন্তর কথার মাঝেই সে বলে উঠ্‌লো, 'কেমন মিষ্টি মধুর রসগোল্লা পান্তুয়া খেলে গো মায়েরা? সাধে কি আর বামনিকে খোঁচাখুঁচি দিয়ে মধু ঝরাই। বাজে ঝগড়া আমি করি না, আমার তো জানা আছে লাঠি দিয়ে আম পাড়া যায় না তাকে বেঁকিয়ে আঁকুসি করে নিতে হয়।' আবার বল্লে, 'সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না, ঐ জন্যেই তো আদায় করবার জন্যেই তো ঐ কেলে ছোঁড়াটা বাঁকা, তাও আবার শুধু এক জায়গায় বাঁকা নয় তিন জায়গায় বাঁকা! ত্রিভঙ্গ মুরারী।'

আগ্রহের সঙ্গে কুন্ত বলে উঠ্‌লো, 'ঐ শোন এক নূতন কথা। এ বাঁকার অর্থই বা কি, আর কার কাছে কি আদায় করবার আছে সেটা ভেঙ্গেই বলুন না, নইলে যে অর্দ্ধেক শুন্‌লে আধ কপালে ধ'রে মরবো।'

'সব বলবে ঐ বামনি, আমি বলতে কইতে জানি না বাছা'—কুন্তর কথায় জবাব দিয়ে মকর হাসতে লাগলো। কুন্ত বললে, 'অনেক কথাই শোনবার বাকি রয়েছে, তত্ত্বের কথাটি বলা হল। তন্ত্র মন্ত্র মুক্ত—এসব শুন্‌তে হবে, কাল আবার এসব কথা আমাদের উপদেশ করবেন মা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জবাব দিলুম, 'বলেছি তো গীতা পড়ো গীতা হতেই তোমাদের সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে সকল সন্দেহ ভঞ্জন হবে। তত্ত্বে যা পেলে তন্ত্রে তাই আছে। শ্রুতি স্মৃতি বেদ পুরাণ সেই কথারই প্রতিধ্বনি। গীতাতে সকল শাস্ত্রের মর্ম্মবাণী সংরক্ষিত, সেই মর্ম্মস্থলে অন্বেষণ করো চরম বস্তুই লাভ হবে।'

সন্ধ্যায় আরতি শেষে গোবিন্দের নাম করছি, দেখি না কুন্ত এসে বসে আছে। সেবা ভোগ দিয়ে ঠাকুরদের বাতাস দিতে দিতে বললুম, 'কুন্তমা, আজ এ সময়ে এসেছ যে?' সে উত্তর দিল, 'মা, সেই কালকের কথাটিই কেবল মনে ফিরছে একটু বলে দিন না, এ ভাব ধারাটি কেমন?'

বললুম, 'অনন্তভাবময়ী মায়ের এই ত্রিভঙ্গ ভাবটি ভক্ত-ভাবাধীন ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ। ভক্তের আসরে তিনি নিজেকে কি ভাবে সমর্পণ করেন? না, স্নেহময় ভক্তের প্রতি গভীর স্নেহে নিজেকে নত করে ভেঙ্গেচুরে তাদের স্পর্শ যোগ্য করেছেন, নৈলে তারা তাঁর নাগাল পাবে কি করে? ত্রিভঙ্গ ভাবের মধ্যে ভক্ত পাচ্ছে অভয় ও আশ্রয়। এই রূপেই তাদের ভক্তির বিকাশ হয়ত হতে পারে তাই এই মূর্ত্তি ধারণ।'

ভাব মাধুর্য্যের একান্ত অধিকারিণী ব্রজাঙ্গণাগণের ভাবে আবদ্ধ গোবিন্দ বস্ত্রহরণে, করবন্ধনে, রাসমিলনে ত্রিভঙ্গ রূপের মাধুর্য ভক্ত মনে প্রকাশ করেছেন। সেই অনন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপার প্রেমময়ের প্রেমভাব আমি কি করে বোঝাব কুন্ত ? খেলার ছলে গোবিন্দকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা আনন্দের খেলা খেলি মাত্র। যা' কিছু বলি সেও সেই খেলুনীতে খেলুনীতে যেমন খেলার কথা বলা-বলি হয় এও তাই। আমার মনে যা ওঠে, বলতে আনন্দ হয়, বলে যাই, তোমরাও তাই আনন্দ করে শুনে যাও, নিজে বুঝে তোমাদের দূরূহ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাবার বুদ্ধি আমার কতটুকু !'

আনন্দ আগ্রহে কুন্ত বললে, 'বাবাজী মশায় বলেন আনন্দই ভগবানের রূপ। সেই আনন্দের নির্ঝর আপনি, আনন্দধারা আমাদের দান করে আনন্দের অমৃতের আস্বাদ দিচ্ছেন, আমরাও যুক্তি তর্কে তাঁকে বুঝতে চাই না মা! আনন্দের মধ্যেই যেন তাঁর স্পর্শ পাই। ভাব রাজ্যের অধীশ্বরীদের ত্রিভাব গ্রহণ করে তিনি ত্রিভঙ্গ এ উপমাটি বড় সুন্দর, অনন্ত ভাবময়ীদের এই তিনটি ভাবই চরম উৎকর্ষ।'

বললুম, 'যা বলেছ কুন্ত তা নিছক সত্যি কথা! এই তিনটি ভাবুক প্রাণের চরম উৎকর্ষ। দেখ, বস্ত্রহরণ ভক্ত ভগবানের একত্ব অবস্থা। বস্ত্র হরণে তিনি ভক্তের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করলেন, নিজদত্ত মায়া নিজে গ্রহণ করে অভয় দিলেন। কর-বন্ধনে সেই জগতস্বামী বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরের একটী কণা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ, দেখছেন ভক্তজনের কাছে তিনি কতই দীন, কত অসহায়, অথচ নন্দমহারাজ মহিষীর ভাণ্ডারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন কোন দ্রব্য নেই যা' দিয়ে ঐ কচি শিশুটির কর দু'খানি তিনি নিজ হাতে বন্ধন করতে পারেন। ঐশ্বর্য তাঁর নিকট পরাস্ত, অহঙ্কারেও তাঁকে ধরতে পারে না, স্মরণাগত হলেই সেটি সম্ভব হয়, কৃপাদানে নিজেই তখন বদ্ধ হয়ে যান। যশোমতী যখন 'আমার' বলে নীলমণিকে বক্ষে ধারণ করলেন তখনই সর্ব্বেশ্বর হরি ভক্তের শাসনে ধরা দিয়ে কত অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু যশোমতী 'আমি কর্ত্তা' 'আমি বাঁধবো' বলে বাঁধতে গিয়ে কিছুতেই তাও পারেন নি। যতই বাঁধেন, ভাগবতে বলছে—'দু আঙুল ফাঁক থেকেই যায়,' সে আর নিজ চেষ্টায় যশোমতী এক করতে পারেন না। অপারক অনুপায় ক্লেশ-খিন্ন হয়ে যশোমতীকে কৃপাদানে ধরা দিয়ে তবে বাঁধনটি নিলেন। ঐ দু' আঙ্গুল ব্যবধান বর্ণনায় এইটি বুঝিয়েছেন, একটি আঙ্গুল ভক্তের আশ্রয় চেষ্টা, দ্বিতীয় আঙ্গুল ভগবানেব দয়া। রাসমিলনেও এই একত্বটি দেখে যেও। প্রতি গোপীর পাশে প্রতি কৃষ্ণ সৃষ্ট হচ্ছেন। 'কৃষ্ণ আমার' প্রত্যেকেই ভাবছেন। আমার তুমি, তুমিই একান্তরূপে আমার। সমস্ত ভাব সম্পদের সার ঐ তো কথা।

রাস অর্থাৎ আত্মাতে পরমাত্মাতে মহামিলন। ভগবত কৃপায় অ-ভৌত দেহে অখণ্ড চিদানন্দ রস আস্বাদন করতে পেলেই প্রাপ্তব্য প্রাপ্তি, জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন আলিঙ্গনই রাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করি, এত যে বললেন সবই পরিষ্কার ভাবে বুঝতেও তো মা পারলুম না। তবে কথা এই বুঝতে পারি আর না পারি তবে শুন্‌তে খুবই মধুর লাগলো।'

মকর মৃদু মৃদু হাসছিল, কুন্তর কথার মাঝেই সে বলে উঠ্‌লো, 'কেমন মিষ্টি মধুর রসগোল্লা পান্তুয়া খেলে গো মায়েরা? সাধে কি আর বাম্‌নিকে খোঁচাখুঁচি দিয়ে মধু ঝরাই। বাজে ঝগড়া আমি করি না, আমার তো জানা আছে লাঠি দিয়ে আম পাড়া যায় না তাকে বেঁকিয়ে আঁকুসি করে নিতে হয়।' আবার বল্লে; 'সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না, ঐ জন্যেই তো আদায় করবার জন্যেই তো ঐ কেলে ছোঁড়াটা বাঁকা, তাও আবার শুধু এক জায়গায় বাঁকা নয় তিন জায়গায় বাঁকা! ত্রিভঙ্গ মুরারী।'

আগ্রহের সঙ্গে কুন্ত বলে উঠ্‌লো, 'ঐ শোন এক নূতন কথা। এ বাঁকার অর্থই বা কি আর কার কাছে কি আদায় করবার আছে সেটা ভেঙ্গেই বলুন না, নইলে যে অর্দ্ধেক শুন্‌লে আধ কপালে ধ'রে মরবো।'

'সব বল্‌বে ঐ বাম্‌নি, আমি বলতে কইতে জানিনা বাছা।'

কুন্তর কথায় জবাব দিয়ে মকর হাসতে লাগলো কুন্ত বললে, 'অনেক কথাই শোনবার বাকি রয়েছে, তত্ত্বের কথাটী বলা হল। তন্ত্র মন্ত্র মুক্ত এসব শুন্‌তে হবে, কাল আবার এসব কথা আমাদের উপদেশ করবেন মা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জবাব দিলুম, 'বলেছি তো গীতা পড়ো গীতা হতেই তোমাদের সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে সকল সন্দেহ ভঞ্জন হবে। তন্ত্রে যা পেলে তন্ত্রে তাই আছে। শ্রুতি স্মৃতি বেদ পুরাণ সেই কথারই প্রতিধ্বনি। গীতাতে সকল শাস্ত্রের মর্ম্মবাণী সংরক্ষিত, সেই মর্ম্মস্থলে অন্বেষণ করো চরম বস্তুই লাভ হবে।'

সন্ধ্যায় আরতি শেষে গোবিন্দের নাম করছি, দেখি না কুন্তু এসে বসে আছে। সেবা ভোগ দিয়ে ঠাকুরদের বাতাস দিতে দিতে বললুম, 'কুন্তুমা, আজ এ সময়ে এসেছ যে?' সে উত্তর দিল, 'মা, সেই কালকের কথাটাই কেবল মনে ফিরছে একটু বলে দিন না, এ ভাব ধারাটা কেমন?'

বললুম, 'অন্তরভাবময়ী মায়ের এই ত্রিভঙ্গ ভাবটী ভক্ত ভাবাধীন, ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ, ভক্তের আসরে তিনি নিজেকে কি ভাবে সমর্পণ করেন, না, স্নেহময় ভক্তের প্রতি গভীর স্নেহে নিজেকে নত করে ভেঙ্গে চুরে তাদের স্পর্শ যোগ্য করেছেন, নৈলে তারা তাঁর নাগাল পাবে কি করে? ত্রিভঙ্গ ভাবের মধ্যে ভক্ত পাচ্ছে অভয় ও আশ্রয়। এই রূপেই তাদের ভক্তির বিকাশ হয়ত হতে পারে তাই এই মূর্ত্তি ধারণ।'

ভাব মাধুর্য্যের একান্ত অধিকারিণী ব্রজাঙ্গণাগণের ভাবে আবদ্ধ গোবিন্দ বস্ত্রহরণে, কর বন্ধনে, রাসমিলনে ত্রিভঙ্গ রূপের মাধুর্য্য ভক্ত মনে প্রকাশ করেছেন। সেই অনন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে মা নিজেকে ডুবিয়ে দেয় বিলিয়ে দেয় নিজেকে ভুলে যায় আমি খুঁজি সেই মাকে। মায়ের স্নেহেব ধারা যে অনন্তমুখী, অমৃতবর্ষী। সন্তানরা যে তাদের সকল আশা ও আনন্দ দিয়ে মা বলে এসে দাঁড়ায়, তাদের অভয় ও আনন্দ দেবার মত ধনে কি আমি ধনী? সেই অমৃতের অধিকারী হয়ে পারবো কি সন্তানদের আমার অমৃতের অধিকার দিতে? আমার মধ্যে খুঁজে দেখি স্বার্থগণ্ডী দেওয়া কমল-টুকুর মা হয়েই তো আমি আছি। গোবিন্দ যে বলেছিলেন, 'তুমি মা, বালক বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবকে সমান চোখে দেখো।' গোবিন্দর সেই আশীর্ব্বাদই তো আমার একমাত্র ভরসা, আমার একক সম্বল, সেই বলেই এতটুকু মানুষ আমি এত বড় সাহস!

এমন সময় সরযূ এসে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে বলে উঠলুম, 'একি সরযূ! তুমি এমন সময় কোথা থেকে এলে মা?' সরযূ বললে, 'বাড়ী হতেই এসেছি মা! আর থাকতে পারলাম না, আপনার আকর্ষণ আমায় ব্যাকুল করে সন্ধ্যার সময় এখানে টেনে এনেছে, রাত পোহাবার জন্যে ত্বরা সইল না।' অধিকতর বিস্মিত হয়ে বললুম, 'কার সঙ্গে এলে?' সরযূ বললে, 'গোবিন্দর সঙ্গেই এসেছি, রাত্রে রাধা নিয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে আজ একলা দেখে বড়ই আনন্দ হচ্ছে মা, আশ মিটিয়ে আজ আমার প্রাণের কথাগুলি আপনাকে বলতে ও শুনতে পাবো।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখনই আমি বল্লুম, 'হাত মুখ ধুয়ে এস, একটু প্রসাদ খেয়ে জল খাও, পরে কথাবার্ত্তা হবে।'

আমার কথামতো সরযূ জল খেয়ে সুস্থ হ'য়ে এসে বসলো। পরে বল্লে, 'হ্যাঁ মা আজ কেউ আসে নি কেন? আশ্চর্য্য তো!'

উত্তরে বললুম, 'কেউ আসে নি তা তো হ'তে পারে না, তুমিই তো এই এসেছ।' হেসে ফেলে সরযূ বল্লে, 'হ্যাঁ মা হরি কথা তো বন্ধ যায় না, তা মা, আমার প্রাণের মধ্যে কেবলই একটা কথা ওঠে সেই কৌতূহলটী আজ আমার পূর্ণ করুন মা!' বললুম, 'বলো, জানলে নিশ্চয় বলবো।'

সরযূ বল্লে, 'মা আমাদের ঠাকুরের অন্তরঙ্গ দ্বাদশজন ভক্ত ছিলেন এবং তাঁদের প্রধানও ছিলেন তিনজন, তার মধ্যে আবার সর্ব্বপ্রধান একজন। আর শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের দ্বাদশ জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, যীশু খৃষ্টেরও তাই। আমাদের মায়েরও অনেক ভক্ত, কিন্তু অন্তরঙ্গ ভক্ত কয়টি হয়েছে বলুন ত মা? আর কে কে এবং তার মধ্যে প্রধানই বা কে?'

আমি হাসতে হাসতে বল্লুম, 'মা তুমি বড় কঠিন প্রশ্ন তুলেছ! কিসের সঙ্গে কিসের যে তুলনা দাও। তাঁরা সব যুগাবতার লোকত্রাতা, মহামানব, এখানের সঙ্গে কি তাঁদের তুলনা করা সাজে?'

সরযূ বল্লে, 'কেন মা! তাঁরা ঈশ্বরের শক্তি নিয়ে এ জগতের কল্যাণ করতে এসেছিলেন—এখানে কি ঈশ্বরের শক্তি নেই?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

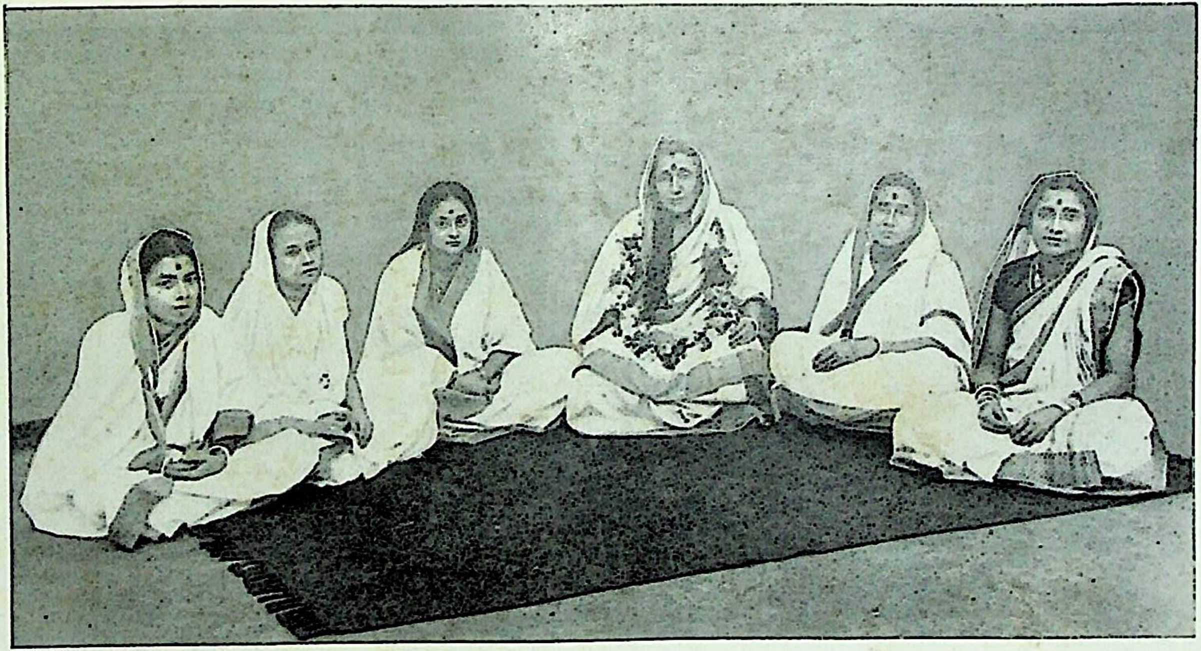

শক্তি-প্রাপ্তা কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে শ্রীশ্রীগোবিন্দমা।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরে বল্লুম, 'ঈশ্বরের শক্তি নিশ্চয় আছে মা, শক্তিরূপিনী শক্তিমতী মা আমাদের অজস্র ধারায় সর্ব্বত্রই শক্তি বর্ষণ করছেন, আমরা মার কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। ঠাকুরের ও গৌরাঙ্গ দেবাদির চরণাশ্রিত, তথাপি প্রভুর কাজের তুলনা সেবকের সঙ্গে চলে না। তবে বলেছ যখন বলি, মায়ের শক্তি প্রাপ্ত সন্তান দ্বাদশটিই হয়েছে, এখন্ এই সন্তানরা মায়ের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করুন। মায়ের আশীর্ব্বাদ তাঁদের জীবনে সার্থক হোক।'

সজলনেত্রে আগ্রহের সহিত সরযূ বলে উঠলো, 'তাঁরা কে মা!' বল্লুম, 'প্রকাশ করা আমার উচিত হচ্ছে কিনা জানিনা তবে ঈশ্বরের প্রেরণায় এমন অসময়ে তুমি আমায় এ জিজ্ঞাসার অবতারণা করেছ এবং একেবারেই একক হয়ে, তাই এ বিষয়টি ঈশ্বরের ইচ্ছা বলেই যেন মনে হচ্ছে, সেইজন্য আমার বোধ মত তোমায় বলে রাখছি তুমিও সম্ভব মত উপস্থিত গোপন রাখবে।' আমি প্রথম, দ্বিতীয় চুলালী, তৃতীয় মকর, চতুর্থ করুণা, পঞ্চম মোক্ষদা (মা), ষষ্ঠ তুমি, সপ্তম শশীমুখী (বড়মা), অষ্টম সরযূ, নবম কমল, দশম কুন্ত, একাদশ গৌরী, দ্বাদশ উষাবতী।' আবেগ গদ্‌গদ্ স্বরে সরযূ বল্লে, 'মা গো এ তালিকার মধ্যে আপনি নয়, আমরা আপনারই সন্তান, আমরা আপনারই কৃপালাভ করে শক্তি প্রাপ্ত—আপনিই আমাদের ঠাকুরকে দেখিয়ে দিয়েছেন।'

তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লুম, 'হ্যাঁ মা আমরা এই একই গুরুর শিষ্য। বড় ভাই কি ছোট ভাইকে দেখিয়ে শিখিয়ে যোগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে গড়ে নেয় না ?' সরযূ প্রবল বেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বল্লে, 'না মা, আপনি আর একটি সন্তানের কথা আপনার গোপন রেখে দিচ্ছেন। বলুন তার কথাটি, আর এই দ্বাদশ জনের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিটি কে ?' বল্লুম, 'গোপন যদিই থাকে সময়ে তোমাদের কাছে প্রকাশ পাবে। প্রধান কে বলা কঠিন, কার্য্যকারীতার দ্বারাই প্রধানের প্রমাণ হবে। মোক্ষদা দেবী, শশীমুখী দেবী, সরযূ দেবী এঁরা ইহজগতে নেই ; কিন্তু রেখে গেছেন তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্ত। মোক্ষদা দেবীর নিষ্ঠা, শশীমুখী দেবীর বিশ্বাস, সরযূ দেবীর ভক্তি। মোক্ষদা দেবীর নিষ্ঠা কেমন জান ? তাঁর বাড়ীতে যে ভগবানের কৃপা বা গোবিন্দের আবির্ভাব হয়েছিলেন, সেই নারায়ণ ঘটই তাঁর পরম দেবতা হয়ে রইলেন। তাঁর সেবা ব্যতীত জগতে কিছুই জানতেন না, জগতের দিকে পিছন ফিরে তাঁর দেবতাকে নিয়ে তিনি সংসারে সন্ন্যাসিনী হয়ে বেঁচে ছিলেন। যেদিন হ'তে তিনি গোবিন্দ পেয়েছিলেন, সেদিন হ'তে মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তিনি তাঁর আরাধ্যের কাছেই ছিলেন। এগার বৎসর কাল তাঁর আরাধ্য সেবায় দিনেকের জন্যেও কোন ত্রুটি করেন নি। মৃত্যু আরাধ্য-আরাধিকাকে আরও নিবিড় ভাবে একত্র করে দিলে সে একটি দেখবার মত ব্যপার সরযূ। তিনি চিরদিনই স্বভাব-নিষ্ঠাবতী পবিত্রা শুদ্ধ-চরিতা, কারো হাতে অন্ন গ্রহণ করতেন না, কখন কারো দান নিতে দেখি নি, কারো বাড়ী বা নিমন্ত্রণ বাড়ীতেও যেতে ভালবাসতেন না ; সুমিষ্ট ব্যবহারে পরকে অল্প সময়ের মধ্যেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন করে নিতে পারতেন, দিতে ও খাওয়াতে তাঁর প্রাণ বড় উদার ছিল। গোবিন্দের কৃপালাভ করবার সময় হ'তে এই গুণগুলি আরও বিকশিত হয়েছিল। তাঁর স্বামীর ইহলোক ত্যাগের সঙ্গে তাঁর নিজেরও ইহলোকের সম্বন্ধ এক রকম শেষ হয়ে গিয়েছিল। পুত্র বধূর উপর সমস্ত ভার দিয়ে তাঁর গোবিন্দ সেবা নিয়েই তিনি বেঁচে ছিলেন তাঁর নিজের গোবিন্দের প্রসাদ ছাড়া কোন দেবতার প্রসাদ ও কোন দ্রব্যই তিনি আহার করতেন না। একবার তাঁর খুব আমাশয় হয় তখনই এই গোপন নিষ্ঠা লোকের চোখে ধরা পড়ে যায়। নিজে উঠে যেদিন সহস্তে গোবিন্দকে কিছু দিতে পারতেন তবে সেইদিনই জলগ্রহণ করতেন, একটু চিঁড়া ভিজানো খাবেন তাও নিজের হাতে। ছু'দিন উপবাসে ছিলেন, আমি তাঁকে দেখতে গিয়ে এই কথা শুনে ঠাকুরকে একটি ডাব নিবেদন করে তবে একটু জল খাওয়াতে পেরেছিলুম, তাও নেহাৎই আমার অনুরোধের জন্য। গোবিন্দের চরণামৃত খেয়েই ভাল হয়েছিলেন, ঔষধ গ্রহণও করেন নি।'

সরযূ সপ্রশংস স্বরে বলে উঠলো, 'বাঃ।' আমি ব'লে চললুম, 'একবার তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন তুর্গাপূজায় ভোগ রাঁধার দরকার হয়েছিল। তাঁর গোবিন্দের প্রসাদী ডাব তিনটি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিন দিন থাকতে হয়েছিল, সেই ডাব তিনটিই মাত্র তাঁর তিন দিনের আহার। এখানের তাঁর গোবিন্দ সেবার ভার আমার ও তাঁর ছেলের উপর দিয়ে গিয়েছিলেন। মৃত্যু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় পর্য্যন্তও তাঁর নিষ্ঠা সমভাবে বজায় ছিল। প্রভাতে ঠাকুর ঘরে বসে চন্দন ঘসতে ঘসতে পড়ে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান, আমায় ডেকে নিয়ে যেতে তাঁর অবস্থা দেখে আমি অধৈর্য্য হয়ে 'মা! মা!' বলে ডাকতে থাকি, সেই যা একবারটি আমার আগ্রহ ব্যাকুল ডাকে তিনি চোখ খুলে আমার মুখের উপর ঘূর্নিত দৃষ্টি মেলে ধরেছিলেন ও ঠোঁট নেড়ে কি যেন বলতে চেয়েছিলেন ও আমার হাতে গোবিন্দের চরণামৃত খেয়েছিলেন। আমি গরম দুধ চাইতে মনু বল্লে, 'দুধ এখনও আসে নি।' পাশের বাড়ী হ'তে দুধ এনে দিতে গরম করে মুখে ধরে এত ডাকলুম, জোর করে তিনি ঠোঁট দুটি চেপে রইলেন, মুখে নিলেনই না, তখন ভিতরে জ্ঞান ছিল। পরে ছেলে মেয়ের সঙ্গে দেখা হবার পর অজ্ঞান ও অসাড় হয়ে যান। এ অবস্থায় তিন দিন থাকবার পর দেহ ত্যাগ করেন।

৩রা পৌষ, রবিবার, সন ১৩৫০ সাল, মোক্ষদা দেবীর মহাপ্রস্থান দিন। জীবনবাবু কাশীতে ছিলেন, মায়ের তপোবলে এই সময় এবং ঠিক সময় মায়ের কাছে এসে পুত্রের কর্ত্তব্য করতে পেরেছিলেন। মহাভাগ্যবতী তিনি একমাত্র পুত্রের হাতের অগ্নি পেয়েছিলেন।

শশীমুখী দেবীর বিশ্বাস একটি দুর্লভ বস্তু! তিনি যেদিন জেনেছিলেন বা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর এই ছোট্ট মা'টির মধ্যে ভগবানের কৃপার বিকাশ, সেদিন হ'তে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন তাঁর এই মা ক্ষুদ্র একটি মানুষ মাত্র,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব সময়ের জন্যে সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়ে এই মাকেই তিনি ধ্যান করেছেন। আমার পা তাঁদের কোন দিন স্পর্শ করতে দিতে পারি নি, যে পথে বা যে স্থানে আমি যেতুম বা বসতুম সেই পথের ধূলা নিয়ে মাথায় দিতেন, তাতে গড়াগড়ি দিতেন, কিন্তু সেটা আমায় বুঝতে দিতেন না। তাঁর নীরব পূজা এত গভীর ছিল যে, তা বলবার শক্তি আমার নেই। আমার দোষ দেখলে তিনি শাসন করতেন অথচ আমার কথাটি তিনি আদেশ রূপেই গ্রহণ করতেন। আমায় শুধু ভালবেসে নিজেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, পরিবারস্থ সকলকেই এই মন্ত্র দান করেছেন।

মোক্ষদা দেবীর মৃত্যু পৌষে—তারই ছ'মাস মধ্যে শশীমুখী দেবীর মহাপ্রয়াণ ১৩ই ফাল্গুন, শনিবার, বিকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। মাত্র আট দিনের সামান্য জ্বরে তাঁর বিছানার কাছে আমায় বসিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত প্রাণে হাসিমুখে আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে হাসতে হাসতে চির-আনন্দ-লোকে প্রস্থান করলেন! এমন ফাঁকি দিলেন যে বুঝতেও পারলুম না। তাঁর হাত দুটী আমি কোলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে বুকে মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম আর তিনি হাত দু'খানি বার বার আমার পায়ের উপর ফেলছিলেন, আমি তুলে নিচ্ছি, তিনি ফের ফেলছেন আর মৃদু মৃদু হাসছেন। বিছানা হতে নীচের দিকে সরে যাচ্ছেন দেখে বললুম, 'মা কষ্ট হচ্ছে, মায়ের একটু চরণামৃত এনে দি'। আমি উঠে দাঁড়াতেই যেন শ্রান্তভাবে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করলেন, আর সমস্ত শরীর সেই সঙ্গে নিশ্চল হয়ে গেল। কেউ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝতেই পারলে না, মনে হলো যেন ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছেন। মুখে সেই হাসির স্নিগ্ধ রেখাটুকু। শিবরাত্রির দু'দিন পরেই সেবা-মুগ্ধ কৈলাসপতি তাঁকে স্বর্গলোকে নিজের চিরসেবায় বুঝি নিযুক্ত করলেন। শিবরাত্রির পূর্ব্বের দ্বাদশীতে যে আমার মায়ের উৎসব হয় তাতে বসে তিনি আনন্দ করে কীর্ত্তন শুনেছেন প্রসাদ নিয়েছেন, তখন তাঁর অল্প জ্বর দেখা দিয়েছিল।

শশীমুখী দেবীর পিত্রালয় তারকেশ্বরের নিকট হরিপাল গ্রামে। তাঁর মায়ের তিনি একটী মাত্র কন্যা ছিলেন। তাঁর মায়ের মৃত্যু সময়ে তিনি হরিপাল যান এবং সেখান হতেই জ্বর নিয়ে আসেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুর এক মাসের মধ্যেই তিনিও বাষট্টি বৎসর বয়সে মায়ের কোলে চির-বিশ্রাম লাভ করলেন। তাঁর বিশ্বাস ও একাগ্রতার কথা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই।

আচ্ছা এখন সরযূর ভক্তির কথা তোমায় বলি। একমাত্র একনিষ্ঠ ভক্তি লাভ হ'লেই সেই ভক্তির কৃপাতেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকল সিদ্ধিই লাভ হয়। এ বিষয়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখলুম সরযূতে। ফলভারাবনত বৃক্ষের মত ভক্তিফল লাভ হ'লে মানুষকে নম্রতার মহিমায় নমিত করে রাখে। সরযূকে কোন দিন কেউ রাগতে দেখেছ কি? এখানে তার প্রণাম করা নিয়ে—আর আমায় মা মা ডেকে যেন তার শেষ হ'তো না, আর নানা ছলে সর্ব্বদাই 'মা' বলে ডাকা নিয়ে এখানে বসেই কত লোকে তাকে কত বিদ্রূপ করেছে, কোন দিন শুনেছ তাকে কারু ব্যঙ্গ বিদ্রূপের প্রতিবাদ করতে? বালক যেভাবে সবটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপেক্ষা করে, অথবা বালকের প্রাণে কিছুই স্পর্শ করে না সেই বাল ভাবটিই তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। আর রাগ দুঃখ করবে কোথায়? সবই যে তার মা। ছোটকেও নতি মিনতি করছে, বড়কেও নতি মিনতি করছে। সর্ব্বক্ষণ প্রাণে দিয়েছিল তার সেবার আনন্দ, অন্তরে ও বাহিরে সেই সেবা পরিপূর্ণ রূপেই সে নিয়েছিল। রাসে দোলে গোবিন্দের সেবায় নিজেকে সে উৎসর্গ করে কৃতার্থ করেছে। যে সশ্রদ্ধ ভক্তি-পূর্ণ ভাবে ব্রাহ্মণ ভোজন তাকে করাতে দেখেছি তা আমার চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সংসার ধর্ম্মেও ঐকান্তিক স্নেহের সঙ্গে সকলকে শিক্ষা দিয়েছে। ভাবটি তার এই—'উঁচু হয়ো না সর্ব্বদা নত থেকো।' তার সম্বন্ধে এইটুকু কথা বলাতেই তার সব গুণ বলা হ'ল না; আমার সংস্রবে তাকে ছয় সাত বৎসর পেয়েছিলুম তার মধ্যেই যেটুকু তার দেখেছি, পেয়েছি, তা বর্ণনা করে বলা যায় না,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরীব সহিষ্ণুণা; অমানিণ মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ"—এই সুধী বাক্যই স্মরণ হয়।

ভক্তি দেবীর কৃপা লাভে কি ভাবে সিদ্ধি প্রাপ্তি হয় সরযূর জীবনে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সে বিষয়টি বলি শোন, যেমন তোমরা সকলেই সাধন বিষয়ে আমায় জিজ্ঞাসাবাদ করো সরযূও আমায় একা পেলে পূজা ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করতো, তার সৎ গুরুর নিকটই দীক্ষা লাভ হয়েছিল, সাধক শ্রেষ্ঠা মানিক-তলার মা তার দীক্ষা গুরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে জয়নগরের মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিনী। তার শ্বশুর কুল ভক্ত বৈষ্ণব কুল, এই জন্যেই ভক্তি তার স্বভাবগত। 'ব্যবহারের পরিচর্য্যা' এই জন্যেই তাতে সম্ভব হয়েছিল। সরযূ আমায় কেবলি বলতো, 'মা মুখ্যু মানুষ বলে সকলেই হেলা করে, তুমিও কি তাই করবে ? তুমি আমায় কিছু বলো না মা, ভাল করে পূজা সন্ধ্যা করতে শিখিয়ে দিও মা, কি করলে ভগবানের সন্তোষ হয়, ভগবানকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে পারা যায় আমায় তুমি বলে দাও মা ! তোমার কাছে যারা যারা এল সবাইতো পুঁটুলি বাঁধলো মা, আমি শুধু আসি, আর খেয়ে দেয়ে যাই, তুমি আমায় কিছুই বলো না কেন বলত ? তোমার ব্যারাকপুরের সরযূ ঠাকুর পেলে, তোমার গৌরী চার ঘণ্টা ধরে পূজা অর্চ্চনা করে, ঠাকুরের সঙ্গে হাসে কাঁদে, তোমার মা তারা ভক্ত হলো, বাড়ী ঘর সব ভুলে গেল, তাদের তুমি তো অপার্থিব কিছু দিলে। আরও দেখ তোমার এই লতিকা, তারে তো তুমি একটি আস্ত ঠাকুরই তৈরী করলে, করুণা দু'দিন এসেই তোমার করুণা পেলে, আরও আরও কতো কতো জনকেই কতো রূপেই করুণা করলে দেখছি তো মা, অথচ আমারই বেলায় দয়াময়ী হয়ে এমন নিদয়া হলে কেন ? যিনি দীক্ষা দিলেন, তিনি শুধু সেটা কানেই দিয়ে দিলেন, কচি ছেলের মা বলে পূজা পাঠ সন্ধ্যা অর্চ্চনা বেশী কিছুই শিখিয়ে দিলেন না। তা' সে মা যা দিয়েছিলেন তাই নিয়েই তো এতকাল কেটে গেছে মা, এখন এ মাকে দেখে যে আমার প্রাণে কি হয় তা মুখ ফুটে আমি বলতে পারি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণটা কঠিন সুরে বলছে মনে হয়, 'নে, নে, এঁর কাছেই তুই সব পাবি, খুব করে চেয়ে নে, আদায় করে নে'—তোমার সুবিধা অসুবিধা বুঝবো না মা! আমায় দাও—আমার গুরু যে বলেছিলেন, 'তোমার প্রাপ্তি আছে।' সেই প্রাপ্তি আমায় দিয়ে দিও মা, দিয়ে দাও। তোমার কাছেই সে ধন আমার জমা আছে। তুমি যে আমার সেই মা, ঐ মা নিয়ে যে আমার তিন মা গো!—গর্ভধারিনী, দীক্ষাদায়িনী আর জগৎজননী মা!'

সরযূর আর্ত্তি শুনে শুনে আর তার আদর খেয়ে খেয়ে তারে বলি, 'সরযূ তোমার যা প্রাপ্তি তোমার গুরুই তা' দিয়ে গিয়েছেন, তুমি সেই বীজে যত্ন করে ফসল ফলাও!'

সরযূ বল্লে, 'তাই তো আমি চাইছি মা। কি করে আমি গুরু গোবিন্দের কৃপা লাভ করি তাই আমায় শিখিয়ে দাও না মা গো! আমি তো তোমার গৌরীর মতন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পূজা করতে পারবো না, আর তোমার অন্য সব মেয়েদের মতন সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে চার ঘণ্টা ধরে বসে থাকতে পারবো না, আমার তো সংসার আছে, বাচ্ছাদের দেখতেও তো হবে গো মা!'

তাকে বল্লুম, 'তাই হবে মা, তোমায় কিছু করতে হবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার গুরু গোবিন্দের সেবা তুমি করে নিতে পারবে তাতে তোমার মনে সন্তোষ জন্মাবে, গুরু গোবিন্দেরও সন্তোষ হবে। তুমি ভোরে উঠে পূজায় বসে ঠাকুর ও গুরুর পটে সিঁদূর ও চরণে তুলসী দিয়ে গুরু দত্ত বীজটি করে ধরেই হোক আর মনে ধরেই হোক আর মালায় ধরেই হোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু নাড়া চাড়া করবে, যতক্ষণ তোমার তাতে মিষ্টি বোধ থাকে ততক্ষণই তা নাড়বে। মনে মনে তাঁদের সেবাটি সর্ব্বদা করে যাবে।

যেমন প্রভাত হয়েছে গোবিন্দের মন্দিরের দরজা খুলে গৃহে প্রবেশ করে দোরে জল দিলে। গুরু গোবিন্দ রাধারাণী আরও যাঁরা যাঁরা তাঁর পরিজন আছেন সকলের শয়ন তুললে। তাঁরা শয্যা ত্যাগ করে গাত্রোত্থান করলেন, তাঁরা নিজ নিজ সিংহাসনে এসে বসলেন, তুমি জল গামছা ডাবর নিয়ে এসে তাঁদের মুখ হাত পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়ে রেকাবীতে মাখন মিছরি আদা ছোলা কিস্‌মিস্ বা খেজুর খেতে দিয়ে তাঁদের বিছানা পত্র গুছিয়ে গৃহ মার্জ্জনা করে মন্দিরের আশপাশ মার্জ্জনা করে স্নান করতে যাবে। স্নাত হয়ে এসে ফুল তুলে আনবে, চন্দন ঘসে পুষ্প পাত্র সাজাবে, এইরূপে পূজার যোগাড় করে পূজা করে নিয়ে যেদিন যেমন হয়ে ওঠে ভোগ রেঁধে তাঁদের খাইয়ে বিশ্রাম দিয়ে নিজের খাওয়া দাওয়া করতে যাবে। অর্থাৎ তোমার প্রাতঃ সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাপ্ত হলো। এবার উঠে ঘর সংসার দেখবে। আবার বিকালে শুচিবস্ত্রে তাঁদের বিশ্রাম তোলা হলে জলখেতে দিবে ও মাল্য চন্দন দান করে হরিকে হরিকথা শোনাতে লাগলে অর্থাৎ নাম করতে লাগলে।

এই ভাবে সায়ং সন্ধ্যাটীর পর পঞ্চ প্রদীপে তাঁদের আরতি দিয়ে জলধারায় তৃপ্ত করে বস্ত্র মার্জ্জনে সুস্থ করবে। পরে তাঁদের কাছে একটু হরির লুট ছড়াবে। তাঁদের কাছে নীল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মণিকে সঙ্গে নিয়ে অনেক জনায় তো আসেন, তাঁদের জন্য দু'খানা বাতাসা ছড়াতে হয়। পরে তাঁদের যেদিন যে ভাবের যোগাড় থাকবে খেতে দিয়ে শয়ন দিবে—সেদিনের মত তাঁদের বিশ্রাম।

নিবিষ্ট ভাবে এই সব শুনে সরযূ জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রাতে বসেই প্রাতঃ আর মধ্যাহ্ন শেষ করবো, না, দু'বার করে বসবো? বিকালে বসবো আবার রাত্রেও বসবো তো? না, কি করবো মা? একবারই ডাকবার সময় হয় না, তার ওপর যা বললেন চারবার কি করে বসবো মা?

বল্লুম, 'সকালে বসেই চিন্তার দ্বারা সকালের আর দুপুরের সেবার কাজগুলি করে নেবে; সে একঘণ্টা হলেই হবে। বিকালে এখানে আসবার আগে দশ পনরো মিনিট বসলেই হবে। সন্ধ্যার পর তো বোস-ই তখন বরং ঐ আধ ঘণ্টাটাক সময় নিলেই হবে। এই মানস পূজা একনিষ্ঠ হয়ে করতে পারলেই সব সেবার সার সেবা হবে, এ কথা গোবিন্দ নিজেই বলেছেন "মানস পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা।"

'কি নিধি যেন তখনি প্রাপ্ত হলো, আনন্দে সরযূ খামছা খামছা পায়ের ধূলা মাথায় দিয়ে এই দুটো পায়ের উপর পড়লো গড়াগড়ি খাবার জন্যে। এখন সেই কথাই মনে হয়। যারা আমায় বেশী ভালবেসেছিল তারাই আমায় বেশী করে ব্যথা দিয়ে পালিয়ে গেল।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঝে মাঝে একলা পেলেই সরযূ আমার তাঁর সাধনার কথা বলেন, 'মা তুমি তো বলে দিলে আমার ঠিক হচ্ছে কিনা মাঝে মাঝে শোন। তুমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে আছ কিছুই শুনতে চাও না এ কেমন মা ?' আমি বলি, 'শুনি কখন সরযূ! যার সাধন তার গোপন' সকলের কাছে তো আর ওসব কথা বলা কহা চলে না মা !'

সে সময় করে বেশী রাত্রে অথবা ফুরসৎ মতন দিনের বেলায়ও এসে আমায় তার গোপন কথা শোনাতো ও জিজ্ঞাসা করে নিতো।

'সরযূ বলতো, 'মা তুমি আমায় স্নান করে এসে ফুল তুলতে যেতে বলেছ, কোথায় নাইতে হবে, বলোনি ত ? আমি মা গঙ্গার ধারেই ফুল বাগানের মধ্যে গোবিন্দের বড় গেটওয়ালা বাড়ীতে থাকি কিনা তাই গঙ্গাতেই নাইতে যাই। নেয়ে এসে— বাগানে একটা কালো রংএব মোটাসোটা গরু পুষে রেখেছি, গরুটা দুইয়ে গোবিন্দের জন্যে দুধ আনি, পরে গাই বাছুরকে ছেড়ে দিয়ে খেতে দিই, তারপরে ফুল তুলতে যাই ফুল দুর্ব্বা বেলপাতা তুলসী সব বাগানেই আছে, ঘুরে ঘুরে তুলে নিয়ে আসি, নেলপাতা পাড়তে বড় কষ্ট মা, একদিন পাড়লে দু'দিন হয় না ? বল, যা তুমি বলবে তাই করবো।

তারপর এসে উনানে আগুন দিই, দু' একখানা বই বেশী রান্না করতে পারি না, একটু পায়েসও করতে হয়, বিকেলে ছানা করে রাখি, রাত্রের সন্দেশ তৈরী করি। ফুলের মালাও তো অনেকগুলি গাঁথতে হবে। তারপর গুরু, গোবিন্দ, রাধারাণী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর আর মা বাবাদের সব নাইতে নিয়ে এসে বসাই, কিসে নাওয়ান হবে তা তো বলে দেন নি? আমি মা একটা মার্ব্বেল পাথরের চাতাল তৈরী করে নিয়েছি। তার পাশেই হাসনা হানার বড় বড় দুটী ঝাড়, জায়গাটিতে খুব সুগন্ধ, বাতাসটিও গন্ধে ভরা হয়ে থাকে, আমি তাঁদের সেইখানে বসেই স্নান করাই। সোনার একটি ঘড়াতে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসি, তাতে চন্দন বাটা দিয়ে সুগন্ধি করে নিয়ে স্নান করিয়ে রেশমের তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে গরম রেশমের কাপড় পরিয়ে তাঁদের মন্দিরে নিয়ে যাই। যে যাঁর সিংহাসনে বসেন। আমি তাঁদের মালা চন্দন পরিয়ে চরণে গোলাপ বা পদ্ম সাজিয়ে দিয়ে সুগন্ধি ফুলে ফুলে অঙ্গ ঢেকে দিই, আমার তখন মনে হয় মা, তাঁরা আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসেন। ছোট্ট ছোট্ট সোনার রেকাবী গেলাস করেছি, তাতে করেই ফল জল তাঁদের খেতে দিই—পেঁপে, কলা, শসা, আতা, আম, কাঁঠাল, আনারস যখন যা বাগানে হয় মা। জল খাইয়ে কুটনা করতে বসি, পূজা করা আর হয় না মা, এই ভাবেই যেটুকু করি, একটা হাতেই তো করবো। রান্না শেষ হলে আমি গঙ্গায় গিয়ে কাপড় কেচে এসে শ্বেত পাথরের বড় থালায় বাটীতে ভোগ বাড়ি, মন্দিরে ঠাঁই করে ভোগ ধরে নিয়ে যাই। কর্পূরবাসিত জল দিই। সমস্ত ভোগের দ্রব্যই রেশমী কাপড় দিয়ে ঢাকা দিই। তাঁদের খেতে দিয়ে আমি চন্দন পাখার বাতাস দিতে থাকি। এতো ইচ্ছে হয় মা, কোনটি খেতে ভালো লাগলো যদি এ বিষয়ে একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু বলেন, আর একটু চেয়ে খান, তাতো হয় না মা, কিছুই বুঝতে পারিনে। স্থক্তা, ডাল, আলু, পটল, শাক বেসম-বড়া ভাজি, একটা ডালনা করি, ছানা কি ধোঁকা বা পাঁপড়ের কিম্বা আলু পটলের কি এঁচড়ের যা হয় একটা হয়, মায়েদের জন্যে চচ্চড়ীও হয়। অম্বল পায়েস মাঝে মাঝে ঘি ভাত করেও দিই, তাঁদের খেতে দিয়ে আবার যে সব মহাজনদের পদধূলি আমরা পেয়েছি তাদেরও বেড়ে দিই, তাঁরা সব পট থেকে নেমে এসে পদ্মের আসনে খেতে বসে যান। ঐ যে বত্রিশ জন সাধুর পটখানা টাঙ্গানো আছে, ওঁরাই ঐখান থেকে আসেন। তাঁদের ও আমি বাতাস করে খাওয়াই। ঠাকুরদের খাওয়া হলে সোনার পাত্রে করে তাঁদের মুখ ধুইয়ে মুছিয়ে দিই, পরে মা শীতল পাটির উপরে যুঁই ফুলের বেল ফুলের বোঁটা কেটে বা কামিনী ফুল ছড়িয়ে রেখে দিই! তাঁরা সকলে শয়ন করেন। আমি এক একবার করে পাখা করি, একবার করে পদ সেবা করি, এই সময় আমার বড় বেঠিক লাগে মা। কার পায়ে হাত বুলাই আর কার পায়ে না বুলাই, মানে কাকে আগে কাকে পরে ঠিক করতে পারি না, মনে হয় একে আগে দিলে যদি উনি রাগ করেন। হ্যাঁ মা, একসঙ্গে সকলের পায়ে হাত বুলানো যায় না? একটু ভেবে নিয়ে নিজেই বলে, 'হ্যাঁ যায়, কিন্তু ভাল হয় না।' তাঁদের বিশ্রাম দিয়ে এসে বাগানের মধ্যে যে সব অতিথি বসে আছেন তাঁদেরকে কলাপাত পেতে ঠাকুরের ভোগ প্রসাদ খেতে দিয়ে, গরু বাছুরকে খেতে দিই। কুকুর বেড়াল ঘুরে বেড়ায় তাদেরও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু কিছু দিই। অতিথিদের খাওয়ার পর সেস্থান মার্জ্জনা করে ভোগের সব বাসনগুলি গঙ্গা হতে মেজে ধুয়ে নিয়ে স্নান করে এসে আমিও রাধাগোবিন্দের ভোগের থালাখানি কলাপাতে তুলে নিয়ে প্রসাদ পেতে বসি, পরে একটু গাছ-তলায় ছায়াতে শুয়ে পড়ি। দুপুরে একটু না শু'লে পারি না মা!

'বিকালে শয়ন তুলে মুখ ধুইয়ে তাঁদের বেশ ফেরাই, ফুলের সাজে সাজিয়ে দিই। ফুলের তো অভাব নেই মা! পরে ছানা চিনি খাওয়াই, পানের খিলি খেতে দিই। তখন আর তাঁদের ঘরের মধ্যে রাখিনা, মালঞ্চে এনে বসাই। তাঁরা ফুলের বাসে বাসে হাসি গল্প করেন, আমিও তোমার কাছ হতে পাঠ শুনে গিয়ে তাঁদের মন্দিরে এনে বসিয়ে সন্ধ্যাবাতি দিই, পরে হরির লুট দিয়ে হরিনাম করি। রাত্রি আটটায় লুচি ভেজে, ভাজা সন্দেশ দিয়ে ভোগ দিই। বিকালে দুধ দুইয়ে রেখে আসি, সোনার বাটীতে করে এক এক বাটী গরম দুধও সেই সঙ্গে খেতে দিই। সকলের আহার শেষে তাঁদের শয়ন দিই। মন্দিরের পিছন দিয়ে দু'খানি মার্বেল পাথরের বড় ঘর, তারই একখানিতে সকলে দিনে শয়ন করেন, আর এক খানিতে সকলে রাত্রে শয়ন করেন। দিনমানে দু'খানি শীতল পাটিতে ফুল বিছিয়ে দিই তার এক খানিতে মায়েরা সকলেই এক সঙ্গে শয়ন করেন, অপরটিতে বাবারা সকলেই এক সঙ্গে শয়ন করেন।

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'রাত্রের ঘরে সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ খাটে শয়ন। আমার গুরু গুরুমা এক খাটে, রাধা-গোবিন্দ এক খাটে, লক্ষ্মী-নারায়ণ ছু'জনে এক খাটে, হর-গৌরী এক খাটে, সীতা-রাম এই সব ঠাকুর ঠাকরুণকে এক এক খাটে শোয়াই মা।

'সন্ধ্যায় তাজা ফুল তুলে এনে খাটের বিছানায় ছড়িয়ে দি। ফুলের পাখা তৈরী করে খাটের উপর দিয়ে রাখি, তাঁরা সকলে গিয়ে খাটে খাটে শয়ন করেন, মশারী ঘিরে দিয়ে দরজা বন্ধ করে আমি বাইরে থেকে টানা পাখায় হাওয়া করি, কপিকলে টানা পাখা করে রেখেছি। যেদিন শরীরটা ভাল থাকে না, সেদিন সেবাটী ঠিক ভাবে করতে পারি না, শরীরটা আমার ভালো রাখো মা!'

সরযূর মুখে তার সাধন কথা শুনে শুনে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। এ যে দেখি, 'গুরু চেয়ে শিষ্য দড়!' বলি, 'সরযূ, পদ্ম তো গঙ্গায় ফোটে না, পদ্ম পাও কোথায়? স্থলপদ্ম না জলপদ্ম?' সে হেসে বলে, 'স্থলপদ্ম জলপদ্ম সবই পাই মা, জলপদ্ম যে কোথায় ফোটে তা আমি জানি না মা, হাতে পেয়ে চরণে সাজিয়ে দিই। বাগান বাটী তো আমার হৃদয়বৃন্দাবন, আর প্রাণমন্দিরে গোবিন্দ আছেন, এই রকম ভাবেই তো বলে দিয়েছ?'

মধ্যে একবার সরযূর রক্ত আমাশয় হয়ে বড় কষ্ট পেয়েছিল। পূজা ঠিক মত হ'তো না, তাতেই তার বড় কষ্ট। সরযূর ছেলেরা, বৌ অনিমা (গৌরীর মেয়ে) সরযূকে সকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকাল খাওয়াতে বা যত্ন নিতে চেষ্টা করে কিন্তু সরযূর পূজা শেষ হতে দু'টো আড়াইটে বাজে, কাজেই সকালে খাবে কে ?

অনিমা একদিন এসে আমায় বল্লে, 'মা আপনি মাকে বলুন, পূজাটি একটু সকালে করে নিতে, নইলে তো মা মারা যাবেন। আমাদের কারো কথা তো শুনছেন না।' তাকে বললুম, 'তোমার মা কি এমন পূজা করে যে এত বেলায় পূজা শেষ হয় ?'

অনিমা বল্লে, 'তা তো জানি না মা, পূজা তো কিছু করতে দেখি না, ঠাকুরের পটে সিঁদুর তুলসী দিয়ে তো চোখ বুজে খানিক বসে থাকেন, কি পূজা করেন তাও জানি না, আবার কখনও কখনও শুয়ে পড়েও থাকেন, তবু উঠে এসে একটু জল মুখে দেবেন না।'

সরযূর কন্যা বীণা ও সুবর্ণও এসে আমায় বলে, 'মা, আপনি মাকে কি পূজাই যে শিখিয়ে দিয়েছেন ! মা সাত টায় বসেন আর দুটোয় উঠেন, আপনি মাকে বলুন পূজাটি কম করে করতে, মার ছেলেরা কত রাগ করছে, এত অসুখে ভুগছেন, কারো কথাই মা কানে তোলেন না।'

সরযূর সন্তানরা আমার কাছে দুঃখ জানাতে বা অভিযোগ করতে এলো। কি হ'বে তাতে ? আমি তো শুনে সরযূর মানস পূজার একাগ্রতা দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে যাই, প্রাণভরে গোবিন্দকে জানাই তার অন্তরের দৃঢ়তা স্থায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখতে। সরযূকে বলি, 'আশ্চর্য্য সরযূ! তুমি চেয়েছিলে কম সময়ের মধ্যে যাতে পূজাও করা হয়, ভগবানের তুষ্টিও হয়, কিন্তু একি শুনছি ? তুমি সাতটায় পূজায় বসো আর দু'টোয় ওঠ।'

সরযূ বল্লে, 'কি করবো মা, তুমি যা' কাজ আমায় দিয়েছ সে কি একটুখানি সময়ে শেষ হয় ? এতগুলি ঠাকুরের দিন রাত্রের সেবা তাই কি ঠিক করে করতে পারি মা! আমি তো একটা সংসারকেই জানতুম, এর কাজ সব্বাই মিলে করা চলে, আর দয়াময়ী মা আমার দয়া করে যে সংসারটি আমার ঘাড়ে চাপিয়েছো মা, সে আর কারু ভাগে দিলে তো চলে না মা! এ যে একলাই আমার। এ সংসারটি যে শুধু আমার গো. তুমি আমায় রোজ আশীর্ব্বাদ করবে মা, যে সংসার তুমি আমায় দিয়েছ সে সংসারটি যেন আমি ঠিক রাখতে পারি, সংসারটি যেন আমার বজায় থাকে। আর বাপ মা মিলে আমায় যে সংসার দিয়েছিল বাচ্ছাদের দিয়ে সে সংসারও বজায় রেখো।'

সরযূর কথা শুনে জবাব দিতে পারি না, শুধু তার মুখের দিকে চেয়েই থাকি। একদিন আমায় সরযূ বললে, 'জানো মা, আমি যখন সকলকে খেতে দিই সেই সময় করঙ্গ হাতে একজন জটে বুড়ো এসে খেতে বসেন, সেটি কে গো মা ? আমি তাকে কিন্তু খুব যত্ন করে খাওয়াই।' অকৃত্রিম আনন্দাতিশয্যে সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলুম। বুঝলুম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ পরাভক্তির একান্তই উপযুক্ত অধিকারিণী; ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বর্ণিত ভক্তিসিদ্ধের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! সরযূকে বলেছিলুম, 'তুমিও ধন্য আমিও ধন্য! তোমার শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদ সফল হয়েছে, তোমার নৈষ্ঠিক ব্রতের ফল লাভ হয়েছে ভগবৎ কৃপা। আচ্ছা বত্রিশ জন সাধুর সেই পটে কি ঐ জটে বুড়োকে দেখনি সরযূ?' সরযূ শ্রদ্ধাপুত চিত্তে সাশ্রুনেত্রে বলে উঠলো, 'ধন্য জীবন!' একটু নীরব থেকে বলে চল্লুম—'তারপর সরযূর সকরুণ মৃত্যুর কথা তুমি তো সবই জানো? তার আর বর্ণনা করবার দরকার নেই। তবে একটা কথা বলবার আছে, সুশীল পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর হতে যেমন সরযূ শয্যা গ্রহণ করলো সেই শয্যাই তার শেষ শয্যা হ'লো। ছয় মাস ব্যাধি ভোগ হলেও পূজা করাটা তার একদিনও কিন্তু বন্ধ যায় নি। কেবল মৃত্যুর চার পাঁচ দিন হ'তে অসহ্য শিরঃপীড়ায় সেই দিনকটি শুধু উঠে বসে পূজা করতে পারে নি। প্রতিদিন আমি তাকে দেখতে যেতুম; আমার পূজা প্রতিদিনই করেছে, মৃত্যুর পূর্ব্বের দিনেও মেয়ের সাহায্যে আমার পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতুম, 'সরযূ তোমার সেবা কাজের কি করছো?' সরযূ ক্ষীণ-হেসে বলতো, 'মা তাঁদের সকলকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠিয়ে দিই, আর তো রেঁধে খাওয়াতে পারি না, সেখানেই সবাই সেবা নেন।' রোমাঞ্চিত কলেবরে তার কথা শুনেছিলুম,—এ বড় সোজা কথা নয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কত বড় সুদৃঢ় এ ভক্তির ভিত্তি! রহস্য করে মাঝে মাঝে সরযূকে বলতুম, 'আজ কি রান্না করলে সরযূ?'

সরযূ অতি তৃপ্তির সঙ্গে তাঁর রান্নার কথা বলতো। তোমরা সকলেই তা শুনতে, কিন্তু এ কোন্ রান্নার কথা তা বুঝতে পারতে না। সরযূর এখানকার কাজ শেষ হয়েছিল, তাই এত তাড়াতাড়ি গোবিন্দ তাঁর সেবা করবার জন্যে স্বর্লোকে চির-আনন্দধামে তাকে নিয়ে গেছেন। সরযূর অভাব প্রাণে আমার খুবই বাজে, তার স্নেহ ভক্তি ভালবাসা যে পেয়েছে সেই বুঝতে পেরেছে তা ভোলা যায় না। তথাপি সরযূকে গোবিন্দকে সঁপে দিয়ে আমি তার শোক ভুলে আছি। আরও সব মায়েরা আমায় কত ভালবেসে ফাঁকি দিয়ে গিয়েছেন, সে সব কথা আর কতইবা বলবো? সরলা ঘোষ, প্রভাবতী মিত্র, শ্যামবাজারের বিশ্বম্ভর মিত্রের স্ত্রী, প্রমথবাবুর স্ত্রী লীলাবতী বসু। প্রমথ বসুর কথা এখানে একটু বলি। প্রমথ বসুর মত হরিভক্ত এখনকার জগতে দুর্লভ। তিনি ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। গুরুদত্ত নাম তিনি জীবনে সারাৎসার রূপে নিয়েছিলেন। গুরু কৃপায় তাঁর জীবনটি মহান্ ত্যাগের উজ্জ্বল্যে বিমণ্ডিত হয়েছিল। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, পোষ্ট-মাষ্টার জেনারেল ছিলেন তিনি, কিন্তু নামের মালা, একখণ্ড কম্বল এবং আটহাতি বস্ত্র এই তাঁর সঙ্গের সম্বল ও ব্যবহারিক বস্তু ছিল। জীবনে তিনি টাকা হাতে করেন নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাসিক আড়াই হাজার টাকা তাঁর মাহিনা ছিল, কিন্তু নিজে কখনও তিনি সে টাকা স্পর্শও করতেন না এজন্য তাঁর স্ত্রীর নামেই সরকার হতে তা প্রদত্ত হ'ত। তিনিও স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী ছিলেন। ব্রাহ্মণে তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, নিম্নতর ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী তো দূরের কথা, ব্রাহ্মণ চাপরাশীও নমস্কার জানালে তিনি প্রণাম করতে ছুটতেন। তাঁর সদ্‌গুণরাশির পরিচয় কি দেবো? তাঁর তুলনা তিনি নিজে। কর্ম্ম হ'তে অবসর গ্রহণ সময়ে নামের মালায় সরকার হ'তে তাঁকে অভিনন্দন করেছিলেন। অদ্যাপি তাঁর নিজের বাড়ীতে শো'কেসে থেকে ভক্তের গৌরব প্রকাশ করছে সেই মালাটি।

মালাটি কালো রংএর ভেলভেটের উপর সোনার সূতায় লেখা হরে-কৃষ্ণ নাম—

হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥

একটিতে শুধু মাত্র নাম আর একটিতে মালা, সোনার বিচিত্র কারুকার্য্য লতা চিত্রের মধ্যে হরিনাম গান। স্বর্ণের যুগল মূর্ত্তি সে মালায় লকেট করা।

কথায় কথায় যে রাত্রি এতটা হয়েছে সে খেয়ালই ছিল না, আটটা বাজে! আমি আরতি দিতে উঠলুম। সরযূও ছেলের সঙ্গে সেদিনের মত ব্যারাকপুরে রওনা হ'ল। ঠাকুরদের ভোগারতির পর শয়ন দিয়ে আসতে দশটা হলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে দেখি এ বাটীর সেজ বৌ, বাড়ীওয়ালা বরদা চাটুজ্যের স্ত্রী কমলাদেবী দুটি রাজভোগ নিয়ে বসে আছে। আমাকে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে সেই মিষ্টি ও জল খেতে দিলে। তাকে বললুম, 'হ্যাঁ মা এত বড় মিষ্টি দুটি গোবিন্দকে খেতে না দিয়ে আমায় দিয়েছ, এ আমি খাব কি করে?'

সকরুণ মিনতি ভরে সে বলে উঠলো, 'মাগো আমি তোমার গোবিন্দর তো নাগাল পাই না, তাঁকে আমি জানিও না, আমার আপনিই সব, আপনি আমায় কৃপা করুণ মা! আপনি এইটুকু দয়া করে খান, তাতেই আমার সব সার্থক হবে। গোবিন্দ কি আমার সামনে বসে এ ভাবে খাবেন? আমায় আনন্দ দিতে কি তিনি জানেন? আপনি যে আনন্দময়ী, মানুষের প্রাণের মধ্যে উল্লাস নিয়ে আনন্দ দেন।'

নিরুপায়! ভক্তকে এড়াতে যখন ভগবানই পারেন না, তখন ক্ষুদ্র মানুষ আমি তো কোন ছার! মনে মনেই তাঁকে নিবেদন করে দিলুম অগত্যাই। তৃপ্ত করা আর তৃপ্ত হওয়া সব সঙ্গে ঘটাই কঠিন!

বললুম, 'গোড়া কেটে আগায় জল দিলে গাছ বাঁচে না কমু! তুমি এ ভাবের কথা বা কাজ কোন দিন আর করবে না, জয় যদি দিতে হয় দিয়ো গোবিন্দেরই। "তিনি কিছু জানেন না, আমি সব জানি", "তাঁর দয়া নাই, আমি দয়াময়ী" —একে ভক্তি বলে না মা, এ ভ্রান্তি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়ে জড়-সড় হয়ে গিয়ে কমু বল্লে, 'মা তবে যে বলে "ভগবান বড় নয়, ভক্তই বড়।"

বলল্লুম, 'তিনি যাকে বড় করেন সেই বড়। ঠিক ঠিক ভক্ত হলে ভগবানের ঐ রকম একটা আনন্দ হয় বটে। সে যেমন ছেলেকে বড় বলে ঘোষণা করলে পিতার আনন্দ।'

সেই একই ভাবে কমু বল্লে, 'আমার অপরাধ নেবেন না মা, ভাগবত গীতা সাধুরা সব্বাই তো বলেন ভক্তের পূজা করতে, তবে আপনি আমাদের উপর রাগ করেন কেন? আমরা আশা মিটিয়ে আপনার সেবা করতে পারি না। আপনাকে যেটুকু আমরা খেতে দেব সেটি অপরকে দিয়ে দেবেন, কিছু ব্যবহারের দিলেও তাই করবেন, অথচ অজস্র ভাবে আমাদের স্নেহ দিচ্ছেন, দয়া করছেন, পাপীতাপীদের ক্ষমা করছেন, তাদের জীবনও ধন্য হয়ে গেল মা! আর আপনাকে আমরা কিই বা করছি? কি দিচ্ছি মা? তাতেও বিরক্ত হ'ন এ দুঃখ কেন আমাদের বোঝেন না মা?'

সান্ত্বনা দিয়ে বল্লুম, 'কমু! তোমরা যে ভগবানের সেবা করছ আমার নয় তা আমি জানি, তবুও আমি যে আমাকে ভুলতে পারি না।' একটি মিষ্টি খেয়ে অপরটি কমুকে দিয়ে বল্লুম, 'একটু একটু প্রসাদ সকলকে দাও।' হর্ষভরে সকলকে প্রসাদ দিয়ে নিজে একটু মুখে দিয়ে মাথায় হাত মুছে কাছে এসে বল্লে, 'মা! সরযূদির সঙ্গে একা বসে আপনার কি কথা হচ্ছিল? ভয়ে তখন শুনতে আস্‌তে পারি নি, যদি আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাগ করেন। বল্লুম, 'সে ভালই করেছ, একটা গোপনীয় কথা ছিল।'

তিন

মায়ের দালানটির আজ সুন্দর শোভা হয়েছে। মায়ের আদরের মেয়ে কয়টি আজ একত্র হয়ে হরিকথা শুন্‌ছে। ভাগবত পাঠ শেষ হ'লে গৌরী বল্লে, 'মা এরই মধ্যে আপনি পূজায় বসবেন না, আমাদের আর একটু খেতে দিন।' উত্তরে একটু হেসে বল্লুম, 'সে কি! এতক্ষণ তো হরিকথা শুন্‌লে, তৃপ্তি হ'ল না? হরি কথা শুনেও আশা মেটে না, বলেও আশা মেটে না সত্য, মা এ যে বিকারের তৃষ্ণা।'

গোরী বল্লে, 'তৃষ্ণা কি আর পায় মা, সে তৃষ্ণা কি আর আছে! তবে এতক্ষণ বইয়ের ভাষা শুনল্লুম, আপনার মুখের হরিকথা, আপনার প্রাণের উৎসধারা পান না করলে আমাদের প্রাণ ভরে না।'

তুলালী হেসে বল্লে, 'ঠিক বলেছেন গৌরীদি, নেমতন্ন খাওয়ার পাতে দই মিষ্টি, এ না হলে খাওয়াই হ'লো না। আপনার কথা তুটি বলুন মা।'

—'কি বলবো? কি শুন্‌বে বলো? তোমাদের যদি আনন্দ হয়, তোমাদের আশা পূর্ণ করেই বসবো। পূজা আর কি করি, বসে বসে তাঁর একটু চিন্তা তা তোমাদের সঙ্গে কথা কইলে সে কাজও হয়ে যায়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই তখন গৌরীকে বল্লে, 'বলুন না দিদি, মার মুখে আজ কোন কথা শুনবেন ?' গৌরী বল্লে, 'তা আমি জানি না, মা যা বলবেন তাই শুনবো, মা যা দেবেন তাই তো ভাল লাগে। আমি কাঙাল, যা পাই তাই আমার অপূর্ব্ব। যে মধুরের আস্বাদ মার কাছে পেয়েছি আমার জীবনে তা অজানা, ধর্ম্মের বই অনেক পড়েছি, গীতা ভাগবত অনেকদিন ধরেই শুনেছি, পণ্ডিত লোকেদের অনেক জানি, কিন্তু মার মুখের ঐ একটি দুটি কথা সকলেরই প্রাণ পূর্ণ করে ভরে দেয়, তার নিজের নিজের আশার মতন করে। এমনটি কিন্তু আর কোথাও পাই নি। তোমরাই বল মা কি বলবেন।'

কমল বল্লে, 'দেখলে ভাই, সাধ করে কি মায়ের কোলের মেয়ে বলি, উনি কিছুই জানেন না শুধু মাকেই জানেন।'

কৃত্রিম কোপ নেত্রে কমলের দিকে চেয়ে গৌরী বললে, 'বেশ তো আমি কিছুই জানি না, তোরা বল না।' এগিয়ে এসে করুণা বল্লে, 'আচ্ছা আমিই বলছি ; বলুন ত মা, আপনার এই মেয়েগুলির কার কেমন ভাব ?'

মেয়েদের মধ্যে এ রকম ঝগড়া রোজই হয়, আনন্দে তা উপভোগও করি। হেসে বললুম, 'ভাবে কে মুচি, কে এঁচোড়, কেউ কাঁঠাল, কেউ বা সুপক্ক কাঁঠাল।'

করুণা বলে উঠলো, 'সুপক্ক কাঁঠালটি কে মা শুনি তো ?'

জবাব দিলুম, 'যার মিষ্টিরস আস্বাদনে সকলে তৃপ্তি পায়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই একসঙ্গে দুলালীর মুখের দিকে চাইলো। সরযূ বল্লে, 'মা গো! আমরাও সুপক্ক হবো ত?' বললুম, 'সে বৃক্ষের গুণ, আর কাঁঠালের ভাগ্য।'

সরযূ বল্লে, 'আপনি মন খুলে বলুন তা হলেই আমরা সুপক্ক হতে পারবো।'

বললুম, 'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকে না রে সরযূ। সবই সময় আর ভগবৎ কৃপা।'

'এ সে করে কথা সরিয়ে নিলে হবে না, আপনি বলুন'—বলে করুণা আমার পা দুটী জড়িয়ে ধরলো। ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'ভাব ত তোমাদের সকলেরই ভরা আছে, নইলে কি ভাবোময়ের সঙ্গে ভাব হয়? তবে তোমার ভাবটা অম্লমধুর তাই গোবিন্দ সেটি চেখে আস্বাদন করছেন।'

দুলালী বল্লে, 'অম্ল মধুর হ'লো কেন মা? ও বেশী পেকে টক্ হয়ে গেছে বুঝি?'

'আহা গো! তোমার মত মিষ্টি রস কোথায় পাবো যে গোবিন্দকে তাতে ডুবিয়ে রাখবো। আমি টকই ভালো, যাঃ।'—করুণা এই বলে মুখ ঘুরিয়ে দুলালীকে ঠেস দিলে।

এদের রঙ্গের মধ্যে এ দিকে আর সব্বাই বলে উঠলো, 'মা ওদের নিয়েই রইলেন, আমাদের কথা কিছুই বলছেন না, আমরা সকলে এখনও মুচি বুঝি?' মেয়েদের দিকে চেয়ে বল্লুম, 'নিজেকে অতো ছোট দেখো না, কাঁঠাল বলে এখনও ভাবতে পারনি বুঝি? নিজেকে অশক্ত করে ভাবতে নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমরা সকলেই তাঁর নিজের জন, আপনার জনের উপর সবারই জোর থাকে। জোর করেই তাঁকে নিজের নিজের ভাব মত আপন করে নাও। ভাব মত বলি কেন? আমি আমার ভাবে ভাবি, গোবিন্দ আমারই, আমার, আমার গোবিন্দ আমার। আমার এতটুকু আছে, ওর অনেক বেশী আছে, তা ভেবে কাজ নেই, আমার যতটুকু আছে তাই নিয়ে আমার গোবিন্দ তুষ্ট, তিনি যে আমার। মা, তোমাদের গোবিন্দের সঙ্গে ভাব সকলেরই আছে, তোমরা আমার গর্ব্বের বস্তু। তোমরা এই ভাব বৃদ্ধি করতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থেকো। হাসি রঙ্গেই থাক, আর কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যেই থাক, প্রাণের সঙ্গে রসময়ের যোগ রেখে দিও, তা হলেই ভাবে ঘাটতি হবে না। নিজেকে দুর্ব্বল কিছুতে ভেবো না, মনের বলই বড় বল।'

উমা বললে, 'সেই বলই ত করি মা, আপনার কথা মত মনের বলেই চলি কিন্তু আমার জন্যে আপনি কি ভাবছেন বলুন ত?'

উষাবতী বল্লে, 'মা আর আমাদের জন্যে কিছু ভাবেন না, আমরা কি মাকে ভালবাসতে পেরেছি, যারা মাকে ভাল-বাসতে পেরেছে তারাই মোটা পাওনা নিয়ে নিয়েছে। মাও ভালবাসার ঘুষ খান।'

সরযূ বল্লে, 'আমরাই বা কি নিয়ে নিয়েছি? আর আপনারাই বা কি পান নি তাই বলুন তো? কেউ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি বলতে পারেন মার কাছে কোন দিন নিরাশ হয়েছেন ?'

'তা আপনি বলবেন না কেন ? নিজের স্থানটি যে গুপ্ত বৃন্দাবন করে কায়েমী করে নিয়েছেন'—উষাবতী এই উত্তর করলে।

ছোট মা (বিভাবতী) বল্লেন, 'না, না, মায়ের সকলের উপরই সমান দয়া।'

মনোরমা বল্লে, 'আচ্ছা তোমরা কি বলতে পার তোমাদের কোন বস্তু লাভ হয় নি ?"

গৌরী উত্তরে জিভ কেটে বল্লে, 'না দিদি। এমন কথা কেউ বলতে পারবে না, সকলেরই হাতে হাতে মা বস্তু তুলে দিয়েছেন।'

বললুম, 'আমি দেবার কেউ নই. বস্তু তোমাদেরই নিজের অর্জ্জিত ধন। আমি শুধু তার ন্যাস রক্ষক থেকে খোঁজটা দিয়েছি মাত্র! তোমাদের ধন তোমরাই চেষ্টা করে মাথায় তুলে নিয়েছ, এখন মাকে জানাই তোমাদের এ সম্পদ দিনে দিনে বৃদ্ধি লাভ করুক।'

উষাবতী বল্লে, 'আপনাকেই জানি মা, আপনার আদর না পেলেই আমাদের বড় অভিমান হয়, আপনিই তো সব, আপনার কৃপায় বঞ্চিত হয়ে বীণার পতন হলো।'

বললুম, 'বীণার এ পতন সাময়িক, একটা কিছু ধরে নিয়েই সে ঠিক উঠে পড়তে পারবে। সদ্‌গুরুর শিষ্যা সে, তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় কিসের ? তা ছাড়া ও কথা বলছ কেন ? আমি ত তার উপর কোনদিন রাগ করি নি, তবে একটু অভিমান হয় বই কি ?'

মকর এতক্ষণ নীরবেই বসে ছিল, এবারে কথা কইলে বল্লে, 'ওগো, ও মায়েরা, বোনেরা, পাওনা তোমরা সকলেই ঠিক পেয়ে গেছ, তবে একটু আধটু কম্‌তি বাড়তি তো আছেই, ওজন দাঁড়িতে হাতের টিপতো একটু থাকে তা সেইটাই কেন তোমরা বুঝে নিচ্ছ গো ?'

সকলেই এই মন্তব্য শুনে সমস্বরে হো হো করে হেসে উঠলো।—'আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছি আর মকর মা বেশ স্পষ্ট করে সেটি দেখিয়ে দিলেন। বেশ, এবারে আপনি কি বলবেন মা বলুন ?'

আমি বললুম, 'এর আমি কিছুই করতে পারি না। তোমাদের শক্তি তোমাদেরই কাছে। নিজের চেষ্টায় নিজেরাই তোমরা উন্নত হবে, গীতায়ও তো ভগবান সেই নির্দ্দেশ দিয়েছেন—"আত্মা দ্বারাই আত্মার উন্নতি।" আচ্ছা তোমরা একযোগে তোমাদের দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি স্থির করো ত, দেখ প্রথমে কে কৃতকার্য্য হও।'

সরস্বতী বল্লেন, 'ও সব কসরৎ কাজ আমাদের করে কাজ নেই, আপনি যাকে কৃপা করবেন সেই পারবে। মা! আপনি শুধু আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন মার দয়া পাই। আপনার মুখে শোনা কথায় আপনার তিনটি মেয়ে কাজ করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়েছেন, এখন আপনার আর চারটি মেয়েকে তো কাজ করতে দেখেছি, আপনার তুলালী, করুণা, গৌরীদি আর ব্যারাকপুরের সরযূদি, এই মেয়েদের প্রতি আপনার অসীম কৃপা, এরাই নিজের নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। আমরা মা, আপনার অধম সন্তান কিছুই করতে পারি না, আপনাকে মা মা বলে ডেকে আর চোখ তুটোতে দেখেই শান্তি পাই। তাই ছুটে এখানে আসি। আর যাবোই মা কোথায়? মাগো! অন্য লোকের বাড়ীর বৃথা গল্পগুজব, পরচর্চ্চা, আত্মগরিমা শুনতে যেতে সত্যিই মা ভাল লাগে না, এখানটিতে এলেই যেন প্রাণে কত আনন্দ আসে, কাজ আমরা কিছু গোছাতে পারি নি বটে তবে এইটুকু পেরেছি যে আপনার কাছে না এসে থাকতে পারি না, কে যেন টেনে নিয়ে আসে।'

মেজ মা লীলাবতী (এ বাড়ীর মেজ বধু) বল্লেন, 'সরস্বতী দিদি আমার কথাটি তো বললে না? আমিও যে মায়ের একটি ভক্ত হয়েছি। আরও ত মায়ের অনেক কচি কচি ভক্ত হচ্ছে মা! তাদের কত ভাব হচ্ছে, নাচ হচ্ছে, সে সব কথা ভুলে যাচ্ছ? মাতো এই হাতীবাগানে বসে বসে অনেক খেলই খেলাচ্ছেন। আমি যে ঠাকুর ঘরের দোর মাড়াতুম না, সেই আমাকে মার বড়মা দিয়ে গেল তাঁর কৈলাসপতিকে! এখন ঐ বুড়োর জন্যেই আমার যা কিছু করা। বুড়া আমায় এমন তুক্ করেছেন যে ওঁকে ছেড়ে মার দালানে তোমাদের কাছে চারদণ্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসতে ইচ্ছা হয় না, কোনখানে গিয়েও থাকতে পারি না, প্রাণ যেন তাতে হাঁপিয়ে ওঠে। আমার তো এই ভাব হয়, অত ভাবের ঝগড়া দিয়ে কি হবে বলো, তার চেয়ে মাকে ঘিরে থেকে সকলে হেসে নেচে হাততালি দিয়ে হরি বলে যাও, তবেই ত সবই হোল। মনের আনন্দটাই সবচেয়ে বড় লাভ। আমি যখনই হোক্ এসে একবার করে মাকে দেখে যাই, আমার তাই যথেষ্ট মনে হয়।

মেজমার প্রাণখোলা সরল অভিব্যক্তিতে সকলেই আবার একযোগে প্রসন্ন হাসি হেসে উঠলো। বলে উঠলো, 'সত্যই মেজ মা! আপনি ঠিকই বলেছেন আনন্দই তো লাভ, ওর চেয়ে আর কি আছে?'

আর একদিনও এমনি কথা প্রসঙ্গে নানা আলোচনা চলছিল হঠাৎ করুণা বল্লে, 'আচ্ছা মা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, গোবিন্দের তো আপনাকেই নিয়ে সব লীলা খেলা. তবে আপনার বিগ্রহ দেবতা মূর্ত্তি না হয়ে কালী হলেন কেন?'

আমি উত্তর করলুম, 'এ'তে কি তুমি কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছো না?'

করুণা বল্লে, 'তা ঠিক, দেখতে সকলেই সব রকম মূর্ত্তি পায় না, যাকে যেমন কৃপা করে দেখান কিন্তু মূর্ত্তির ভাবের কথাই বলছি।'

বল্‌লুম, 'মায়ের দয়া হ'লেই সন্তানের জীবন পূর্ণ হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর শক্তিতেই শক্তি লাভ হয়। তাই মায়ের সেবা যে সন্তানের পরম কাম্য, মা ছাড়া জগতে আর কি আছে মা? সন্তানের মা-ই ত সব, আবার মায়েরও সন্তানই সব। মা ছাড়া সন্তানকে এত করুণা কে করবে মা? মায়ে ছেলেতে মিলন সম্পূর্ণ হলেই অমনি বাবার দয়া অযাচিত হয়েই দেখা দেবে। আর গোবিন্দর কথা মা বলছিলে? ঐ গোবিন্দকে নিজের করে পেতে হ'লে ঐ মার কৃপাতেই মার কাছ হতেই পেতে হবে, মার কোলের ছেলেকে মা সব ঝঞ্ঝাট থেকে আড়াল করে নিজের পিছনে লুকিয়ে রেখে তাঁর গায়ে আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগতে দেন না, সকল ঝুঁকি নিজের উপরেই তো তুলে নিয়েছেন। সেই মা-টিকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তাঁর ছেলের দেখা পাবো কি করে? মা তুষ্ট হলেই বলবেন "আয়! আয়! আমার গোবিন্দের সঙ্গে গোপালের সঙ্গে খেলা করবি আয়।" গোপালকে মিলিয়ে দিয়ে মা তখন সব কিছু হতেই আড়াল করে রাখবেন। গোবিন্দকে গোপন মা-ই আমার করে রেখেছেন, আবার প্রকাশও করেন ঐ মা বেটীই। কালীকৃষ্ণমাতা এই হ'লো আমার প্রাণের কথা, সাধন রূপও ঐ কালীরূপই, তোমরা সাধন করো, তোমাদের পক্ষে কালী রূপের মহাভাবটী অনুভব করা বিশেষ দরকার।'

হর্ষভরে করুণা বল্লে, 'বলুন মা, থামবেন না বলুন মা কালীর সত্যকার স্বরূপ কি?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুণ্ঠাভরে বললুম, 'কালীর স্বরূপ বলবো আমি? শত আমিরও তা সাধ্যে নেই, তবে হ্যাঁ কালীর রূপ দেখিয়ে গিয়েছেন 'মায়ের বরপুত্র' সাধক রামপ্রসাদ। যখন যে ভাবের রূপ মায়ের দেখেছেন সেই রূপেই রং ফলিয়ে তক্ষুণি ছবি এঁকে নিয়ে জগতের বুকে ধরে দিয়েছেন। নিজের বন্ধন দশার মধ্যেও মায়েরই রূপটিই প্রকট দেখেছেন, তখনই সেটি ছন্দে গেঁথেছেন—

"মনে করি, গৃহ ছাড়ি নাম সাধন করিগে বসে।
কিন্তু এমন কল করেছ কালী বেঁধে রেখে মায়া পাশে।"

নিজের অসচ্ছলতা, অনশন ও দুঃখের দিনে মায়েরই উপর ধিক্কার দিয়ে অভিমান তীব্র ঝঙ্কারে ব্যক্ত করেছেন "এমন অন্নপূর্ণা মা থাকতে মোর ভাগ্যেতে একাদশ।" সকল অবস্থায় ও সব কিছুর মধ্যেই মারই সর্বত্র সঞ্চারিণী মূর্ত্তি দেখে নিয়ে সেই মায়ের দুলাল ছেলে যেমন ভাবে মায়ের রূপ ফুটিয়ে রেখে গেছেন, তা কোনদিনই মলিন হবে না। তাঁর রূপ দেখবার আবার ভাবনা কি?

"কালী তারা মহাবিদ্যা যে নামে ডাকি জননী।"

দেখ, এই বিশ্বব্যাপী অত্যুজ্জ্বল রূপের রাশি! প্রাণ ভরে ঐ রূপের সুধা পান করে মনে প্রাণে রূপ সাগরে ডুবে যাও মা। তিনিই তো এঁকেছেন—

"ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আতাল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেমরত্ন ধন
আমার মন।”

আজ মা বেটী আসনেই বসতেই দিলেন না।

আজ মায়ের কথা বলতে বলতেই মায়ের পূজা করি, আর পরে আরতি দিয়ে রাখবো। বলে চল্‌লুম, ‘মহাকালের বুকে চেপে দাঁড়িয়ে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ঙ্করী মহাকালী। প্রকৃতি হতেই জীবন পেয়ে প্রকৃতি দ্বারাই রক্ষা পাচ্ছে, আবার প্রকৃতিতেই লয় হচ্ছে।

আত্মাই শিব, আত্মার কর্তাভাবটি প্রকৃতির পদতলে লুণ্ঠিত। দুই পদে তাঁর অর্থ প্রদত্ত হচ্ছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, দৈব ভাব ও আসুরিক ভাব। চতুর্ভুজে বর অভয়, অন্যে শাসন ও সংগ্রহ। ত্রিনয়না তিনগুণে ত্রিনয়নে ত্রিলোক পরিচালিত করছেন। সত্ব রজঃ তম এই তিন গুণেতেই সমস্ত সম্পন্ন করছেন; শিবকে শব করেছেন ত্রিনয়নের ইঙ্গিতে। অতি বিস্তারবদনা, জিহ্বা ললনভীষণা, তাঁর ব্যাদিত মুখই জগৎ ব্যাপ্ত যজ্ঞকুণ্ড।

অনন্ত বাসনা-রূপ লোল রসনায় জগৎ পরিভ্রমণ করছে, তিনি দিগ্‌বসনা, অধঃ ঊর্দ্ধ দশ দিকই পূর্ণ করে আছেন, অর্থাৎ দশ দিকই তাঁকে বেষ্টিত করে আছে। অন্য আবরণ তাঁর নিষ্প্রয়োজন, তাই তিনি দিগ্‌বসনা। তাঁর পশ্চাৎ অংশ বা একাংশ কৃষ্ণ—তমঃ গুণে জগতের অজ্ঞান ভ্রমে আবরিত, তাই তো তিনি ঘনান্তকেশা। নর করে কটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেড়া, নৃমুণ্ডমালিনী, মায়ের গললম্বিত মুণ্ডমালা সৃষ্টির বীজ। এক হস্তে ঐ বীজ তিনি সংগ্রহ করে জগৎকে ধারণ করে দেখিয়েছেন। মুণ্ডমালা অ হইতে খ পর্য্যন্ত বর্ণের মালা। ঐ যে গানে আছে "ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা তুই কোথায় পেলি?" ছিন্নমস্তারূপে নিজের মুণ্ড নিজেই ছেদন করে সৃষ্টিবীজ সংগ্রহ করে নিয়েছেন—মোটামুটী এই কালীরূপের তাৎপর্য।

মার ঐ লোল জিহ্বা দংশন করে দেখিয়েছেন বাসনারূপী রক্তবীজ দমনেই সাধকের সিদ্ধি। সাধন সাধন করে জগৎ আকুল, সাধন যে কি বস্তু তা কেউ বোঝে না। এই কালীমূর্ত্তিতে সেবা করে মূর্ত্তির ভাব ও প্রতি অঙ্গের ভাব 'হৃদয় দিয়ে অনুভব করো, প্রতি অঙ্গের সাধনা করো, বোধ দিয়ে সম্যক্‌রূপে করে নাও বোধগম্য—এই সাধনা, এই সিদ্ধি।'

মেয়েরা তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছে কারো মুখে কোন কথা নেই।

সাধক অবস্থায় শক্তি লাভ বা সাধকের স্বরূপ এই কালীরূপেই প্রকাশ। সিদ্ধিলাভের রূপটি ফুটিয়ে দিয়েছেন দুর্গামূর্ত্তিতে, দুর্গা দশভূজা মূর্ত্তি, শিবসহ ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্র আদি তেত্রিশ কোটী দেবতার সমবেত শক্তি ভগবতী দুর্গাকে পরিবেষ্টন করে অবস্থিত—প্রথমেই সিদ্ধিদাতা গণপতি, শক্তিধর কার্ত্তিকেয়, তার সঙ্গে সাধনশ্রী উদ্ভাসিত লক্ষ্মীদেবী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মবিদ্যারূপিনী সরস্বতী, রজোগুণরূপিনী পশুরাজ সিংহে অধিষ্ঠিত দশদিগ্ ব্যাপ্ত দশভুজা মহিষাসুররূপী আসুরিক শক্তির বিনাশ সাধনে নিযুক্তা। সর্ব তপস্যার সিদ্ধি। সাধক যখন দেবীর কৃপা লাভে সমর্থ হন তখনই তাঁর প্রিয় সন্তানের মধ্যে ঐশী ভাব ফুটে ওঠে, তাকে তখন আর অদেয় কিছু থাকে না। সমস্ত ঐশ্বর্য তখন সন্তানের সম্মুখে প্রসারিত করে ধরে উত্তরোত্তর দিয়েই চলেছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই তখন 'মা' তাঁর সন্তানের সেবায় নিযুক্ত করে দেন, এই ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড তখন ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে অপূর্ব ভাব সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে মানব হয় মহামানব। তখনই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তাঁর চরণে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে, সমস্ত তত্ত্বসহ আগম, নিগম, বেদ, পুরাণ তাঁর সম্মুখে তাদের অন্তর্নিহিত গভীর রহস্য উদ্ঘাটিত করে দেয়। ঊনপঞ্চাশ বায়ুসহ গ্রহদল তখনই তাঁকে পরিভ্রমণ করেন, ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীসহ মূর্ত্তিমতী সরস্বতী তাঁর স্তুতি পাঠ করেন, বুদ্ধি ব্রহ্মা তাঁর কৃপাদানে উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। স্ব স্ব ভাবে সকল দিক্ তাঁর অর্চ্চনায় উৎসুক—এই জন্যেই ত মায়ের একজন আদুরে ছেলে গীতছন্দে বলে গিয়েছেন—

'সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে কভু সন্ধি নাহি পায়।'

সাশ্রু-নেত্রে সকলেই একসঙ্গে আমার মার সম্মুখে প্রণাম করলে, আনন্দে সকলে যেন বিহ্বল। করুণা বলে উঠলো, 'মা যে সব কথা শোনালেন এমন কথা কখনও শুনি নি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তাঁকে বললুম, 'শুনলে ত শুধু হবে না মা! বুঝে একাগ্রচিত্ত হও, ব্যাকুল হয়ে অন্বেষণ কর খুঁজে পাবে, সবই তো তোমার অন্তরে আছে—অন্তরের দিকে চেয়ে আছ তাইত অন্তর হয়ে আছে, মনকে অন্তর্মুখী করো, ব্যাকুল হয়ে অন্বেষণেই সে ধরা দেবে। প্রকৃত প্রেমভরে ডাকলেই তাকে দেখতে পাবে। মনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করো তবেই না সে ছবি হৃদয় পটে ফুটে উঠবে। সাধক গেয়েছেন—

"হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে টুটে
ধরাতলে পড়বো লুটে, মা বলে মা হব সারা।"

অশ্রু অবরুদ্ধ কণ্ঠে গৌরী বললে, 'দেখলি তো মা নিজে বুঝে যা আমাদের দেবেন তাই কি মধুর। আমরা কি জিজ্ঞাসা করতে জানি, যা' তা' বলে কি হবে? শুধু শুনতেই চাই, তোরা বলবি গৌরী কিছুই জানে না, মায়ের কোলের মেয়েটি, এবার বুঝলি তো? নিজেরা যে এত নাড়লি চাড়লি কি পেলি শুনি? কিন্তু মা যখন দেবেন পেট ভরে যাবে, মার দিকেই চোখ মেলে চেয়ে থাক, সবই পাবে।'

এর পর গৌরীর প্রতি আর কারো আক্রমণের সাড়া এলো না, করুণা শুধু বললে, 'মা সাতটি পদ্মের কথা বা সাতটি তত্ত্বের কথা কাল আমাদের শোনাবেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চার

আজ মায়ের দালানটি অপূর্ব হতেও অপূর্বভাব ধারণ করেছে। কয়েকজন গৈরিকধারী সাধু মাকে দর্শন ও তাঁর সেবিকার সঙ্গে আলাপের আনন্দ লাভ করতে এসেছেন। কলকাতা ও বিদেশের অনেক সাধু ও মহাজন এভাবে মধ্যে মধ্যে এসে দয়া করে আনন্দ দান করেন। আমার স্বামী দেবতার সাধু সেবায় বড় আনন্দ। পাহাড়ী বাবার শিষ্য মহানন্দ গিরি আত্মানন্দে বিভোর হয়ে মার সম্মুখে তুয়ারে বসে তাঁর প্রাণের অর্ঘ্য সঙ্গীতে ভ'রে মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে নিজে তৃপ্ত হয়ে সমবেত ভক্ত মণ্ডলীদের পরম পরিতৃপ্তি দান করছিলেন; তাঁর সঙ্গীতার্ঘ্যের তু'চারটি সুরভি পুষ্প আমার ভক্ত মেয়েদের প্রাণে একটি নূতন ভাব এনে দিচ্ছিল। একটি গান এরূপ—

"এক পরম পুরুষে পাতায়ে প্রণয় আমার দেশ দেখে
আমি এসেছি,
নিরঞ্জন জেলা অব্যয় সপ্তগ্রাম নির্ব্বিকল্প পাড়া
আমার দেশের নাম।
কিবা জ্যোতির্ম্ময় অপূর্ব্ব দিব্যধাম আমার হৃদয়ে
আঁকিয়া রেখেছি,
(ভর্গ কুটির দ্বারে) আমার পিতা একা বসে আছেন সেথা
তিনি ঘুমায়ে কি জেগে আত্মচৈতন্য দ্বারে দেখে বিস্মিত
আমি হয়েছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটি গান গাইলেন—

"ওরে জাগাবি যদি সে অচেতনে
নিজে জাগো তুমি ঘুমের সেবক নিদ্রিত করে ইন্দ্রিয় গণে।
ছন্দ স্তোত্র মুখেও এনো না বাধাবে তর্ক বাড়াবে গোল
এ পূজার নাই অন্য মন্ত্র, মন্ত্র শুধু হরিবোল।
কুঞ্চিত জিহ্বা করিয়া বিলোল জপ এ মন্ত্র আপন মনে॥"

সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গান শুনছেন, ভাবে বিভোর গায়ক অপূর্ব তান লয়ে মুদ্রিত নেত্রে গেয়ে যাচ্চেন—

"(মন) তুমি কি দিশেহারা? বসে বসে শুনছো তারা
এমন চাঁদের কিরণ ভুবন ভরা নজর কি পড়লো না তাতে?"

* * * *

"(মন) তোমার এ ভ্রম গেল না।
এমন কালী কেমন তা চেয়ে দেখ না"

* * * *

"কালী পদ্ম বনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমন
আমার মন বোঝে ত প্রাণ বোঝে না
(আমি) দেখবো মা তোর রূপটি কেমন?
(যারে) ষড়দর্শনে না পায় দর্শন॥"—

* * * *

"জানো নারে মন পরম কারণ আমার শ্যামা মা কখন মেয়ে নয়
সে যে মেঘেরি বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥"

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আর কেন মন ভ্রমিছ বাহিরে চলনা আপন অন্তরে
বাহিরে যার তত্ত্ব কর অবিরত সে যে আত্মালোকে বিহরে।
বামে ইড়া নাড়ী দক্ষিণে পিঙ্গলা রজস্তমগুণে করিতেছে খেলা
মধ্যে সত্যগুণে সুষুম্না বিমলা ধর ধর তারে সাদরে ॥"

করুণা তার স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বাস ভরা প্রাণে উতলা হয়ে বলে উঠলো, 'মা মাগো! শুনছেন, এগুলির মানে কিন্তু আমরা আপনার কাছ হতে বুঝে নেব অর্থাৎ পূরণ ক'রে নেব। আমরা তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত, আমাদের বড় অভাব মা বড় অভাব!'

বল্‌লুম, 'বেশ তৃষ্ণার্ত যে, সে বারি পাবে, ক্ষুধার্ত যে সে আহার্য পাবে, অভাব যার তার অভাবও পূরণ হবে, যার প্রাণে অন্বেষণ, জেনো তার প্রাপ্তি ঠিক হয়ে গেল। অন্বেষণ যেখানে ধূমবহ্নিবৎ, প্রাপ্তিও সেখানে। তোমরা ভাল করে চাও, চাইতে শেখো, চাইতে ভুলে থেক না। সন্তান না চাইলেও মা দেন, কিন্তু সন্তান চাইলে, চেয়ে নিলে, চেয়ে খেলে মার বড়ই আনন্দ।'

বিকালে মা-কে জল খাইয়ে এসে বসেছি, দুলালী এসে উপস্থিত, তার সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে তাদের দেখিয়ে দুলালী বল্লে, 'মা আপনার নাম শুনে মার এই নূতন মেয়ে কয়টি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এঁরা সব বড় বংশের, রাজা আর জমিদারের ঘরের মেয়ে। এইটি দেখছেন এটি আমার মামতো বোন—এটি অন্নপূর্ণা, আঁচুলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজার মেয়ে, আর এঁরা দুজন আমার মাসিমা শোভা-বাজারের রাজাদের। বাঘ বাড়ীর ইনি, এঁর নাম উষা ঘোষ, ইনি পবিত্রা মিত্র—গোপীমোহনের বাড়ীর মেয়ে। ইনি বাগেরহাটের জমিদারের স্ত্রী, ইনি হচ্ছেন পুত্রবধূ। আর এই মেয়েটি আপনার নড়াইলের জমিদার-কন্যা ইন্দিরা ঘোষ। ইনি রাজসাহীর জমিদারের স্ত্রী নীহারনলিনী। ইনি আমার বৌদি আঁদুলের রাণী, আর ইনি নবাবগঞ্জের জমিদারের স্ত্রী। ইনি হচ্ছেন চন্দননগর তেলিনীপাড়ার জমিদার বংশের একজন গৃহিণী, সকলেই আমার কাছে এসেছেন আপনার দর্শন পাবার আশায়।

করুণা তার জিজ্ঞাসু প্রাণের প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে এসে বসে আছে। সে বলে উঠলো 'আজ এমন নূতন ধারার পরিচয় পত্র। রাজা, জমিদার, উকীল ব্যারিষ্টারের ছেলে মেয়ে কেন দুলালী? যাঁরা যাঁরা মার কাছে আসেন বা এসেছেন সকলেই ত মার মেয়ে ছেলে, এই ত তাঁদের পরিচয় এই কথাই তো আমরা এতদিন ধরে জানি, মা ত কারু অন্য পরিচয় নেন না। রাজার মেয়ে, কাঙালের মেয়ে সকলেই মায়ের সন্তান, এই ভাবেই গ্রহণ করতে দেখেছি।'

এই অন্যায় তিরস্কার গায়ে না মেখেই হাসি মুখে দুলালী জবাব দিলে, 'সেই জন্যেই ত এত কথা বলছি। মার ত সকলেই মেয়ে কিন্তু কোন মেয়ের বা ছেলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তো নামও জানেন না। দরকার সময় মত কারো একটাত ঠিকানাও বলতে পারেন না। মায়ের কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে যে তারা সংবাদ পাবেন সে উপায়ই থাকে না।'

মায়ের একটি মেয়ে ঊষাপ্রমোদিনী বসু। তিনি বললেন, 'জগতটাই ত মায়ের, তার আর পরিচয় কি? পরিচয় তোমরাই বুঝে নাও মা, তোমরাই ত কর্ম্মী। মা আমাদের আনন্দময়ী রূপে কেবল আনন্দ বিতরণ করেই সকলকে তৃপ্ত করছেন, তিনি তাই করুন।'

আমি এদিকে নবাগতা মেয়েদের কুশল জিজ্ঞাসা করে তাদের প্রণাম গ্রহণান্তে আশীর্ব্বাদ দিলুম। সকলেই হাসিমুখে মায়ের দালানটী আলো করে বসে মাকে নির্ণিমেষে দেখতে লাগলেন।

তুলালী তাদের সম্বোধন করে বললে, 'তোমরা যে জন্য এসেছ মাকে নিজ নিজ অভীষ্ট জানাও।' সহাস্য মুখে সকলেই বল্লে, 'আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি, এ স্থান মাহাত্ম্যে আমাদের প্রাণের কথা মা নিজেই জানেন বলবার অপেক্ষা নেই।'

ঊষাপ্রমোদিনী বললেন, 'ঠিক তাই। স্থান মাহাত্ম্য একেবারেই সত্যি।'

মেয়েদের চরণামৃত ও প্রসাদ দিতে উঠছি, করুণা ব্যগ্র হয়ে বল্লে 'প্রসাদ না নিয়ে আমরা যাবো না, সে ত আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার কাছে পাবই। আগে সেই সমস্যাটি পূরণ করে দিন মা, সকালের সাধু মুখের সেই 'নিরঞ্জন জেলা, অব্যয় সপ্তগ্রাম, নির্ব্বিকল্প পাড়া'র খবরটি যা মা আমাদের শুনিয়েছেন।'

হেসে বল্লুম, 'বেশ কথা, মা যেন সবই জানে! প্রথম পোয়াতি মেয়েটির সন্তান হলেও সে সন্তানটির সব খবরই সমস্ত জানে, তার সব-জান্তা মা, মায়ের উপর তার যে বড় নির্ভর। মা তার নিজের বোধ মতন সন্তানকে বুঝায়। আমিও তাই, যা কিছু তাই বলি। সপ্তগ্রাম বা সপ্তভূমি, এই ধরেই কথা বলি ভূ ভূব স্ব মহ জন তপ্ সত্য এই সপ্তলোক বা সপ্তভূমি, আত্মার স্থান। অবস্থান্তরে আত্মা পর পর সপ্ত-লোক বিচরণ করেন। উর্দ্ধ লোক সত্য, তন্নিম্নে তপ-লোক, তৎনিম্নে জনলোক, তন্নিম্নে মহর্লোক, তন্নিম্নে স্বর্লোক, তন্নিম্নে ভূবর্লোক, তন্নিম্নে ভূর্লোক। আরও লোক আছে, পূর্ব্বেই বলেছি জগত যুগল রূপের প্রকাশ। মানব রূপ দেহ ব্রহ্মাণ্ডের ইহাই উর্দ্ধলোক। নিম্নার্দ্ধে পাতাল, অতল, সুতল, নিতল, বিতল, তলাতল রসাতল। ইহা আসুরিক স্থান। গুণবিহীন শিশ্নোদর-পরায়ণের স্থান, অথবা পশ্বাদি যোনির।

পুরুষ বা আত্মা যে অধোগতি প্রাপ্ত হয় পঞ্চকোষে আবদ্ধ তিনি এই কোষ অবলম্বনেই আবার পর পর লোকে আরোহণ করেন। গীতাতে যাঁকে বলেছেন 'যোগারূঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি।' অন্নময় কোষ অবলম্বনে আত্মা মায়াময় স্থান ভূঃ-ভূর্বলোকে বিচরণ করেন। প্রাণময় কোষে স্বর্লোকে আরোহণ করেন, জ্ঞানময় কোষে মর্হলোকে গমন করেন, বিজ্ঞানময় কোষে জ্ঞানলোকে স্থান প্রাপ্ত হন, আর আনন্দময় কোষে তপ্ সত্যলোকে বিশ্রাম করেন। সাধক জীবনীতে যেমন আমরা পড়ে থাকি, আত্মার স্তর হতে স্তরে উন্নত অবস্থা লাভের কথা। ভূ ক্ষিতিস্থান, ভূব জলস্থান, স্ব অগ্নি-স্থান, মহ বায়ুস্থান, জন ব্যোমস্থল।

গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন "সাতটী তত্ত্বের তত্ত্ব লও"—উর্দ্ধ সত্ত্ব লোকের মধ্যে আবার সপ্ত চক্র বিরাজমান। "কালী পদ্মবনে" যা শুনলে ওরই সেই বিষয়। সাতটী পদ্ম হচ্ছেন—আধার পদ্ম, স্বাধিষ্ঠানপদ্ম, মনিপুর পদ্ম, অনাহুত পদ্ম, বিশুদ্ধাক্ষ পদ্ম, দ্বিদলপদ্ম, সহস্রসার পদ্ম। সহস্রসার মানব মস্তকের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে। দ্বিদল ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানে, ওকে আবার আজ্ঞা চক্রও বলে থাকে মনঃস্তত্বও বলে, বিশুদ্ধাক্ষ কণ্ঠমধ্যবর্ত্তী স্থানে, অনাহুত হৃদয়ভ্যন্তরে, মনিপুর নাভিস্থানে, স্বাধিষ্ঠান নাভিদেশের নিম্নে ও মূলাধার আধার-পদ্ম যা গুহ্যদেশের উপরিস্থলে, একমাত্র মানবদেহেই এ'কটি বিদ্যমান আছে। ঐ যে গানে বলে গেলেন 'সুষুম্না বিমলামন ধর ধর তারে সাদরে'—যোগীদের গন্তব্য পথই এই সুষুম্নার পথ, ভক্তদেরও ভগবান এই পথ দিয়েই নিজের কাছে নিয়ে যান। মহামানবেরা জানিয়ে গিয়েছেন মানব দেহের মেরু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দণ্ডের অভ্যন্তরে সেই সুষুম্না পথ, ইড়া ও পিঙ্গলা সহ সুষুম্না তথায় বিদ্যমান। গুহ্য হতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পঞ্চ তত্ত্বের স্থান অর্থাৎ প্রকৃতির স্থান তদূর্দ্ধে আজ্ঞাচক্র, আদিজন্মস্থান বা সৃষ্টির সৃষ্টিস্থল। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দ্বিদল পদ্মের একটি পত্র উর্দ্ধদিকে প্রসারিত অপর পত্রটি নিম্নমুখে অবরোহিত, সহস্রাকারে অখণ্ড আত্মা। স্বইচ্ছায় এই দ্বিদলে খণ্ড হলেন। পুরুষ প্রকৃতিরূপে যুগল হলেন এবং আত্মা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি আখ্যা ধারণ করে নিম্নে অবতরণ করলেন। ভ্রূদ্বয়ের নিম্নে নাসিকাভ্যন্তরে সুষুম্না ইড়া পিঙ্গলারূপ তিনটি গুণময় সূত্র মেরুদণ্ডের সহিত চালনা করে জগতকার্য্য সৃষ্টি-কার্য্য সাধিত করলেন। সৃষ্টি পদ্মের নিম্নাংশ সৃষ্টির কার্য্য, উর্দ্ধাংশ নির্ব্বিকল্প স্থান, তথায় ব্রাহ্মীস্থিতি। একটি পত্র মন, আর একটি পত্র তার ব্রহ্ম। তৎনিম্নে কণ্ঠে পদ্ম যা' ফুটিয়ে-ছেন, চক্র বা ব্যূহ যা' রচনা করেছেন দেখ, সেটি হচ্ছেন ষোড়শ দল, তার পরে অনাহুত দশদল, কেহ বলেন দ্বাদশদল, পরে মনিপুর অষ্টদল পদ্ম, সাধিষ্ঠান ছয়দল বা ষড়দল, আধার পদ্ম চারিদল ইহা কুলকুণ্ডলিনীর স্থান সুষুম্না পথের সিংহদ্বার স্বরূপ। এই চারিদল পত্র মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কাররূপে মহামায়া কুলকুণ্ডলিনী পরিবেষ্টিত। প্রতি পদ্মে প্রতি দলে আত্ম শক্তি প্রতিষ্ঠিত, সকল বর্ণ বা অক্ষর পদ্ম দল বিরাজিত, তেরটি স্বরবর্ণ পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ এতে স্থিতি, তাই সাধক বলেছেন 'মা আমার পঞ্চশত বর্ণময়ী', আত্মা, বর্ণ, ভাবরূপ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবই তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ভার দিয়ে তাঁকে বিচিত্ররূপিনী করে দিয়েছেন। সকল জীব ও জগত এই পঞ্চ তত্ত্বে ত্রিগুণ পরিচালিত। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য এই মানব দেহ, এই মানব দেহেই একমাত্র ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ। প্রতি পদ্মে পদ্মে তিনি নিজের ভাব ফুটিয়ে রস ভ'রে রেখেছেন. বলেছেন 'এস পান্থ, পান কর, শীতল হও।' প্রতি পদ্মে এক একটি দেবতা বা শক্তি সিদ্ধি এবং বীজ বা বর্ণ সহ নিজেই বিরাজমান আছেন। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল আজ্ঞাচক্র সৃষ্টির স্থান হতে ত্রিগুণ অবলম্বনে মন মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়ে অধোপথে আধার পদ্মে চারিদলে বিভিন্নাংশে মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কাররূপে সর্পিনী প্রকৃতি ভাবে প্রস্তুত হলেন। এস সাধক জ্ঞান বা ভক্তি যা তুমি পেয়েছ তাই খোঁচা দিয়ে সর্পিনীর সুপ্তিভঙ্গ করো, তোমার মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ডুবে যাক, জ্ঞান বা ভক্তির খোঁচা খেয়ে পত্র চারটি খসে পড়ুক, সিদ্ধি-দাতা, বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব শক্তি একাদশ লোকপাল নবগ্রহ সম্বলিত যে চক্রটী রচনা করেন সর্পিনী মুখটী লুকিয়ে কুণ্ডলিত হয়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রিত আছেন, তোমার তাড়নায় তার নতমুখ উর্দ্ধে তুলে ফণা বিস্তার করে উর্দ্ধমুখে ধাবিত হউন, স্বস্থানে স্থিতি হোক্ প্রকৃতি পুরুষে যোগযুক্ত হউন। এই চিত্রটী তোমরা বেলুড় মঠে দেখতে পাবে। সর্পিণী আকারিত আত্মা বা মন অধো হতে কি ভাবে উর্দ্ধগতি নিচ্ছেন, পদ্মে পদ্মে ভ্রমণ করে চলেছেন আবার এই পদ্মবন অরক্ষিত অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে নেই, যোগিনীরা সে স্থলটি সাবধানে রক্ষা করছেন! আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ সাধিত করেন বলেই ইহারা যোগিনী। মহামায়ার পরাশক্তি সাপিনী, রাকিনী, লাকিনী, নাগিনী, সাকিনী, হাঁকিনী, ডাকিনী, যোগিনী—এই অষ্টবিধা যোগিনী মাতা। দোষ গুণ বুঝে পরীক্ষা করে তবেই এঁরা এই পথে যেতে ছাড়পত্র দেন, এঁদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই সাধকের পরম-জ্যোতিঃ-প্রাপ্তি লাভ। সাধকের উত্থান পতন এঁদেরই পরীক্ষা সাপেক্ষ। মা, তোমাদের বেশী আর বলবো কি? এর কি শেষ আছে? সেই অনন্ত বিভূতিময় ভগবান জীবের শোণিত শুক্রে পুরীষের মধ্যেও স্ব-শক্তি দিয়ে রেখেছেন, নখাগ্র হ'তে কেশাগ্র পর্য্যন্ত তাঁর শক্তি দ্বারা রক্ষিত ও চালিত হচ্ছে। শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠের প্রথমেই যে দেবীকবচ পাঠ হয়, তা' হতেই বুঝবে তিনি আমাদের দেহ মধ্যে কি ভাবে বিরাজ করছেন। এই আমাদের দেহ-তত্ত্বটি ভালভাবে বুঝতে পারলেই সমস্তই বোঝা হয়ে যায়, তাঁর রূপের বিকাশ তোমার নিজের মধ্যেই তখন দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে। আমরা সেই মহামায়ার খেলায় মোহিত জীব, তিনি দয়া না করলে আমাদের কোন সাধ্য নেই কিছু উপায় নেই। মহামায়ার কৃপা লাভের জন্যে, তাঁর সন্তোষের জন্যে আমরা শুধু ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে যেন ডাকি—"কুঞ্চিত জিহ্বা করিয়া বিলোল জপ এ মন্ত্র আপন মনে।" রজোতমোর চাপে আড়ষ্ট জিহ্বা অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনা কামনায় আবরিত—তাকে পরাসত্ত্ব-তাপে সরস করো, একনিষ্ঠার বশবর্ত্তী করো, এ জিহ্বা যেন মা মা মা বলে ডাকে, হরি হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সদাই আনন্দে নৃত্য করে, জিহ্বার নৃত্যে লক্ষ্য দিয়ে চলো ; তোমার জিহ্বা নাচলে তার নর্ত্তন সহ তোমার সব কিছু নৃত্য করে তোমায় নিত্যধামে নিয়ে যাবে। মা! বোঝবারও শেষ নেই, বোঝাবারও শেষ নেই। কত ভাবে কত জনে নিজ নিজ জ্ঞানবোধ জগতে ধরে দিয়েছেন। যিনি যেমনটি বুঝেছেন তিনি তেমনি ভাবে লিখে রেখেছেন। এমনি মহামায়ার মায়া, এক ভাবের বোধই সকলকে দেন না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন—'দেখে আয়তো ঝাউতলাতে গিরগিটিটার কি রং ?' যে কয়জন দেখতে গিয়েছিলেন সকলেই তো এক রঙ দেখেন নি। তাই বলছি মা। তাঁকে বোঝাতে যাওয়া আর সমুদ্র পরিমাপ করতে যাওয়া একই কথা। তাঁর কৃপা লাভ হলেই তাঁকে বুঝতে পারা যায়, নিজ কৃপায় তাঁর অনুগত জনের আশা-পূরণ তিনিই করেন, বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে তাঁর ঐশ্বর্য দেখান। অর্জ্জুনকে ভগবান নিজেই বলেছিলেন—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

বহুক্ষণ কেউই কথা কইলুম না। সকলেই নিজ নিজ চিন্তাদ্বারা বিষয়টি অনুভব করছিলুম। কিছু পরে গৌরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললে, 'আচ্ছা মা, প্রাণ আর মন কি আলাদা জিনিষ ?'

হেসে বল্‌লুম, 'বেশ গৌরী! এযে দেখি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতাদেবী কার ভার্যা ?'

গৌরী বললে, 'না তা নয়, এ সব বুঝতে একটু সময় লাগবে। ধীরে ধীরে বুঝব ত? ঐ যে বলেছেন—"আমার প্রাণ বোঝে ত মন বোঝে না।"

বললুম, 'হ্যাঁ মা, এই প্রাণ ও মনকে এক করার নামই যোগাবস্থা।'

গৌরী বললে, 'এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি না। পরে চিন্তা করে বুঝে দেখবো।'

বললুম, 'চিন্তা করে দেখবে কোথায়? মনে তো? মন চিন্তা বা চিত্তদ্বারা বোধ অন্বেষণ করেছে প্রাণ দ্বারা প্রবোধ পাচ্ছে। কথায় বলে—"চিন্তা যেন প্রাণবন্ত হলো।" মনের জ্ঞান আচ্ছন্ন, প্রাণের জ্ঞান স্বচ্ছ, এই কথাটি বোঝাবার জন্য গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন—"বোধে বোধ লও।"

গৌরী বল্লে, 'তা ঠিক মা, সেটা বোঝা যায়। আচ্ছা মা, "ষড় দর্শনে না পায় দরশন"—সেই কথাটি কি বলুন না মা?'

বললুম, 'ষড়-দর্শন শাস্ত্র, যা হ'তে আমরা ঈশ্বরকে জানতে পারি তারই শাস্ত্র। দর্শন মানে ত বোঝ? দেখা ছয় প্রকার। শাস্ত্র ভগবানকে নির্দ্দেশ করছে, জানিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যে তাঁর দর্শন পাবো না, পাবো আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের মধ্যে। শাস্ত্র বাক্যে তাঁর সন্ধান পেয়ে সেই শাস্ত্র উপদেশে অগ্রসর হয়ে গেলেই আমার মধ্যে তাঁর দর্শন পাবো। চতুর্বেদ উপনিষদ, অষ্টাদশ পুরাণ, সংহিতা যা' কিছুই ভগবানের সংবাদ প্রদান করছে তারই মধ্যের বিভিন্ন মত ও পথ বিভিন্ন অধিকারীর জন্য সুসংবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট করে ষড়-দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ভক্ত শাস্ত্র ও ভগবানকে দেখতে পাচ্ছে না, পদ্মমধু-পান-মত্ত মন-ভ্রমর তার পদ্মবনেই তাঁকে পাচ্ছে। ভগবানকে এই চর্ম-চক্ষু দিয়ে ত আর দেখা যায় না। জ্ঞান নেত্রেই 'কূটস্থে' তাঁর দর্শন মেলে। তাঁর দর্শন যে মেলে এ কথা নিশ্চিত। ঠাকুর বলেছিলেন—"তখন অপর দেহ হয়, অপর নয়ন হয়, সেই নয়নে তাঁর দর্শন পায়।"

উমা বল্‌লে, 'মা, আপনি একবার বলেছিলেন—"ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে যে নয়নটি আছে তা দিব্য চক্ষু; যোগীগণ সুষুম্না পথে স্থিতি লাভ করলে এই দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে ভগবৎ দর্শন করেন"; একেই তো আপনি কূটস্থ চৈতন্য বা মনশ্চক্ষু বলেছিলেন, তৃতীয় নেত্র বলেছিলেন, আজ্ঞাচক্রও বল্লেন, মনস্তত্ত্ব বল্লেন, দ্বিদল চক্র বল্লেন, এই পথটিরই কতই না নাম ধাম বলেন, কিন্তু অপর কোন পদ্মের এত নাম বলেন না? অপর সব নাম একটি কি দু'টি, তা এত নামের মধ্যে আমরা কোন নামটি ঠিক ধরবো বলুন দেখি।'

আমি বল্লুম, 'সব নামই তো সেই একটির, যে নামটি ধরতে ইচ্ছে হয় বা ভাল বোধ হয় তাই ধরবে। এত রকম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থা এতে বিদ্যমান, তাই এর এত নাম। যেমন 'কূটস্থ'—কূট বলতে গভীর অর্থাৎ সহজ নয়, এই স্থানই সৃষ্টির প্রথম, আবার এই স্থানই সৃষ্টির শেষ।'

উমা প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা মা, আপনি বলেছিলেন ঐখানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী বিদ্যমানা ; তাঁরা নাসিকাভ্যন্তরে প্রবাহিতা হয়েছেন, সেই জ্ঞানগঙ্গায় স্নান করলে যথার্থ গঙ্গাস্নান হয়। এখন আবার বলছেন—"ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না ঐ স্থলে প্রবাহিতা, ঐ সুষুম্না পথ ধর তবেই জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগে ভগবৎ দর্শন। আমরা কি রকম বুঝবো বলুন তো মা ?"

আমি বল্লুম, 'সে একই কথা উমা, বুঝতে চেষ্টা করো বুঝবে। বিষয় একই ; কেবল অবস্থান্তর দেখানো হয়েছে। জ্ঞান স্বচ্ছ এবং স্বরূপ শুভ্র, জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী। জ্ঞানবারিতে অজ্ঞান মালিন্য ধৌত করে পবিত্র হয়, গঙ্গা-স্নানে আমরা নিজেকে পবিত্র বোধ করি ; সুষুম্নারূপে প্রবাহিতা জ্ঞানগঙ্গা বা সরস্বতী একই বস্তু। জ্ঞান নিখিল বস্তুর পরিচায়ক, জ্ঞান সাহায্যে বোধ জন্মে এবং তা বিশেষ ভাবে বোঝাকে বিজ্ঞান বলে। যেমন এই বাষ্পীয় যান দেখে রেলগাড়ী বোঝা গেল—এটি বস্তু জ্ঞান, তেমনি ঐ বাষ্পীয় যন্ত্রটিকে বিশদ ভাবে বুঝতে পারলে রেলগাড়ীটি সম্পূর্ণ ভাবে বোধগম্য হ'ল—ইহাই বিজ্ঞান। জ্ঞানই সব ; জ্ঞানের আলোকেই আমাদের পরম প্রাপ্তি। জ্ঞানেতেই জগৎ অবস্থিত, জ্ঞানেতেই প্রকাশিত, জ্ঞানেতেই পরিসমাপ্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি হয় না। তেমনই আবার ভক্তি বিহীন জ্ঞানও বিফল। সহজ বুদ্ধিতে আমরা বিজ্ঞান ও দর্শন একই বলে বুঝবো। কোন মহামানবের ভাগ্যে যদি ভগবত দর্শনলাভ ঘটে, তিনি তা ঠিক ভাবে ব্যক্ত করে জগৎকে বোঝাতে পারেন না, যেহেতু এ বস্তু স্বানুভবগম্য—তাই প্রকাশের আগোচর, অব্যক্ত। সে যে কি অবস্থা তা বলা যায় না। ধরোনা কেন যেমন বোবাকে সন্দেশ খাওয়ান। মিষ্টতা সে নিজেই অনুভব করে অপরকে বোঝাতে পারে না।

পাঁচ

'আজিকে তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি
ওহো দয়াময় ডাকি।
সুন্দর তব, সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি।
স্ফুরিত রহ হে নভনীলিমায় সুন্দর তব
শশধর ভায়
সুমধুর তব পঞ্চমে গায় কুঞ্জ ভবনে পাখী।'—

কবির প্রাণের এই অভিব্যক্তি আজ নিজের প্রাণের স্তরে স্তরে যেন নৃত্য করে চলেছে, পূজার আসনে বসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্য-চঞ্চল মনটা যে স্থির হতেই চায় না। অকস্মাৎ তার অঙ্গে অঙ্গে যে আজ বিশ্বরূপের অপরূপ পরশ লেগেছে, মনপ্রাণ ভরে এই কথাই মৃদুমন্দে রণিত হচ্ছে—'সুন্দর তব, সুন্দর সব, যে দিকে ফিরাই আঁখি।' মনে হচ্ছে—

"রূপং রাগঃ বিবর্জ্জিতস্তঃ ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং"

এ ধারণার সারতত্ত্ব যে দূরে চলে যায়, কল্পিত—কল্পিত নয়—নিত্য, নিত্য—রূপ তাঁর চির নিত্য! মাটিতে তাঁর রূপের বিকাশ, জলে তাঁর রূপের আভাষ, বাতাসে তাঁর রূপের সঞ্চার, আকাশে তাঁর রূপের চ্ছটা, চন্দ্রসূর্য্যে অগণিত নক্ষত্রাবলীতে তাঁর রূপের দীপ্তি। আবার গভীর তমিস্রা ভয়ঙ্করী রাত্রি, সেও তাঁর রূপেরই অপর এক প্রশান্তি! প্রভাতে পুষ্প চয়নে যেয়ে শিশিরস্নাতঃ গাছগুলিতে প্রথম সূর্য্যকিরণ স্পর্শে যে সহস্র সহস্র উজ্জ্বল হীরক-কণার ক্রীড়াচঞ্চলতা দেখেছি, সে কা'র রূপের প্রদীপ্ত মাধুরী বিন্দু? বৃক্ষ লতা পাতা ফুল ফল তুচ্ছ শৈবালদল হ'তে অত্যুচ্চ গিরি ও গভীর কন্দর, জগতের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্ট নর, পক্ষী কীট ও পতঙ্গ, সর্পাদি সরিসৃপ আর হিংস্র জন্তু সকল যা' কিছু দেখছি, মনোহর বা ভয়ঙ্কর, সবই যে দেখেছি তোমার প্রতিবিম্বরূপে; সবেতেই যে গো তুমি প্রতিফলিত হয়ে আছ, তবে কেন বলি—"তুমি কোথায়? তুমি কোথায়?" অন্তরের সকল আনন্দ উচ্ছ্বাস মার উপরে ঢেলে দিয়ে বল্লুম, "মা গো মা! সবই যে মা আমার তুমি, সব কিছুতেই তোমায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখছি, আবার তোমাতেই সব দেখছি, আমার মধ্যে তোমায় দেখে আসছি মা! আজ আবার তোমার মূর্ত্তিতে আমারই মূর্ত্তি দেখছি যেন; এত আদর তোমার আমার পরে আজ কেন মাগো? মানস নেত্রে এমন স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে পুলকানন্দে আমায় এ কি রকম বিহ্বল করে দিলে মা, 'ওমা মা গো! মা আমার!"

মায়ের মূর্ত্তির দিকে চেয়ে বিভোর প্রা.ণ কতক্ষণ যে বসেছিলুম জানি না, তুলালীর ডাকে হঠাৎ চমকে ফিরে চেয়ে দেখলুম বুলা ফুলের সাজ গুছিয়ে আমার দিকে চেয়ে চুপটি করে বসে আছে। তুলালী তার সরল হাসিভরা মুখে এক মুখ স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে বল্লে, 'মা আপনি মাকে স্নান করিয়ে নিন্। পূজার যে অনেক দেরি হয়ে গেল, নৈবেদ্য ফল সব শুকিয়ে উঠেছে, মার ক্ষিদে পায় না বুঝি!'

সত্যই তো, মার ক্ষিদে পেয়েছে বই কি! শরীরের জড়তা কাটিয়ে নিয়ে মায়ের সেবার কাজ হাতে তুলে নিলুম।

বৈকালে মেয়েরা সকলে একে একে মায়ের দালানে এসে বসলো। করুণা আসেনি। মুখে কিছু না বললেও মনটি আমার করুণার জন্যে কিছু চঞ্চল হয়ে রইলো, সে ভাবটি বোধ হয় তুলালী লক্ষ্য করেছিল। সে বল্লে, 'করুণা দিদি না এলে মার মুখে কথা ফোটে না। তা বেশ, মা চুপ করে বসেই থাকুন! আমরাও কি চুপ করে বসে থাক্‌বো, হ্যাঁ মা?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু হেসে বললুম, 'চুপ করেই বা আছ কেন? তোমরা হরি-কথার চর্চ্চা করো না।'

তুলালী বল্লে, 'আমরা যন্ত্র আপনি যন্ত্রী, আপনি হাতে তুলে না নিলে যে যন্ত্রে সুর জোগায় না, আপনি আগে সুরটি তুলে দিন।'

আমি বললুম, 'তুলালী, তোমাদের দিক থেকে প্রশ্ন চাই!'

তুলালী বল্লে, 'জিজ্ঞাস্য তো অনেকই আছে, কিন্তু কিছু যে ভাল করে জেনে নেবো সে রকম নির্জ্জন ভাবে আপনাকে যে পাই না, পূজাসন্ধ্যাটি পর্য্যন্তও আজ অবধি আপনি আমায় কিছু শেখালেন না।'

তাকে বল্‌লুম, 'কেন, তুমি যে ভাব সে সবের আর প্রয়োজন নেই?'

তুলালী উত্তর করলে, 'আগে ওরকম মনে হতো বটে, কিন্তু এখন দেখছি সবই দরকার, গোবিন্দ একটু কৃপাদান করেছেন সত্য; কিন্তু তাঁর জগতের সব কিছুই যে আমার অজানা। তাঁর কৃপার আনন্দে ডুবে থেকে ভাবতুম, এসব বাহিরের জিনিসের আর কি দরকার? কিন্তু সিদ্ধিলাভ করেও যখন আপনি সকল কাজকেই দরকারি বলে সকলের মধ্যেই লিপ্ত হয়ে রয়েছেন, তখন আমাদের পক্ষে এ সমস্ত নিশ্চয়ই দরকার আছে।'

বল্লুম, 'হ্যাঁ মা, গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন— "কৃপালাভ করেছ বলে পিছনে থাকিও না, অগ্রসর হইয়া সম্মুখে এস।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের কৃপালাভ যখন করেছি তখন আমার ভাবনা কি, তিনি বুঝবেন বলে নিশ্চেষ্ট হ'লে চলবে না, স্বচেষ্টায় নিজের শক্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে, নিজের অভিজ্ঞতায় জগতকে তথা ভগবানকে সত্য করে অন্তর দিয়ে জানতে হবে।

পৃথিবীর সমস্ত মাটিটাই মাড়িয়ে যেতে হবে, কর্মই আমাদের বল, আয়ু ও সিদ্ধি। কর্মের দ্বারাই নৈষ্কর্ম লাভ হয়, আমার কিছু দরকার নেই বললেই নৈষ্কর্ম আসতে পারে না, সেটা আত্মপ্রতারণা হয়ে দাঁড়ায়। কর্মের দ্বারাই ভববন্ধন ছেদন হয়। গীতার তৃতীয় অধ্যায়টি পড়ে দেখ, রোজ গীতা পড়তো ?'

সকলেই বললো, 'আপনার আদেশ মত গীতা আমরা রোজই পড়ি, কিন্তু বুঝতে বেশ ভাল ভাবে পারি না।' তাদের বললুম, 'বেশ বাংলা গীতাই পড়বে, বুঝতে পার না পার পড়ে যাবে, একদিন ঐ গীতাই তোমাদের সব সমস্যা মিটিয়ে দেবেন। ভগবান নিজে বলেছেন, "আমি গীতাজ্ঞান আশ্রয় করে ত্রিলোক পালন করি।" দুলালী ! তুমি সংস্কৃত পড়বে ?' দুলালী বল্লে, 'মা, "শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি, শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি"—একথাটি বেশ বুঝতে পারছি না।"

আমি বল্লুম, 'দুলালী, এটি যজ্ঞের বিষয়, এ বিষয়টি ব্রহ্মচর্য্য। যজ্ঞ বিবিধ প্রকার—ব্রহ্ম যজ্ঞ, তাপাযজ্ঞ, দ্রব্য যজ্ঞ, স্বাধ্যায়জ্ঞান যজ্ঞ ইত্যাদি সবই কর্মজ। যজ্ঞের ভাবও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিবিধ—দ্রব্যময় যজ্ঞ এবং জ্ঞানময় যজ্ঞ বা বা ভাবময় যজ্ঞ। বাহ্যিক পূজা বা দ্রব্যময় পূজা হতে যেমন মানসিক পূজা শ্রেষ্ঠ পূজা, তেমনই দ্রব্যময় যজ্ঞ হতে ধ্যানময় বা মানসিক যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হতে প্রত্যাহার করে নিজের বশীভূত করা, এরই নাম সংযম যজ্ঞ। নৈষ্টিক ব্রহ্মচারীরা এই যজ্ঞ করেন, ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকলকে আহুতি প্রদান করেন।

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। চক্ষু রূপ দেখে বা দর্শনেন্দ্রিয়-দ্বারে ' দর্শিত বিষয়টিকে মনকে দিয়ে গ্রহণ করায়। কর্ণ শব্দাদি শ্রবণ-দ্বারের দ্বারায় বিষয়টি মনে পৌঁছে দেয়, নাসিকা সুগন্ধ দুর্গন্ধ মনে জন্মিয়ে দেয়, জিহ্বা সুরস কুরস মনকে গ্রহণ করিয়ে এবং ত্বক্ স্পর্শ বিষয়টি মনকে গ্রহণ করিয়ে তদ্দ্বারা মনে ইচ্ছা-দ্বেষাদির ভাব উৎপাদন করে। যার মনটি সংযত হয়েছে তার শ্রোত্রাদি বিষয়ে কোন চাঞ্চল্য থাকে না, সবই দেখেন শোনেন কিন্তু অবিচল হয়ে থাকেন। ভাল মন্দে তিনি আর বিচলিত হন না। সেই ইন্দ্রিয়জয়ী বিজিতাত্মা ব্যক্তি, সুখ বা দুঃখের স্থান যার মনে নেই, তিনিই জিতেন্দ্রিয় ও তিনিই ব্রহ্মচারী। মন-সংযম বহ্নিতে তাঁর সমস্ত বিষয়ই আহুতি প্রদত্ত হয়েছে, ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য। তুমি ব্রতচারিণী এবং তোমার ব্রত ব্রহ্মচর্য্য, এই বিষয়টি বিশেষ ভাবেই বোঝা তোমার একান্ত প্রয়োজন। গোবিন্দ বলেছিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"শোকে দুঃখে যে মন চঞ্চল হয় না, সেই স্থিরমনা।"

এ বিষয়টি দেখলে মনশ্চাঞ্চল্য হবে, অতএব তা' দেখবো না, ঐ বিষয়টি শুনলে প্রাণ অস্থির হবে, সেজন্য কানে শুনবো না, নরম কাপড়ে বা গরম কাপড়ে দেহের আরাম ও অস্বস্তি জ্ঞান হবে, সেই হেতু ওসব ব্যবহার করবো না—ইত্যাদি করলে হবে না, তা'হলে তো জয় করা হলো না, ভয় করা হলো। সবই দেখবো শুনবো ব্যবহার করবো কিন্তু বিষয়ের উপভোগেচ্ছার ভাবটিকে বর্জ্জন করবো। "শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি"—এই বিষয়টি কর্মযোগ; ইন্দ্রিয়-অনলে বিষয় সকলকে নিক্ষেপ করা, অর্থাৎ বিসর্জ্জন বা ত্যাগ করা। আশা আকাঙ্খা ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ, বাহ্যভাবে টাকা কড়ি জমিদারী ত্যাগই যথার্থ বিষয় ত্যাগ নহে, শব্দাদি বিষয়ই প্রকৃত বিষয়! ভোগেচ্ছা কল্পনায় রেখে বাইরে ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করলেও তা' পূর্ণভাবেই উপভোগ করা হয়।

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় বলেছি তো, কর্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটি; হস্তের কার্য কর্ম সম্পাদন, পদের কর্ম গমনাগমন, মুখের কর্ম বাক্য উচ্চারণ, পায়ু উপস্থর মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ—এইগুলি কর্মেন্দ্রিয়। এই দশটি ইন্দ্রিয়—দশটি ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু সমস্ত বিষয় ভোগ হয়, সেই বিষয় ভোগ কার্য্যটি প্রথমতঃ 'সংযমাগ্নিষু-জুহ্বতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হতে প্রত্যাহার করে নিজের বশীভূত করতে হবে, অতঃপর সংযম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞ। তারপর সেই বশীভূত ইন্দ্রিয়দের তখন নিজ কর্ম করতে দাও। 'ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি'—এর অর্থ ইন্দ্রিয়ের কর্ম ইন্দ্রিয়েরা করছে, আমার কিছুই আসে যায়না। যে ধর্ম পালন করছে করুক না, আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। চোখের ধর্ম দেখা সে দেখুক, আমার কি! আমার মনের তাকে স্পর্শ করবার তো দরকার নেই। মনের ধর্ম তো দর্শন করা নয় মনের ধর্ম চিন্তা করা—তবে সে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে পরধর্মের অনধিকার চর্চ্চা করতে ছোটে কেন? পরধর্ম নেয় কেন? ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ে, মনোযোগ হলে তখনই বুদ্ধির কার্য বিষয় গ্রহণ; মন বিষয় গ্রহণ করে কেন? ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই ফিরিয়ে দিক্। চলন বলন শ্রবণ ও হস্তের আদান প্রদান দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়গণ স্বধর্ম্ম পালনরূপ জীবনের কার্য পরিচালনা করছে এটা যদি কেউ জেনে রাখে তার আর চিত্তবিক্ষেপ জন্মাবে না, নিরাসক্ত হয়ে বিষয় গ্রহণ করবে। ইন্দ্রিয়গণকে ত্যাগ করলে জৈব কার্য চলতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে নিয়ন্ত্রিত করে দাস্য ভাবাপন্ন করতে পারলেই প্রকৃত ইন্দ্রিয় জয় করা হয়। গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন— "ইন্দ্রিয়জয়ী সশস্ত্র।"

সশস্ত্র যোদ্ধা যেমন শত্রু মধ্যে নির্ভয়—ইন্দ্রিয়-জয়ী নিস্পৃহ ব্যক্তি প্রপঞ্চের মধ্যে থেকে সম্পূর্ণরূপেই নির্ভয়। গৃহীদের জন্যই এই নিষ্কাম কর্মযোগ। গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন—"তোমার কর্মযোগ।" ভগবানে স্থির লক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেখে, নিজের কর্ত্তব্য কর্মকে অপরিত্যাজ্য বোধে কর্ত্তব্য করে যাওয়া, ভাল মন্দ বিচার বিবেচনার দ্বারা নয়, অবশ্য করণীয় কর্ম জ্ঞানের দ্বারা। মা! আমরা নারী জাতি, সেবাই আমাদের স্বধর্ম। নারী বিশ্ব-জননী, সন্তানের সেবা পালন নারীর স্বভাবজ কর্ম, এই সেবা ধর্মটি আমরা নিরপেক্ষ নিষ্কাম মনোভাবে যেন করে চলি। 'এ আমার আপনার, এটি আমার প্রিয়জন, ওটি আমার অপ্রিয় ব্যক্তি'— এইরূপ তারতম্য না করে নিঃস্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিতভাবে স্বপ্রকৃতিজাত অকৃত্রিম কর্ত্তব্য জ্ঞানে সর্ব জীবের প্রতি সমদৃষ্টিতে তাদের স্নেহদানে সেবাদানে যেন পরিতুষ্ট করো। আমার স্নেহ যদি অকৃত্রিম হয় তুমি কখনও তা' উপেক্ষা করতে পারো না। "আমি এই কাজটি করছি তা ঐ ব্যক্তি কিভাবে গ্রহণ করছে"—এ সব বিষয় চিন্তার তোমার প্রয়োজন নেই, তোমার প্রয়োজন নিজের কর্মটি করে যাওয়া। এ ভাবে কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম সাধনা করতে করতে অবশেষে তোমার নৈষ্কর্ম-যোগ এসে পড়বে। দেহযাত্রার জন্য ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কর্ম সাধনে স্বতঃই বাধ্য; জীবন যাত্রার জন্য দান, ঈশ্বর সেবা, দৈব যজ্ঞাদি দ্বারা স্বধর্ম্ম পালনাদি রূপ কার্য ফলাকাঙ্খাশূন্য হয়ে সম্পন্ন করে চল্লেই প্রকৃত কর্মযোগী হওয়া যায়।

এ ভাবে ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি বিকার রহিত করতে পারা যায়, কোন অবস্থাতেই তা'হলে চিত্তচাঞ্চল্য আসতেই পারে না। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন জ্ঞানের; জ্ঞানের দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারাটাই আত্মোপলব্ধি। তখন সমস্ত তুচ্ছতা দূরে চলে গিয়ে এই মধুর সুরটি অন্তরে অনুরণিত হ'তে থাকবে—"সুন্দর সব সুন্দর তব যে দিকে ফিরাই আঁখি।"

মা, তোমাদের সকলকেই বলি—"শাস্ত্র বলছেন নেতি নেতি দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হবে" অর্থাৎ "এটি নয়, ওটিও নয়" এরূপ বিচার করতে করতে অগ্রসর হয়ে পরিশেষে ভগবানের পথে এসে পৌঁছুবে। এপথে যা পাবে ব্যগ্র আগ্রহে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবে। কোন কর্মই পরিত্যাগ করবে না, তাঁর কাজ মনে করবে। যদি বলো, "যদি সংসারের যাবতীয় কাজ নিয়েই থাকি, তবে পথের যাত্রা শেষ করে যথাস্থানে পৌঁছবো কখন?" এর উত্তর এই—কাজ ছাড়লে গম্যস্থানের পথরেখা হারিয়ে বিপথে চলে গিয়ে তাঁর থেকে দূরেই সরে যাবে। এজন্য স্থির চিত্তে ধীরে ধীরে অর্থাৎ ভগবানে চিত্ত স্থির রেখে নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধন করে চলা এবং সকল প্রকার ভোগাভোগ নির্বিকারে গ্রহণ করে নিষ্কাম হলেই কর্মবন্ধন সমূলে বিনাশ হবে। স্বচ্ছ স্থির জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখা যায় কিন্তু বাতাস জলে তরঙ্গ তুললে শান্ত প্রতিবিম্ব পড়ে না। তেমনই বাসনা-কামনারূপ তরঙ্গ শান্ত হলে ইচ্ছাদ্বেষাদিশূন্য অমলিন স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন চিত্তে ভগবত ভাব প্রতিফলিত হয়, আমার মধ্যে তাঁকে পেয়ে ধন্য হয়ে যাই —তখনই প্রাপ্তি। তখন এ কাজ আমার নয়, তখনই আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ হয়ে—সবই তুমি—সবই ভগবান দেখতে পাবে। সবই আপন সবই তোমার ভালবাসার জিনিস দেখতে পাবে, যথার্থ সুখ আনন্দের সন্ধান তখনই জীবনে আসবে। তুমি যেমন প্রশ্ন করলে দুলালী! গীতাতে বহুভাবের উপদেশ দেওয়া রয়েছে, কিন্তু সকল উপদেশের মূলেই আছে চিত্তসংযম ও ভগবানে চিত্তঅর্পণ। সে অর্পণটি কোন কোন ভাবে, তারই বিভিন্ন রূপ বর্ণনা "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্" ইত্যাদি। এ বাক্যে যা' বুঝাচ্ছেন তাতে নিশ্চয় জ্ঞান—ভগবানই কর্ম, ভগবানেরই কর্ম, ভগবানের তুষ্টির নিমিত্তই কর্মের প্রয়োজন, কর্মই যজ্ঞ, আমাদের জীবনের প্রণালী যজ্ঞ ব্যাপার। আমাদের আহার নিদ্রাও যজ্ঞ, আহারটি প্রধান যজ্ঞ।' দুলালী সাগ্রহে বল্লে, 'আচ্ছা মা, আহারসংযমের কথা যে গীতাতে রয়েছে সে তবে কিরূপ?'

তা'কে উত্তরে বল্লুম, 'দেহ রক্ষার জন্য সমস্ত ভোগেরই দরকার। সেই ভোগ যদি উপভোগের জন্যই করা হয় তবে তার ফল একান্ত অশুভ, তার জন্যই এত সাবধানতা! দেহ ধারণের জন্য সাত্ত্বিক আহার প্রয়োজন কিন্তু ভোগ বাসনায় রাজসিক তামসিক প্রাচুর্য পূর্ণ আহার অতিআসক্তিতে অনিষ্টকর! আহার দ্বারা শুধু অন্নময় কোষরূপ শরীরই নয়, মনোময় কোষও পুষ্টি বা অপুষ্টি লাভ করে, তাই ব্রতচারীর পক্ষে আহার সংযমটি সর্বপ্রাথমিক অভ্যাস করা দরকার।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলালী বল্লে, 'মা, সকল কর্ম্মই তো ভগবানকে অর্পণ করতে বলছেন, ইন্দ্রিয় দ্বারা আহার্য গ্রহণটিও তো তা' হ'লে ভগবানকে অর্পণ করতে বলছেন, একটু বিশদ করে বলুন।'

বল্লুম, 'দ্রব্যাদি যা আমরা আহার করি তা তো ভগবানকে নিবেদন করেই করি, কিন্তু যদি আমার অন্তরস্থিত জীবাত্মা ইহা গ্রহণ করছেন মনে এই সুস্পষ্ট বোধ থাকে, তবে ঐ আহার্যগুলি পবিত্র ও পুষ্টিকর হতে বাধ্য। তখন নিজেও যেমন পবিত্র ও স্বাদু বস্তু না হলে আহারে তৃপ্তি পাবে না, অপরকেও তা দিতে পারবে না। এ স্থানেও সংযত হবে। ভগবানকে ভাল জিনিস দিচ্ছি জেনে, লোভের প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব হবে না তো। যা কিছুই করো না করো মনটাকে শাসনে রেখে চলতেই হবে। মনটাকে ঠিকভাবে চালাতে পারলে সবই প্রাপ্তি হবে। মনেই জন্ম, মনেই কর্ম, মনেই বদ্ধ, আবার মনেই মুক্তি। যেমন জল দ্বারা কাদা হয়, আবার ঐ জল দ্বারাতেই কাদা পরিস্কার হয়। শুধু ঝাঁট দিলেই কাদা যায় না, জল দিয়ে ধু'লে তবেই যায়। ভগবান বলছেন, "মৎপর"—মন আমাতে নিবিষ্ট কর। ইন্দ্রিয় দ্বারা নানা বিষয়-সংযুক্ত সদা-চঞ্চল মনকে স্থির করবার উপায় হরি-কথা চর্চা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা। ভগবত কথা শ্রবণ, আলোচনা, কীর্ত্তন ইত্যাদিতে তাকে নিযুক্ত রেখে ভগবত লালসার বৃদ্ধি করা। মনেতেই কর্ম, কর্ম ব্যতীত মন এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাই মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

কর্ত্তব্য ভগবত আলোচনা প্রসঙ্গে কর্মপ্রবণ বিক্ষিপ্ত মনকে সর্বদা নিযুক্ত রাখা।

আবার দেখ, আহার সম্বন্ধে যা বলা হচ্ছিল—দেহ আর মনে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। দেহ সুস্থ থাকলে মনও শান্তিময় প্রফুল্ল থাকে। মন চঞ্চল বা বিষাদিত হলে দেহেও জড় ভাব আসবে, গুরুপাক দ্রব্যাদি আহারে অনেক সময় দেহের সঙ্গে মনেরও তাই বিশেষরূপ অপকার ঘটে। আবার তেমনই লঘু ও পবিত্র আহারে নীরোগ দেহের সঙ্গে মনেরও সর্বাংশে উপকার হয়। লঘু অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য, যেমন দুধ দই ঘি ছানা মাখন ফল প্রভৃতি, সাত্ত্বিক আহার্য। পিঁয়াজ রশুন ঝাল টক মাছ মাংস ডিম প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য। সংযমের মুখ্য বিষয় হবিষ্যান্ন, হবিষ্যান্নে পাই উপরোক্ত লঘু ও সুখসেব্য দ্রব্য সকল। গীতাতে একেই সাত্ত্বিক আহার বলেছেন—স্নেহযুক্ত বা রসযুক্ত দেহ-মনের নিরুদ্বেগ সহজ সুখময় আহার। গুরু দ্রব্যের কঠিন দর্পিত উগ্র রজোভাব দেহমনের পক্ষে অনিষ্টদায়ক, এজন্য এ সকল উচ্চাধিকারীর পক্ষে বর্জনীয়। বাসী পচা দুর্গন্ধ ঠাণ্ডা আহার অতি হেয় ও নিকৃষ্ট—এসবই দেহের ক্ষতিকারক, মনের অবনতি সাধক, তমোগুণোৎপাদক। আবার দেখ, ব্রত পূজা উপাসনাদিতে উপবাসের বিধি আছে; উপবাসে দেহ মনে পবিত্রতা আসে ও হাল্কা দেহে সুস্থ চিত্তে সহজভাবে কর্মের উৎসাহ বর্ধিত হয়। কিন্তু গুরু আহারের ভারে ভারাক্রান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ মনে স্বতঃই শৈথিল্য আনে। এই জন্য উপবাস ও সংযমাদির নিয়ম বিশেষভাবে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। অবশ্য দেহীর যোগ্যতা অনুসারেই উপবাসের বিধি। পীড়িত ও বৃদ্ধের উপবাস অনিষ্টকর, তাতে দেহ মন ক্লিষ্ট কাতর হয়ে ঈপ্সিত বিষয়ে অগ্রসর হতেই দেবে না। যে কার্যই করো না কেন দেহ মনটি প্রসন্ন না থাকলে তা সুসম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। এখানে আর একটি প্রশ্ন হতে পারে এই যে, উপবাসে কষ্ট তো সকলেরই কিছু না কিছু হয়, পীড়িত ও বৃদ্ধের জন্যই কেবল ব্যবস্থা বদল কেন? পূর্বেই উল্লেখ আছে, যোগ্যতা হিসাবে কার্যক্ষম না হলে কোন কাজ নেওয়া বা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আহার সংযমের প্রথম তাৎপর্যই ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করা, তাদের সংযতভাবে আহার্য দিলে তাদের উগ্রতার হ্রাস হবে। "অক্ষিরতা মনসা বুদ্ধা ইন্দ্রিয়ৈর্যঃ স আহারঃ।" গোবিন্দ আমায় এক সময়ে বলেছিলেন—"এক মুখে বিষ্ণু আহার করলে সকল জীবেরই তুষ্ট হওয়া উচিত, কেন তা' হয় না, তার ধারণা কর।" এই বিষ্ণু, যিনি ব্যাপক জগতে ব্যাপ্তভাবে একমাত্র পুরুষ রূপে বিরাজ করছেন, তিনি স্বয়ং যদি আহার করতেন তবে প্রতি জনে জনে জীবে জীবে আহারের প্রয়োজন থাকতো না। আমাদের ঠাকুর এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। গলায় ক্ষতের জন্য খেতে পারছেন না; মাকে জানাতে মা বললেন—"এক মুখে নাই বা খেলি।" যিনি জীবন্মুক্ত তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্নাদি বা বিষয়ের রস নিষ্প্রয়োজন, সে ব্যক্তি বা জীবাত্মা স্বয়ংভাব আত্মাভাবে অবস্থিত হলে ইন্দ্রিয়াদির কার্য তা হতে পৃথক হয়ে পড়ে, এই দেহে জীবনরূপে থেকেও দেহের দোষগুণ থেকে মুক্ত। তবেই দেখ আহারটি গ্রহণ করছে ইন্দ্রিয়াদি সহিত ভূত সমূহ, এ দেহ যন্ত্রটির উপাদান। যেমন আমরা বলি, ইঞ্জিনে জল কয়লা ঢাল তবেই তো চল্‌বে। অনাহারে আমরা জীবসমূহ শুষ্ক এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ি, আহার গ্রহণে কান্তিমান ও বলযুক্ত হই। আহারটি বিষ্ণু গ্রহণ করছেন না, গ্রহণ করছে প্রাণ ও কর্ম-সাধক ইন্দ্রিয়াদি।'

ভুলালী বল্লে, 'মা, আবার মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা আসছে, আর যত শুনছি ততই পরিষ্কার না হয়ে জোট পাকিয়ে যাচ্ছে। আপনি বলছেন "বিষ্ণু আহার করেন না, ইন্দ্রিয় ও ভূত সমূহের জন্য আহার," তবে আহার না পেলে প্রাণ বাঁচে না কেন? প্রাণই তো বিষ্ণু।"

বল্লুম, 'ভুলালী, সাবধান হয়ে প্রশ্ন করো, আগের পরের কথাগুলি মিলিয়ে নিয়ে প্রথমে জিনিসটা বুঝে নাও, বুঝে বুঝে প্রশ্ন কর তখন ঠিক মীমাংসা পাবে। বিষ্ণুই জগত, এ জগত তাঁর খেলা—"অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ" —এই ভাবেরই বিকাশ। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ক্ষরভার বিষ্ণুর অধিভূত ভাব, সর্ব দেবতার অধিষ্ঠাত্রী ভাবে সেই বিষ্ণু অধিদৈবত, আর ভূত দেহের অন্তর্যামী ভাবে অধিযজ্ঞ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে বিষয়টি পূর্বেও বলা হয়েছে সে বিষয়টি দেখ। সেই বিষ্ণু জীবের অন্তরতম দেশে থেকে উদাসীনের ন্যায় সবই দেখেন, তিনিই আত্মসত্ত্বা-স্ফুরণ দ্বারা দেহে জীব-ভাবের কর্ত্তা, তিনি অন্তরে প্রতিফলিত সুখ-দুঃখাদি ভাবের উপলব্ধা, তিনি অধিদৈবতগণের দেবতা (ইন্দ্র চন্দ্র সূর্যাদি)। তিনিই পরমাত্মারূপে অন্তরে বিরাজিত ; দেহে থেকেও দেহ হতে স্বতন্ত্ররূপে পরম-পুরুষরূপে অবস্থিত।

একটি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অনেক রাজা থাকেন, তাঁরা পরস্পর স্বতন্ত্র কিন্তু সকলেই এক সম্রাটের অধীন। তেমনই প্রাণের প্রাণ ভগবান বিষ্ণুসম্রাট্ ; তাঁর অধীনস্থ তাঁরই শক্তিপুষ্ট অধ্যাত্মা তাতেই বিরাজিত অথচ নির্লিপ্ত, যেমন আকাশে বায়ু, বায়ুর স্তর আকাশে, কিন্তু তার স্পর্শে আকাশ লিপ্ত নয় ; তেমনই আমাদের এই স্থূল দেহের মধ্যে বা অন্তরে মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদি সংগঠিত সূক্ষ্ম দেহ আছে, ভগবান বিষ্ণু অধ্যাত্মভাবে তাতে অধিষ্ঠিত। এতক্ষণ যা বলা হলো, সূক্ষ্ম দেহে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান বশতঃ জীবভাবের বিকাশ হয়। আমি-ভাব বা অহংভাব অর্থাৎ জ্ঞাতা-কর্ত্তা-ভোক্তা-ভাব—আমি করছি, আমি বলছি, আমি জানছি, ভোগ করছি এরূপ জীবভাব বা ভূতভাব সবিকার ; এর ভাল মন্দ ত্যাগ গ্রহণ আছে এবং এ পরিছিন্ন বুদ্ধিজাত। এই জীব বা প্রাণের উপরে যে প্রাণ সর্বপ্রাণময় বিষ্ণু, সকলের উপরে যেমন আকাশ এবং সকলেরই যেমন আধার, সেরূপ চিরদিন আছেন ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকবেন, তিনি অক্ষয় অব্যয় অপরিচ্ছিন্ন। সমষ্টিগতভাবে তিনি সকল জীবের ঈশ্বর বিষ্ণু, ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবে জীবে স্থিত তিনিই জীবাত্মা। তাহলে দেখতে পাচ্ছ বিষ্ণুকে আহার দেওয়া হয় না, আহার যোগান হয়, প্রকৃতিগত প্রাণের প্রকৃতি হতে প্রকৃতিরই রসদ যোগান। তিনি প্রকৃতিজ গুণের স্পর্শাতীত। দুলালী! বিষ্ণুর অধিযজ্ঞের জন্যই সকল আয়োজন, তাঁর নিজের কোনই প্রয়োজন নেই। স্বয়ং তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না, তিনিই যে প্রযোজক।'

দুলালী উৎফুল্ল মুখে বলে উঠলো, 'এবার পরিস্কার ভাবে জিনিসটি বুঝলুম মা! প্রতি জীবদেহ ভগবানের অধিযজ্ঞ রূপ, আর সেই যজ্ঞ-রক্ষার জন্য আমাদের কর্মের প্রয়োজন, যজ্ঞকর্ত্তা হয়ে তিনি যজ্ঞের বিষয় সকল গ্রহণ করেন, এ যজ্ঞকে জীবিত রাখা প্রাণবন্ত করা আমাদের কর্ত্তব্য।'

তাকে উত্তরে বল্লুম, 'সমস্ত জগত তাঁর যজ্ঞবেদী, প্রতি জীবে জীবেই নিয়ত জীবনযজ্ঞ হচ্চে। সবই ব্রহ্ম, আর সেই ব্রহ্মের উপরেই সকল অর্পণ। সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য সাধ্য বিষয়টিকে অন্তর দিয়ে বুঝে নেওয়া এবং অর্পণ ভাবটির প্রয়োগ কৌশল।'

দুলালী বল্লে, 'মা, প্রাণায়াম বিষয়টি এবারে বলুন।'

বল্লুম, 'প্রাণায়াম বিষয়টি মুখে বল্লে বুঝা যায় না, ক্রিয়া দ্বারা এটি জানতে হয়। সাধারণতঃ নিশ্বাস বায়ুকে প্রাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে, প্রশ্বাস বায়ুকে অপান বলে, এই শ্বাস প্রশ্বাস বায়ুকে নিরুদ্ধ করাকে প্রাণায়াম বলে থাকে। দিনরাত্রে জীবের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি একুশ হাজার ছয় শত বার, ঐ বায়ুর বেগ নিজ হৃদয়ে কৌশলে আবদ্ধ করে নিশ্বাস বায়ু প্রশ্বাস বায়ুতে লয় করা অর্থাৎ নিশ্বাস গ্রহণ করে ত্যাগ না করা এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করে গ্রহণ না করে প্রশ্বাস বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে লয় করা। এই ঊর্ধগামী বায়ুকে প্রাণ বলে, অধোগামী প্রশ্বাস বায়ুকে অপান বলে। উভয় নাসিকা দ্বারে ঐ প্রাণ-অপানকে সংযতভাবে চালিত করে বায়ুর বেগ দিনরাত্রে দুই হাজার বারে পরিণত করে আনতে হবে। প্রাণ বায়ুর স্থান হৃদ্‌পদ্ম, ঐ স্থানে অজপারূপে যে শক্তি বিরাজ করছেন তাঁকে বশে আনাই প্রাণায়াম। প্রাণ শক্তির আয়াম বা বৃদ্ধি করা। পদ্মবনের হংসকে ধরা। এ বিষয়টিও যজ্ঞ ব্যাপার, সদা-চঞ্চল মনকে স্থির করার উপায়। প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান—এই পঞ্চ প্রাণের কার্য জোর করে দমন করা, যেমন দুর্বৃত্ত দস্যুকে জোর করে আবদ্ধ করা। ঐ দস্যু পঞ্চকের মধ্যে প্রধান দুটি—তারা প্রাণ ও অপান, ঐ শক্তির অনিষ্ট সাধক। দস্যুর প্রতি জোর করলে সাময়িক ভাবে বশে থাকে কিন্তু কৌশলে তাদের সঙ্গে সখ্যতা আনলে তারা সহজবশ্য হয়।

পূর্বেও বলেছি এখনও বল্‌ছি, বিশ্ব-জগত আমি তুমি ভগবানের খেলা, সেই খেলার দান মন। গ্রাবু খেলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন হাতের পাঁচটি রাখার আগ্রহ, তেমনই জীবন-খেলায় ঐ পঞ্চ-প্রাণকে হাতের পাঁচ করে চলা—এদের সাহায্যে মনকে জয় করে আনন্দময়ের অপার আনন্দের আস্বাদ লওয়া। মনই ভগবানকে জীবের জীবন হতে দূরে সরিয়ে রেখেছে, আবার মনের মধ্যেই ভগবানকে পাবার শক্তি নিহিত। গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন ;—

"সবই মনের ভাব, মনে তাঁকে ধরে রাখ।"

মনের রূপ ভাবময়, মন যখন যে ভাব গ্রহণ করে—তখনই সেই রূপ ধারণ করে, যখন তুমি সন্তান কোলে তাকে স্তন দান করো—বাৎসল্য রসে পরিপ্লুতা স্নেহাতুরা জননী-ভাবময়ী, আবার সেই তুমি যখন স্বামী সঙ্গে হাস্যালাপে নিমগ্না, তখন তোমার মন বিলাস-ভাবময়ী। সাথী সঙ্গে যখন হাস্য রহস্যরতা তখন তোমার মন কৌতুক-চপল-ভাবময়ী। ভ্রাতা ভগ্নীসহ সৌভ্রাত্ররূপের ভাবময়ী। মাতা পিতা বা গুরুজনের মধ্যে মন তোমার বিনয়নম্র-ভাবময়ী। আবার পূজার আসনে দেব সান্নিধ্যে ভক্তিভারনম্রা। তবেই দেখ, সবই সেই একটি মনেরই ভাব! যখন যে ভাব মন গ্রহণ করে তার সেই ভাবমত রূপ হয়ে যায়। তখন মনকে আমরা ভগবান স্মরণের ভাব দিয়ে তার মতন ভগবত আকারে আকারিত করে ধরে রাখি।'

ভক্তিনম্র ভাবে দুলালী গদগদ স্বরে বলে উঠলো, 'মা! আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন, আপনার উপদেশ যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনে সফল হয়।' এই সময়ে গৌরী বল্‌লে, 'মা যত শুনছি ততই শুনতে আশা বেড়ে যাচ্ছে, আমারও একটি জিজ্ঞাস্য আছে!' তাকে বল্‌লুম, 'বল।'

গৌরী বল্লে, 'আপনি কেবল দুলালীকে সংস্কৃত পাঠে অনুমতি দিলেন, আমরা কি করবো?'

আমি বল্লুম, 'গৌরী, তোমার যখন সংস্কৃতের বোধ আছে তুমি নিশ্চয় সংস্কৃতের আলোচনা করবে। সংস্কৃত শিক্ষা তো তোমাদের সকলের মধ্যে নেই, এজন্যই বাংলায় পড়তে বলছি বিষয়গুলি বোঝবার জন্যে। দুলালীর বিদ্যালয়ের বিদ্যা বিশেষ নাই থাক, তার অধ্যাত্ম বিদ্যার সংগ্রহ আছে, সেই স্বভাবজাত বিদ্যাতেই সে ভিতর থেকে ক্রমশঃ ফুটে উঠছে, তাই তাকে বিশেষ করেই সংস্কৃতের চর্চা করতে বলেছি। বিদ্যাতো সকলের মধ্যেই আছে, তাকে শুধু চেষ্টাদ্বারা আয়ত্ত করতে হবে।'

গৌরী বল্লে, 'সকলেই আপনার কাছে সব জেনে নিতে আসে আমারও জানতে খুব ইচ্ছা হয়, কিন্তু কি যে জিজ্ঞাসা করবো সেইটিই যে বুঝতে পারি না, কেবল শুনতেই ভাল লাগে। একজন উপলক্ষ হয়, সকলেই আমরা উপদেশ পাই, আপনি রত্ন ছড়িয়ে যাচ্ছেন যার যেমন সামর্থ তার মত সে কুড়িয়ে নিচ্ছে।'

কমু বল্লে, 'দিদি আপনার জিজ্ঞাসার আর দরকার নেই তাই জিজ্ঞাসা আসে না, আমার অনেক জিজ্ঞাসা আছে; কিন্তু বলতে ভয় পাই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরী বল্লে, 'মা সেজদির কথা শুনে আপনি তো বেশ চুপটি করে আছেন।'

হেসে বল্‌লুম, 'হ্যাঁ, আমি শুনে ভাবছি বলবো যে বিঘ্নের কারণ ভয়, সে সামনে অগ্রসর হতে দেয় না। স্থান বিশেষে যদিও ভয় রাখা ভাল কিন্তু এখানে তোমরা নির্ভয়।'

* * * *

পরের দিন অপরাহ্নে উষা প্রমোদিনী এসে বললে, 'মা আমরা অবেলায় এসে পৌঁছেছি। তাই আপনার বহু শক্তি ও ভাব-মাধুর্য দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটলো না। যাঁরা সে সব বিষয় সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন তাঁদের ভাগ্যের অবধি নেই। আপনি ঐ সব বিষয় একটু একটু আমাদের শোনাবেন মা?'

করুণা হেসে বললে, 'আমাদের ভাগ্যটাই বা কি এমন মন্দ? আমরা ত সাক্ষাৎ মাকেই পেয়েছি, যার কাছেই ত সব ভরা আছে, পেয়ে যাবো'খন।'

বললুম, 'মা তোমাদের দুঃখ করবার কথা নয়, আগে হোক্ পরে হোক্ তোমরা ত কৃষ্ণলীলার মধ্যেই আছ, তোমরা তাঁর নিজের জন। কৃপাদান করেছেন বলেই তোমাদের নিকটবর্ত্তী করে এনেছেন, তোমরা অন্তর দিয়ে তাঁর কৃপা ভোগ কর। তাঁর সেই সকল খেয়াল খেলার কথা কমল তোমাদের শোনাবে, শোনাবার লোকের আবার ভাবনা কি?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণা বলে উঠ্‌লো, 'ওরে বাবারে! তবেই হয়েছে? মা, আপনার কমল মেয়ে আর তুলালী মেয়ে অগাধ জলের মাছ। ওরা কাকেও ধরা ছোঁয়া দিতে চায় না। কিছু বললেই আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে সরে বসে। আপনিও আর ওদের দেখিয়ে দিয়ে আমাদের ফাঁকি দেবেন না। আমরা সত্যিই জাত-ভিখারী।'

সকলেই এই কথায় করুণাকে উৎসাহ দিয়ে সমস্বরে হেসে উঠলো। কেউ কেউ বলে বসল, 'কেমন বলেছে মা? করুণা নইলে কি কেউ এমন করে মনের কথাটি টেনে বলতে পারে?' ওদের তখন বললুম, 'বেশ তো মা, কি বলবো বল? তোমাদের আনন্দ দিতে পারলেই তো আমার আনন্দ। তা সব দিনের সব কথা ত আমার মনে নেই, সেই জন্যেই বলি, ওদের তো এ বয়সে মনে থাকা উচিত।'

করুণা বল্লে, 'মা, আপনি একবার বলেছিলেন ছোটবেলায় অনেক গান আপনি আপন মন থেকে তৈরী করেছিলেন, কিন্তু আমরা তো তা শুন্‌তে পেলুম না—আমাদের আজ তার কিছু দান করুন না?'

আমি ওদের অনুনয়ে বললুম, 'যখন শ্বশুরবাড়ী এলুম, বাপের বাড়ীর জন্যে মনে একটা সর্বক্ষণই বিষাদ জেগে থাকতো, নিজের মনে কাজ করে যেতুম, আর মনে মনে খেলা করতুম। কি রকম খেলা জানো? মনের মতন করে খেলুনী সব সাজিয়ে মনে মনেই খেলা করতুম। সে খেলায় কৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন ভক্তবর্গ সবাই থাকতেন। আবার কথার মালা পরিয়ে সবাইকে সাজানো—নানান ভাবে তারা আপনা হতেই মনে উদয় হ'ত, আর ঝরণা-ঝরা স্রোতের জলের মত তাদের যেন মনের ভেতর রোধ করতে পারতুম না। কথাগুলো মন থেকে নানা রূপ ধরে অনর্গল বেরিয়ে আস্‌তো। মন ভোলাবার এ একটা নূতনতরো পথ তৈরী হোল; কাগজে সব লিখে লিখে রাখতুম। এইভাবে একটা মোটা খাতা হয়ে উঠল। পরে জা শ্বাশুড়ী তাদেরও সব কথা শোনাতুম। তাঁরা তাতে খুব আনন্দ পেতেন। তাঁরা আবার পাড়া প্রতিবেশীদের ডেকে এনে সেগুলি শোনাতেন। "ওমা! বৌ গান বেঁধেছে,"—এই বলে সবাই অবাক্ হয়ে যেত; বলতে শুনেছি—"এটুকু মেয়ে এসব কথা পায় কি করে গো?" আমিও এখন অবাক্ হয়ে ভাবি সে সব কথা আমায় কে এনে যোগাত? খাতাখানি বহুদিন ধরে যত্ন করে রেখে এসেছিলুম। কিন্তু টুকু জন্মাবার পরে আমার অসুখের সময় যে কলকাতা আসা হ'লো, তখন বাসা বদলাবার সময় বোধ হয় সেখানা খোয়া গিয়েছে। সে গানের মধ্যে দু'টি একটি সময় সময় মনে পড়ে যায় সত্য কিন্তু তার সম্পূর্ণ পদগুলিও আবার ঠিক মনে পড়ে না। তারই দু'একটি তোমাদের কাছে বলছি। নবদ্বীপের পোড়ামা-তলায় আমার শ্বশুর বাড়ী। ধামেশ্বরী পোড়ামাতাকে উদ্দেশ করে কথার মালা গাঁথতুম। কিন্তু পোড়ামা কালী কি দুর্গা কিছুই জানতুম না।—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"পোড়ামা গো পুরাও মোর মনের বাসনা
বাসনা পুরাবে বলে করি মা তোর উপাসনা।
পেয়ে তোমায় হৃদয়পুরে রহিয়াছি আশা ধরে
পুরিবে বাসনা যাবে মনোবেদনা ॥

ওমা জগত তারিণী শ্রীচৈতন্য রূপিনী !
অন্য কিছুই চাই না
ভিন্ন মা (তোর) চরণ দু'খানি।
ওমা, তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি গো অভয়া,
জগতপালিনী তুমি মহেশ জায়া।
তোমা বিনা ভব সাগরে কে বল পার হ'তে পারে ?
আমার হাতে নেইকো কড়ি
(আমি) সার করেছি চরণ তরি
(তুমি) পারের বেলায় স্নেহের প্রতি
হয়ো না পাষাণী।

ওমা জননী ! মহিষ-মৰ্দ্দিনী ! শূলী-সোহাগিনী তারা
আমি মহাশূন্য পথে ঘুরিয়া বেড়াই (যেন) লক্ষ্যভ্রষ্ট তারা ॥
(আমার) নাই জ্ঞান, নাই বল, নাই কোন আশা
কেবল করেছি মা তোর চরণ ভরসা।
অজ্ঞান তিমিরে ঢাকা নাহি পাই দিশা
তনয়া তোর নাহি ছাড়ে চরণ পাবার আশা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফেলো না অতল তলে, মা হয়ে মা তারা ;
স্নেহে দয়া করো মা দয়াময়ী,
তোমায় সবাই বলে দুঃখহরা ॥”

* * * *

“সই ! কৃষ্ণ আমার অলঙ্কার
কৃষ্ণ চুড়ি, তাগা-বাজু, রতন চূড় আর গলার হার ।
কৃষ্ণ কানে কান, সিঁথায় সিঁথী, কোমরেতে চন্দ্রহার ॥
(আমি) কৃষ্ণ সাড়ী যতনে পরি,
আমার কৃষ্ণ অঙ্গে খোলে বাহার
(আমার) কৃষ্ণ অঙ্গে খোলে চমৎকার ॥

কৃষ্ণ সনে ফুল বনে মনে মনে খেলি সই,
তুলিয়া কুসুম দলে, বসিয়া বকুল তলে,
মনের হরষে নিতি কৃষ্ণ অঙ্গ সাজায়ে লই ।
চরণ তাঁহার পদ্মফুলে সাজাই এমন কুতূহলে,
গলেতে মালতীর মালা চম্পকের কঙ্কণ সই ।
জাতি যূথী বেল বকুলে, কদম্ব আর টগর ফুলে
যেখানে যা সাজে সখি ! সাজায়ে বিভোরা হই ।”

—গানগুলি শুনে মেয়েরা সকলেই আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে আক্ষেপ করে বল্লে, ‘আহা ! মা ! এমন সুন্দর জিনিস আমাদের ভাগ্যেই হারিয়ে গেল !’

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণা বল্লে, 'মা আপনার ছোট বেলার কথাগুলি শুনতে সত্যি আমার বড্ড ভাল লাগে।' আমিও তার সাগ্রহ অভিব্যক্তিতে প্রীত হ'য়ে বললুম, 'হ্যাঁ মা! আমারও সে সব অতীত জীবনের কথাগুলি বলতে ভালই লাগে। সে সময়ে মনের যে কি সুন্দর ভাবটি ছিল এখন তা খুঁজেই পাই না। সেই সরল বিশ্বাসভরা প্রাণে সর্বক্ষণই গোবিন্দকে পেতুম, গোবিন্দ আমার খেলুনি হয়ে আমার মধ্যেই যেন লীন হয়ে থাকতেন। তখন মনে হ'তো আমি যেন ছুটো মানুষ—ঠিক যেন ছুটো আমি। সে যে কি রকম মনোভাব মুখে বলে তা বোঝাতে পারব না। আচ্ছা মা! বলতো, ছেলে বয়সে তোমাদের কি কারো নিজেকে ছু'টো মানুষ বলে মনে হ'ত?'

উষাপ্রমোদিনী বল্লে, 'মা আপনি যে সেকাল একাল এক করে রেখেছেন—আমরা যে হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের কি আর ছোট্ট কালের কথা মনে আছে!'

আমি বল্লুম—'মা, ছোট বেলার কথা তোমাদের শুনতে ইচ্ছে হয়, আমারও বলতে ভাল লাগে। বলতে বসে এখনকার বয়েসের কথা যেন ভুলেই যাই। ছেলে বয়েসে মেয়েরা পুতুল খেলা, রান্নাবাড়ী কত কি খেলে, আমার কিন্তু সে ভাব ছিল না, খেলা ছিল মনে মনে। সে খেলার সাথী কৃষ্ণই আমার ছিল একথা তো তোমাদের অনেক বার বলেছি, তবে লুকোচুরি খেলাটি খেলুনীদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেলতুম। সে খেলাটিতেই বড় আনন্দ বোধ হতো, সেটি যে ছেলে বয়সেই খেলেছি তা নয় শাল্‌খেতে যখন ছিলাম তখনও এই খেলাই খেলেছি। যে সব বৌ মেয়েদের আমার সঙ্গে ভাব ছিল তাদের নিয়ে জ্যোৎস্না রাত্তির হলেই লুকোচুরি খেলেছি, অবশ্য এ লোকচুরি কৃষ্ণকে খোঁজা নিয়ে, একজন সাজতো কৃষ্ণ আর সকলে ব্রজবালা, যমুনা তীরে পুষ্পবীথিকায় যে ভাবে বংশীরবে আকর্ষিতা রাধাসহ সহচরীদের শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ। আমাদের বাড়ীর পেছনে পুকুরটি ছিল যমুনা, আর তার তীরের কুন্তর ফুল ফলের বাগানটি ছিল নিকুঞ্জ কানন। শিশুকাল, একাল সব সময়ে অন্তরে আমার এই বংশীরবের আকর্ষণ চল্‌ছে। একটি কথা শুনলে তোমরা পরমাশ্চর্য হবে, বাবার মুখে আমার শোনা কথা। আগরতলায় এণ্ট্রেন্স স্কুলে সরস্বতী পূজার দিন যাত্রা গান ছিল, নিমন্ত্রিত হয়ে বাবা যাত্রা শুনতে গিয়েছেন। যেখানে বাবা বেড়াতে যেতেন আমায় সঙ্গে নিতেন, সেদিনও আমায় কোলে বসিয়ে নিয়ে বাবা যাত্রা শুনছেন। যাত্রাটি হচ্ছিল প্রহ্লাদ চরিত্র, প্রহ্লাদের সেই ব্যাকুল আহ্বান কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-কোথা কৃষ্ণ রবটি যখন উদাত্ত হয়ে স্থানটি করুণ রসাত্মক করে তুলেছে। সে রবে সম্মোহিত ভাবেই আমি বাবার কোল হতে ছুটে যাত্রার আসরে চলে গিয়েছি। আমায় ওভাবে যেতে দেখে জুড়ীদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমায় ধরে ফেলে আর সেইক্ষণেই তার কোলের ওপর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। ভীত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় বাবা আমায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অবস্থায় বুকে নিয়ে বাড়ী চলে আসেন। বাবার মুখে শুনেছি শত শত আশ্চর্য্য চক্ষু তখন অভিনয় ছেড়ে আমার ওপরে এসে পড়ে। আমার বয়েস তখন নাকি দুবছর।

'যত শুনি তত মিষ্ট'—বলে আগের কথা তুলে সোৎসাহে করুণা বল্লে, 'মাসিমার কথায় ভুলবেন না মা, মাসিমাটি একখানি মণির খনি। কত রত্নই এঁর মধ্যে লুকানো আছে, আপনি একটু নাড়াচাড়া করলেই সব বেরিয়ে পড়বে।'

হেসে বল্লুম, 'তা জানি করুণা! আমার মায়ের সকল মেয়েদের অন্তরই রত্নদীপ্ত, আর সেই মণিরত্নগুলি একত্রিত করে মা আমার জন্যে আদর ভরে উপহার সাজিয়ে এনে দিয়েছেন। আমার কত ভাগ্য বলতো?'

ঊষাপ্রমোদিনী সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল।

দুলালী ঈষৎ ঝঙ্কার করলে, 'মা কি আজ তাঁর মেয়েদের গুণগান নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন? হরি-কথা কখন হবে?'

বল্লুম, 'সব কথাই তো হরি-কথার অঙ্গ, তা এখন বলো আবার কি বিষয়ে শুনবে?'

দুলালী উত্তর করলে, 'মা আপনি সব সময়ে বলেন রাধাকৃষ্ণ ভাবের আরাধনাই সাধনার মধ্যে সর্বোচ্চ। বইয়েও তো তাই পড়ি। কিন্তু ওর মধ্যের পরিপূর্ণ ভাবটি ঠিক যেন ধরতে পারি না। আরাধ্য-আরাধিকার ভাব হলেও আরও যেন নিগূঢ় কি একটি ওর ভেতরে লুকানো আছে, সেটুকু বুঝিয়ে বলে দিতে হবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উষাপ্রমোদিনী বল্লে, 'তুলালী! তুমি যা প্রশ্ন করলে আমারও সেই একই প্রশ্ন। রাধাকৃষ্ণ ভাবটি জগত ঠিকমত বুঝতে পারছে না। তার অন্তঃস্থলের গুপ্ত রহস্য জগতে প্রকট করে দেখাতে হবে। বৈষ্ণব জগত এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু ভাবটির প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য ঠিকমত করাতে সমর্থ হন নি।'

বল্লুম, 'সব রকম আরাধনার মধ্যেই বিভিন্ন ভাবধারা বর্ত্তমান থাকে। মাতা, পিতা, পুত্র, সখা-ভাবে অন্তরঙ্গ করে নিয়ে তাঁর সেবা বা আরাধনা করা অনেকটা সহজ; কিন্তু রাধাকৃষ্ণ ভাবধারা কোন জাগতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়, কোন একটি সম্বন্ধে ধরতে গেলেই ভাবটিকে সঙ্কীর্ণ করে দেওয়া হয়। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধটিতেও নিজস্ব বলে অতি পরিচয়ে পরিচিত হয়ে গেলে, তখন আমার ব'লে কাছে পাবার একটা দাবি এসে পড়ে। আবার দাবির সঙ্গের আকাঙ্খারও একদিন যেন প্রাপ্তিতে নির্ব্বেদ এনে তারও তীব্রতার হ্রাস বা সমাপ্তি করে দেয়। কিন্তু যাকে ভালবাসি, যাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে দেহ-মন-আত্মা একেবারে সমস্তটাই যার মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে চায়, সে একান্তই পর; একেবারে অজানাকে জানবার চেনবার আপন করবার তুর্বার আকর্ষণ আমায় আকুল ক'রে তার দিকে, সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীর মত, অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। তার মধ্যে আনন্দ আছে কি তুঃখ আছে তা জানি না। ক্ষণে হর্ষ, ক্ষণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

বেদনা, নব নব ভাবে উদ্দাম বেগে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হয়েই চলেছি। নিজেকে বুঝিয়ে নিয়ে চলেছি, সে যেই হোক্ সে আমার। সুখ থাক্, দুঃখ থাক, আনন্দ, বিষাদ, নিন্দা, কলঙ্ক, প্রসাদ, প্রশংসা যাই থাকে থাক, সবই আমার; ভাল মন্দ সুশ্রী বিশ্রী সমস্ত নিয়েই সেই অজানা, যে আমায় তাঁর দিকে আকর্ষণ করছেন, অস্থির আকুল অধীর উন্মত্ত করছেন, আমি তাঁর, আমি একান্তই তাঁর। এর মধ্যে প্রাপ্তি কি ক্ষতি তাও বুঝি না, আনন্দ কি বিষাদ তাও জানি না, শুধু জানি আমার শ্বাসে প্রশ্বাসে বেজে উঠছে 'চাই' 'চাই' রব। আরও জেনেছি সে আমার পর হলেও সেইই আমার পরম, আর সেই পরমেই আমার মরম আবদ্ধ। ভগবান আর তৎসৃষ্ট জীব পৃথক নয়, পর বা অপর নয়, অথচ কেউ যেন কারুর নয়। পরস্পরের এই অদ্ভূত আকর্ষণের ভাবটিকে ভাষা দিয়ে বোঝাতে অন্য কোন ভাবেই পারগ না হয়ে মনিষীগণ পরকীয়া এই শব্দটি আরোপ করেছেন, পর ও যারপর অপর নেই। দুর্ভাগ্য জগতের, এই অপরূপ পরিকল্পনার পরম তত্ত্বটি প্রাকৃত নরনারী-পর্য্যায় ভুক্ত করে এতবড় মহাতত্ত্বটিকে বিকৃত করে দিয়েছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, আর জীব—সে তাঁরই অংশ বা আধা এই হোল কৃষ্ণরাধা। তোমরা শুনতে চাইছ তাই যা মনে হয়েছে তাই বল্লুম। তবে রাধাকৃষ্ণ ভাবের বর্ণনা করবার ভাষা আমার মত ক্ষুদ্র জীবের সাধ্যের অতীত। সেই শ্রীকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যারে কৃপা করেন মাত্র সেই তাঁর এই মহান্ ভাবটি বুঝতে সমর্থ।'

উষাপ্রমোদিনী উৎফুল্ল স্বরে বল্লেন, 'মা তাঁর কৃপাই সত্য। আর আপনি যা বর্ণনা করলেন তাও অতি সুন্দর। আমরা নিজ নিজ জ্ঞানের গর্ব করি কিন্তু আমাদের জ্ঞানও তো মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন, তখন আমাদের তাঁর কৃপা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি আছে ?'

দুলালী বল্লে, 'মা সেই জন্যে আপনি আমাদের নিজেকে শ্রীরাধাভাবে ভাবিত হ'তে বলেন বুঝি ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আর আমি তাঁর রাধা।'

আমি বল্লুম, 'গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন "নিজেকে শ্রীরাধা ভাব"—সেই হ'তে আমিও তোমাদের বলি, নিজেকে শ্রীরাধা ভাব। কবিকল্পিত রাধার মতই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণকে ডেকে নিকটবর্ত্তী করো।'

দুলালী নীরবে উদাস নয়নে কি যেন ভাবতে ভাবতে আমার দিকে চেয়ে রইলো।

করুণা বল্লে, 'এই ভাবের স্বপ্নও আমি পেয়েছি। আপনি যেন বুকে ধরে আমায় বলছেন,—"করুণা ! কৃষ্ণ দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা, তুমি শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" এখন মা বুঝতে পারছি আপনি কেন রাধাকৃষ্ণ বলতে বলেন নি, শুধুই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বলেছেন।'

আমি বল্লুম, 'করুণা ! এ কথার আলোচনা তোমাদের সঙ্গে অনেক বারই করেছি, আর স্বপ্নে যা পাও তা ভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যাদেশ বলেই বিশ্বাস করো। করুণা! আমাদের কৃষ্ণ এবং ঠাকুর তোমায় স্বপ্নে অনেক কৃপা দান করেছেন, সে সব তাঁদের প্রত্যাদেশ বলেই জানবে।'

করুণা বল্লে, 'মা! আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছি গোবিন্দ আমায় যেন কি খাইয়ে দিলেন। আমি বল্লুম, "হে গোবিন্দ আমাকে কৃপা করো, তোমার ভাবে আমাকে ডুবিয়ে দাও।" গোবিন্দ চলে যেতে যেতে বলে গেলেন, "তোমাকে শাস্তি দেবো।" আমি বল্লুম, "তুমি নিজ জনকেই শাস্তি দিয়ে থাক সুতরাং আমি তোমার নিজ জন।" গোবিন্দ মটরের মত কি একটা জিনিস ছড়িয়ে দিয়ে আমায় কুড়ুতে বললেন। তখন আমি তাঁকে বল্লুম, "বুঝেছি এও তুমি আমাকে পরীক্ষা করছো—কিন্তু যাই করো তোমার চরণে যেন আমার লক্ষ্য থাকে।" এই বলে করুণা বড়ই কাতর ভাবে বল্লে, মা এ স্বপ্ন দেখবার কি তাৎপর্য? আমায় তিনি কি আদেশ করছেন? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। তাঁরই কৃপায় আপনাকে পেয়েছি আপনি বুঝিয়ে দিন।'

বল্লুম, 'লক্ষ্য রেখে চল, ভালমন্দ তিনিই ছড়িয়েছেন, তুমি বুঝে তুলে নাও।'

তুলালী বলে উঠলো, 'মা জয়দেব রচিত গীত গোবিন্দ পড়তে গিয়ে আমার মনে লজ্জা বোধ এসেছিল, এখন একটু একটু বুঝতে পারছি তিনি কোন ভাবের উপরে বসে গীত গোবিন্দ রচনা করেছেন। স্বপ্নে অনেক মহাপুরুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শন পাই, যখন তাঁদের আশীর্বাদও পাই তখন দেবতাদের দর্শনের আনন্দের মতই আনন্দবোধ হয়।'

উত্তরে বল্লুম, 'তুলালী তাই হয়, আমারও ঐ ভাব হ'তো। দেবতা হতেও ভক্ত বড়। একথা যে ভগবানেরই মুখের কথা মা। সমস্ত জগত পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ভক্ত চিত্তের পরিবর্ত্তন নেই। তাঁরা যে অপার্থিব জগতের জন, সে জগতে ভক্ত আর ভগবান একত্র বাস করেন।'

করুণা অমনি প্রশ্ন করে বসলো, 'তাই বুঝি মা সেদিন সরযুদির বাড়ীতে পূজায় বসে আপনি ভাবাবেশে ফুল ছিটিয়ে ছিটিয়ে সকলের মাথার উপরে দিয়ে বলেছিলেন—"আমি ভক্ত পূজা করি।" ভক্তর আবার পূজা কেন মা?'

হেসে জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'পূজা করা কারে বলে, তাই তো বল আগে?'

কিছুক্ষণ কেটে গেল, কেউ কিছুই বল্লে না, শুধু হাসতে হাসতে উত্তরের আশায় আমার দিকে চেয়ে রইলো।

তখন ওদের বল্লুম, 'বেশ ব্যবস্থা! তোমরা শুধু হাসবে, আর আমি শুধু বক বক করে মরবো? আচ্ছা তাই ভালো! পূজা অর্থে আদরণীয়কে আদর ও সম্মান করা। বড়কে আদর করলে বলে পূজা, ছোটকে আদর করাকে বলে সোহাগ। ভগবান ভক্তকে বাড়িয়েছেন তাই ভক্তই এখানে বড়, তাঁর স্নেহে তাঁর আদরে ভক্তের পদ উপরে। ভক্ত-হৃদয় আশ্রয়ে ভগবান নিজেই যে অবস্থান কচ্ছেন, তাই ভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বড়। আধেয় হতে আধার বড়; যেমন ধরো আমা হতে আমার আশ্রয়টির তো বড় হওয়া চাই? তাই ভক্ত বড়। আশ্রয় অবলম্বনে প্রকাশিত হচ্ছেন তাই তাঁর চেয়ে ভক্ত বড়। নিজেকে ছোট করে গোবিন্দ আমার ভক্তাধীন। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখান"—পিতা যেমন নিজের হতে পুত্রকে বড় করতে চান, কীর্ত্তিমান পুত্রের কৃতিত্ব প্রচার করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন। আর তাও বলি ভক্ত না থাকলে ভগবানের অস্তিত্বই বা থাকতো কোথা? ভক্তের মধ্যেই ভগবানের অবস্থিতি। ভক্ত না থাকলে তাঁকে চিনতো কে? তাই জন্যেই ভক্তেরাও পরম পূজ্য। দুলালী! চিরদিন ভক্ত-ভগবানের এই নিবিড় সম্বন্ধটি ভাল করে নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে ধারণা করে, নিজেকে চালাতে চেষ্টা রাখবে, ছোট বড় সকলের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তবেই তুমি আত্মীক বলে পরিপুষ্ট হতে পারবে।'

করুণা, কমল প্রভৃতি মেয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠ্‌লো 'আমাদেরও ঐ আশীর্বাদ করুন মা।'

সকলকেই সস্নেহে ডেকে বল্লুম, 'সর্ব্বক্ষণই তোমাদের আশীর্বাদ করি, তোমরা তোমাদের অভীষ্ট লাভ করে জীবনে অমৃতত্ব লাভে ধন্য হও। তোমাদের অবস্থিতিতে জগতের আনন্দ বর্দ্ধিত হোক্।'

সরযূ বল্লে, 'মাগো! ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য,—এঁরা প্রেমে অচৈতন্য; আমরা কবে হবো মা ধন্য মিশে তাঁদের ভিতরে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি খুব ভাল করে আমাদের সেই আশীর্বাদটি করুন দেখি।'

হাসতে হাসতেই বল্লুম, 'মা সর্ব্বান্তঃকরণেই তোমাদের আশীর্বাদ করি এই মহামানবদের পদধূলি লাভের তোমরা যোগ্যা হও।'

এদিকে বেলা কেটে গেছে। প্রায়ান্ধকার আকাশে দৃষ্টি পড়তে সন্ধ্যা আগত দেখে উঠতে যাচ্ছি, করুণা ব্যগ্রতা করে বলে উঠলো, 'এখনই উঠবেন না, দয়া করে রথযাত্রার বিষয়টি একটুখানি অন্ততঃ বলুন, প্রায়ই মনে করি, শোনা আর হচ্ছে না।'

বল্লুম, 'সন্ধ্যার তো দেরি নেই অথচ তোমরাও ক্ষুণ্ণ হবে সেও ইচ্ছা করে না। তা হলেও ঐ বিষয়ে একটু বলে উঠি। প্রাকৃত জগতে দেখে আসছ বর্ষায় রথযাত্রা হয়। ভালবাসার জনের চিন্তায় ক্ষুব্ধ চিত্তে বিরহ বিকার উপস্থিত হয়ে শৈত্যকম্প উপস্থিত করে বিরহ ব্যথায় শীর্ণতা জড়ত্ব আসে। আবার কিছুদিন পরেই স্বাভাবিকক্রমে প্রিয়-মিলন আশার অরুণ-রাগে রঞ্জিত চিত্তে অনুরাগের রংএ রঙ্গীন হয়ে বসন্ত এসে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু কোন মহত্তর প্রাপ্তি অনায়াসলভ্য নয়; তাই সেই ঈপ্সিত মিলনের গভীর প্রত্যাশাকে হতাশায় পর্যবসিত করে ঘোর আক্ষেপের রুদ্র-তাপ জলন্ত হয়ে ওঠে। তখন মিলন-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হচ্ছে। তপস্বিনী পঞ্চতপা হয়ে অভীষ্টের অভয়প্রাপ্তি-রূপ স্নিগ্ধ শ্যাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীতলতায় অন্তরকে ভরিয়ে দেয়। সমস্ত দুঃখ-জয়ী রুদ্রতাপ বিদূরিত ক'রে অবিরল আশা-বারিধারার নিষেকে সকল সংশয়-দৈন্য-কালিমা ধৌত হয়ে হৃদয়-পদ্ম বিকশিত হয়ে ওঠে। তখন সেই নির্মল পবিত্র দেহরথে প্রিয় সাথে অভীষ্ট পথে যাত্রারম্ভ হলো। আত্মা জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই তিনে এক হয়ে গিয়ে জয়-যাত্রা। বিশ্বজগতের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব জগত সেই রথ-যাত্রার জয়ধ্বনি ঘোষণা করে ধন্য হলো। এই দেহরথে শক্তিসহ শক্তিমান অথবা প্রকৃতি-পুরুষ সম্মিলিত হয়ে নিজ ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করছেন। এই অবস্থানটি সুস্পষ্ট করে দেখানোই প্রকৃত রথযাত্রার তাৎপর্য বলে আমি মনে করি।

দেহ রথে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি অশ্বযুগল যোজনা করে মন সারথি ত্রিগুণ রজ্জুর অশ্ববল্গা ধরে রথ নিয়ে চলেছেন, শক্তি সহ শক্তিমান, সগুণ নির্গুণ যুগল পুরুষরূপে তাইতে সমাসীন। এখন এই মোহ-কর্দ্দম-পিচ্ছিল দুর্গম পথে গুণ রজ্জুকে প্রাণপণে চেপে ধরে রথের টান টেনে নিয়ে চলে। তাইতো বলেছে—

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

উপনিষদ, গীতা সকলেই রথ ও রথীর তুলনা দিয়েছেন নিজ দেহরথে আত্মরূপ মানসী মূর্ত্তিকে দেখতে চেষ্টা কর।'

* * * *

৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ পূজায় বসে যে বস্তুটি লাভ করলুম, সেটি নৈরাশ্যজনক না আনন্দ-বর্দ্ধক অথবা উভয়ের সংমিশ্রিত একটি অপূর্ব ভাবোদয়, ঠিক যেন তা ধারণাই হ'ল না। একটি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত দর্শন লাভ হলো। বেশ স্পষ্টই দেখলুম একটি সুপরিসর অতি শোভন ক্ষেত্র। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তার তিন দিককে বেষ্টিত করে প্রবাহিতা, আর একদিকে সুদীর্ঘ তিনটি তোরণ। সেই তোরণের অত্যুজ্জ্বল ও অভিনব শোভা বর্ণনার মত কোন উপমা এ জগতের মধ্যে দেখি না। প্রশস্ত তোরণ শীর্ষে বিচিত্র কারুকার্য্য দ্বারা বিচিত্র ভাবে লিখিত আছে,—"জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি।" মধ্য তোরণে জ্ঞান, তার দক্ষিণে কর্ম্ম, বামে ভক্তি। মধ্যের তোরণদ্বারটি সুবিশাল, সেই সুবিশাল দ্বার-পথের মধ্য হতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়ে তার বাহির ভিতর আলোকিত করছে। সেই জ্যোতিঃপ্রভার মধ্যে আরক্ত বর্ণের পদ্মে মহাদেবের ক্রোড়ে শায়িতা মহাদেবী ভগবতী। এঁদের দেখে দ্বারাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেই মনে হলো। বামে দক্ষিণের তোরণদ্বারও এই ভাবের শোভাযুক্ত। দক্ষিণ তোরণের অভ্যন্তরে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ বিচিত্র জলপদ্মে অধিষ্ঠিত। বাম তোরণে কুমকুমরাগরঞ্জিত শ্বেত-পদ্মে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি বিরাজিত। এই বিচ্ছুরিত দীপ্ত জ্যোতিঃ-জালের মধ্যে মূর্ত্তিগুলি কখনও প্রকটিত কখনও তিরোহিত হচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল চরিধারের পত্র-পুষ্প-পল্লব-সম্পদে-শোভিত তরুরাজি উদ্ভাসিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে নব প্রভাতের রঙা রবি চঞ্চল শিশুর মত পত্রপল্লবের মাঝে মাঝে ফুলের বুকে বুকে খেলা করছেন। অপূর্ব্ব কুজনে বিচিত্র পাখীর দল সেই খেলায় যোগ দিয়েছে। মধুর গুঞ্জনে ভ্রমররা নব রবি সহিত বৃক্ষ-পল্লবে মালা করে বেষ্টিত করে নৃত্য চঞ্চল। সেই লীলায়িত ক্ষেত্রে, ময়ূর ময়ূরীর নয়নাভিরাম শোভা সেই ফুল্ল বৃন্দাবনে প্রবেশ করে আমি ইতঃস্ততঃ পরিভ্রমণ করে বৃন্দাবন মাধুর্য্য দর্শন করছি। সেই বৃন্দাবন মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্য—ভক্ত, সাধক, প্রেমিক, কবি।

এ জগতকে অমৃত দানে সঞ্জীবিত ক'রে যাঁরা মানব-রত্নরূপে এই পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন, তাঁরা এই পুণ্য ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধন করে এখানেই বিরাজ করছেন। আমি যেন তাঁদের চরণে লুণ্ঠিত হ'তে অগ্রসর হচ্ছি কিন্তু চরণ আর খুঁজে পাচ্ছি না। সকলেরই চরণে হাত দিতে গেলেই একটি করে পদ্ম ফুটে উঠ্‌ছে। গভীর অভিমানে আমি আমার শ্রীগুরুর চরণে লুণ্ঠিত হলুম। সেই সঙ্গে সেই আলৌকিক দৃশ্য পটটি অপসারিত হয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়স্কোপের ছবির মত আর একটি ছবি সেখানে প্রকাশিত হ'লো।

এইবারে দেখছি একটি অযত্ন রচিত অশোভন উদ্যান ভূমি। অসমান মাটির উপর উদ্যানটি বেষ্টিত করে ইতঃস্ততঃ কয়েকটি বিচিত্র বর্ণের সৌরভবিহীন পুষ্পশোভিত ফুলের গাছ। সে গুলিও যেন জীবন রসের অভাবে বিশুষ্কপ্রায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্যান মধ্যস্থলে পর পর দুইটি অগভীর খাদ রয়েছে। আর উভয় খাদের মধ্যস্থলে মাটিতে একটি ছোট পাখী পাখাদুটি অল্প উর্দ্ধে তুলে সচঞ্চল হয়ে যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে। কেন বলতে পারি না মনে হলো এটি আমারই সাধনা ক্ষেত্র—আমারই মানস উদ্যান। এই ভাবটি ভেঙ্গে গেলেও নিজেই যেন বুঝে উঠতে পারছি না। শ্রীগুরু! শ্রীগুরু! গোবিন্দ গুরু আমার! আমার কি সত্যই এমনি অবস্থা? আমার বাসনা-কামনার খাদ প্রাণপাখী আমার কি অতিক্রম করতে পারছে না? তোমারই কৃপাতে আমি জেনেছি, আমি তোমার কৃপাসিদ্ধা, সাধন ক্ষেত্রের সঙ্গে তো আমার কোন প্রয়োজনই তুমি রাখ নি। তবে এখনও আমার বাসনা কামনার খাদ বিলুপ্ত হয়নি কেন প্রভু? জীবন-পাখীকে আমার ক্লিষ্ট কাতর কেন দেখালে? মানস উদ্যান আমার মনোরম রূপে শোভিত সুন্দর হয়নি কেন? তাকে সুরভিত সুসজ্জিত কেন করনি? আমার সঙ্গে এত বড় বঞ্চনা তুমি কেন করলে? তোমার নিজের জিনিষের প্রতি এ অবহেলা দেখে তোমার প্রশংসা না করে অনুযোগ করছি, গোবিন্দ আমার! তোমার মনোগতি বুঝে ওঠা ভার। আমায় যা করেছ যেমন রেখেছ সে খোঁজে আমার দরকার কি? হঠাৎ এমন নির্দ্দয় ভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বেশ করলে। তবে ব্যথা বাজে এই তোমার ছলনায়, মনে দুঃখ হয়—এই বাড়ানোই বা তবে কেন? আমি তো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গো অভিমানের খনিই, আর তুমিও তো দিনে দিনে তা বাড়িয়েই দিয়েছ। ভালমন্দ যোগ্যাযোগ্য বুঝতেও চাই না। 'শুধু তুমি আমার'—এইটুকুই বুঝতে দিও, তোমার কাছেই আমার যা কিছু চাওয়া ও পাওয়া। ডাক্‌লেই তুমি কাছে আসবে, চাইলেই তোমায় বুকে পাব—এই বোধই আমার ভাল বজায় থাক। এর মধ্যে আর ওসকল ধাঁধা এনে ঢুকিয়ে দাও কেন? তোমার কি মনে নেই ভোলানাথ? তোমার একটি কোন সন্তানের সাধন ঐশ্বর্য দেখে তোমার প্রতি আমার অভিমানে তুমিই বলেছিলে "ওর হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছি, তোমায় কোলে ক'রে নিয়ে চলেছি তথাপি তোমার অভিমান।" নেই নির্ভরই তো আমার পাথেয়। তবে মাঝে মাঝে আবার এ সব ছলনার আবর্ত্ত সৃষ্টি করো কেন? নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ে ভাবছি, তোমার স্বহস্ত রক্ষিত জমি হয়েও যখন তৈরী হলুম না তবে। আবার পুলকিত হয়ে ভাবছি, কেন আমি যাইই হই না কেন, তোমার স্নেহ-দৃষ্টির তলে থেকে তোমার কৃপা বলে বলীয়ান হয়ে যখন চলেছি তখন মরুভূমিই হ'ক্‌ আর নন্দন কাননই হ'ক্‌ আমার পথ রোধে কে?

আজ ধ্যানে বসে যে দৃশ্য দর্শন ঘটলো তা শুধু অচিন্তনীয়ই নয়—যোগীজন দুর্ল্লভ। অথচ এই ভজনহীনা তোমারই কৃপা কটাক্ষের বলে এ সৌভাগ্যও লাভ করলো। একেই বলে অহেতুকী দয়া। আমি কিছুই বলতে চাই না, বুঝতেও কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছে নেই—যেন বলতে পারি "হে গোবিন্দ! তুমি আমায় দয়া কর। হে প্রভু! অধীনার প্রতি কৃপা কর।" মা যে আমার এই কথাটাই শুধু শিখিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন—"বল, দয়া কর দয়া কর"—মা গো মা, তুমি আমায় দয়া কর—তুমি আমায় যা শিখিয়ে দিয়েছ সেই বুলিটিই যেন রসনা আমার অবিশ্রাম জপ করে যায়, অন্য কোন প্রার্থনা নেই—আর প্রয়োজনও নেই, মা গো, শুধু আমায় দয়া কর—ওগো দয়াময়ি! দয়া করতে ভুলে যেও না।

ছয়

ভক্তি ভাব ও স্বপ্ন দর্শন

বৈকালে মাকে জল খাইয়ে দরজার পর্দ্দা তুলতেই দেখি মেয়েরা সব দালান জুড়ে বসে আছে। নীরবে গিয়ে তাদের মধ্যে দাঁড়ালুম। প্রণামের পালা শেষ হলে করুণা বল্লে, 'মা আপনার মুখখানি উজ্জ্বল দেখছি না কেন? শরীর ভাল আছে তো?'

ওর ভাবনা দেখে হেসে বল্লুম, 'শরীর ভালোই আছে, কোন ভয় নেই।'

করুণা বল্লে, 'তা মা ভয় এখন হয় বই কি! মার অসুখ হলেই যে জগৎ অন্ধকার।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা মেয়েটি হাতে বোনা একটি পশমের আসন আমার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে মৃদুস্বরে কি বললে ভাল শুনতে পেলুম না। আর একটি ভক্ত মেয়ে, শিবানী তার নাম, সে কথাটি বুঝিয়ে দিয়ে জানালে, 'মা গীতার চোখটি দৃষ্টিহারা হয়ে যাচ্ছিল, মা সর্ব্বমঙ্গলার দয়ায় আর আপনার অনুগ্রহে চোখদুটি তো গীতার ভাল হয়েছে। চোখের অসুখটি ভাল হতেই সে প্রথমেই এই কাজটি নিজের হাতে করেছে—এই আসনটি তৈরী করেছে আপনি বসবেন বলে, দয়া করে এসে এটিতে একটু বসুন মা।' (শিবানী ৺রায়বাহাদুর অমূল্যচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ও কলিকাতা কর্পোরেশনের একজিকিউটিভ অফিসার ৺শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা)।

অতি আনন্দিত হয়ে তাদের বল্লুম, 'নিশ্চয়ই বসবো। তোমার এই আদরে আমার বড় আনন্দ হয়েছে গীতা। তোমার কচি প্রাণের আন্তরিকতার যে অনেকখানিই দাম তা আমি জানি।'

শিবানী সশ্রদ্ধে আসনখানি বিছিয়ে দিয়ে আমাকে বসালো। অমনি চারিধার থেকে আর একবার প্রণামের পালা চললো।

আমিও তখন মার দিকে চেয়ে মনে মনে বল্লুম, 'মা এ তোমাকেই আদর।' মার দিকে চেয়ে কত কিই না মনে উঠ্‌তে লাগলো। আবার সকালের সেই আশ্চর্য্য দর্শনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়টিও মনের উপর নৃত্য করতে লাগলো। সারাদিন ধরেই ত সে সব দৃশ্যাবলী ভুলতে পারি নি।

করুণা বল্লে, 'মা ত বেশ চুপটি করে ভাল মানুষের মতন বসে রইলেন দেখছি, তা হলে কি আজ ছিটেটা ফোঁটাটা পাবো না ?'

চিন্তান্বিত থেকেও একটু হেসে বল্লুম, 'করুণার কেবল দাও দাও ছাড়া কথাই নেই। আজ তোমাদের সংগ্রহ থেকে কিছু আমাকেই না হয় দিয়ে দাও না—রোজই কি নিতে হয় মা? মধ্যে মধ্যে একটু আধটু দিতেও ত হয়।' হেসে করুণা উত্তর করলো, 'ভাল কথাই বলছেন মা। আপনাকে দেবো আমি! তা বেশ সেই আশীর্বাদই করুন যাতে সংগ্রহই করতে পারি। আপনার এই মেয়েটির অনেক সংগ্রহ আছে—ইনি আপনাকে তৃপ্তি দিতে বরঞ্চ পারেন।' আমি বল্লুম, 'উষাপ্রমোদিনীর হৃদয়-নিঃসৃত বহু ভাবধারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেছে এবং করছে। চণ্ডী পাঠের পরে উষাপ্রমোদিনীর লিখিত আদ্যাশক্তি স্তবটি পাঠ করলে আমার বড় তৃপ্তি হয়। উষা মা আমার চিত্তের ভাবটি শুধু কথাতেই নয় চিত্রেও তা ফুটিয়ে তুলেছেন। আমার ইচ্ছা সেগুলি যেন প্রকাশিত হয়। তাতে জনকল্যাণ হবে।'

সঙ্কোচে কুঁকড়ে গিয়ে উষাপ্রমোদিনী বল্লেন, 'আপনার নিজ সন্তানের ছেলেখেলা দেখে নিজের যেমন আনন্দ হয় তাই বলে কি সকলেরই হবে মা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি বল্লুম, 'হবে মা, নিশ্চয়ই হবে, আমার সন্তানরা শুধু আমারই আনন্দ বর্দ্ধক নয়, তারা আমার সঙ্গে সারা জগতকে আনন্দ দিতে পারবে।'

সোৎসাহে করুণা অমনি খপ করে বলে উঠ্লো, 'তেরশ চল্লিশ সনের পৌষ মাসের রিক্তা পত্রিকায় মাসিমার লেখা যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তা' সত্যিই খুব সুন্দর মা। ভক্ত হৃদয়ের অবস্থা মাসিমা এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন পড়তে পড়তে বিস্ময়ে ডুবে যেতে হয়।'

বল্লুম, 'ঊষাপ্রমোদিনীর হৃদয়ে যে অমৃত সতত উথলিত হচ্ছে তারই কয়েকটি বিন্দু আমায় উনি আদর করে উপহার দিয়েছেন, তার মধ্য হতে একটু বলছি, শোন—

মা সর্ব্বমঙ্গলা

পূর্ণ প্রেম পরিণতি পরমা প্রকৃতি সতি!
হ্লাদিনী হিল্লোলে করে খেলা
চিন্ময়ী চিৎস্বরূপে অবতরি বিশ্বরূপে
পাতিয়াছে আনন্দের মেলা।

মহাদেব

ভক্তি জ্ঞান শুভ্রতায় সমস্ত বৈরাগ্য আর
সদানন্দ সদাশিব স্বভাব গম্ভীর।
জ্ঞানাঞ্জনে দৃষ্টিদান সপ্রকাশ বিদ্যমান
উন্নত রজত গিরি বিশুদ্ধ শরীর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দ

নবঘন প্রভা যিনি
ললিত লাবণ্য খনি
অলকা তিলকে শোভে বদন কমল।
বেণু কলগীতিস্বরে
ত্রিজগত মনোহরে
আনন্দ নির্ঝর ঝরে আঁখি শতদল।
শুদ্ধ স্বত্ব সনাতন
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন
নীলোৎপল দলরূপ ভুবন মঙ্গল।
বদন পূর্ণিমা চাঁদ
ভুবন ভুলানো ফাঁদ
রসিক রস নির্য্যাস তরঙ্গ তরল।

ভক্তি

ভাসিয়া প্রেম সায়রে ভাব তরঙ্গ খেলা করে
কভু হয় সমাধিতে লয়।
আপন আপন ভাবে সর্ব্বোত্তম সুখলভে
রসাস্বাদ করে রসময়।

—দেখ্ছো ত মায়েরা! ভক্তিময় চিত্তে যে ভাবতরঙ্গ খেলা করে সেই ভাবের প্রাবল্যে ভাবাধীন এসে সত্যই আবদ্ধ হন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণা আবদেরে শিশুর মত বলে উঠলো, 'আচ্ছা মা, ভক্তি কি বস্তু ?'

বল্লুম, 'মা, নুনের পুতুল যেমন সমুদ্রের জল মাপতে গিয়ে গলে যায়, আমারও সেই অবস্থা। ভক্তি মানব হৃদয়ের ভাবময় রাজ্যের সত্ত্বগুণপ্রসূত ভাবমন্দাকিনীর উচ্ছল ধারা। মানুষের নিজের ইচ্ছায় কখনও ভক্তিপ্রাপ্তি ঘটে না। অনেক জন্মের তপস্যা থাকলে তবেই এই দেবদুর্ল্লভ গুণটির অধিকারপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রদ্ধা ভক্তি দুটি বোন হাত ধরাধরি করে বেড়ায়। ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন—

'মোক্ষ সাধন সামগ্রাং ভক্তিরেব গরীয়সী,
স্ব স্বরূপানু সন্ধানং ভক্তিরিত্যভি ধীয়তে।'

অর্থাৎ কিনা মোক্ষসাধনার জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন ভক্তিই তার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। তাঁর মতে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানকেই ভক্তিপদবাচ্য করা যায়। প্রগাঢ় ভক্তি মনে চেপে না বসলে তো আর তত্ত্বজিজ্ঞাসা অথবা আত্মানুসন্ধান স্পৃহা জাগ্রত হতে পারে না, তাই নিবৃত্তিমার্গীর পক্ষে ভক্তিমার্গই প্রধানতম যাত্রাপথ, এইটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখবে। এ মার্গে ভ্রমণকারীকে কোন "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার"কে লঙ্ঘন করতে হয় না, শুধু অনাবিল প্রেমের বন্যায় নিজেকে একলক্ষ্যে নির্ভয়ে ভাসিয়ে দিয়ে যাত্রাসুখ উপভোগ করতে হয়। লক্ষ্যহারা হ'লে চল্‌বে না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এর পরের দিনও পূর্ব্ব দিনের জের টেনে চলছিল, অনিমা এসে বল্‌লে, 'করুণা মাসিমা, মা কাল বলছিলেন, আজ আমাদের কাছ হতে তিনি কিছু কিছু শুনবেন। তা' আমরাও মাকে কিছু কিছু শোনাবো বলেই অপেক্ষা করে আছি, সুযোগ ও সাহস নেই। তাও যখন আপনা হতে মা দিয়েছেন, আপনি তার মোড়টি আজও আবার যেন ঘুরিয়ে দেবেন না।'

করুণা উত্তরে বল্‌লে, 'বেশত, তোমরা মাকে আনন্দ দিতে যা বলবে বলো না, তাতে আমারও ত অলাভ নেই।'

অনিমা আমার দিকে আর একটু এগিয়ে বসে বল্লে, 'ক'দিন আগে ভোরবেলা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখছি যেন পরমহংসদেব আমার স্বামীর কোলে মাথা দিয়ে আমার কোলে শ্রীচরণ রেখে শুয়ে আছেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি উঠে বসলেন এবং তাঁর দেহ হ'তে আপনি যেন বেরিয়ে এলেন, আবার কিছু পরে ঠাকুরের দেহে বিলীন হয়ে গেলেন। এ রকম দর্শন দিয়ে ঠাকুর আমাদের কি বুঝতে বলছেন মা?' মাথা নেড়ে করুণা বল্লে, 'উহুঁ প্রশ্ন নয়, শুধু শুনিয়ে যাও।'

চমকিত ভাবে অনিমা বলে উঠলো, 'ওমা, দেখ একবার, বলতে ভুলেই গেছি, ঠাকুর আমাকে একটি কীর্ত্তন গাইতে বললেন। আমিও "গোকুল চন্দ্র ব্রজে না এল" গাইলুম। ঠাকুর বললেন, রামপ্রসাদী গান আমি শুনতে ভালবাসি।" প্রসাদী সঙ্গীত যেমন আমি গাইতে যাচ্ছি অমনি কে আমায় ডেকে দিলে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊষাপ্রমোদিনী বল্লে, 'অনিমার গান যে গোবিন্দ ভালবাসেন তা আমিও সেদিন স্বপ্নে দেখেছি। অনিমা মেয়েটি যে কে তখন তাও আমি জানতুম না। একটি কালো ছোট্ট ছেলে আমার ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি বলছি, "খোকা তুমি কে? এসে ব'স না।" ছেলেটি বললে, "না আমি বসব না, এক্ষুনি যে অনিমার গান শুনতে যাব। তার গান শুনতে বড় ভালবাসি। কিন্তু যেতে পারি না, বড় বাধা।" স্বপ্নটি প্রাণে কয়দিন জ্বল জ্বল করছিল, মাকে এসে স্বপ্ন কথাটি বললুম—মা বুঝতে পেরে একটুখানি হাসলেন, আমি তখন বুঝি নি। এখানে ত অনিমা বলে অনেক মেয়েকেই দেখছি। এখন দেখছি এ অনিমা অসামান্যা মেয়ে নইলে এ ভাবের দর্শন স্পর্শন মেলে কি?'

আমি বললুম, 'আমার মায়ের মেয়ে তো তোমরা সকলেই অসামান্যা মা।'

লতিকা আমাদের বাড়ীওয়ালার জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনের বউ। সে বলে উঠলো, 'যখন মা এবাড়ীতে প্রথম আসেন আমরা সর্বদাই মার কাছে কাছে থাকতুম, মা তখন বেশী সময়ই ভাবাবস্থায় কাটাতেন। কত আনন্দের লীলাই দেখতুম। সংসারের কাজ যতটুকু সময় আমাদের আবদ্ধ রাখতো সে সময়টিতে পর্য্যন্ত মার চিন্তায় আমাদের সকলকে ব্যাকুল করে রাখতো, দায়সারা করে সংসারের কাজ কর্ম মিটিয়ে কতক্ষণে আমরা মার কাছে গিয়ে বসতে পাবো সর্বক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণের মধ্যে সেই এক ছট্‌ফটানি। 'মা' আর 'মা'—মার কাছে থাকলে আর কিছুই মনে থাক্‌তো না, এমনি দিন সব গিয়েছে। সকলে ওঁকে ঘিরে বসে আছি, দশ বারটি মেয়ে মানুষ বাড়ীতে থাকতে বাড়ীতে সময়মত সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হ'ত না। গৃহদেবতা কৈলাসপতির সেবারও কত না ব্যাঘাত হোত।

'এই রকম মনপ্রাণের অবস্থায় একদিন দুপুরে ঘরে শুয়ে একটু তন্দ্রা ভাব এসেছে, দেখছি মায়ের মূৰ্ত্তি আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। তন্দ্রা ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি মা সর্ব্বমঙ্গলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এ ভাবটি দর্শন হতেই মনটি বড়ই চঞ্চল হ'ল, কিন্তু কাউকে কিছু বলি নি—সন্ধ্যায় মায়ের ঘরে মার কাছে এসে বসলুম। মা তখন জপে বসেছেন, ঘরে তখন আর কেউ ছিল না। আমি একাই বসে বসে মাকে দেখতে লাগলুম। মনে হ'ল মা যেন ভাবের অবস্থায়। সর্ব্বমঙ্গলা মাকে মনে মনে জানাতে লাগলুম, "তুমি যদি কৃপা করে আমার কাছে এলে তবে সজ্ঞান দৃষ্টিতে তোমায় চলে যেতে দেখলুম কেন মা? আমরা কি কিছু অপরাধ করেছি? আমাদের ক্ষমা করে দয়া করো মা"—ভাবতে ভাবতে বসে থেকে সজ্ঞান দৃষ্টিতেই দেখছি মার দেহে কালীমূৰ্ত্তি। আবার দেখছি কৃষ্ণমূৰ্ত্তি। মাকে দেখতে পাচ্ছি না। একবার কালী একবার কৃষ্ণমূৰ্ত্তি, আবার পরক্ষণেই দেখি মা বসে জপ করছেন। সেদিন যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের কি অবস্থাই এসেছিল তা বলে জানানো যাবে না। তার পরদিন মায়ের মূর্ত্তি পড়ে যান ও সেই দেহ মায়ের ভগ্ন হয়, পরে এই নব কলেবর ধারণ করেন। পরে আমাদের মাকে স্বপ্নের কথা বলি। মা বলেছেন "এই ভাবটি হবে বলেই ও রকম স্বপ্ন দেখেছিলে।" আমি ওঁকে তখন বললুম, "আর আপনার দেহে যে সব দর্শন হ'লো।" সে কথার মা ভাল করে কিছু বললেন না, "তোমার নিজ মনের ব্যাকুলতার জন্যেই ওসব দেখছ,"—মাত্র এই কথাটাই বললেন। আমার মন কিন্তু এ কথায় সন্তুষ্ট হ'ল না। মনের প্রশ্ন মনেই রয়ে গেল।

আমার ভাগ্নি মনুও মার যেভাবের দর্শন পেয়েছিল যেমন শুনেছিলুম সে কথাগুলি আপনাদের কাছে বলি, সে ত আর বেঁচে নেই।

'মনুরা যখন আহিরীটোলায় তার বাবার বাড়ীতে ছিল, সে সময় দু' তিনদিন দেখেছিল। তাদের বাড়ীর ঠিক গায়েই একটি শিব মন্দির। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে হয় বুঝি মন্দিরটি উঠানের উপরেই। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে দোতলার বারান্দায় মনু পায়চারী করতো, আর এখানের কথা ভাবতো। সব চেয়ে মার জন্যেই মনটা বেশী ব্যাকুল হ'ত। একদিন দেখে শিবের মন্দিরের দুয়ারে মা তার দিকে সামনে করে দাঁড়িয়ে আছেন, পরণে এই লাল পাড় সুতীর শাড়ী। আর একদিন ঘরে ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ দেখিয়ে শিবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরের দিকে প্রদীপ দেখাতে গিয়ে দেখে মন্দিরের চূড়ায় মা দাঁড়িয়ে আছেন। স্পষ্ট দেখেছে। সেখান হ'তে মন্দির পাঁচ হাতের বেশী দূর নয়। সে বেশ ভাল ভাবেই দেখতে পেয়েছিল, সিন্দুর আলতা পরা শাঁখা হাতে, লাল পাড় কাপড় পরা, এই যেমন মা রয়েছেন ঠিক এই ভাবেরই।'

তখন উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য হয়ে লতিকাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। শৈলজা বসু বললেন, 'আশ্চর্য ত কিছুই নয়? এ সমস্তই মায়ের প্রভাব। সাধকদের জীবনীতে এ বিষয়ে অনেক কথাই লেখা আছে। তা ছাড়া যদি কোন ব্যক্তিকে কেউ একাগ্র মনে চিন্তা করে তবে তার চিন্তার রূপ ধ'রে সে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়। একথা পাশ্চাত্য দেশেও অনেকে বলে থাকেন।'

আমার বড় মেয়ে কমলা বল্লে, 'এ নয় প্রভাব, আর এ যে বল্লে মার দেহে কৃষ্ণমূর্ত্তি আর কালীমূর্ত্তির দর্শন—একে কি বলে?'

শৈলজা বললেন, 'কথামৃতে পড়েছি, মথুরবাবু ঠাকুরের দেহে শিবমূর্ত্তি কালীমূর্ত্তি দর্শন করেছিলেন, সেদিন হতেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে এই ঠাকুরই ঐ ঠাকুর—মূর্ত্তি আর ঠাকুর অভিন্ন।'

গৌরী বল্লে, 'এ ভাবে মায়ের দর্শন আমরা সর্ব্বদাই পাই। রিসড়ার বাড়ীতে যখন থাকি মার জন্যে মনটা খুব ব্যাকুল হলেই মাকে দেখতে পাই। আমরা যে ব্যাকুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'লে মাকে দেখতে পাই সে কথা মা বেশ জানেন। একদিন মা আমায় বলেছেন "গৌরী, আমায় কাছে পাও তো?" আমি বলেছিলুম "নইলে কি থাকতে পারি মা।" মা যেদিন তুলালী ও সরযূদি'দের সকলকে নিয়ে রিসড়ার বাড়ীতে যান সেদিন সকালে পূজায় বসে মাকে দর্শন হ'লো। প্রতিদিনই ভাবতুম আজ বুঝি মা আসবেন, কিন্তু দিন চলে যেত, মা আর আসতেন না। এই দিন বুঝলুম আজ মা নিশ্চয়ই আসবেন, তাঁর আসার অপেক্ষায় সেবা পূজার যোগাড় রেখে বসে আছি, বেলা তুটোর পর আমার ভগ্নিদের নিয়ে মা আমার এসে উপস্থিত। এক সময় মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন "হাঁ গৌরী! তুমি কি জান্‌তে আজ আমি আসবো?" মাকে বললুম "হ্যাঁ মা আপনি যে সকালে আমায় জানিয়ে দিলেন আজ আসবেন।" কৌতুক করে মা হাসতে হাসতে বলেছিলেন "আমরা কত জল্পনা কল্পনা করে আসছি গৌরীকে কি রকম চমকে দেবো— গৌরীর সেই আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখতে না জানি তখন কেমন হবে, দয়াল কি রকম আশ্চর্য হবে, তাতো কিছুই হ'লো না। এ আবার কি হ'ল?" ভগ্নিদের বললেন "তোমরাও ত সব্বাই সেই কথাই বলছিলে।" আমি মাকে বললুম "আপনার সন্তানদের কি কিছুতে আশ্চর্য হবার আছে?"

তুলালী বললে, 'হ্যাঁ, যা বলেছেন সে ঠিক কথা! আমারও তাই হয়। বিদেশে গেলেই মাকে বেশী করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখতে পাই।' সরযূ বল্লে, 'আমি যখন বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে গিয়েছিলুম, ঢাকার আনন্দময়ী মাকে দর্শন করে এসে অবধি আপনার জন্যে বড়ই চঞ্চল ব্যাকুল হয়ে উঠলুম, সে সময় একদিন বিন্ধ্যাচলে আপনাকে দর্শনও হ'লো।' অণিমা বল্লে, 'আমার শাশুড়ী যখন দেশের বাড়ীতে গিয়ে থাকতেন তখন তিনি মাকে দেখতে পেতেন।'

বিভাবতী বল্লেন, 'মার এই প্রভাব দর্শনে শুধু আনন্দ লাভই নয়, দূরদেশে বিপদে পড়ে মায়ের দর্শনে বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হয়েছে সে কথাও আমি জানি।'

এই ভাবে যে যার মনের প্রাণের কথা বলেই চল্লো। বলবার স্বাধীনতা দিয়ে বিপদেই পড়ে গেছি, এখন মুখ বন্ধ করি ওদের কি করে ?

কমলা আবার বলে বসলো, 'তোমাদের ত সব বলা কওয়া শেষ হ'লো, এখন আমি একটু বলি। দশ বার বছর আগে একদিন স্বপ্নে দেখছি নবদ্বীপে পোড়া-মা দর্শনে গিয়েছি, সেখানে দেখি না পোড়া-মার সামনে পরমহংসদেব দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে উঠে দেখি, মা সারদেশ্বরীও রয়েছেন, তাঁকেও প্রণাম করে মা ভবতারিণীকে দর্শন করতে গেলুম। ভবতারিণীর বুকের উপরে পরমহংসদেব রয়েছেন, তাঁর ডানদিকে লক্ষ্মীনারায়ণ। আর আমার মাও যেন বেরিয়ে এসে আমার হাতে কি দিলেন। আমার মতন দর্শন তোমরা কিন্তু কেউ পাও নি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলে বলে উঠলো, 'তোমার ত জিত নিশ্চয় কমল! তুমি যে সর্ব্বপ্রথমেই মার কোলে স্থান পেয়েছ।'

করুণা বল্লে, 'আমি যা দর্শন করেছি তাও বড় কম নয় গো, এখানে যেদিন রাসকীর্ত্তন পালা হয়, তারপরে মার ভাবাবেশ হ'ল মনে আছে ত? সেই ভাবাবেশে মা যে সব লীলা দেখিয়েছিলেন, আমার দর্শন হয় নি বলে দুঃখ হয়েছিল। সে রাত্রে স্বপ্ন দেখি মা ভাবাবেশে রামলীলায় যেন নৃত্য করছেন, গৌরাঙ্গদেবের মত মাথার চুলে ঝুঁটি বাঁধা, তাতে ফুলের মালা দিয়ে ঘেরা, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের সাজ। আমিও সেই সঙ্গে নেচে নেচে যেন এই পদটি গাইছি—"গোবিন্দের মুখে আজ আনন্দ ধরে না, গোবিন্দ দয়া কর, গোবিন্দ দয়া কর।"

কমলা উত্তর করলে, 'এ ভাবের স্বপ্ন আমরা সকলেই দেখি। মার বড় জামাই মার নানা অবস্থার স্বপ্ন দেখেন, সে আর কত বলবো ?'

তখন একে একে বুলা, বীণা, মেজবৌমা, অরুণা, পিতুন, টুকু সকলেই নিজ নিজ অত্যাশ্চর্য স্বপ্নের কথা বলতে লাগলো। অন্যান্য মেয়েরাও সব বিচিত্র স্বপ্ন কাহিনী বলে চলে, সকলের সম্মিলিত কলরবে একটা হৈ হৈ রব উঠ্‌লো। তখন সকলকে থামিয়ে দিয়ে আমি তাদের বল্লুম, 'মায়েরা তোমরা সকলেই পুণ্যবতী, ভগবৎ কৃপার অধিকারিণী হয়েছ, ভগবানের ইচ্ছায় যা তোমরা স্বপ্নে পাও সে এমন আশ্চর্য কিছুই নয়। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছায় সকলই সম্ভব। বিশ্বাসে ভক্তিতেই মাটি-কাঠ-পাষাণেও দেবতার আবির্ভাব হয়। তবে কথা এই যে, ভাল স্বপ্ন সব জায়গায় সকল সময় বল্‌বে না। একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে, বহু লোকের কর্ণ-গোচর হলে স্বপ্ন নিষ্ফল হয়, তা কি শোননি ?'

মাধুরী বল্লে, 'মা, আমি যাহা দর্শন করেছি তা এতদিন কাকেও তো বলিনি, এখন এঁদের কথা শুনে শুনে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, তবে আপনি যখন নিষেধ করছেন তখন আর বলবো না, কেমন ?'

কমলা বলে উঠলো, 'তা হবে না, আজ যখন এতখানি বলা কওয়া হয়েই গেছে কেউ বাদ যাবে না। আজকের এই একাম্রতলায় সকলেরই মনোভাব ব্যক্ত করতে হবে।'

সশব্দে হেসে আভা বল্লে, 'কমলদি, আমি তাইতো একা-ম্রতলায় আড়ালে আছি।' তার সভঙ্গি অভিব্যক্তিতে সকলেই না হেসে পারলে না।

মাধুরী হেসে আমার দিকে চাইলো, আমার ইচ্ছা বুঝে সে তখন বলতে লাগলো, 'মা, আপনার ছেলের যখন ভারি অসুখ হয়েছিল, বাড়াবাড়ির সময়ে কেবল আপনাকেই ডাকতেন, আর ব্যাকুল হয়ে সব্বাইকে বলতেন "মাকে নিয়ে এস।" ডাক্তার তো জবাব দিলে মা, 'আমাদের ভরসা তখন আপনি, আপনাকেই প্রাণপণে ডাক্‌ছি। একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে ওষুধটি ঢেলে ওঁকে খাওয়াতে যাব, ফিরে দেখি খাটের কাছে আপনি দাঁড়িয়ে আপনার ছেলেকে কাঁচের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলাসে যেন ওষুধ খেতে দিচ্ছেন! আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম, দেখতে দেখতে আর আপনাকে দেখতে পেলুম না। ভয়ও হলো আশ্চর্যও হলুম; আপনার ছেলের কাছে গিয়ে বল্‌লুম, "মা এসেছিলেন দেখতে"। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন "হ্যাঁ"। তারপর থেকেই বিপদ কেটে গেল। উনি আরোগ্য হলেন।'

নির্ম্মলা বল্লে, 'ঝুনুর কঠিন অসুখের সময়ও ঐ ভাবেই মা ওষুধ না প্রসাদ কি খাইয়ে এসেছিলেন, আমরা কেউ দেখতে পাইনি, ঝুনুই দেখেছিল।'

মনিমালা বল্লো, 'অসুখের সময় এ ভাবে দেখা তো আমরাও পেয়েছি, অনেকেই পায়, কিন্তু ঐ সব অলৌকিকতা স্বপ্নদর্শন না সাক্ষাৎদর্শন—সেই বিষয়টি ভাববার কথা।'

হেসে ওদের দিকে চেয়ে বল্লুম, 'ভাববার অনেক বড় বিষয় রয়েছে মায়েরা! ওই সব সামান্য স্বপ্নতত্ত্ব নিয়েই তত্ত্ব বিচার করে আর কতটুকুই বা বিশ্ব-রহস্যের সমস্ত গুপ্ত ভাণ্ডারের সংবাদ সংগ্রহ করতে পার্ব্বে?'

'আমরা কিছুই বুঝি না, মায়ের যে কি ভাব—ভগবানেরই বা কি লীলা, কিছুই তার বুঝি না, শুধু মার কথাগুলি শুনতে ভাল লাগে সেইটুকুই বুঝি'—এই কথা বলে বিভাবতী উঠে বাড়ী যাওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। দুলালী বল্লে, 'বুঝি না সে কথাই বা বলি কি করে? আমাদের মধ্যেই তো কয়েক জন আছেন যাঁরা মাকে পরীক্ষা করে বুঝে নিয়েছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরীক্ষা করতে গিয়ে আবার মায়ের ভক্তও হয়েও পড়েছেন।' ডুলালীর এই স্পষ্ট কথায় সকলেই একটু যেন বিমর্ষ হল, কেবল শৈলজা বললেন, 'তাতেই বা কি হয়েছে! তাও তো দরকার! ঠাকুরকে পরীক্ষা কত ভাবেই তো নরেন করেছেন, মথুরবাবু করেছেন, তবে তো তাঁর ভক্ত হয়েছেন। পরীক্ষা করে সকলেই নেয়। তিনিও আমাদের বাজিয়ে নেন, আমরাও তাঁকে বাজিয়ে নি।'

"বাজাইলে বাজে, সাজাইলে সাজে, হেন ফুল ফুটে আছে এই নগরের মাঝে''—বলে ঠাকুরের পট দেখিয়ে শৈলজা হাসতে লাগলো।

আর একদিন অপরাহ্নের আলোচনা-সভায় অণিমা আবদারের সুরে বল্লে, 'হ্যাঁ মা, আমরা যে সর্বদা আপনাকে জ্বালাতন করি আপনি আমাদের উপর খুব বিরক্ত হন তো?'

বল্‌লুম, 'তোমাদের উপর বিরক্ত হই কি করে, তোমরা যে আমার মায়ের দেওয়া ছেলে-মেয়ে, তোমাদের নিয়ে মহানন্দে কাটিয়ে চলছি। দিন রাত্তির বোধই যে সময়ে সময়ে থাকে না। মানুষের কথা ছেড়েই দাও ভগবানেরও তো একা একা ভালো লাগেনি, তাই তো তিনি বহু রূপে নিজেকে সাজালেন, ভক্ত সাজলেন আবার ভক্তাশ্রয় সেজে কতই না অপূর্ব লীলা দেখালেন। একদিন আমি গোবিন্দের উপর রাগ করে বলছি, "কি মজাই দেখছো! আমায় নিয়ে মজা দেখার শেষ আজ পর্যন্ত হলো না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার, একখানি আড়াই হাত ঘরে তো আশ্রয় দিয়েছ, নিজে আছ দেড় হাত ঘরে, এর মধ্যে কত রকমারি কাণ্ডই না করছো! খাওয়া, শোওয়া, বসা, গেরস্থ সংসারের ভাঁড়ার, আবার তোমার সংসারের ভাঁড়ার, জলের কলসী, তরকারির ঝুড়ি, ফলের চাঙারি—সবই তো ঐতে আছে, লোক জনের বসা দাঁড়ান আছে, জল আছে কাদাও আছে, এখানে পা দিলে ওখানে পা সরে যায়। নিজেরাও স্বস্তি পাই না, অপর কাউকেও সোয়াস্তি দিতে পারি না। অথচ বহু সন্তানের জননী তো করেছ। জননী হওয়ার কপালখানা! সন্তানদের বসতে দেবার একটুখানি স্থান নেই! দেহটা অসুস্থ হয়েছে—সব্বাই বলে বিশ্রাম নিন্, বিশ্রাম নেবো কোথায়? একা থাকতে পারি তার এতটুকু স্থান বা উপায় আছে? খুব আদর করেছ আমায়! সব রকমই তো করেছ, আর যদি কিছু বাকি থাকে তাড়াতাড়ি তাও সেরে নাও। ব্যাধি জর্জরিত দেহ হয়েছে, এর পরে সময় কি আর পাবে?" গোবিন্দের উপরে মনের ক্ষোভ জানিয়ে পূজায় বসেছি, পূজা শেষে ধ্যানে দেখছি একটি নির্জন ঘরে চৌকির উপর পুরু করা বিছানায় এক সাধু ব্যক্তি বসে আছেন, সেই ঘরের দরজাটি, লোহার। সেই লৌহদ্বারের অল্পমাত্র খোলা; তার মধ্য দিয়ে অনেক লোক একে একে গিয়ে গভীর সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে আসছে। কোনও বাক্যালাপ নেই, সকলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাচ্ছে আর আসছে। এই দৃশ্য দেখিয়ে গোবিন্দ আমায় কি বল্লেন? বলতে পারো? এই প্রশ্নই কিন্তু মনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো। এই সম্ভ্রম শ্রদ্ধা সতর্কতার মধ্যে কি আছে? শান্তিও নেই আনন্দও নেই। অমৃতবৃক্ষের ফলের নির্যাস হ'তে মধুরস প্রাপ্ত হয়ে সেই রসে যদি জগতকে পরিতৃপ্তি দিতে পারে তবেই না তা সার্থক, তবেই না প্রাপ্তি। ব্যাসদেব ভাগবতে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ভগবান সকলকেই ডাকছেন তাঁর নিকটে, দূরে সরিয়ে কারুকে রাখতে চাইছেন না, ভগবদ ভক্তরও সেই ব্রহ্মধর্মই। আমার সাধু হয়ে সকলের থেকে উচ্চে সম্মানের সিংহাসনে বসে মর্যাদা কুড়িয়ে কাজ নেই। গোবিন্দ! আমার এই ভাল। আমার বুকের মধ্যে প্রাণের মধ্যে আমি সকলকেই পাচ্ছি। বেড়ালছানারা মায়ের কোলে চড়তে এসে কতই না কাদায় লুটোপাটি খায়, কাদার কষ্ট কি তারা বোঝে, না, তাদের মায়েরাই তা ভাবে? তাদের আনন্দ মায়ের কোল, মায়েরও তৃপ্তি সন্তানদের কোলে পাওয়ায়। গঙ্গার কর্দমময় তীর সর্বক্ষণই জনাকীর্ণ—কিন্তু তাতে গঙ্গার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়? গঙ্গাস্নানে জনগণ চায় পবিত্র হতে শীতল হতে, আর গঙ্গা তো নিয়ত তরঙ্গ ভঙ্গে ডাকছেন—"আয় আয়, যে হোস্ যাই হোস্ বুকে আয়।" এই ভাবেই অভাব ও আনন্দকে এক করে মিশিয়ে নিতে আমায় দাও। তুমি যা ভাল বুঝেছো তাই ভাল, সেই কথাটি কেন সময় সময় ভুলিয়ে দাও?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার এই সকল কথায় সকলেরই মুখ যেন হর্ষে ভ'রে উঠলো। উমাদেবী বল্‌লেন, 'মাগো। সাধে কি আর আপনার কাছে বসে আমরা ঘরসংসার সব ভুলে যাই মা, আপনার অপূর্ব সাধনা! কোন মহাজন আপনার মত এত কৃপা গোবিন্দের কাছে পাননি। আমাদের বহু ভাগ্যে আশ্রয় পেয়েছি।'

বল্লুম, 'ওকথা বলোনা মা, আমি সেই মহাজনদের পদধূলি মাত্র, তোমরা সেই ধূলিতে স্নান করো।'

গৌরী বল্লে, 'মা, সেদিন যে সন্ন্যাসিনী এসেছিলেন আপনি প্রার্থিত জীবন ভোগ করছেন তিনি যে বললেন, প্রার্থিত-জীবন মুক্ত-জীবন সম্বন্ধে আপনি আমাদের একদিন কিছু বলবেন বলেছিলেন, সেই বিষয়টি আজ বলুন না মা।'

করুণাও এসেছিল, সে সাগ্রহে বল্‌লো, 'মা আজও তো বলবেন না শুনবেন যে, আমাদের বলার তো এখনও শেষ হয় নি, আপনি আবার জিজ্ঞাসা আনছেন কেন?' গৌরী বল্‌লো, 'মা তোর সঙ্গে বকে বকে পারেন না তাই বলেছেন, আমি তো মাকে মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করি, কেমন ঠিক কিনা বলুন তো মা?' বল্লুম, 'জীবমুক্ত অবস্থাকেই মুক্ত-জীবন গীতাতে বলা হয়েছে। ব্রহ্মচারী যতি ব্রতী সন্ন্যাসী এঁদের পরে পরমহংস অবস্থায় পৌঁছুলে মুক্তজীবন বা জীবন্মুক্ত বলে।'

'হ্যাঁ মা, পরমহংস ওঁদের কেন বলে? একথার মানে কি?'—গৌরী সতৃষ্ণ চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রইলো। ভাবলুম ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এদের জ্ঞানপিপাসা কি ভাবে তৃপ্ত করবো? তবে ভরসা কৃপা গোবিন্দের। তিনি মনের ভিতর যোগান দিলেই পারবো। প্রকাশ্যে বল্লুম, 'সকল বস্তুর মধ্যে যিনি সার গ্রহণ করেন, জাগতিক ব্যক্তিরা সাধারণ দৃষ্টিতে যাতে অ-বস্তু দেখছে, তার মধ্যে যিনি সত্য বস্তু দেখেন অর্থাৎ যিনি সর্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করেন, তিনিই পরমহংস। যিনি দেহে অবস্থিত থেকেও জৈবক্রিয়া রহিত তুরীয় অবস্থা লাভ করে ব্রহ্মানন্দে অবস্থিতি করেন, তিনিই জীব-মুক্ত। তেলেতে যেমন জল মেশে না, সকল কিছুর মধ্যে থেকেও কিছুতে যাঁর মন মেশে না, সেই মুক্তজীবন। গীতার পঞ্চম অধ্যায় সন্ন্যাস যোগে এই ব্রাহ্মীস্থিতি অবস্থাটিই বুঝানো হয়েছে।' গৌরী বল্লে, 'আমাদের ৺ঠাকুর মুক্ত-জীবনের আদর্শ, না মা?'

—'ঠাকুর ভগবানের পূর্ণ অবতার। অবতারের প্রয়োজন কেন?

"শিখাতে আদর্শ কর্ম স্থাপন করিতে ধর্ম,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হন্ ভগবান
লক্ষ্যি সেই কর্ম পথ, চলে যায় মনোরথ
আপনি লভিয়া জ্ঞান পায় সে নির্ব্বাণ।"—

প্রার্থিত জীবন হচ্ছে ভক্তের জীবন। ভগবত কৃপাই যাঁদের সর্বস্ব, ভগবত সেবাই যাঁদের কাম্য, ভগবত তুষ্টির নিমিত্ত যে কর্ম, জীব কল্যাণের জন্য যে কর্ম অনাসক্ত থাকে তাই তাঁদের করণীয়। মহাজন পদাবলীর প্রার্থনায় আছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আমি আসিব যাইব ও চরণ সেবিব হইব গুরুপা অধিকারী।" আবার—"লাখ জনম হাম (ও) পদ সেবিনু অন্তর তিরপিত নহি ভেল।" গীতাতে প্রার্থিত জীবনের অবস্থাটিতে দেখিয়েছেন;

—"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে,
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।"

পরম পরিতৃপ্তিভরা মুখে গৌরী সজল নেত্রে আমার দিকে শুধু চেয়েই রইল। দিদি সহসা বলে উঠলেন, 'সকলেরই তো সব মত প্রকাশ হলো, এখন আমার মতটিও আমি বলি শোন। সোজাসুজিও নাকে হাত দেওয়া যায় আবার ঘাড়ের পাশ ঘুরিয়েও নাকে হাত পড়ে, এ জীবন সে জীবন অত কথায় দরকারই বা কি? জীবন তো জীবন, কাজ নিয়েই জীবন চলবে, একটা খুঁটি না ধরে তো আর সে চলবে না। তখন ভালবাসাটা ধরেই জীবনটা চলুক না কেন? ভালবাসার জন্যই তো এত সব আয়োজন। শ্রদ্ধা ভক্তি করতে পারি না। মাকে বলি, "মা, কোলের মেয়েকে ভালবাসতে তো তুমিই দিয়েছ। আমি বাপের বাড়ী থেকে তো আর আনতে যাই নি! তোমারই সব তো বাপু! তুমিই তো এ বুদ্ধি সে বুদ্ধি আমায় দিয়ে রেখেছ। তোমাদের মাকে তোমরা রাম দেখছ কি কেষ্ট দেখছ, গাছে চড়ছে কি ময়ূরে চড়ে নাচচ্ছে, তাতে তোমার মায়েরই বা কি তোমাদেরই বা কি? যাঁর সন্তান যাঁর জিনিস, তাঁর যেমন খুশি সেই ভাবেই সাজিয়ে নিয়ে আনন্দ পাচ্ছেন, এই তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা? এর মধ্যে চমৎকারিত্ব কি আছে, আশ্চর্যই বা কি আছে? রকমারিও কিছু নেই।"

আমি তাঁকে বল্লুম, 'তা' আশ্চর্য একটু আছে বই কি দিদি, যে বস্তু বোঝা যায় না তাই আশ্চর্য। তোমার ঐ মা'টির কিম্বা গৌরাঙ্গর কি ভাব তা কি কেউ আজ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে? জগতকে বুঝাতে ভগবান নিজেই বলেছেন, "আমার ভাব জীবের অবোধ্য।"

"কেহ বা আশ্চর্যবৎ করে দরশন, কেহ বা আশ্চর্যবৎ করয়ে শ্রবণ, শুনিয়াও নাহি বোঝে কেহ বা কখন।"

এই আশ্চর্যতার মধ্যেই যত কিছু মাধুর্য। তিনি আশ্চর্য বলেই না এত মধুর! গীতার আত্মতত্ত্ব বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকটিতে শ্রীভগবান বলেছেন;

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্,—আশ্চর্য্যবদ্ বদতি
তথৈবচান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ
নচৈবকশ্চিৎ।"

সকলের কাছেই আত্মা বিস্ময়ের বস্তু, কেউই এর সম্বন্ধে সম্যক অবগত নয়, সেই জন্যই তো জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এর গুপ্ত রহস্য প্রকটিত করবার জন্য, মনুষ্য সৃষ্টির সেই আদিম কাল থেকে আজ এই জড় বিজ্ঞানের যন্ত্রযুগ পর্যন্ত, আবহমানকাল ধরেই প্রযত্ন-পরায়ণ হয়ে রয়েছে। তত্ত্ব যতই নিগূঢ় হবে, জানবার আগ্রহও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততই উগ্র হয়ে ওঠে, আর তার ফলে নানা মুনির নানা মত নিয়ে বহু শাস্ত্র তত্ত্বের সৃষ্টি হয়ে অধিকারীভেদে জনগণের সকলেরই জীবনে সার্থকতা আনে। তাই বলি, বিস্ময় রসটিকে নিয়ে বিশ্লেষণের চেষ্টাটা করাই ভাল, ওর থেকে হয়ত অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়।'

* * * *

এখন এমনই ভাবটি হয়েছে যে পূজায় বসে আর বিগ্রহ দেখতে পাই না, কি যে দেখি, তা অন্যকে বুঝাবো কি করে, নিজেই বুঝতে পারিনে।

দেখি সিংহাসনে বরাভয়দায়িণী জীবন্ত মায়ের মূর্ত্তিখানি! জীবন্ত কথাটা বললেও যেন ঠিক করে সবটাই বলা হলো না, মানুষের চেয়েও সে মূর্ত্তি সমধিক জীবন্ত। সমস্ত উজ্জ্বল পদার্থ হতেও অত্যুজ্জ্বল এক মনোহারিণী মূর্ত্তিতে মাকে দেখি! মা যেন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সামনের দিকে নিজের অঙ্গ হেলিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে আমায় বুকে জড়িয়ে নিতে চাইছেন। বিশ্বেশ্বরীর বুকের বিশ্বজোড়া স্নেহ যেন তাঁর মুখকমলে উথলে পড়ছে, ঢল ঢল স্নেহোজ্জ্বল নেত্রের দৃষ্টিতে তাঁর দুটি আনন্দ নির্ঝরের স্নিগ্ধ অথচ বেগবান ধারা ঝরে পড়ছে। সেই বেগের ধাক্কায় আমি কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি, না কি যে হয়ে যাচ্ছি তা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। মনে-প্রাণে বাইরে-ভিতরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত একাকার হয়ে যাচ্ছে! হাতে করে ফুল তুলে নিতে পারি না, পূজার মন্ত্র মনে আসে না, সব কিছু এলোমেলো করে দিয়ে রঙ্গময়ী মা'টি আমার কি যে রঙে খেলে চলেছেন! কখন কখন আবার দেখি, ছোট্ট একটি মেয়ে যেন খেলার আনন্দে চঞ্চলা, দৃষ্টিতে তার দুষ্টুমি ভরা মুখখানি মিটি মিটি, মিষ্টিতে ভরা সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব মাধুরী মাখা আশ্চর্য্য বালিকা মূর্ত্তি!

আজ পূজায় বসে ঠাকুরদের স্নান করিয়ে মালা চন্দনে ভূষিত করে জপ করছি, মায়ের ঐ হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে চেয়ে চেয়ে জপ করছি, সহসা একি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলুম! মার চরণতলে মহাকালকে তো আর দেখছি না! দেখছি এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার! মার চরণের তলে অনেক স্ত্রী মূর্ত্তি নিপতিত রয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ কৃষ্ণাঙ্গী, কেউ কেউ গৌরাঙ্গী, কিন্তু সকলেই ক্লিষ্ঠা কাতরা। কারো মুখ হাঁ হয়ে দাঁতে দাঁত ঘর্ষিত হচ্ছে, কারো জিহ্বা দাঁতে দংশিত হয়ে ব্যাদিত মুখে ভীষণ দেখাচ্চে, কারো রক্তচক্ষু ঘূর্ণিত, কেউ বা চক্ষু বন্ধ করে যেন মায়ের চরণের পেষণে অবশ হয়ে পড়ে আছে। আর কাকেও বা বিকট ব্যাদিত মুখে অতি বিকট হাসিতে ভয়ঙ্করী দেখাচ্ছে। আমি দেখছি, সত্য সত্যই তো দেখছি, চকিতের মত নয়, বেশ ভাল করেই দেখছি। এই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির দিক থেকে আমার দৃষ্টি তুলে আর মায়ের দিকে চাইতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারছি না, মাকে দেখতে চাইছি কিন্তু পারছি না, চোখ দু'টি যেন ঐ মূর্ত্তিদের মধ্যে অকৃষ্ট হয়ে রয়ে গিয়েছে। মূর্ত্তিগুলির দৃষ্টি কিন্তু আমার দিকে নেই, তাদের দৃষ্টি স্ব স্ব ভাবেই আবদ্ধ আছে। চোখ বুজতে যাচ্ছি তা'ও পারছি না। তখন মনের প্রবলতর ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করে জপ করতে আরম্ভ করলুম এবং কখন যে চোখ দু'টি বুজে গিয়েছিল জানতেও পারি নি। জপের দৃঢ়তার মধ্যে একটু ধ্যানও হয়ে গেল বুঝলুম। তারপর সহজ অবস্থায় ফিরে ফুল চন্দনে পূজা দিয়ে ভোগ খাইয়ে ভাবতে লাগলুম, 'মাগো! এ আবার কি দেখালে মা, ওরা সব তোমার কারা গো মা? ডাকিনী যোগিনী কিম্বা রাক্ষসী পিশাচী—তাও তো জানি নে। অথবা ওরা কোন ব্যাধি প্রভৃতির প্রতীক মূর্ত্তি কি না জানি না মা, ওদের দেখে ভয় আমার হয়নি বটে, তবে সমস্ত ব্যাপারটি ভেবে ভয় হচ্ছে বই কি! একি কোন ভবিষ্যৎ অমঙ্গল দর্শন মা? ক'বছর আগে একবার এই রকম সিংহাসনেই দর্শন হয়েছিল;—মার মূর্ত্তির দুই ভাগে অনেক দেবতার মূর্ত্তি; সকলেই পুরুষদেবতা, মধ্যস্থলে মায়ের মূর্ত্তি ম্লান এবং অস্পষ্ট, দু'ধারের দেবতাদের মূর্ত্তি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট। মায়ের অস্পষ্ট মূর্ত্তির উপরে আড়াআড়ি ভাবে দুটি আগুণের শলা বার বার করে ঘর্ষিত হচ্ছে, মায়ের বাম দিকের দেবতাদের মধ্য হ'তে এক সুগৌর মূর্ত্তিদেবতা অগ্রসর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে উঠে আমায় ডেকে বললেন, "ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই।" আমি কিন্তু তাঁকে দেখে মনে মনে ভাবছি, ইনি কি বৃহস্পতি? এই আত্যাশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে যুগপৎ আনন্দ, বিস্ময় ও ভয় হয়েছিল; এত দেবতা এখানে বিরাজ করছেন তা তো আমার এর পূর্ব্বে জানা ছিল না! সেই অপূর্ব দর্শনের মনোরম চিত্র আমি কোনদিন ভুলবো না! কিন্তু মায়ের গায়ের উপরে আগুণের শলা ঘুরছে কেন? একি ব্যাপার? আর ঐ সৌম্য মূর্ত্তি দেবতা 'ক্ষমা নেই' বা বল্লেন কেন? ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ভাবতে ভাবতে বুঝলুম যে মা আমাদের ব্যবহারে, পীড়নের এই আগ্রহটাই ভোগ করছেন। সংসারের নানা অশান্তি এবং মানুষের হিংসা আগুণের জ্বালায় আমি যে অতিষ্ঠ হয়ে রয়েছি সেগুলি কি মায়ের অঙ্গে এসে লাগছে, আমাকে ব্যথা দিয়ে মাকে আমার ওরকম করে তুলছে? কিন্তু হায়। সংসারের লোক যে কিছুতেই বুঝতে চায় না, তাদের যত কিছু রাগ দুঃখ অভিমান অভাব-অভিযোগ সবই যে আমার উপরে! তারা আমায় সুস্থ বা সুস্থির রাখতে চায় না, তারা ভাবে যার মন ধ্যানসমাধিতে লয় পায় তার মনে আবার সুখ দুঃখ বলে জিনিস থাকবে কেন? তার তো সবেতেই নির্বিকার থাকা উচিত। যার ঠাকুরের সঙ্গে অত ভাব সে না পারে কি? সকলকেই তো ধনসম্পদ সে কিছু না কিছু দিতেই পারে? যার ঘরে আনন্দময়ী তারা কেন অভাবের তাড়নায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরানন্দে থাকে। তারা আনন্দময়ীর চরণে নিজেদের ছেড়ে দিতে জানে না, বিচার করে তাঁর দয়ার। আনন্দময়ীর অযাচিত কৃপা পেয়েও সে কৃপা নিতে জানে না, তাঁকে আনন্দ দিতে জানে না, দেয় অভিমানের আঘাত। আমার সংসারের আত্মীয়-জনের ব্যবহারের তাপ কি এই ভাবেই তোমায় লাগ্‌ছে মা? ঐ "ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই" বলে তবে চিরদিনের ব্যতিক্রম কি তুমি করবে মা? মা'র অন্তরেই তো ক্ষমা আছে, সন্তান যে চিরদোষী! সমস্তক্ষণের জন্যে মাকে জানিয়ে জানিয়ে ভেবে ভেবে শেষে প্রকাশ করে কমলকে বললুম, স্বামী দেবতাকেও বললুম, 'আমাদের অপরাধ এত বড় হয়েছে যে আর মা'র কাছে ক্ষমা নেই।' কি হবে, কোনদিক দিয়ে কি হবে, বুঝতে যে একান্ত ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছি!

এই ব্যাপারের আট দিনের মধ্যে কমলের আট মাসের একটি মেয়ে সহসা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। বাড়ী সুদ্ধ সকলেই বসন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'লো, আমিও কঠিন ব্যাধিতে মরণাপন্ন হলুম। যে যেখানে ছিল সকলেই বসন্ত ব্যাধিতে মুমূর্ষু-প্রায়, কেবল ভাইঝি লিলি বোধ করি রোগীদের সেবা করবার জন্যেই, মায়ের দয়ায় তারই মধ্যে, সেই দুর্বার ব্যাধির হাত হ'তে মুক্ত ছিল। দুই বৎসর ধ'রে দেবতার কোপের ফলভোগ খুবই একচোট হয়ে গেল। টুকুর প্রথম সন্তান শিশুমেয়েটি সহসা মারা গেল, দিদির প্রথম নাতিটি মারা গেল। সেবারের তো এই ব্যাপার! আবার একি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হয় মায়ের এ একটা ছলনা! চিত্তের উপরে আর একটা হেঁয়ালীর মায়াজাল রচনা!

সেদিনও কথা প্রসঙ্গে মনের কথায় উঠলো এই শ্লোকটি—"মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষায়ঃ"

—ব্যাখ্যা করে বুঝালুম, 'সবাই জানে যত দোষ মানুষে করে সে এই মনেরই কীর্ত্তি। এই মনকে যে বশ করেছে সেই সত্যি করে মনীষী। এ'কে কঠোর তাড়না করলেও এ মানে না। আবার মিনতিরও বশ নয়। একান্ত অশান্ত স্বেচ্ছাচারী—ওকে যতই বোঝাও বুঝবে না; উত্তরোত্তর ওর অবুঝপনা বেড়েই যাবে। বুঝবে না যে তাও তো নয়—আত্মনিরোধ করতে পারছে না। বন্ধের ও মোক্ষের মূল কারণ এই উচ্ছৃঙ্খল মনই। এই অশান্ত দুর্বার মনের সংযম কি করে হয়? গীতায় অর্জ্জুনও তো এই প্রশ্ন শ্রীভগবানকে করেছিলেন। ভগবান কি উত্তর দিয়েছিলেন মনে আছে তো? —অভ্যাসে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামে এই বায়ুর মত চঞ্চল চিত্ত কতকটা অবরোধ হলেও চির চাঞ্চল্যের লয় তো হয় না। এখন এই বিষম শত্রুর ভয় থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? এর একমাত্র উপায় শ্রীভগবানই বলেছিলেন—"তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে চলতে তাঁর কৃপা হলে এই অখণ্ড প্রতাপশালী মনের বিলয় ঘটে। শুধু ৺গোবিন্দের আশীর্বাদেই মননশীল মানব একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে সুদৃঢ় সাধনা বলে আত্মানুভূতিতে অবস্থিত থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে আত্মায় বিলীন করতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্থ হয়। এ ব্যতীত যাকে বলে "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে:"— অথবা কেউ পারে নি। অবশ্য এসব কথা মহা মহা সাধকদের জন্য। আমরা সকলে এই পরম প্রলোভক মনটির শাসনভার ৺গোবিন্দের হাতে তুলে দিয়ে তাঁরই পাদপদ্মে শরণাগত হই এস। তা যদি পারি তা' হ'লে তো দিন কিনেই নিলুম। শুধু তারই তো শাসন নয় এ যে আমারই শোধন। মন যদি শুদ্ধ হল তবে আর বাকী রইল কি? একে হরিপাদপদ্মে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কোনই উপায় নেই এইটি স্থির জেনে রেখো। রবি ঠাকুর এর ভাবটি কেমন দেখিয়েছেন—

'আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো—
তুমি ছাড়া আর এ জগতে মোর
কিছু নাই কেহ নাই গো—।'

ভক্তি-প্রগাঢ়-স্বরে দুলালী বলে উঠলো— 'দেখুন মা। মহাকবির নানান গানে যেন সকল মানুষের মনের কথা প্রকট হয়েছে। তাঁর ভাব প্রকাশের শক্তি কি অসাধারণ; একটি গানে যা প্রকাশ ক'রে রেখেছেন কত শাস্ত্র পুরাণ ঘেঁটে তবে তা খুঁজে মেলে। আবার ভক্ত রামপ্রসাদ তাঁর ভক্তি-তত্ত্ব দেহ-তত্ত্বের সব গানে কত সরলভাবেই সাধারণের বোধের জন্য ভাব ফুটিয়েছেন দেখেছেন তো? শাস্ত্র আর কয়জন পড়ে?'

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাগো মা! একটু স্থির হও না মা, এত নাচন কেন নাচ্‌ছো মা, তোমার নাচনের বেগে যে আমি দিশে হারা মা! কেবলি পাক খাচ্ছি, একটা পাক খুলছে তো আর একটা পাকে জড়িয়ে দিচ্ছো! মাগো! মহাশক্তি মহামায়া। তোমার মহাপাক,—এ পাকের খেই পাওয়া মর্ত জীবের যে অসাধ্য মা! তুমি দয়া কর মা, তোমার স্নেহে তোমার দয়ায় তোমার আদরে এই পাকচক্র থেমে গিয়ে জটিল গ্রন্থি খসে যাবে মা! এই রণসাজটি তোমার খুলে নাও মা। অত দেখা অত শোনা অতশততে আমার দরকারই বা কি মা? আমি তার কিই বা বুঝবো? তুমিই তো আমায় এক সময় বলেছিলে মা—"কতটুকু তোর বুদ্ধি আছে যে আমায় তুই বুঝবি?" আমি সত্যিই কিছু বুঝি না, কিছু বুঝতে চাইও না, আমি মাত্র তোমার দয়াটুকু চাই। তোমার কোলে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রশান্ত শান্তিতে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে মা! কিন্তু তুমি কেবলি আমায় দোলনায় ফেলে দোলই খাওয়াচ্ছো, কোলে তুলে নিচ্ছ না মা! দোলনার আরামে যখন ছেলের মনকে আর ভোলানো যায় না তখনি তো স্নেহময়ী মা ছেলেকে কোলে তুলে নেয় মা! কিন্তু এত 'মা' 'মা' বলে ডাক্‌ছি মা, আমায় কোলে নিচ্ছো কই? দূরে বসে দোলই তো দিচ্ছো! আর যে আমার কিছুই ভাল লাগছে না মা, এবার আমায় কোলে তুলে শান্ত কর মা, আমায় দয়া কর মা। মা তোমার শেখান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা হলেও কেবলি তোমায় 'দয়া কর দয়া কর' বলতেও আমার কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ হয়, মার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্নেহদয়া এও আবার কি চেয়ে চেয়ে নিতে হয়? এই অজ্ঞান শিশুটির সঙ্গে একি ছলনার খেলা মা তোমার? এমনি করেই কি একে ভুলিয়ে দিয়ে দূরে ঠেলেসরিয়ে রাখছো পাষাণী?

কিন্তু এ কথাও তো জানো মা! ছেলে যখন মাকে চায়, খেলনা তখন সে অবহেলাভরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়;—আর আমায় ভোলাবি কত মা? আমি তো তোমায় কোন দিনই ভুলতে চাই নি মা, জ্ঞানে বল, অজ্ঞানে বল, সব সময়ে সকলের মধ্যেই তো তুমি আমার কাছে কাছেই রয়েছ, তুমি আমার বুকে, আমার সামনে পেছনে আশে পাশে রয়েছ, কত মধুর হয়েই রয়েছ, সে কি আমি জানিনে মা আমার! আমি তোমায় কোন সময়েই ভুলি নি মা, তোমারই চেষ্টা যে আমি তোমায় ভুলে থাকি—সংসার-পাথারে বিষয়-কলসী গলায় বেঁধে ডুবে মরি। নইলে মা এখনো আমায় পাকে পাকে জড়াচ্ছ কি জন্য? এখানকার মাটির সম্বন্ধের পাক আলগা করে দিয়ে আরও একটা মোহপাকে আমায় জড়িয়ে দিলে কেন মা? তোমার মধ্যে আমি ছিলুম, আবার আমার মধ্যে তুমি কি করে জন্মালে মা? তোমার সুখ, তোমার সুবিধা, তোমার আশ্রয়, এই সাধের পাকে জড়িয়ে আর এক রঙীন সংসারের স্বষ্টি করলে! "কিছু চাইনে, কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাইনে”—এ কথাটা আমায় কেন তুমি বলতে দিলে না মা? ব্রহ্মা-বিষ্ণু-লোকের উপরি ঊর্দ্ধলোকের অমৃত ধারা এ তৃষিত জীবনে কি বর্ষিত হবে? তুমি যে আমায় বলেছিলে “তোমায় যা’ দিতে চাইছি তার তুলনা নেই!” মাগো সে কবে? কবে আমি সেই তুলনাবিহীন জীবনে প্রবেশ করবো? তোমার আশীর্বাদ আমার চেষ্টাকে বলবতী করবে, তোমার ইচ্ছাই আমার জীবনে ফলবতী হবে—এই আশ্বাস, এই আশা ধরেই আমি আছি, মা আমার! দিবানিশি কেন কাঁদে প্রাণ সেই কথাটি আমায় বুঝিয়ে দাও, তা হলে তো বেঁচে যাই। কিছুই যে বুঝি না।

—আনিলে সংসার পরে কোন পথে চলিবারে
কিবা ধর্ম কিবা কর্ম উদ্দেশ্য কি তার;
বুঝালে না কৃপা করি ত্রিপথে তাই ঘুরে মরি,
পথ ভ্রান্ত আমি শ্রান্ত যাচি করুণা তোমার॥

* * * *

আজ সমস্ত দিন বৃষ্টি হচ্ছে এজন্যে কেউ আসতে পারেনি। মার কাছে বসে বসে তাই অত কথা জানাচ্ছি, সহসা দেখি না, করুণা এসে হাজির! আশ্চর্য হ’য়ে বললুম, ‘করুণা! এই জলে কেউ ঘরের বার হতে পারে না তুমি কি করে এলে?’ হাসতে হাসতে করুণা উত্তর করলে, “হুঁ মুখে তো ওকথা বলছেন, মনে তো এদিকে কল টিপে রেখেছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারটে বাজলে যে আর ঘরে থাকতে পারি না, আসতেই হবে। আমার ছট্‌ফটানি আর আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকা দেখে আপনার জামাই ছেলেকে ডেকে বললেন—"দে একটা রিক্‌সা ডেকে বিদেয় করে, ও কদমতলায় গিয়ে জুটুক,"—ব্যস্‌ চলে এলুম।'

কমল বল্লে, 'সরযু দিদি তো সত্যি কথাই বলে, সে যে রোদ বৃষ্টি ঝড় তুফান ঠেলে ব্যারাকপুর আর কলকাতা করে মরে প্রাণটাকে বার করে দেয়, মা তা দেখতে পান না, তার কথা মা কিছু বলেন-ই না, যত কিছু মার সব যেন এই করুণা। করুণা আর গৌরীদির ওপর। তা বেশ! করুণা তোমার এই পাঁচহাত দূর হতে আসে এতেই মা কত না আশ্চর্য হচ্চেন, আর সব্বার বেলায় একেবারেই উদাসীন।' কমলের অনুযোগে হেসে বল্‌লুম, 'উদাসীন তো মা হতে পারে না, আর ধন্যি-ধন্যিও মা করবে না, তখন আর কি করবে বল? তারা ছুটোছুটি করে তাদের নিজেরই জন্য, গোবিন্দের জন্য তারা আর কি করছে বলো?

তবে যার জন্যই যে যা' করুক চোখের সামনে এই ভিজা মানুষটি দেখে আমি কিছু বলবো না? করুণা! তুমি কাপড় বদলাও।'

করুণা বল্লে, 'সে আমি ঠিক করে নিচ্ছি মা, আপনি কিন্তু ও কি কথাটি বললেন মা? আমরা ছুটোছুটি করি গোবিন্দের জন্যে নয়! গোবিন্দের আকর্ষণে নয়?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্লুম, 'নিজের আনন্দলাভের জন্য।' করুণা বল্লে, 'আপনিই তো বলেছেন, "আনন্দই গোবিন্দ"।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু সে কখন? মানুষের কোন্ অবস্থায়? অন্তরস্থ নিভৃত লোকের নিবৃত্তি সহচরীর সানন্দ সাহচর্য লাভের আগে তো নয়। স্বামী সন্তান পরিজনসহ সংসারকে সুস্থ রেখে নিজেকে নিশ্চিন্তভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে দু'দণ্ড মুখে হরি হরি বললেই তো আর হরিভক্তি হয় না বাপু!'

করুণা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিল বসে পড়ে বলে উঠলো, 'তবে কি হবে মা? আপনি যে আমাদের "হরি হরি" বলতেই বলে দিয়েছেন, নামের মধ্যে নামী আছেন এই বলেছেন, আর মহাজন বাক্যই তো তাই। তবে আজ এমন সব বলছেন কেন? সময় সময় এমন কথা সব বলেন, যে আমাদের মনের মধ্যে সবই যেন গোলমাল হয়ে যায়।'

বললুম, 'গোলমাল কিছু বলিনি, সহজ কথাই বলেছি কথাটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে বোঝ। তুমি তো ইচ্ছা করলেই "আমি আমি" ভাবটিকে অর্থাৎ অহং ভাবকে ভুলে যেতে পারো না, তখন "তোমারই আমি" এই ভাবটিকে সুদৃঢ়ভাবে ভেবে নিয়ে, যেমনভাবে সর্বান্তঃকরণ দিয়েই আমাদের নিজ নিজ সংসারটিকে আপন করে ভেবে নিয়েছি, ঠিক সেই ভাবেই "তোমারই আমি" বলে গোবিন্দের আকর্ষণে নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে। যেমন করে ব্রজগোপিকারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছেন। তাই যদি পেরে থাকো তো তুমি যে বলছো "গোবিন্দের আকর্ষণে, আনন্দের অন্বেষণে এখানে ছুটে আসি, সেই কথাটি যথার্থ সত্য হবে।"

করুণা ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কি করলে তিনি আকর্ষণ করবেন মা?'

'তিনি তো আমাদের সর্বদাই আকর্ষণ করছেন মা। সততই ডাকছেন, আমরা সর্বদাই সংসার কোলাহলে মগ্নচিত্ত হয়ে থাকি বলেই তা শুনতে পাইনা। গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন—"তোরা যদি নিজেকে আমায় দিস্ আমি আদর করে নি।" নিজেকে কি ভাবে দেব তোমায়?—"তোমারই আমি" বলে। "আমি আমি" কিছু নয়, "তোমারই আমি" এই আসল কথা! কথামৃতে আছে "আমি আমি যাবে না, থাক শালা দাস আমি হয়ে"। গোবিন্দ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন "কর্মের কর্ত্তা তুমি নও অথচ কর্ত্তৃত্বও ছাড়তে পারবে না, তখন দাস আমি করি কর্ম প্রভুর ইচ্ছায়,—এই ভাবে কর্ম করে যাও, ওতেই তোমাকে আমায় সমর্পণ করা হবে।" তোমাদের আমাদের সবার পক্ষেই তাই। তিনিই আমাদের কর্ত্তা তিনিই আমাদের প্রভু! আমাদের মেয়েদের এ বোধটি তো খুবই অভ্যস্থ আছে; এই সাধনাই তো আমরা করে চলেছি। সেই এক অজানা অচেনাই তো আমার কর্ত্তা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার প্রভু, তার মধ্যেই আমাদের সকল মনোবৃত্তির নিবৃত্তি। এই ভাবে সেই গোবিন্দতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাঁর নাম করো, তাঁকে ডাক, তাঁকে ভাব, তাতেই বাসনা সম্বলিত প্রবৃত্তির নিবৃত্তি আসবে। গোবিন্দ-আনন্দ তখনই পূর্ণরূপে লাভ হবে। "ভাবিতে ভাবিতে তায়, বিদেহ যে হয়ে যায়"—একেই তো বলে বিদেহ মুক্তি! যতক্ষণ নিজেদের অবস্থা না বুঝা যায় ততক্ষণই তো নিজেদের নিয়ে ছুটাছুটি। গোবিন্দ নামে আমার তৃপ্তি, গোবিন্দ চিন্তায় আমার সুখ, গোবিন্দের উদ্দেশ্যে হলেও এটি ঠিক গোবিন্দ-আনন্দ নয়। পরোক্ষ অনুভূতি এবং অপরোক্ষ অনুভূতি আছে। অপরোক্ষ বোধে গোবিন্দকে হৃদয়ে নিয়ে হরিময় হয়ে আপন অজ্ঞাতেই হরিগুণগান করছি, পরোক্ষ অনুভূতিতে আমার কৃষ্ণ আমারই জন্যে অপেক্ষা করে আছেন, আমি গোবিন্দ-আনন্দ বর্দ্ধন করে হরিগুণ গান করতে করতে কৃষ্ণ অন্বেষণে যাবো; কৃষ্ণ প্রেমময়, আমি তাঁর প্রেমে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবো।'

চঞ্চলভাবে করুণা বলে উঠলো, 'তবে আমরা কি করবো মা?'

জবাব দিলুম, 'তৎগত চিত্ত হও। গীতায় ভগবান নিজেই তো বলেছেন—"মন্মনাভব মদ্ভক্তোমদযাজীমাংনমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।" স্বামীকে তো বলো যে "ছেলে মেয়ে ঘর সংসার সবই তো তোমার"—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এও ঠিক তেমনি। মায়াতেই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, মায়ার উপর হ'তে তিনি আমাদের ডাক দিচ্ছেন সেই ডাক যে শুনতে পেয়ে "রাধার মত সকল ছেড়ে" কেবল তাঁরই প্রেম লাগি ছুটতে পারে, তার আমিত্ব তৎক্ষণাৎ ঘুচে গিয়ে "দাসোহং" এই মহাভাবের ভাবুক হবার একমাত্র সেই অধিকারী।'

হো হো করে মুক্ত কণ্ঠে হেসে উঠে কমলা বলে উঠলো, 'শুনলে তো করুণা! তোমরা আমিত্ব ছাড়, আর আমি আমিত্বে ডুবে গিয়ে আমার মেয়েকে দুধ খাওয়াতে যাই।'

করুণা প্রত্যুত্তরে ঠোকর দিলে, 'তাই নাকি! তুমি বড্ড চতুর, না? মা বলেছেন "যে কাজে ফাঁকি দেয় না, অটল থাকে, তারই তো বাজিমাত!" মেয়েকে দুধ খাওয়ানো বুঝি মায়ের কর্ত্তব্য নয়?' কমলের জবাবের অপেক্ষা না করেই আগ্রহের সঙ্গে আমাকে ডেকে বল্লে, 'মা আপনি সেদিন আমার স্বপ্নের কথা শুনে যা' বলবেন বলেছিলেন সেই কথাটি আজ বুঝিয়ে বলুন, বৃষ্টিতে ভিজে আসা আজ আমার তাহলে সার্থক হয়ে যাবে।'

'স্বপ্নের কথা তো এই, না? গোবিন্দ তোমার সামনে মটরের মতন কিছু ছড়িয়ে দিলেন, তা' কুড়ুতে কুড়ুতে তুমি গোবিন্দকে বলেছিলে, "বুঝেছি তুমি আমার লক্ষ্য পরীক্ষা করছো!" জগতে আমাদের সকলেরই একটিমাত্র লক্ষ্য, তা' ভগবান। কিন্তু আমরা প্রকৃতির প্রেরণায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগতিক বস্তুজাতের মোহে আবদ্ধ লক্ষ্যভ্রষ্ট জীব। এই কথাটি বোঝাবার জন্যেই বোধ হয় গোবিন্দ আমায় একসময় বলেছিলেন,—"সুখচ্যুত মানব কুল।"

গুণত্রয়ের অধীন প্রকৃতি প্রসূত জীবমাত্রই সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত চিত্ত, সেই বহু বিক্ষিপ্ত চিত্তটিকে ভগবানে একাগ্র করাই সমস্ত সাধনার মূল উদ্দেশ্য, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হ'বার জন্যই অনাদিকাল হ'তে জীবজগৎ সমস্ত বাধাবিঘ্নকে দু'হাতে ঠেলে অগ্রসর হবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে, কিন্তু ভগবান তাঁর আর আমার মধ্যে ঐ যে মায়াহ্রদটি ব্যবধান রেখেছেন, সেটির স্রোত ঠেলে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়, ওর মধ্যে কুমীর হাঙ্গরের অভাব নেই, তাঁরা হঠাৎ এসে ঝাঁ করে টেনে নিয়ে যায়, আবার বহুদূরে পিছিয়ে পড়ি! ঐ মায়াহ্রদের পরপারেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন প্রতীক্ষমান হয়ে,—

"তুমি সব্যসাচীর মত যোগী হ'য়ে মহানির্ব্বিকার,
সাধ জীবনের কার্য্য, লক্ষ্যবিদ্ধ হউক তোমার!"

এই উপদেশটি বেশ চিত্তমন দিয়ে প্রণিধান করে দেখ; ওই মায়াহ্রদে প্রতিবিম্বিত লক্ষ্যবস্তুটিকে সপ্তচক্র আবরিত করে আছে, সব্যসাচীর মত একলক্ষ্য হয়ে ঐ সূক্ষ্মতর মীনচক্ষুটিকে বিদ্ধ করতে পারলেই পরমতত্ত্বেয় লাভ করবে, অর্থাৎ মায়াবিমুক্ত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করতে পেরে জীবনের লক্ষ্যভেদ করবে, পঞ্চ-ভৌতিক কোন কিছুই আর তোমার অপ্রাপ্য থাকবে না, তুমিই হবে তার সর্বময় স্বামী!'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুণা পায়ের কাছে নতদেহে প্রণাম করে উঠে যেন কতকটা সম্মোহিতের মতই উচ্চারণ করে গেল "নষ্ট মোহঃ স্মৃতি লব্ধা তৎপ্রসাদাৎ"—মা, এই ভাবটি যেন মনে আমার স্থায়ী হয় এই কামনা!' উত্তর দিলুম, 'মা তাই করুন।'

হরিকথার মধ্যে আমোদিনী এসে বসেছিল সে বল্লে, 'কথাই তো তাই মা, দেহাত্ম-বোধ ধরেই তো কথা; লক্ষ্যভেদ চক্রব্যূহ খাণ্ডবদাহন কুরুপাণ্ডব ইন্দ্রপ্রস্থ কুরুক্ষেত্র—সব কিছুই তো ঐ দেহাত্ম-বোধের রূপক।'

শ্রীরামকৃষ্ণ পদাশ্রিতা উক্ত মেয়ে আমোদিনী দেবী ভগবতী চরণ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী। এর শ্বশুর ডাঃ নিত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, চাঁদনী রেসিডেণ্ট সার্জ্জেন। আমোদিনীকে বল্‌লুম, 'এই বৃষ্টিতে তুমি বাগবাজার হতে এলে কি করে মা?'

হাসতে হাসতে আমোদিনী উত্তর করলে, 'আর জল মা! ও বেটী প্রাণের তারে টান দিলে কাঁটা বনেই ছুটতে হয়, একবার টানটি পড়লে আর তো রক্ষা নেই মা। দেখেননি মুখের ভাত বাড়া ফেলে রেখে কত দিনত ছুটে এসেছি। কেউ সঙ্গে করে আনতে চাইলে না, তাই নিজেই বেরিয়ে পড়ে একটা রিক্সা ডেকে চলে এসেছি।'

একটু মৌখিক রাগ দেখিয়ে হেসে বল্‌লুম, 'খুব করেছ! ওবেটীর কাণ্ডই আলাদা, যেদিন যে মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছে হবে, তাকে দূর দূরান্তর হতেও এমনি করেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টেনে আনবেন, তা' রোদ বৃষ্টির ভয়ভাবনা নেই! যাকে একটু ভোগ খাওয়াবার ইচ্ছে হয়, তার মুখের ভাত ঐরকম বাড়া পড়েই থাকে, ঐ এক রত্তি মেয়ের গুণের যেন অন্ত নেই! তা' ভালই হয়েছে, বেশ করেছ।' মায়ের প্রতি এই অভিযোগে সকলেই নিজেদের সরস অন্তরের প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি মার করুণা উজ্জ্বল মূর্ত্তির উপরে তুলে ধরলো। একটু হাসাহাসি রঙ্গ-ব্যঙ্গ চল্লো ঐ মা'টিকে নিয়েই, তারপর সেই মধুর উচ্ছ্বাসটুকু প্রশমিত হলে কতক্ষণ পরে করুণা বল্লে, 'মা, যে কথাটি হচ্ছিল তা' থামতে দিলেন কেন? বৃষ্টি আরো জোরে আসুক, আমরা প্রাণভরে হরিকথা শুনি। আচ্ছা লক্ষ্য ভেদ তো হলো, চক্রব্যূহ কুরুপাণ্ডব কুরুক্ষেত্র, দিদি এসে যা' সব বললেন, সে সবের আসল কথাগুলি শোনবার বড্ড ইচ্ছে হচ্চে মা।'

আমি একটু হেসে উত্তরে বললুম, 'বলবার শক্তি তো পাচ্ছিনা মা, তোমার জিজ্ঞাসু চিত্তের পূর্ণ মীমাংসা সে শুধু তোমারই আত্মবিকাশের দ্বারায় হবে।'

আমার দু'টি পা জড়িয়ে ধরে অধীর উচ্ছ্বাসে করুণা বলে উঠলো, 'হবে মা, হবে, আপনার আশীর্বাদ পেয়েছি আমার কামনা সিদ্ধ হতেই হবে।' অবিরল ধারায় ঐ বৃষ্টি ধারার মত তার মুখ বুক ভেসে যেতে লাগলো।

আমিও মনে মনে বিপন্ন বোধ করতে লাগলুম। এতবড় দৃঢ় বিশ্বাসের কথাটা যে মুখদিয়ে ওর বেরিয়ে এল ; যা হোক্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে ও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে উত্তর দিলুম, 'ঐ করুণাময়ীর কৃপাতেই এ জগতে সবই সম্ভব হয় মা! "কৃপা করে হৃদায়াগারে কচিৎ প্রকাশিত হ'ন যদি, তার মানস সর উদ্বেলিয়ে বয়ে যায় অমৃতের নদী।"—অপার গভীর আনন্দের বেগে সঘনে কম্পিতা এবং আনন্দাশ্রুধারায় বিগলিতা প্রায় করুণার মুখখানি দু'হাতে ধরে আঁচলে মুছে তার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে আমোদিনী বল্লে, 'গুরুভক্তিবলে সবই সম্ভব হয় রে, সকল তত্ত্বের প্রকাশ নিজে হতেই অন্তরের মধ্যে প্রকটিত হয়। বল বল গুরু বল! গোবিন্দ অর্জ্জুনকে বলেছেন "সেবা এবং কার্য দ্বারা গুরুকে প্রসন্ন করতে সক্ষম হ'লে তার পক্ষে সবই আয়ত্তগত হয়ে যায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাত

মায়ের দালানে সতরঞ্চি ও গালিচা পাতা হয়ে একটি গানের আসর বসেছে, চারজন খ্যাতনামা গাইয়ে মাকে আজ গান শোনাবেন—শ্রীমান হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (নদের নিমাই), শ্রীমান বিভূতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান কালিপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। সর্বপ্রথম কলিকাতার সুবিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেহালার সুরে মায়ের একটি ভজন গাইলেন। এমন সুরের আলাপ জীবনে কখনও শুনি নি। মনে হলো বেহালার তার কয়টি ভক্তের প্রাণের স্পর্শে যেন ভাষাময় হয়ে নানা রকম নৃত্য করছে। যারাই এ দৃশ্য দেখেছে ও শুনেছে তারাই জানে ইহা অপূর্ব। সঙ্গীতাচার্যের ভজন দু'খানি শেষ হলেও সকলের প্রাণের মধ্যে তার আবিষ্টতা বহুক্ষণ পর্য্যন্তই রইল। ভক্ত হৃদয়ের নিবেদন মা'র চরণ স্পর্শ করেছে মায়ের উজ্জ্বল মুখকান্তি প্রভায় যে তা' সুস্পষ্টরূপেই প্রকটিত হচ্ছিল।

পরপর অপর গাইয়েদের গান আরম্ভ হলো, তাঁরাও যত সুন্দর সুন্দর সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ চয়ন করেছেন সেগুলি একে একে মায়ের চরণে ডালি সাজিয়ে দিয়ে চল্লেন! ভক্ত শ্রোতাদের প্রাণ বিমল আনন্দে ভরে উঠেছে, কি মধুই না বর্ষিত হতে লাগলো মানুষের প্রাণে প্রাণে। স্থানটিতে যেন আনন্দের সুর-মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়ে চল্লো। রাত্রি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

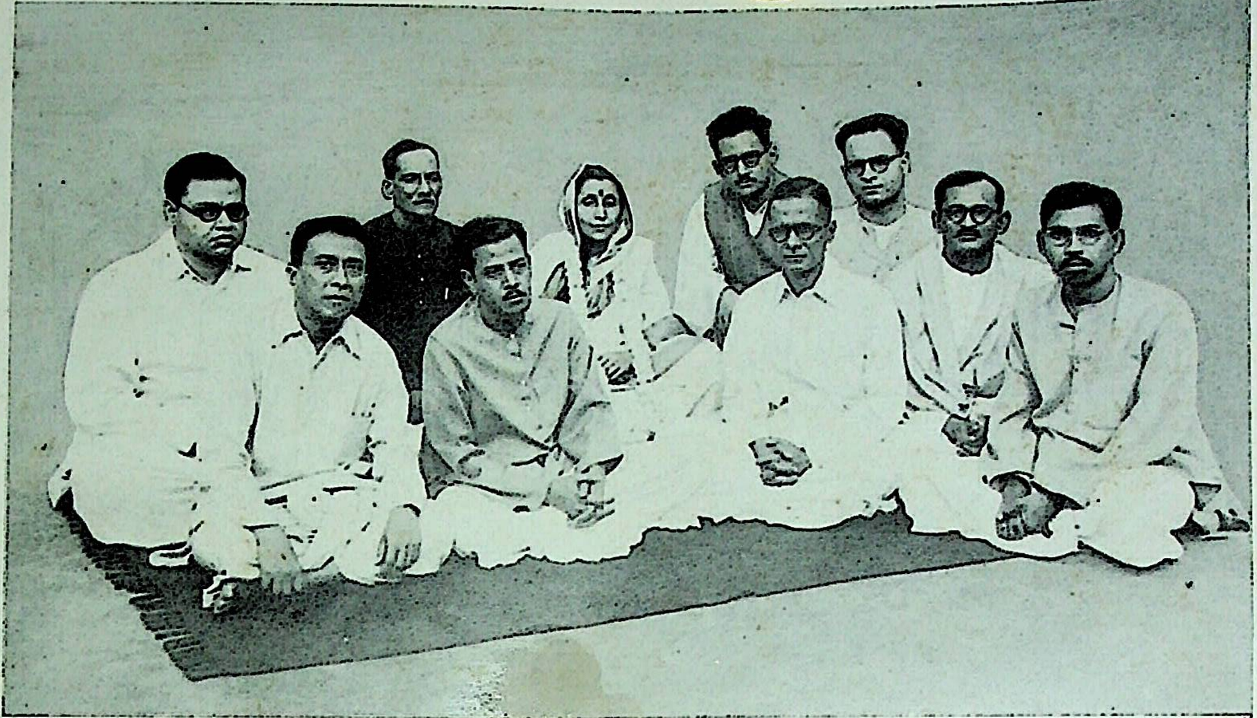

শক্তি-প্রাপ্ত কয়েকটি ভক্ত সঙ্গে শ্রীশ্রীগোবিন্দমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগারটায় গান শেষ হলে মায়ের গাইয়ে ছেলেরা শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে মাথা পেতে মায়ের আশীর্বাদ নিলেন। সবিনয় অন্তরে কালিপদ বল্লেন, 'মা! অযোগ্য সন্তানদের গানে মা আনন্দ পেয়েছেন কি? আপনার আনন্দ হয়েছে তো? আপনার কত সন্তান আপনাকে গান শুনিয়ে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন, সেই মা আনন্দ পেলেই আমাদের শিক্ষা সার্থক।'

সোল্লাসে কালিপদর পিঠ চাপড়ে সঙ্গীতাচার্য বল্লেন, 'হ্যাঁ ভাই, এ কথাই শুনতে চাইছি। আমাদের এই মার আনন্দ হয়েছে জানলেই আমাদের সাধনা সার্থক! ও মা বেটীকে আমরা বুঝিটুঝি না। মা বলে ডাকলে যে মা সাড়া দেয়, আদর করে খেতে দেয়, সেই আমাদের সত্যিকারের মা।'

সঙ্গীতাচার্যের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে এই বালসুলভ সরল ব্যবহারটিতে তাঁহার চরিত্রকে মধুময় করেছিল, সেই সঙ্গে ভগবদ্ভক্তির উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত চরিত্রটি এঁর সর্বজন প্রিয় হতে পেরেছিল। সংসার যাত্রা, জীবন যাত্রা এবং সর্ব বিষয়ে সর্ব কর্মে ঈশ্বর-নির্ভরতা তাঁর জীবনের প্রধান বিশিষ্টতা। এমন সুন্দর কোমল কঠোর ও সরল চিত্ত মায়ের কম ছেলের মধ্যেই দেখতে পাই, তাই আমি তাঁকে মায়ের-বরপুত্র বলে ডাকি, 'আদুরে ছেলে' নামে ডাকলে সত্যই তিনি খুসী হন। লোকবরণ্যে এমন কত সন্তানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তান-গর্বটি মা আমায় দান করেছেন; ভাবি নিজে যত ক্ষুদ্রই হই না কেন, এইসব রত্নগুলির তো জননী আমি; ঠাকুরের কথা তখনই মনে হয়—'কত শত আছে, পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে।'

* * * *

আজ ব্যারাকপুরের সরযূ এসেছে। আহারাদির পর সকলে বসে হরি কথা আলোচনা হচ্ছিল, সরযূ জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা মা! যেদিন আপনার চরণে পড়ে করুণা প্রথম দশাপ্রাপ্ত হয়েছিল সে দিন হ'তে শুনতে পাই ও দেখেওছি হরি কথা শুনতে শুনতে সে নিজেকে যেন ভুলে যায়, বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলে; কীর্তন শুনতে বসে বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে দু'হাত তুলে হরি বলে নাচে, লোকলজ্জা বা কোন জ্ঞানই আর ওর মধ্যে থাকে না, চোখ দুটিও যেন কেমন ভাবময় হয়ে থাকে, এমন অবস্থা ওর আপনিই তো দান করেছেন। তার প্রখরা মুখরা স্বভাবটির এমন পরিবর্তন যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না। সে আমাদের সন্তানতুল্য তথাপি প্রচুর আনন্দের সঙ্গে মনে মনে হিংসাও আসে। দুলালীর উন্নতির তো তুলনাই নেই, আপনিই তো ওদের এতখানি ধর্মধনে ধনী করেছেন, আমার বেলায়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা এমন কৃপণ হলেন কেন? আমাকে কতদিনে দয়া করবেন বলুন দেখি।' বল্লুম, 'সরযূ! ভগবানের কৃপা হ'লে সবই সম্ভব হয়। ও প্রখরা বলেই তো সকল দিকেই প্রখর। ঠাকুরের কথাতে আছে—"রোখ থাকা ভাল"। তুমি যে খেদ করছো তুমি কি তাঁর কৃপাবারি পান করনি? ভাবের ঠাকুরটি যাকে যে ভাব দিয়ে ধন্য করেছেন সে সেই ভাবেরই ভাবুক। নবীনাদের প্রতি সেই চির নবীনের ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য রসের ধারা তাঁর শত ধারে উথলে পড়ে, নবীনাদের ভাবটি দুগ্ধ তরল, প্রবীনাদের ভাবধারাটি গাঢ় দুগ্ধ—যেন ক্ষীর; ভাব সবই মধুর—কা'কে ভাবের রসে ভাসাচ্ছেন, কাকেও বা তাতে ডুবাচ্ছেন, আবার কারুকে বা হাবুডুবু খাওয়াচ্ছেন,—সেই নবীন রসিকের এমনই যে ভাবের ধারা।' সরযূ বল্ল, 'হ্যাঁ মা! করুণার এ অবস্থাকে কি ঊর্জিতা ভক্তি বলে?' আমি বল্লুম, 'ঊর্জিতা ভক্তি সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না, এ ভাব অত দূরের জিনিস নয়। ঊর্জিতা ভক্তি আর কয়জন লাভ করেছেন? সেই এক প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ আর আমাদের ঠাকুর—এঁদের মধ্যেই তো ঊর্জিতা ভক্তির সংবাদ পাই। আগে পাকা ভক্তি লাভ হোক্ তবে তো ঊর্জিতা ভক্তি আসবে। স্বভাবতঃই হোক আর যে কোন কারণ বশতঃই হোক ভগবানে ভক্তির উদ্রেক আসলে, তা হ'তে ভগবানে পূর্ণপ্রেম স্থাপিত হয়ে স্থায়ী ভক্তি লাভ হয়, এই স্থায়ী ভক্তিই পাকা ভক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোমার জন্যেই তোমায় ভালবাসি, তুমি তুষ্ট হও রুষ্ট হও জানিনা, ভালবাসি বলেই ভালবাসি,"—তুমি আমার, আমার বলেই আমি তোমায় ভালবাসি। যে ভালবাসা কোন কিছুরই অপেক্ষা করে না সেই ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা, সেই আত্মহারা সর্বহারা সর্বস্ব সমর্পণ করা নিজেকে হারিয়ে ফেলা প্রেমই উর্জিতা ভক্তি। ভাব ভক্তি ভালবাসা পাকা ভক্তি বা গাঢ় ভক্তি, তার পরে প্রেম, তার পরে প্রগাঢ় প্রেম। করুণার মধ্যে সবেমাত্র এই ভাবের রং ধরেছে সরযূ!' সরযূ বল্লে, 'সবই আপনার দয়া মা! এই ভাব দশাই কি সহজ বস্তু! মা, সকলে তো এ পায় না, ঠাকুরের কথাতেই আছে "কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকা"—একি সহজ জিনিস মা! এ অবস্থায় যে কি ভাব, আস্বাদন নিতে ইচ্ছা হয় মা।'

হেসে বল্লুম, 'তোমরা বড় পেটুক মেয়ে, নিজেরাই সকলে খেতে চাও, কাকেও খাওয়াতে ইচ্ছা হয় না? অপরের খাওয়া দেখে আনন্দ হয় না?'

সখেদে সরযূ বল্ল, 'হ্যাঁ মা তাও হয়। তবে নিজের ক্ষুধা পেটে থাকলে দেখার আনন্দ কতক্ষণ স্থায়ী হয়ে থাকে মা, তাই বলুন তো?'

বল্লুম, 'সরযূ মনের প্রেরণায় বল, না নিজের বোধমত কথা বল? তুমি কি বলতে পার গোবিন্দের স্পর্শ তুমি পাও নি? লোহা ছিলে সোণা হলে তবে কার স্পর্শে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বের প্রকৃতিসহ তুমি কি সম্পূর্ণ বদলে যাওনি?—সে কার স্পর্শে? তোমার জীবনে যে কর্ম এনে দিয়েছেন—সে কে? কার ইচ্ছায় করুণার এসব? যে কর্ম স্বার্থশূন্য নিষ্কাম কর্ম, তাই কর্ম নামবাচ্য। কর্ম তো আমরা সর্বক্ষণই করি। সে কর্ম নিজ নিজ জীবন যাত্রা নির্বাহ জন্য স্বার্থময় কর্ম, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে উদ্ধার করে এত বড় জায়গা কে দিলে তোমায় বাছা? প্রকৃত কর্ম-জগতের মধ্যে সস্নেহে হাতে ধরে এনে কে বসালে? তবু বল তাঁর স্পর্শ পাব কি করে? তুমি তাঁর প্রদর্শিত পথে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করে যাও, অকারণ চঞ্চলতায় সময় নষ্ট করবার সময় আর তোমার নেই। বহুবার বলেছি, এখনো বল্‌ছি যার যেমন প্রাপ্য তার সেরূপ ভাব দেখা দেবে, সেই ভাবটি ধরে চলো তার মধ্যেই তোমার সকল আশা সার্থক হবে নিজের ইষ্ট দর্শন পাবে। তোমার এই কর্মের মধ্যেই দর্শন হবে। তবে আগে ভাল করে বোঝ এই কর্মের স্বরূপ—অর্থাৎ কার জন্য করণীয় এবং কি উদ্দেশ্য! তখন তোমার জীবন পাওয়ার আনন্দে ভরে উঠবে, তাঁর স্পর্শের শিহরণ তখনই তোমার জীবনের তন্ত্রে তন্ত্রে নৃত্য করে পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে তোমায় স্থান দেবে। শুধু তোমরা বোঝ। গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন "বুঝে চল"—সেই কথাই মা তোমাদেরও বলি, শুধু বুঝে চলো। মা অনেকেই ব্রজধামে বাস করেন কেন?—কৃষ্ণ সাহচর্য পাবার আশায়, "কৃষ্ণের যা প্রিয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই আমার জীবনে প্রিয় হউক”—এই বিশ্বাসে। সেরূপ কাশী ইত্যাদি ধামে বাসের তাৎপর্য। কিন্তু মা! যদি আমরা মনে বুঝি—কৃষ্ণের প্রিয় স্থান কি? প্রিয় কার্য কি? কিসে তিনি প্রীত, আর কোথায় সে কৃষ্ণ?—তখন যে দেখতে পাবে সারা জগৎ জুড়ে তাঁর ব্রজধাম, তাঁর স্থান কোথাও সীমাবদ্ধ নয়। সেই সর্বব্যাপী কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ যদি কৃপা প্রদর্শন করে কারো ভালবাসা গ্রহণ করেন তার কাছে তখন জগতের রূপ অভিনব হয়ে যায়। সেই কৃষ্ণকে প্রাণ ঢেলে ভজনা কর, কৃষ্ণের পূজা কর, কৃষ্ণ চিন্তা কর, কৃষ্ণপ্রদত্ত কৃপা বারিতে চিত্ত কালিমা বিধৌত করে স্বচ্ছ দিব্যজ্ঞানের অধিকারী তিনিই করবেন, আর কারু তা’ করবার সাধ্য নেই।’

বিমনাভাবে সরযু বল্লে, ‘মা, গোবিন্দের আদেশের কথা কিছু বলুন।’

‘মা, গোবিন্দ আমায় কৃপা করে বহু উপদেশই দান করেছেন, তার সর্বপ্রথমেই বলেছেন “অন্তঃকরণ পবিত্র কর”। পবিত্র-অন্তর, অজ্ঞান-কালীমাশূন্য অন্তর না হলে তাঁর ভাবের রং ধরবে না। ধৌত পরিস্কার বস্ত্রেই রং ধরে, মলিন বস্ত্রে কি রং ধরে? একবার বলেছিলেন “প্রবৃত্তির আলোচনায় নিবৃত্তি”। আমাদের প্রবৃত্তি বৃত্তিটিকে বর্জনীয় জ্ঞানে এড়িয়ে গেলে চলবে না, তার স্বরূপ ভাল করে বিচার করে না দেখে চাপা দিলে নিবৃত্তি আসবে না। প্রবৃত্তিকে নিয়ে ব্যবহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে তার অসারত্ব বিষয়ে মনে প্রাণে আলোচনা করো, যখন তার মধ্যে সার বস্তু কিছুই মিলবে না, তা'থেকে আনন্দের আস্বাদ পাবে না তখনই মনের নিবৃত্তি হবে। যে বিষয়টি বুঝতেই পারলুম না, তা' ছাড়া-ধরা সমান কথা। সন্দেশপূর্ণ থালাটিকে সামনে রেখে মনের শাসন নিরর্থক, কখন যে লালসা বৃত্তিটি চঞ্চল হয়ে উঠবে তার স্থিরতা নেই। কিন্তু সন্দেশের আস্বাদনটি জানা থাকলে তাতে অনৈসর্গিক কিছুই নেই ভাবলে এক সময়ে লালসার প্রবলতা হ্রাস হবে, উপেক্ষা আসবে। গোবিন্দ একবার আমায় বলেছিলেন "তোমার চিকিৎসার ভার আমায় দাও।" আমি ভব-ব্যাধিগ্রস্ত জীব। ভব ব্যাধির চিকিৎসক ভগবান, ব্যাধি-আরোগ্যের ভার চিকিৎসকের উপরেই ছেড়ে দিতে হবে, চিকিৎসকের চেষ্টায় আমি ব্যাধি মুক্ত হবো—নিজের চেষ্টায় নয়। তবে নিজেকে একেবারে তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে হবে, এতটুকুও ধরে রাখলে তাঁর কৃপা হবে না। প্রথমে বিশ্বাস—পরে নির্ভর।'

সরযূ বললে, 'মা, আপনি কত দিন বলেছেন ভগবানের কৃপা তো আছেই, নিজের চেষ্টা রাখতে হবে, এখন আবার বলছেন, নিজের চেষ্টায় কিছু হবে না ভগবানের কৃপাতেই হবে।'

বল্লুম, 'নিশ্চয়! ভগবানের কৃপা এবং আমার চেষ্টা এ দু'টি একসঙ্গেই চাই। কর্মকর্ত্তা ভগবান, কিন্তু তাঁর

LIBRARY
No.
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজের সহায়তা আমায় করতে হবে বই কি? চিকিৎসকের কাছে ব্যাধি আরোগ্যের আশায় বিশ্বাস ও আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হওয়া রূপ চেষ্টা আমার, আর ব্যাধিগ্রস্তকে আরোগ্য দান দিতে ভগবানের। অগ্রসরটি হওয়া তাঁর কৃপা; আমি চেষ্টা যত্ন ও আগ্রহ নিয়ে তাঁর কাছে এসেছি তবেই না সেই চিকিৎসক আমার চিকিৎসার ভার নিতে রাজী হলেন। আরোগ্য চিকিৎসক দিবেন, আমার চেষ্টা তাঁর সেই দানের সহায়তাকারক। আর নিজের চেষ্টা বলতে কি বুঝায়? চিকিৎসকের উপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করো, তাঁর ইচ্ছানুসারে চল, তিনি তাহলেই না রোগীকে নির্ব্যাধি ক'রতে সমর্থ হবেন। ব্যাধি যখন আমার খুব বেশী কষ্টদায়ক বলে জ্ঞান হবে তখনই আমি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবো। চিকিৎসকের হাতে গেলে অর্থাৎ চিকিৎসার ভার তিনি যদি লন, সম্পুর্ণ আরোগ্য না হলে বিজ্ঞ চিকিৎসক কখনই রোগীকে ছাড়েন না। ঠাকুরের কথাতে আছে "হাসপাতালে নাম লেখালে এতটুকু ব্যাধি থাকতে ছাড়বে না।" তুমি তাঁকে ভার দিতে পারলেই নির্ভয়। দিতে তোমার হবেই। যা দিয়ে তিনি তোমায় সাজিয়ে দেন সেই সাজটি সমেত নিজেকে তাঁর পায়ে সঁপে দিতে হবে—তাঁর জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া, তাঁর ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছা এক করা বা লয় করা। গোবিন্দ আমার বলেছিলেন "তোরা যদি নিজেকে আমায় দিস্, আমি আদর করে নি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবেই দেখ, তাঁর কৃপা তো আছেই, তিনি কৃপা নিয়ে তো আমাদের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু আমার নেবার চেষ্টা না থাকলে তাঁর অঞ্জলিভরা কৃপাবারি আমায় প্লাবিত করে দিয়ে সফল হতে পারছে না। মায়েরা সব, তোমরা একবার চিন্তা করে দেখ, আমাদের আপন করবার জন্যে, আমাদের পরিত্রাণের জন্যে ভগবানের কি না ব্যাকুল প্রচেষ্টা। কি আদর করেই আমাদের তিনি নিয়ত ডাকছেন, কিন্তু কি হতভাগ্য মোহাকুল জীব আমরা, তাঁর ডাক, তাঁর আদর, সেই আকুল আহ্বান অন্তরকে স্পর্শ মাত্র করছে না! তিনি ডাকছেন, নিয়ত ডাকছেন, অবিরাম ডেকেই চলেছেন—সেই ডাক সেই ধ্বনি সেই বংশী রব যদি কারো প্রাণে প্রবেশ করে তখনই তার সংসারের আনন্দরস বিষাক্ত হয়ে পড়ে, সে রব যার কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছে, অন্য কোন রব আর সে প্রাণকে স্পর্শ করতে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ বনে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন না, প্রতি মানবের মনে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন, সেই অনাহত ধ্বনিতে মন দিলেই আমার মর্ম্মের মধ্যে তাঁর স্নেহের আহ্বান প্রবেশ করে প্রাণকে আকুল করে তুলবে। পদাবলীতে বলেছে "বাঁশী রাধা বই আর অন্য নাম জানেনা গো"—বাঁশী রাধাকেই তো ডাকছে, যে ভগবানের দিকে ধাবমানা ভগবানের সাধিকা সেই শ্রীমতী রাধা—তাই বাঁশী অবিরত রাধা নামেই বিশ্বকে ডাক দেয়। বাঁশীকে যে ডাকে—বাঁশী যে শুনতে চায়, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামের বাঁশীর সুরটি শুনতে পায়। সে সুরটি কি? পদাবলীতে বলেছে, সেই সুর—"এসো রাই, কাছে এসো, এসো এসো রাই।" অপূর্ব্বচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী প্রতিভা মেয়েটি বড় শান্ত প্রকৃতির লক্ষ্মীরূপা, সকল বিষয় অনুভবের শক্তি সত্ত্বেও মুখ খুলে কিছু জিজ্ঞাসা তোলে না, সে সহসা বলে উঠলো, 'মা কৃষ্ণের হাতের বাঁশীটি কি বস্তু আমরা কি দিয়ে বুঝবো।' আনন্দাপ্লুত বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রতিভার দিকে চেয়ে এই কথাটি মনে হলো গোবিন্দ তোমার কৃপাতেই মূকঃ করোতি বাচালং—উত্তরে বল্লুম, 'মা মন দিয়ে বুঝবে। দেহ দিয়ে বুঝতে চাও, দেহের মেরুদণ্ডটি যোগ দিয়ে বুঝতে চাও অনাহত নাদ ধ্বনি, জ্ঞানেতে ছাবা ধরিত্রীর আকর্ষণ বিকর্ষণ, ভক্তিতে ধরতে চাও—পরমাত্মা জীবাত্মার আকর্ষণই ঐ মুরলীধরের মুরলী বা শ্যামের বাঁশী। আবার কাব্যবংশী শ্রুতির নির্দেশ বেদ পুরাণাদি ভগবানের বংশীরব।—"কাব্যাদেব যতস্তেন তৎ স্বরূপং নিরূপ্যতে।"

সরযূ হঠাৎ প্রশ্ন করলো, সেদিন আমায় মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তদের নাম বলেছিলেন। তারা সবাই মেয়ে—ছেলেদের নাম ত বলেন নি?'

আমি বললুম, 'তুমি তো জিজ্ঞাসা করোনি। এদের নামও তোমরা সকলে গোপন রাখবে। তারা এই—ডাক্তার বাবু, নরেশ হালদার, জীবন ভট্টাচার্য্য, সুধীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হালদার, গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, শিশির বসু, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ রায়, অপূর্ব মুখার্জী, হীরেণ বসু, গুণেন মিত্র ও অর্ধ গাঙ্গুলী।'

মেয়েদের নাম ক'টিও শুনে গৌরী বললে, 'মা গো! মায়ের ওসব সন্তানদের মধ্যে আমার নাম আর টেনে আনবেন না, শুনতে আমার খুব কষ্ট হয় লজ্জা হয়, আপনি শুধু আমায় আশীর্বাদ করুন।'

তাকে সস্নেহে বল্‌লুম, 'বেশ মা, এই কথাই ভাল, তোমার তপস্যা নীরবেই, বেশ ত।'

সরলা বল্লে, 'মা আমার প্রাণের অনেক কথা মার কাছে জানাবার আছে, কিন্তু স্বার্থান্ধ প্রাণে সংসারটাই প্রবল হয়েছে, তাই সংসারের কথাই আপনাকে জানাই, প্রাণের কথা প্রাণেই থাকে। সদ্‌গুরুর শিষ্য হয়ে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে পারলুম না মা! কি অসার যে আমি, এখনো সেই সংসারের কুটিকাঠি নাড়ছি। আমার স্বামীর উন্নত অবস্থা তো আপনি দেখেছেন? শ্রীগুরুর ইচ্ছানুরূপ ভাবে জীবন চালিয়ে শান্তিলোকে স্থান পেয়েছেন, এখন আমার উপায় করুন মা, এবয়সে এখন পর্যন্ত এতটা সংসার বন্ধন যে আর সহ্য হয় না মা।'

উত্তরে বল্‌লুম, 'মা, বন্ধনের ব্যথা সকল বয়সে ও অবস্থাতেই সমান কষ্টকর। গোবিন্দ আমায় শিকলে বদ্ধ টিয়া পাখীর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিলেন—সে টিয়া আহার বিশ্রাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেছে, ঘুরছে ফিরছে, গানও গাইছে কিন্তু সকল অবস্থাতেই তার চেষ্টা ঠোঁটের আঘাতে শিকলটি কাটতে। অহোরহঃ বন্ধন মুক্তির চেষ্টা রাখো, বন্ধন বেদনার বোধ রাখো। ভোলা মন ভুলে গিয়েই না যত গোল করে ফেলে। বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামীপাদের মন্ত্রশিষ্য তোমার স্বামী, তাঁর সহধর্মিনী তুমি—নিজেকে এত তুর্বলই বা ভাবছো কেন? শ্রীগুরু চরণ তোমার সহায়, তিনিই উপায়—তাঁকে প্রাণ ভরে ডাক, সর্বদা স্মরণ কর, তাঁর সন্তানকে কি তিনি কখনও ভুলতে পারেন?'

অশ্রুপূর্ণনেত্রে সরলা বল্লে, 'সত্যি মা! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, বড় তুর্বল হয়ে পড়েছি। আপনার আদেশ ও উপদেশ এখন জীবনের বল।'

বললুম, 'মাঝে মাঝে, পুকুর ঝালাবার দরকার হয় বটে। পুকুর কেটে জল এনেছেন শ্রীগুরু, মনের মাটি কেটে তা'তে রসদান শ্রীগুরুর কৃপাতেই হয়। সেই পুকুরটিতে পাঁক জম্‌লে অপরের সাহায্যেরও দরকার। সতুপদেশ সৎ আলোচনায় বিশুদ্ধ-অন্তর-সরসী নূতন সলিলে ভরে ওঠে; এজন্য কৃষ্ণকথার শ্রবণ মনন ও নিষ্ঠাসন সর্ব্বক্ষণই প্রয়োজন।'

নির্ম্মলা বল্লে, 'মা, কৃষ্ণ কথা শুন্‌তে বল্‌তে কৃষ্ণ রূপ দেখতে তো কৃষ্ণই আমাদের দিচ্ছেন না। যে সংসারে ঢুকিয়ে দিয়েছেন মা, তার থেকে নড়বার সরবার আর কোন উপায় তো দেখি না! পূজাসন্ধ্যার তো বালাই নেই, একটু দেব-দেবীকে নমস্কার করবারও যে সময়টুকু, সংসার সেটুকু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় দিতেও নারাজ। আপনার এখানে এলে সবই তো পাই মা, এত সুযোগ এত কাছে থেকেও বঞ্চিত হই সংসারের তাড়নায়। এখানে যে সময়টুকু থাকি সেটুকুর মধ্যে সংসারে কত বিশৃঙ্খলাই না ঘটে। মনে তো হয়, এক প্রাণে বসে তাঁকে ডাকি, গুরুর দেওয়া ধন জপ করি, পূজা-ধ্যান করি। সর্বক্ষণই তো সংসারের চিন্তা, একটু খানি তাঁর চিন্তা করি—কিন্তু তাতো পারি না মা! দুঃখ হয়, সময়ে সময়ে খুবই দুঃখ হয়। আবার নিজের মনে বুঝে নিই এ সংসার তো ভগবানেরই দেওয়া, অনাদর করলেও তো তাঁরই কাছে অপরাধী হবো। সংসারী লোকের এদিক্ ধরা সহজ হয় না মা।'

বল্লুম, 'সংসারী লোকের জন্যেই এসব ব্যবস্থা মা! বনচারীদের জন্যে নয়। তাঁরা তো বহু ফেলে একটি নিয়েই বিভোর হয়ে আছেন। তৌলদণ্ড জান তো?—ওজন দাঁড়ি। তৌলের দণ্ড যেটি সেটি সংসার, তার দুটি শাখা পাল্লা তৌল—একটিতে তার সাংসারিক বিষয় বস্তু, অপরটিতে বিবেক-বৈরাগ্য, দু'টিই একসঙ্গে ভরে নাও, একটিও খালি রেখ না। ভরবে তো নিজেরই মনকে দিয়ে, তা সেই মনকেই জান্‌তে দাও যে যা কিছু সবই কৃষ্ণের জন্য, যা করি সবই ভগবানের কাজ করছি, তাঁরই সেবা হচ্ছে। বালকদের লালন পালন করে ভাববে, বাল-গোপালের সেবা করছি। স্বামীসেবাতে গোবিন্দসেবা চিন্তা করো, পিতামাতার সেবা হরপার্বতীর সেবা জ্ঞান করো।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আট

দ্বিতীয়ার পাণ্ডুর চাঁদটি সন্ধ্যার আকাশে একবার উঁকি দিয়েই নীল সাগরে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেদিকে চেয়ে অন্য মনস্ক হয়ে ভাবছিলুম ঠাকুরের কথা—শক্তি হিসাবে প্রকাশ।

করুণা এসে ডেকে বল্লে, 'মা এখনও আসনে বসেননি কেন? এমন সময় যে মাকে পাবো তাতো ভেবে আসিনি, এখন বুঝতে পারছি যিনি আজ আমায় ব্যাকুল করে টেনে এনেছেন তিনিই আমার জন্য এই সুযোগটি করে রেখেছেন।'

সচকিত হয়ে উঠে ওকে বল্লুম, 'আসনে যেতে গিয়ে আকাশে দৃষ্টি পড়ে গেল আর মনে একটা ভাব এসে পৌঁছালো তাই বসে বসে চিন্তা করছিলুম।' হেসে করুণা বল্লে, 'সুন্দর কথা তো মা! আমরা তাহলে নতুন কিছু শুনতে পাবো। কি দেখছিলেন মা?' বল্লুম, 'দেখছিলুম, যে চাঁদটি সত্ত নিজের ম্লান কৃশ দেহটি নিয়ে কম্পিত চরণে পৃথিবীর আকাশ থেকে সরে গেলেন, উনিই আবার জগৎকে শক্তি পুষ্ট করেন, কান্তি দান করেন, জগতের অন্ধকার অপসারন করেন। উনি তো নিজেই অন্যত্র হতে তাপ বা শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে তবেই অপরকে শক্তি দান করেন; দিনে দিনে পলে পলে বল সংগ্রহ করে ষোল দিনে ষোল কলায় পূর্ণচন্দ্র অমৃত-পূর্ণ-ভাণ্ড বুভুক্ষু জগতে অকৃপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্তে ঢেলে দিয়ে রস-যুক্ত রাখেন—যতটুকু সংগ্রহ ততোখানিই দান।

ভগবত্ চিহ্নিত মহামানবেরাও মানব জগতের চন্দ্র স্বরূপ, মানব হৃদয়ের অজ্ঞান অন্ধকার তাঁরা দূরীভূত করে আনন্দ-পূর্ণ নব-জীবন, তুলনা-বিহীন জীবন দান করেন। ভগবত শক্তি কেউ বা দু আনা অধিকারী, কেউ বার আনা ছয় আনা ইত্যাদি করে ষোল আনায় ষোল কলায় পরিপূর্ণ পূর্ণচন্দ্র। এই পূর্ণচন্দ্রের হ্রাস নেই, এ চাঁদে সে চাঁদে এই খানেই মস্তবড় প্রভেদ।'

করুণা বিমুগ্ধভাবে বল্লে, 'সত্যিই মা শোনবার মতই কথা; আমাদের বোধ আর আপনাদের বোধ ও এইভাবেই তফাৎ। আমরাও তো চাঁদ দেখেই যাই কিন্তু এমন কথা কি কখনো ভেবেছি। আচ্ছা মা, বত্রিশ জন সাধুর যে পরিচয় আমরা পাই তার পরেও তো অনেক মহাজন আছেন, তাঁরাও তো চাঁদ, তা তাঁদের কোন উল্লেখ পাই না কেন, তাঁরা কি পূর্ণচন্দ্র নন?'

উত্তরে বল্লুম, 'মা শক্তি হিসেবে প্রকাশ প্রতিপদের চাঁদ হতে পূর্ণচন্দ্রে সেই শক্তি সুস্থির। আবার দেখ পূর্ণিমার উদয় হতে অস্ত পর্য্যন্ত একভাবে স্থায়ী। যাঁরা পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়েছেন তাঁদের কথাই জগৎ জানতে পারে, অসম্পূর্ণ চন্দ্রকলার প্রতি ততটা চোখ পড়েনা তো।'

করুণা বল্লে, 'মা একটি কথা বলবো আপনি রাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবেন না বকবেন না তো ?' আমার বিষয়ে ইঙ্গিত বুঝে বাধা দিয়ে বল্লুম, 'বুঝেছি করুণা, কিন্তু বলবো না—বলা উচিৎ নয়, নিজেদের বোধ দিয়েই বুঝে দেখে স্থির করো—তা পঞ্চমীর অষ্টমীর কিম্বা ত্রয়োদশীর চাঁদ।' হাস্যোজ্জ্বল মুখে করুণা আমার দিয়ে চেয়ে রইল।

কথা ফিরিয়ে তাকে বল্লুম, 'করুণা তুমি কতক্ষণ আছ।' করুণা বল্লে, 'দশটার সময় এসে নিয়ে যেতে বলে এসেছি মা ; সব কাজ সেরে রেখে এসেছি আপনার কাছে কিছু জেনে নেব বলে।' বল্লুম, 'বেশ, বোস তুমি, আমি আসনে যাই।'

সন্ধ্যারতি আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ও আশে পাশের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বাজনার তালে তান দিয়ে নাম গাইতে থাকে, বালক বালিকা মিলিত সুমিষ্ট কণ্ঠে নাম-ধ্বনি বড় মধুর মর্ম্মস্পর্শী হচ্ছিলো, সময়োচিত ভাবে নামের প্রভাব যেন দশগুণ বৃদ্ধি পেলো। সকলের অন্তরের অন্তঃস্থল সঙ্গীতময় হয়ে নেচে চল্লো, সে যে কি আনন্দ—কি ভাব! বহুক্ষণ ধরে প্রাণ বিভোর থাকে। এই আরতি দর্শনার্থি লোকের ভীড়ও অনেক হয়। আরতি দানের সময় নিজেকে যেন ভুলেই যাই, বুঝি বা কৃষ্ণ সঙ্গে কৃষ্ণ নাম তরঙ্গে ডুবে যাই অথবা কি যে হয় তা ভাষা দিয়ে বুঝাতে পারবো না—তাই তো রাধারাণী বলেছেন—

"কৃষ্ণ নামে এত জৌল কেমনে জানিমু
ধ্বনির সহিত সখি সব পাশরিনু—"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরদের ভোগ দিয়ে শয়ন দিলুম। দরজা বন্ধ করে বাহিরে এসে দেখি নয়টা বাজে।

করুণা বল্লে, 'মা আপনার আজ শয়ন দিতে বেশী দেরী হয় নি।' বললুম, 'নয়টা হতে দশটার মধ্যে শয়ন দিই, ঠিক্ নিয়মধরা ভাবে সেবা মায়ের হবে কি করে, উনি বহু সন্তানের জননী যে?'

দেখলুম গৌরী ও কমু বসে আছে। কাপড় ছেড়ে এসে তাদের মধ্যে বসলুম। বললুম, 'বল করুণা, তোমার কিসের কথা?'

করুণা বললে, 'দেখলেন তো মা, গৌরীদির কি হিংসুটে-পনা; আমি বেছে বেছে রাত দশটায় এসেছি ও ঠিক্ আপনার কোল আগলাতে এসে বসে আছে, কেন বলুন তো মা?'

গৌরী বল্লে, 'মা ঠিক্ করে বলবেন কার হিংসুটেপনা! একা নেবো, একা পাবো, এ কথা তো আমি বলিনা, তোদের যা দরকার তোরা নিয়ে নে না, আমি বসে বসেই না হয় একটু চোখেই দেখি।'

করুণা বল্লে, 'মুখে কিছু না বললেও প্রাণ টাটাবে কিনা বলুন না?'

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে গৌরী দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, 'আচ্ছা তোরাই মাকে খাওয়াবি, আমি যাচ্ছি।' তখন গৌরীকে জড়িয়ে ধরে করুণা বলে উঠলো, 'তা হচ্ছে না, যেতে দেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, মাকে খাইয়ে যাবেন, আমি ততক্ষণ মাকে দু'টো কথা জিজ্ঞাসা করি।'

প্রতিবাদ করে গৌরী বল্লে, 'তোরা রাত দশটায় মাকে বকাবি তা হবে না, মা তো কথা পেলে সব ভুলেই যান।'

কমু বল্লে, 'গৌরীদি, ঐ জন্যেই তো আপনাকে সবাই এত কথা বলেন, মাকে আপনি বড্ড আগলে থাকেন।'

গৌরী আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'মা, আপনি বিশ্রাম করতে চলুন, কথা বরং কাল হবে, সেই ভাল না?'

বললুম, 'না মা, করুণাকে আমি বসিয়ে রেখেছি যে, তার কথা শেষ হলেই আমি বিশ্রামে যাব।'

কমলা হেসে উঠলো, 'ও গৌরীদি! আপনি পারলেন না, করুণা শক্ত দড়ি দিয়ে মাকে বেঁধেছে।' মিষ্ট হাস্যে সকলেই এ কথার সায় দিল।

তখন করুণা বল্লে, 'মা, যে বিষয়টি বলতে চাইছি, সকলের মধ্যে তা' কি বলা চলে?'

বললুম, 'সকল বলতে এরা তো তোমার গুরু-ভগিনী, এদের মধ্যে গোপনীয় বিষয় বলা চলে, তবে তার মধ্যেও যা বিশেষ গোপনীয় তা অবশ্য মাত্র দুজনের জন্য—অর্থাৎ বক্তা ও শ্রোতামাত্র।' করুণা বল্লে, 'মা, আপনি আমায় জিহ্বায় সর্বক্ষণের জন্য নাম রাখতে বলেছেন, আমিও স্বপ্নে সেই আদেশ পেয়েছি। "কৃষ্ণ দীক্ষাই দীক্ষা, কৃষ্ণ নাম লও" —রাধাকৃষ্ণ কিন্তু বলেন নাই, শুধুই কৃষ্ণ নাম নিতে আদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেলুম। সেই হতে জিহ্বা নাম নিয়ে আছে, ঘুমুতে ঘুমুতে নাম চলে ঘুম ভাঙ্গলেও তা বুঝতে পেরেছি। আজ কয়দিন হতে দেখছি তালু দিয়ে নাম আসছে, জিহ্বা তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, এটি কি হচ্ছে মা! ঠিক তো বুঝতে পারছি না।'

বললুম, 'করুণা, তালুর উর্ধ্বস্থলে অহোরহ প্রণব ঝঙ্কৃত হচ্ছে, সেই ঝঙ্কার ষোল ধারে বর্ষিত হয়ে সমস্ত দেহ বেষ্টিত হয়ে আছে। আজ তুমি নাম ধরেছ, নাম যেদিন তোমায় ধরবে তখন তোমার সর্বেন্দ্রিয়ে শিরা উপশিরায় নামের প্রভাব বয়ে চলবে। তোমায় ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, চেষ্টায় অচেষ্টায় আপনা হতেই নাম ঝঙ্কৃত হয়ে চলবে—অর্থাৎ নাম তোমার মধ্যে জাগ্রত হয়েছেন, তুমি রব ধারণে সমর্থ হলে; এ অতি উত্তম অবস্থা। এ সময় খুব যত্নে লক্ষ্য রাখবে নাম কোন পথে উদ্গত হচ্ছেন—তালুদেশ, কণ্ঠ, জিহ্বা, হৃদয়, পৃষ্ঠ কিম্বা পার্শ্বদেশ। ধ্বনি ব্রহ্মরূপ, বাক্য ব্রহ্মশক্তি। ইহা প্রতি দেহেই অধিষ্ঠিত আছে; মণীষীগণ এই বাক্যশক্তি সংহত করে হৃদয়ে ধারণ করেন, ইহাকেই যথার্থ মৌনী বলে। বাক্যাবেগ বা শক্তি ঊনপঞ্চাশৎ। প্রাণের অধিষ্ঠান এই ঊনপঞ্চাশৎ বর্ণের মধ্যে। এই ঊনপঞ্চাশ বেগ সংযত হয়ে এক নামমুখী হয়ে ধাবিত হয়। এ হতে মানুষের আর কি সৌভাগ্য আছে! নামের মালা গেঁথে বর্ণে বর্ণে আত্মা বা প্রাণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাস ভক্তের প্রাণায়াম। কিন্তু মনে রেখো এ অবস্থাটিকে স্থায়ী রাখা আয়াসসাধ্য, এ সময়ে বৃথা বাক্যব্যয়ে বিশেষ সাবধান থাকতে হয়। ধনরত্ন যেমন যত্নে রক্ষা করতে হয়, এই বাক্য-ধন রক্ষা করতে ততোধিক যত্নের দরকার। গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন—"প্রত্যেক বাক্যই মন্ত্র"—মন্ত্রের প্রভাব, মন্ত্রের প্রতাপ জগত ব্যাপ্ত। মন্ত্রই ভগবান। মন্ত্রই শব্দব্রহ্ম। বাক্যের স্বরূপটি বুঝলেই প্রণবের ধারণা দৃঢ় হবে। প্রণব পরব্রহ্মের প্রতিবাচক। শক্তি সমেত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বা আ-উ-ম এই ওঁকার। আকারে ব্রহ্মা, উকারে বিষ্ণু, মকারে রুদ্র। বিন্দুটি শক্তি।'

করুণা বল্লে, 'মা বাক্য-রক্ষা কি ভাবে ক'রতে হয়?'

বল্লুম, 'সাধারণ ভাবে বহুজনের সঙ্গে বহু বাক্য বলবে না, এতে বাক্যের অপব্যবহার হয়, বহু বাক্যব্যয়ে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে হয়ে পড়ে। মিথ্যা বাক্যটি একেবারেই বর্জন করবে, বাক্যে ও ব্যবহারে সত্যকে পূর্ণরূপে বজায় রাখবে—সত্যই তপস্যা।'

—"সত্যরূপং পরব্রহ্ম সত্যং হি পরমন্তপঃ
সত্যমূলং ক্রিয়া সত্যা সত্যাৎপরতরংনহিঃ।"

বাক্য লক্ষ্যহীন ভাবে চলছে তাতেই চঞ্চল, বাক্যে লক্ষ্য পড়লে আপনা হতেই বাক্য স্থির হবে, মন-মুখী মন হলেই বাহ্য বিষয় স্থির হবে মা।'

করুণা বল্ল, 'আপনি আশীর্বাদ করুন আমার যেন প্রকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ জন্মে। এখন আমার উপর কি আদেশ করবেন করুন ?'

বল্লুম, 'যা করছো তাই করবে, সর্বক্ষণ মননে তাঁকে ধরে রাখবে, স্মরণে তাঁর পূজা করবে, সর্বসময়ে নাম জপবে, নাম গাইবে, নামামৃত পানে মনের সন্তোষ দেবে, হৃদয়ের পঞ্জরে পঞ্জরে নাম গেঁথে রাখবে, কৃষ্ণ নাম অবলম্বনে পথ চলো। নামের বলই প্রকৃত বল, নামের আশ্রয়ই প্রকৃতপক্ষে তাঁরই আশ্রয়—নাম মহারত্ন।

তোমাদের মনে আছে, লঙ্কাদগ্ধ করে মহাবীর জনক-নন্দিনীকে গিয়ে বললেন, "মা যে বলে সাগর উল্লঙ্ঘন করে এসেছি এখন যে তা'তে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি, আশীর্বাদ কর আমি সাগরে পাড়ি দিই।" মা জানকী একটি ছোট্ট পুলিন্দা দিয়ে বললেন, "বৎস, এই বস্তুটি বুকে ধরে সাগর উল্লঙ্ঘন কর, এই বস্তুর বলেই তুমি বল পাবে।" সাগর পারে এসে মহাবীর সর্ব্বাগ্রে জানকীর দেওয়া মোড়কটি খুলে, কি বস্তু মা দিয়েছেন বলে দেখতে গিয়ে দেখেন তার মধ্যে "শ্রীরাম" এই নামটি লেখা। নামই বস্তু, নামই বল। আবার দেখ, সত্যভামাদেবীর বিপদ উত্তীর্ণ ঐ নামের বলে হলো। নাম ও নামী একই; যজ্ঞ ব্রত তপস্যা দান—যত কিছুই হোক না, নামের উপরে কিছুই নয়; নাম ও নামী এক, তাই ঐ একটি নামের মধ্যেই নামীকে মিলবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরী বল্লে, 'মা করুণাকে তো সব দিয়ে দিলেন, আমাদের উপায় কি বলুন তো?' বললুম, 'তোমাদেরও ঐ একই উপায়, ওকে ত লুকিয়ে কিছুই দিইনি। "নাম ভজ, নাম চিন্ত, নাম কর সার, অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার"—কৃষ্ণ চিন্তা কর, কৃষ্ণ নাম চিন্তা কর, তোমাদের তো বলেছি মা! দিনে রাত্রে ত্রিংশবার চিন্তায় কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করবে, সর্ব্বাবয়বে বসনে-ভূষণে-মণ্ডিত কৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তা করবে, এ যদি মানস দর্পনে প্রতিভাসিত হয় তবে তখন বুঝবে কৃষ্ণ চিন্তা, তাঁর নামের পরিচর্য্যা তোমার সার্থক হয়েছে, নামের রং ধরেছে। মীরা দেবীর ভজনে পাওতো —"তোমার ও রূপ ছবি আঁক নয়নে, অন্তর মুকুরে ফুটিও গোপনে।"

কৃষ্ণনামের সঙ্গেই রাধা নাম যোগ রয়েছে—'ক'য়ের সঙ্গে 'র' আছে। নাম জপ, রূপ চিন্তা কর—রূপটা হ'ল অবলম্বনের বস্তু, সকল প্রকার উপাসনায় এজন্য রূপ থাকা আবশ্যক। রূপের সঙ্গে গুণ কর্ম ও স্বরূপ জড়িত। খৃষ্টীয় ধম প্রচারকেরা আমাদের সনাতন ধর্মকে পৌত্তলিক ধর্ম বলেন, আমরা রূপের আরাধনা করি এজন্য।

কিন্তু তাঁরাও তো যীশুখৃষ্ট রূপের, গুণের, কর্মের উপাসনা করেন। মহম্মদীয়েরাও তাই করেন। আকার ব্যতীত উপাসনা সম্ভবে না, অবলম্বন ব্যতিত মন কার ধ্যান করে? রূপের অন্তরের অন্তঃস্থলে স্বরূপ থাকবেই, রূপের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোলে কোলে গুণ, আর গুণের পাশে পাশে কর্ম। কৃষ্ণ নাম বলতে যেমন সজল-জলদ-নবীন শ্যাম রূপ মনে হয়, তার সঙ্গে মোহন মুরলী বাদন সঙ্গে গুণাবলী স্মরণে আসে, ষড়ৈশ্বর্য্যপুরিত কর্মাবলি সঙ্গে ঈশ্বরত্ব স্বরূপ হয়। আবার রাম নাম বলতে নবকিশলয়-ঘনশ্যাম-আয়ত-অরুণ-নয়ন-রামরূপ মনে হয়, অখণ্ড প্রতাপ গুণাবলির সহিত বিক্রম-পুরিত কর্মাবলি স্মরণে স্বরূপের ঈশ্বরত্বের প্রকাশ হয়। কোন ব্যক্তির নাম ধরে ডাকলে তার আকৃতি তখনই মনে উদয় হয় ও আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতিও চিত্রিত হয়। তোমায় ডাকতে কিম্বা ভাবতে তোমার রূপ গুণ কর্ম সবই চিন্তায় এল। তাই বলি, তোমার ভালবাসার ধনকে ভাবনা কর। যাকে জান না তার ধ্যান হয় কি প্রকারে? এ জন্য রূপের উপাসনা কর, তাঁর অনন্ত বিভূতির মধ্যে একটিতে মনকে ডুবিয়ে দিও।

স্বরূপে যিনি, রূপে তিনি, অরূপে ও অন্তরেও পূর্ণ সেই তিনি। আমরা রূপের পূজা করি, আমরা পৌত্তলিক—এ অতি উত্তম খ্যাতি। সনাতম ধর্মে ঈশ্বরত্বের সঙ্গে চতুর্দশ ভুবনের রূপ ফুটিয়েছে, সেই চতুর্দশভুবন-পালয়িতা দেবতাদের রূপের সঙ্গে নাম-গুণ-কর্ম ফুটিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তেত্রিশ কোটি দেবতা; হাসি রহস্যের কথা নয়, তাঁদের গুণকার্য্যাবলিতে রূপ নাম প্রকাশ, অন্তর-জগতে বাহ্য-জগতে একই ভাবে সেই দেবতাগণের কার্য্য চলছে, শক্তি চলছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম এক, এই সনাতন ধর্ম অখণ্ড প্রজ্বলিত অগ্নি। প্রজ্বলিত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল অগ্নিরই রূপ অপরাপর ধর্মসমূহ।'

করুণা বল্লো, 'মা সাম্প্রদায়িকতা কি দরকার?'

বল্লুম, 'মোটেই নয়। স্বরূপে যাদের বোধ নেই তাদেরই দলাদলি। আরম্ভ সময়ে পৃথক, পরিণামে এক।'

করুণা বল্লে, 'মা এক তো বটে, কিন্তু বাইরের কর্মদ্বারায় যে ভিন্নতাও দেখা যায়। একটি ধর্মসম্প্রদায়ের কথা শুনেছি তাঁরা নিজ শরীরের কোন দ্রব্য ত্যাগ করেন না, মলমূত্র শ্লেষ্মা ইত্যাদি একটি করঙ্গে বিন্দু-বিন্দু ভাবে সংগ্রহ রেখে গ্রহণ করেন বা আহার করেন, এটি কিরূপ ধর্ম উপদেশ মা?'

বল্লুম 'ভ্রান্ত! পৈশাচিক কর্ম, বিষ্ঠামূত্র ভোজন কোন সাধনের অঙ্গ নয়, অতি নিকৃষ্ট ঘৃণ্য পন্থা, এভাবে মনোজয় হয় না। জৈবক্রিয়ায় বিষয় সমূহ বর্জনীয় নয় এরই ভ্রান্ত ধারণার অজ্ঞানতার বশবর্ত্তী।

ভগবান লাভের জন্য যে কর্ম তাকে সাধনা বলা হয়। সকলেই ভগবানকে চাইছে কিন্তু ঠিক ঠিক ধরতে পারে না বলে যথার্থ করে অবলম্বন পায় না; সেজন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যাদের পূর্বানুষ্ঠিত পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত তারাই সদ্‌গুরু দর্শিত পথে সহজেই স্বস্থানে স্থান লাভ করতে পারে, ইষ্ট লাভ হয়। সাধনারও তো ক্রম আছে।

গীতাতে ভগবান বলছেন "কোন উপাসনা জগতে নিষ্ফল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। যে যার উপাসনা করছে তার ফল আমি সেই ভাবেই প্রদান করি। সেব্য আমি ভিন্ন বা আরাধ্য অপর কেউ নেই, তবে ভ্রান্তি বশে আমার সেবা না করে জীবগণ আমার ভাব যথাযথভাবে বুঝে আমার উপাসনা করো, আমাতে মন প্রাণ অর্পণ করো। এরজন্য অলৌকিক ভয়ঙ্কর কিছু করবার প্রয়োজন দেখি না, তোমার সর্বকর্ম ও জীবনযাত্রায় যা কিছু করনীয় তা আমার জন্য করছো, আমার তুষ্টির জন্য করছো, এই ভাবে ভাবনা করে চল, তাতেই তোমার যাবতীয় কর্ম আমায় অর্পিত হয়ে আমারই সেবা করা হবে।" আমিও ক্ষুদ্র জীব হয়ে বলছি মা! ধর্ম ধর্ম করে লাফালাফির কোনই দরকার নেই,—নিজের নিজের কর্ত্তব্য কর্মই নিজের ধর্ম, নিজের কাজে লক্ষ্য দিয়ে চল, কাজটি যেন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। শিরে জল ঢাললে সর্বাঙ্গই ভিজবে, আলাদাভাবে হাত পা মাথা মুখ ধোবার দরকার কি? এক মনে ভগবানের নাম লও, তাঁর চিন্তা কর, তাঁর উদ্দেশ্যে তোমার শুভ-অশুভ নিবেদন করে দাও, তবেই সব পাওনা তোমার ঠিক হয়ে যাবে। ঈশ্বরত্বের বোধ লও!—নিজের ঘর নিয়ে তুষ্ট থাকো, পরের ঘরের খোঁজের দরকার তো দেখিনে মা!'

করুণা বল্লে, 'দোষাদোষ কি হয় আপনি জানেন, আমার কেবলি জানতে ইচ্ছে হয় এজন্যে আপনাকে ব্যস্ত করি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্লুম, 'জানবার ইচ্ছে ভাল বটে। সাধকের পথে বিধি-বিষয়ক জ্ঞানেরও ততো বেশী দরকার বুঝিনে, তবে জিজ্ঞাসা দ্বারা নিজের চিত্তে সাধনা সম্বন্ধীয় বোধ ফুটানোটি খুবই ভাল কথা।'

করুণা বল্লে, 'মা আপনি একবার বলেছিলেন মনস্তত্ত্ব বিষয়টী পশ্বাদি মধ্যে নেই, তা একমাত্র মানুষেই বিদ্যমান, কিন্তু মা, দেখা যায় বোধ বলে জিনিষটা তো সকল প্রাণীতেই আছ।'

বল্লুম, 'জীব মাত্রেই প্রকৃতির গুণত্রয়ের অন্তর্গত। প্রকৃতি-জাত মধ্যে সাধারণ বোধ অল্পবিস্তর সকলেরি আছে। শুধু পশু-পক্ষী বলে নয়, কীট-পতঙ্গ থেকে তৃণগুল্ম তরুলতা সব। কিন্তু মননশীলতা এক মানবের মধ্যেই বিদ্যমান, চিন্তাদ্বারা বিজ্ঞান ফুটিয়ে তুলতে শুধু তারাই পারে, প্রকৃতির গোপন তত্ত্ব সমূহের রহস্য ভেদ করে অর্জন করতে পারে, আবার মানুষ হতে এবং চরিত্র গুণে দেবতা হতে, তার আধিপত্য করতে মানব ছাড়া আর কোন জীবের পক্ষে তা সম্ভব নয়। অথচ প্রকৃতি-কার্য্য ও বোধ-শক্তি অর্থাৎ আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন ইত্যাদি জৈব ক্রিয়া সকল প্রাণীতে বর্তমান আছে।'

করুণা বল্লে, 'হ্যাঁ মা, এবারে ঠিক বুঝা গেল, আমাদের মত অজ্ঞানকে বুঝানো যে কি শক্ত তা আপনি তো বেশ বুঝছেন মা।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের এইসব আলোচনার মধ্যে রাগিণী এসে চুপটি করে বসেছিল সে এবারে বলে উঠলো, 'তোমরা তো মাকে দিয়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করে নিলে, আমি যে বোকা বিশু সেই বোকা বিশুই রয়ে গেলুম। আমি তো মাকে কিছুই বলতে পারিনে, কাছে কাছে থাকি এই পর্য্যন্ত।' চোখ দুটি বিস্ফারিত করে ত্বরিৎকণ্ঠে করুণা বলে উঠলো, 'ওমা! আপনি তো দিন কিনে নিয়েছেন, আপনার আবার বাকি কি? সেবা ধর্ম—মার সেবার আনন্দই যখন বড় করে নিয়েছেন, তখন আর কিছু বুঝে নেবার দরকার নেই।'

রাগিণীকে একটু রাগাবার ইচ্ছেয় গৌরী বল্লে, 'তুমি যে ভাই কি বস্তু তা বুঝবো কি করে মা যারে আদর করে রাগিণী সম্বোধন করেন! আমাদের সঙ্গে কি আর তোমার তুলনা হতে পারে?'

রাগিণী কিন্তু রাগ করলে না, স্মিত হাস্যে শুধু বল্লে, 'দেখ ভাই, কিছু বুঝিনে বলে মুখ খুলিনে, তোমাদের ওসব কথার জবাব দিতে পারবো না। কুট কথার অর্থ নেবারও বুদ্ধি নেই। আমার পক্ষে মা যা বোঝেন তাই হবে, দরকার মনে হ'লে নিজেই দয়া করবেন।'

মৃদু কণ্ঠে কুমু বল্লে, 'আমারও ঐ কথা। মাকে জিজ্ঞাসা করে কি করবো, মা যা বলবেন করতে পারবো কি? মা তো বলেন কৃষ্ণ চিন্তা করতে—কোথায় বসে কৃষ্ণ চিন্তা করবো? নির্জন না হলে তো 'মনে ডাক আসে না, সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকের কোলাহল, ছেলেপুলের হৈচৈ—এমন একটি জায়গা নেই যেখানে একটু সুস্থির হয়ে বসে ভগবানের নাম করি।' বল্লুম, 'পাঠশালে বহু ছেলে, বহু কোলাহলের মধ্যে হতে তারা নিজের নিজের পাঠ অভ্যাস করে নেয় কি করে? অমন ফাঁকির পথে চলো না।'

অধীর ভাবে গৌরী বলে উঠলো, 'মা দশটা পঁয়ত্রিশ, এবারে আপনাকে উঠতে হবে।'

* * * *

প্রাণে আজ বেদন কি নাচন চলেছে। বড় ব্যথার আনন্দ! অভয়পদে তো প্রাণ সঁপেছি, অভয়ার আশ্রয়ও তো পেয়েছি। মাকে সব সময়েই বলি—'মা গো আমি তোমার কি রকম সন্তান মা? তোমার কি আমি সতীনের মেয়ে গো মা, যে আমায় তুমি দু'চোখে দেখতে পারো না। তোমার যারা সন্তান তাদের তো কোন অভাব তুমি রাখো না, মা? তারা যে সদানন্দেই বিচরণ করে মা! আর আমি? আমি কি ভাবে চলেছি তা কি তুমি দেখতে পাওনা মা! মা হও, আর সৎমা হও, আমি তো তোমায় আমার মা বলেই জানি। আমি একটা কর্ম করবো, তার আনন্দ তোমার দশটি ছেলে মেয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাবো সে তো বহু দূরের কথা, দিনের দিন নিজেদের মুখের অন্নের চিন্তাই দিশাহারা করে দিচ্ছে, আজ খেয়ে কাল কি খাব জানি না। একেই বলে অন্নচিন্তা চমৎকারা। আর সব ছেলে মেয়ে তোমার জগতের কত হিতকল্যাণ কচ্ছেন ওদের যোগান তো তুমিই দিয়ে দাও মা! তোমার কত সন্তানের আশ্রয়ে ও আশ্রমে কত দিন শত শত লোক আহার পাচ্ছে কাপড় পাচ্ছে ওষুধ পাচ্ছে, যার যে অভাব পূরণ করে নিচ্ছে। নীলাচলে কত কত আশ্রম, আশ্রমে প্রতিদিন বহু আর্ত্তের উপরে হাজার হাজার অর্থ ব্যয় আশ্রম অধিকারীকে দিয়ে তুমিই করাচ্ছ মা! কাশী বৃন্দাবন পুরী নবদ্বীপ ইত্যাদিতে তোমার চিহ্নিত সন্তানরা কত কি না করছেন। জীব ও জগতের কল্যাণ সাধন, তাদের সর্ববিধ তাপ হরণ করছেন, জগতকে আনন্দিত করে নিজেরাও ধন্য হচ্ছেন। আমিও তোমার সেই আদরের মেয়েই তো মা, তবে আমি কেন এমন ছন্নছাড়া হলুম মা? তেমনটি হতে পেলুম না কেন? বলো মা জননী, আমি এমন দিশেহারা কেন?'

এ অভিমানের বেদনা সব সময়েই প্রাণের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, এই ব্যথার কান্না প্রাণে যেন অফুরন্ত হয়ে লেগেই থাকে। তার মধ্যে যখন শুনি, অমুক দেশে মায়ের অমুক ছেলে এত বড় কর্ম্মটা করলেন, সে দেশে মায়ের অমুক ছেলেটি ব্রহ্মানন্দ লাভ করে নির্বানপ্রাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলেন, তখনই এই অস্ফুট বেদনাটি স্ফুটতর হয়ে উঠে, অভিমানের ধাক্কা তখনই মার উপর বেশী করেই মনকে ঠেলে দেয়। এমনই একটা অভিমান ক'দিন হতে আমাকে বিব্রত করে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তারই ধাক্কা খেয়ে মা আজ আমায় সম্বোধন করে বলেছেন, "ওরা তোমার অগ্রজ। তুমি আমার কোলের কচি শিশুটি।" মা ভিন্ন এমন করে প্রাণের ব্যথা জুড়িয়ে দিতে জগতে আর কে পারে? মা আজ আমায় এভাবে আদর করে বললেন "আমি মার কোলের কচি শিশু"—যাদের শক্তিমত্তা দেখে অভিমান ভরে মাকে বলি তাঁরা নাকি আমার অগ্রজ! আমার অনেক আগেই কর্মময় জগতে কর্মসমাধা কর্ত্তে এসেছেন, তাই শক্তিতে ও কার্য্যে তাঁরা বড় তো হবেনই। কি অপূর্ব মীমাংসা?

মা আমায় পূর্বেও একবার বলেছিলেন, "তুমি আমার আগের ভাগের কচি সাধক"—তখন বুঝি নি, এখন সেকথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলুম। এই মনোব্যথা ও অভিমান মনে আসবার পূর্বেই মা আমায় বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। আমার প্রতি কতই লক্ষ্য কতই চেষ্টা মায়ের, অথচ সেই মাকে আমি কতই না কঠিন কথা বলি। মা তবু আমার রাগ না করে আমারই জন্য, এই অপদার্থ সন্তানের জন্য, ব্যাকুল অন্তরে সবটি লক্ষ্য দিয়ে, সেই অবুঝ মেয়েকে পরম আশ্রয় দিতে আমারই মুখের দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেয়ে আছেন! এ আনন্দের কি অবধি আছে? আবার বুঝতে দেয় না, বুঝতে পারি না—এ আনন্দের বেদন, কি নাচন? মা গো! মা আমার! আমি বড় হবো না, বড় হতে চাই না মা। আমি তোমার কোলের কচি-শিশু হ'য়েই কোলে শুয়ে থাকতে চাই মা! আমার মতন এমন আদর এমন আশ্রয় কার আছে? আমি মায়ের কোলের কচি শিশু। সাধক বলেছিলেন—"মা আমারে কোলে করে শিশুর মত করে রাখো"। আজ সেই পদটি যেন জীবনে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠলো। এই আনন্দের নাচন প্রাণে নেচে নেচে বেড়ায়, আবার আব্দারে আকুল হয়ে বলে উঠে—"দাদাদের দিদিদের মতন কাজ করতে নাই বা দিলে মা, একটুখানি পূজা সাজ সাজাতে তো আমায় দিতে পারো! আমি সুন্দর ক'রে তোমায় সাজিয়ে তোমার প্রসাদী ফুলে মালায় সুন্দর হয়ে সেজে থাকবো মা! মা আমায় সুন্দর করো। বায়নার বেদনে কেঁদে কেঁদে মরে প্রাণ—"মা আমায় সুন্দর করো"। কোলের কচিটির সব দায় তো মায়েরই অপুষ্ট অবোধ শিশুটির সর্বস্বরূপিনী জননীরই।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—"যদ্ গর্ভে জায়তা লোকাঃ
যস্মিন্ স্নেহেন জীবতী
সা সাক্ষাদীশ্বরীমাতা
স্বর্গাদপি গরীয়সী।"—

প্রাতে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমার গর্ভধারিণী জননীকে কেবলি মনে হতে লাগল। মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করে মুখে মৃদু মৃদু স্বরে এই মার বন্দনা স্তবটি বলতে বলতে নিজ কার্য্যে অগ্রসর হলুম। মা আমার বহুকাল স্বর্গে গমন করেছেন, এমনভাবে মায়ের চিন্তা বহুদিনই হয়নি। তাঁর কথা একরকম ভুলেই তো গিয়েছি, শুধু স্মৃতিপটে একটু যা লেগে আছে।

মা বাবার চেহারা দুটিও অন্তরে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তবে আবার সহসা আজ এ চিন্তা কেন? আজকের সকল কাজের মধ্যে পূজা ইত্যাদির সময়েও আমার গর্ভধারিণী মায়ের অস্পষ্ট মুখখানি আমার মানস নেত্রে সুস্পষ্ট ভাসতে লাগলো। মাকে উদ্দেশ করে ভাবছি—'মা, তোমার গর্ভে জন্মেছিলুম, তোমার স্নেহে পালিত বর্দ্ধিত হয়ে জীবন বাহিত করে চলেছি মা, কিন্তু সন্তানের কর্ত্তব্য তো তোমার কিছুই করতে পারিনি, সে সময় তো পাইনি, আমাদের বোধ শক্তি স্ফুরণের পূর্ব্বেই বড় অসময়েই তোমরা একসঙ্গে চলে গেছ। যেখানটিই ভাবতে যাই সেখানটিই তো ব্যথায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভরা। মাতা পিতা স্বামী সন্তান ভাইবোন আত্মীয়াদি কারও প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্য পালন তো আমার হয়নি। কিন্তু কেন হলো না? তোমরা নয় চলে গেছ, যারা আছে তাদের প্রতি কর্ত্তব্য ঠিকভাবে তো করতে পারি না। মাতাপিতা মানুষের প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁদের তুষ্টিই জীবনের সাফল্য। পিতামাতার আশীর্বাদ জীবনপথের সর্বোত্তম পাথেয়। আশীর্বাদ অবশ্য তোমাদের কাছে অজস্রই পেয়েছি মা, কিন্তু সন্তানের কাজ তো আমার দ্বারা কিছুই হলো না! এমন অধম সন্তান আমি মা, এজগতে এসে কেবল স্নেহ দয়া দান নিয়েই গেলুম, দিতে কিছু পারলুম না। ঋণী আমায় সকলের কাছেই থাকতে হলো। পিতৃ-মাতৃ ঋণ, সন্তানের ঋণ, বন্ধুগণের ঋণ, দেবঋণ, এত ঋণের উপরে আবার মায়ের ভক্তদের নিকটেও বহু ঋণে ঋণী হলুম। আমার মায়ের সেই ধীর শান্ত মূর্ত্তিখানি অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়ে থেকে আমায় যেন আজ আগরতলার সেই মা'র স্নেহে নিমজ্জিত আদরের খুকিটি করে রাখলে!

বৈকালে মেয়েরা সব এসে একত্র হলে করুণা বল্লে, 'মা আপনি আজ আমাদের রথযাত্রা ভাবটি উপদেশ করুন।'

আমাকে নীরব থাকতে দেখে সকলেই জিজ্ঞাসা করলে, 'মার কি আজ শরীর ভাল নেই।' ছোট্ট একটু হাসিই তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর হলো, আর কিছুই বলা হলো না। আমার মেয়ে কমল বল্লে, 'মার মনটা আজ ভাল নেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখছি। মা গান ভালবাসেন, মাকে আজ তোমরা গান শোনাও।' ডি এল রায় রোডের করেদের বাড়ীর বৌ মাধুরী তার মেয়েকে নিয়ে আজ এসেছিল, এদের অনুরোধে মীরা নাম্নী মেয়েটি গান গেয়ে চল্লো। দু'একখানি মীরার ভজন সে যা গাইল তা ততটা প্রাণস্পর্শী না হলেও, ওর মুখের 'ভজনাম কৃষ্ণনাম, বিষ্ণুনাম অবিরাম' এই গান বেশ মর্মস্পর্শী হলো। গানটি এইরূপ—

ভজনাম কৃষ্ণনাম বিষ্ণুনাম অবিরাম
যে নামেতে মহাকাল করেন প্রাণায়াম।
যে নামেতে দৈবকীর পাষাণ গলে
যে নাম গো দোলে যশোমতীর কোলে
যে নামেতে ব্রজ ভুমি হলো তীর্থ ধাম।
(জপনাম কৃষ্ণনাম)
যে নামেতে কাঁদে রাই রসময়ী
যে নামেতে কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডব জয়ী
যে নামেতে যমুনাতে বহে উজান।
জপনাম কৃষ্ণনাম বিষ্ণুনাম অবিরাম
যে নামেতে বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ॥
(জপনাম কৃষ্ণনাম)—

কৃষ্ণনাম মধুপানে মন যেন সচেতন ও সরস হয়ে উঠলো, আবেগ ভরে বললুম, 'দেখলে করুণা! কৃষ্ণনাম কেমন?— "মনোমত লহ নাম কৃষ্ণনাম বিষ্ণুনাম অবিরাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাধুরী বল্লে, 'মার নাম গানটি ভাল লেগেছে, ভক্ত মীরার ভজনটি হয়তো ভাল লাগেনি, না ?'

তাকে বললুম, 'সঙ্গীতাচার্য্য হরিবাবু ব'লে যে মায়ের ভক্ত ছেলে আছেন, তাঁর ভগ্নি ইন্দিরার (ফুলু) মুখে মীরা বাইয়ের ভজন গান যা' শুনেছি অমন আর কারো মুখে শুনি নি। তার কণ্ঠের অনির্ব্বচনীয় ঝঙ্কারে ভজন যেমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তা অপূর্ব্ব। তার ভজন শুনে মনে হ'ত মীরাবাই সাক্ষাৎ আবির্ভূত ; ফুলু যেদিন ভজন প্রথম গেয়েছিল সেদিন আমি মূর্চ্ছিত হই। ফুলু আর ইহজগতে নেই সত্য, কিন্তু মীরার ভজন গানে এখনও আমি তাকে প্রত্যক্ষরূপে পাই,—তার ভালবাসার দান এই অনুভূতিটুকু সে আমায় দিয়ে গিয়েছে। জীবনভোরই সকলের কাছ হতে ভালবাসা বস্তুটি নিয়ে আসছি, কিন্তু ফুলুর ভালবাসার মধ্যে একটা জিনিস ছিল যার আবেষ্টন আমার সমস্ত অন্তরটি জুড়ে চিরদিন ধরেই বিরাজিত রয়েছে।'

বিভাবতী (ছোটমা) বল্লে, 'মায়ের সন্তানদের মহাভাগ্য যে ছোট বড় সকলের কথাই মা চিরদিন সমানভাবে স্মরণ রাখেন।'

কতক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নীরব রইলুম। এমন সময় বেলা এসে সহাস্যে বলে উঠলো, 'মা আপনার এখানে আজ কোন বিষয় চলছে ?' তাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করে বল্লুম, 'এস বেলা, অনেক দিন পরে এসেছ, আজ এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গান বাজনা হচ্ছে।' হেসে বেলা বল্লে, 'বাঁচা গেল বাবা! খট্‌খটে কথা গুলো শুধু শুনতে হবে না, গান বাজনার সঙ্গে এক আধটু নাচনা নেই মা?' হেসে ফেলে বল্‌লুম, 'আছে সবই, যে যা' চায় মা তাকে তাই দিয়ে সন্তোষ করেন।' আমি শেফালির দিকে চাইতেই সে তার ভগ্নি সুষমাকে নাচতে বল্লে। প্রথমে 'দেবদাসী' পরে 'সাপুড়ে' শেষে 'পানিয়া ভরণে' নৃত্যের চমৎকারীত্বে সকলকে আনন্দিত করে সুষমা সকলের আদর সম্ভাষণের সঙ্গে অজস্র প্রশংসা লাভ করে নিলে। বেলার আনন্দ ও প্রশংসা চরমে গিয়ে উঠলো।

এইভাবে সন্ধ্যাও এদিকে অগ্রসর হলে হেসে করুণা বল্লে, 'মা এ আবার কি হলো? একপেট ক্ষিদে নিয়ে এলুম, আর খাবার কিছুই পেলুম না?'

বললুম, 'করুণা! কি তবে এতক্ষণ দেখ্‌লে, কি তবে বুঝলে?'

করুণা বল্লে, 'সে তো দেখ্‌লুম মা মনের খেলা; কিন্তু আমাদের?'

বাধা দিয়ে বললুম, 'আমাদেরও এই মনের খেলা। মনের কল্পনায় একে ঢেলে সাজো। গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন—"সব মনের ভাব মনে আমায় ধরে রাখে।" তাঁকে আমি দেখছি কোথায়? মনে! মনে কল্পনার রং লাগিয়ে তোমার মনোগত ভাব দিয়েছ এঁকে। ধর ধর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ তোমার মনকে ধর। মনকে ধরতে পারলে ভগবানকেও ধরতে পারবে। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের আদান প্রদান মনে—মনেতে মিশে যাওয়া। দেখ করুণা। উমার, তোমার কাকিমার ভগ্নিপতি মনি মুখুজ্জের একটি বর্ণনা শোন; মুখুজ্জ্যে মশায় প্রতিদিন পূজার শেষে তাঁর প্রিয়ের উদ্দেশ্যে একখানি করে পত্র লিখে খামে বন্ধ করে ডাকে দেবার জন্য রেখে দিয়ে আপিসে যেতেন। আপিস হতে উৎসুক হয়ে ফিরতেন তাঁর চিঠির জবাবের প্রত্যাশায়। সর্ব্বাগ্রে ঠাকুর ঘর খুলে দেখতেন তাঁর নামে কোন ডাকের ছাপমারা লেফাপা এসে পৌঁছেচে কিনা? দিনের পর দিন এই ভাবেই কল্পনার রঙে ছবি এঁকে এঁকে নিজের মনকে তিনি রঞ্জিত করে গেছেন। একবার ভেবে দেখ, মনের এই ভাবটি কতখানি গাঢ়। কতখানি নির্ভরতা এর মধ্যে নিহিত আছে।' নয়নাশ্রু মার্জনা করে করুণা নীরবে ঘাড় নাড়ল। সেখানে সমাগতা মেয়েদের মধ্য হতে অপূর্ববাবুর ভ্রাতৃবধূ শান্তি নামে মেয়েটি একটু কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'মা আপনি কি ঠাকুরের রূপে মায়ের রূপ দেখেছেন?'

আমি তাকে বললুম, 'দেখেছি মা! যে সময় বাহ্য জগত ভুলে গিয়ে এক মাস একাসনে বসেছিলুম, সেই সময় কত দেব দেবীর দর্শন হতো, মহাপুরুষদের দর্শনও পেতুম। তখন একদিন দেখছি ঠাকুর পরমহংসদেব দাঁড়িয়ে আছেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার দেখছি মা কালী দাঁড়িয়ে। আবার দেখি ঠাকুর —আবার দেখি কালী।'

দুলালী বল্লে,. 'মা জীবন বাবুর বাড়ী যখন ঠাকুর প্রকাশ হলেন, তখন তো আপনার অনেকগুলি অলৌকিক ব্যাপারের দর্শন হয়েছিল, আমরা তা কিছু কিছু দর্শন করেছি, কিন্তু সুপারির বিষয়ে কি হয়েছিল, সেটি তো দেখিনি, সে বিষয়টি বলুন না আজ এঁরা শুনবেন।'

উষাপ্রমোদিনী বল্লে, 'হ্যাঁ মা আপনি আজ সেই বিষয় গুলিই বলুন, আমাদের শোনবার বড় ইচ্ছে,—আজ আপনার অনেকগুলি মেয়ে একত্র হয়েছে সকলেই শুন্‌তে পেয়ে ধন্য হবে।'

বল্লুম—'হ্যাঁ মা সেও বলছি। আর একটি পরমাশ্চর্য্য কথা মনে পড়ে গেল বলি শোন,—আমার এই তুচ্ছ জীবনে গোবিন্দ কত না অদ্ভুত কাণ্ডই দেখিয়েছেন, কত না আশ্চর্য্য খেলা খেলিয়েছেন, কখনও খেলেছেন।

—গরমকাল, রাত্রে ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে খোলা দরজার দিকে দৃষ্টি পড়ে গেল—দেখি দরজার সাম্‌নে উঠানের মধ্যে একটি ছোট্ট নেংটা মেয়ে আমার ঘরের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হলো কমলের কোলের দেড় বছরের বাণী মেয়েটা দরজা খোলা পেয়ে হয়তো উঠে এসেছে। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে মেয়েটাকে ধরতে এলাম যদি পড়ে যায় ভেবে। আমায় উঠতে দেখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেয়েটা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখলুম্ তার মাথার চুল পা পর্য্যন্ত লুটাচ্ছে। আমি তখন তার পিছনে। আর চকিতের মধ্যেই সেখান হতেই আমার চোখের সাম্‌নেই মেয়েটী অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে গেল। অবাক্ আড়ষ্ট হয়ে কতক্ষণ থেকে আমি সেখানে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলুম। উঠান ভরা নোংরা-কত কি। মাগো, এমন করে এমনি জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে আমায় দেখা দিলে মা! মা—মাগো! গভীর দুঃখে দারুণ বিস্ময়ে অন্তর আমার চিৎকার করতে লাগ্‌লো।

দুলালী, সুপারীর বিষয়টি হচ্ছে চতুরের চাতুরী মাত্র! ও একটি কৌতুকের খেলা। যে সময় জীবন বাবু নারায়ণ পূঁজা করে তাঁর আদেশ প্রার্থনায় ধন্না দিয়ে পড়লেন, তখন তিনি মাটি দেখলেন, আর নারায়ণ পূজার স্থানটি শূন্য দেখলেন, আর "উঠে যা" বাণীই শ্রবন করলেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁর পিতা নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন করেন ও হাতে একটি গাঁদা ফুল পান। সেই প্রাপ্তিরই আনন্দে উল্লাসিত হয়ে তাঁরা তাঁর আদেশের প্রকৃত ভাবটি ধরতে পারেননি, পরে যখন মা সেটি বুঝলেন, তখন আমায় আবার নারায়ণের আদেশের আশায় বসতে বল্‌লেন। আমায় বল্‌লেন, "মা, নারায়ণ তো প্রত্যাদেশ কিছুই দিলেন না শুধু ছলনা করলেন, তুমি বসে এ কথাটি জিজ্ঞাসা করে তাঁর আদেশ নাও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি পূজার আসনে বসলে গোবিন্দ আমার মুখ দিয়ে মাকে আদেশ জানালেন—"ঘটের মাথায় যদি সুপারি পাও তবেই তোমার স্বামীর জীবন লাভ হবে।" এক মাসের মধ্যে একদিন বেলা তুটো আড়াইটের সময় মা উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে আমার ঘরে এসে আমাকে বললেন, "মা শিগ্‌গির দেখবে এস, সুপারি পাওয়া গিয়েছে।" আমরা সোৎসুকে সকলেই সেই দিকে ছুটলুম। ত্রিতলে ঠাকুর ঘর, সামনে ছাদ, সেই ছাদের উপর পরিস্কার জায়গায় খোলা সুদ্ধ একটি সুপারি পড়ে আছে, খোসাটি তার আধ শুক্‌নো। আমি খোল সমেত সুপারিটি তুলে নিয়ে আনন্দে ঘন ঘন বলতে লাগলুম—"ভক্তি ভরে ডাকলে পরে সে রইতে পারে কই"। "সুপারিটি কে প্রথমে দেখেছে? কি ব্যাপার?"—জিজ্ঞাসা করলুম। জীবন বাবুর স্ত্রী মনোরমা বল্লে, "দিদি! আমিই দেখেছি। মা ঠাকুর ঘরে পূজা করছেন; আমি রোজকার মত রান্নাঘর ধুয়ে ছাদ ধুয়ে শুকনো কাপড়গুলো ছাদ হতে পেড়ে নিয়ে নীচেয় রেখে ছাদে আসতেই দেখি ছাদের মাঝখানে এই সুপারিটি পড়ে আছে। সুপারির জন্তে তো সবাই ব্যাকুল হয়ে আছি, এক্ষুনি এক্ষুনি সুপারি এল কোথা হতে। আমি অমনি মাকে ডেকে বললুম, মা সুপারি পাওয়া গিয়েছে।"

অভাবনীয়ভাবে সুপারি পাওয়ার আনন্দে সকলেই আনন্দিত; এ নিশ্চয়ই ভগবানের দান। কেউ তো কই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাদে আসেনি, ছেলে পুলেও সবাই ঘুমাচ্ছে। এমনি একটা সুপারি নয়—খোলসমেত পরিস্কার একটা সুপারি, সুপারির গাছ ওতল্লাটে কোথাও নেই তবে এ সুপারি এল কি করে?

সুতায় বেঁধে সুপারিটি তখনি সেই ভট্টাচার্য্য মশায়ের গলায় আমি পরিয়ে দিলুম। মনুকে কিন্তু এক সময়ে বললুম, 'সুপারি পাওয়া গিয়াছে বটে, তবে ঘটের মাথায় তো পাওয়া যায় নি!'

মনু বল্লে, 'তবে এ কি!' আমি বললুম 'গোবিন্দের জানান্ দেওয়া যে আমি আছি, তোদের প্রতি কৃপা করে তোদের সেবা নিতে আমি সজীব হয়ে আছি।'

যে সময় এই সুপারির ব্যাপারটি হয়, সে সময় মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার রমেন্দ্র ঘোষের স্ত্রী কিরণ ঘোষ আমার নিকটে ছিলেন, তিনি সব বিষয় প্রত্যক্ষ করে আগাগোড়া গোবিন্দের ঘটনার বিষয়গুলি শোনেন এবং তাঁর আত্মীয় বর্গকে গোবিন্দের কৃপার বিষয় জানান। সেই হতেই এই গুপ্তধন প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই হতেই বহুলোক সমাগম আরম্ভ হয়।

একবার নারায়ণ-ঘটের জল উথলায়, সে কথা তো পূর্বেই বলেছি। আর একবার নারায়ণ ঘটের সম্মুখে তিনটি মাটির ঘট সজ্জিত করে পূজা করা হয়, পূজা শেষে নারায়ণের আদেশে জীবনবাবু তিনটি ঘটের মধ্যস্থলের ঘট-মধ্য হতে তিনটি বস্তু হাতে পান; শেষের বস্তুটি একটি শুভ্র শঙ্খ,

১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ থাকে তিনি চব্বিশ ঘণ্টা লোকচক্ষের সম্মুখে রইবেন, তাই হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা কাল লোকচক্ষে স্থায়ী হয়ে থেকে লোকচক্ষের সম্মুখেই সহসা অন্তর্হিত হয়। এ সব বিষয় অনেকেই স্বচক্ষে দর্শন করেছেন। অশোক শাস্ত্রীর পরিবারবর্গও এটি দর্শন করেছেন। সেদিনের ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণে তাঁরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

অশোক শাস্ত্রীর ভগ্নি মনোরমা, জীবনবাবু তাঁর ভগ্নিপতি। ব্রাহ্মণদের ভোজনের পর সদক্ষিণা ভোজ্যসমেত এক একটি পিতলের কলসী সকলকে দান করা হয়। দানোৎসর্গ ব্রাহ্মণভোজন সধবা পূজা প্রভৃতি বহু শুভ অনুষ্ঠান নারায়ণের আবির্ভাবের সহিত তাঁদের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উপেন ভট্টাচার্য্য মশায়ের আদ্য শ্রাদ্ধের দিনেও আর একবার আর এক অলৌকিক ভাব সকলকে দেখান। পূজার নৈবেদ্যাদি সমস্ত উপকরণ সজ্জিত করে ভোগের সন্দেশ দই ক্ষীরের হাঁড়ী রেখে ফুল তুলসী চন্দন পুষ্পপাত্রে সাজিয়ে দিয়ে পূজা না করেই জীবন বাবু দরজায় তালা দিয়ে চলে যান। ব্রাহ্মণভোজনের সময় জীবন বাবু দরজা খুলে দেখেন, পুষ্পথালির সজ্জিত ফুল নাড়াচাড়া রয়েছে, থালায় রক্ষিত ফুলের মালা ঠাকুরের গলায় পরানো আছে, চন্দন ছিটিয়ে যেন পূজা করা হয়েছে, ভোগ দ্রব্যাদির উপর একটি করে রক্তগোলাপের পাপড়ি দেওয়া রয়েছে।

জীবনবাবুর কাছে ঠাকুরের এই ভাবেই আত্মপ্রচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ার সঙ্গে সবচেয়ে আরও একটি আশ্চর্য্যতর ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল বলি শোন—ওদের নকু বলে যে মেয়েটি, সে একদিন আমায় বললে—'দিদিমা ঠাকুর ঘরে প্রণাম করে যেই বাইরে পা দিয়েছি, অমনি ঘরের মধ্য হতে কে আমায় যেন বললে—"তোর কি চাই?" আমি ফিরে ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখলুম, সিংহাসনে একটি গোঁফ্‌ওয়ালা লোক বসে আছে, তাই না দেখে ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।' মেয়েটির কথা শুনে আমি নীরব রইলুম। ওর এই কথাটি যেন একান্তই অসম্ভব বলে মনে হলো। এর পরের দিন সকালে এসে আমায় নকু বললো, 'দিদিমা আজ আমি ভয়ে ভয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম করে সিংহাসনের উপর দেখি যেন জয়দেবের মূর্ত্তি, নারায়ণ মূর্ত্তি বসে আছেন। খুঁব সুন্দর দেখতে, গোলাপী রংয়ের বেনারসী কাপড় পড়ে আছেন, আমি দেখেই যেমনি ছুটে পালিয়ে আসছি, আমায় আবার দেখে বললেন, "তোর কি চাই?" আমি মাকে গিয়ে সব কথা বলতে, মা আপনার কাছে আমায় বলতে পাঠিয়ে দিলেন।'

বার বার এই অসম্ভব ব্যাপারের কাহিনী শুনে শুনে আমি গোবিন্দের কাছে জানতে চাইলুম এবং গোবিন্দকে জানালুম যে এই চোখেই নকু তোমায় কি দেখেছে? আমিও কি সেই সময় নকুর সঙ্গে এসে তোমায় দেখতে পাবো? গোবিন্দের আদেশ হলো, "তুমি আসবে না?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দের উপর আমার ভারী রাগ হ'লো, নকুর উপরেও রাগ হ'লো। আচ্ছা গোবিন্দ! আমি তা'হলে তোমার কেউ নই? যত আদর তোমার নকুরই! তোমায় এখানে এনেছিল কে?

পরদিন অতি প্রত্যুষে নকু এসে বল্লে, 'আজ কৃষ্ণমূর্ত্তি সিংহাসনে বসেছিলেন, আমি সাহস করে সামনে এসে বসে থেকে মনে মনে ভাবছি কৃষ্ণের হাতে কেমন সুন্দর বাঁশী কিন্তু ওর পা কোথায়? তখনি পা দুখানি সিংহাসন হতে ঝুলিয়ে দিলেন, পায়েতে দেখি নুপুরপরা! আবার আমার মনে মনে ভয় হলো, অমনি আপনার কাছে পালিয়ে এসেছি।'

তখনও যেন বিশ্বাস আসছে না। ওকে সংশয় ছেড়ে বল্‌লুম, 'তুমি যে এত ভোরে ঠাকুর ঘরে যাও, দরজা খুলে কে দেয়?' নকু উত্তর করলে, 'দরজা তো খোলাই থাকে, আমি উপরে উঠে যাই, বাড়ীর লোক সব ঘুমিয়ে থাকে, দরজা খুলবে কে?'

আমি বল্‌লুম, 'এত ভোরে ঠাকুর ঘরে আসতে তোমায় কে বলেছে?'

নকু বল্‌ল, 'আমি তিন চারদিন আগে স্বপ্নে দেখি যে আমার গা ঠেলে কে যেন বলছে—"আয়, তুই আমার কাছে আয়"—কোথায় যাব বুঝতে না পেরে আপনাদের বাড়ী ঠাকুরের কাছে এসেছিলুম, সে দিন ভাল করে রাতও পোহায়নি?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নকুর মুখে সব শুনে মনে মনে বল্‌লুম—'গোবিন্দ যদি তুমি সত্যই ওকে সাক্ষাৎ দিয়ে থাক, এই অসম্ভব অলৌকিক কৃপা তোমার যদি হয়ে থাকে, নকুর হাতে তোমার বাঁশীটি আমায় দেখতে দেবে।'

তার পরদিন গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাত্রি কাটালো। ভাল করে সকাল হয়নি নকু এসে দরজায় ঘা দিলে। দরজা খুলে তাকে পেয়ে যেন আঁকড়ে ধরলুম, 'নকু আজ কি হলো ?'

নকু বল্লে, 'আজকে দেখি সিংহাসনে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। কি সুন্দর চুল, কি সুন্দর চেহারা আর বেশভূষা ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন, আমায় বল্‌লেন, "রোজ এস, আর তোদের মাকে বলো যে আমি আজ বাঁশী ভুলে এসেছি।"

আনন্দে ও বিস্ময়ে আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলুম, আমার মনের কথা তো নকু জানে না ; আমি বাঁশী চেয়েছি তাই তুমি বাঁশী ভুলে ফেলে এসেছ! শ্যাম! কার কাছে বাঁশী ফেলে এসেছ কৃপার ঠাকুর আমার! এই কলিযুগে এসব অতিশয় অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই অধমার প্রতি একি অভাবনীয় করুণা তোমার। ক্রমশঃ আমার মুখে ও নকুর মুখে এ কাহিনী সকলেই শুনে আশ্চর্য ও কৃতার্থ হলেন।

নকু প্রতিদিন প্রাতে ঠাকুরের কাছে আসে কিন্তু বাঁশীর কথার পর হতে সে কিছুই দর্শন পায় না। গোবিন্দের লীলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাসের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ জীবনবাবু ঠাকুরকে একদিন কীর্ত্তন গান শোনালেন। মানাভিনয় পালাটি ভাল গায়কদের দ্বারা গাওয়া হ'লো।

গোবিন্দের প্রীতির জন্যে নকুকে রাধারাণীবেশে ফুলের সাজে সাজিয়ে কীর্ত্তনের মধ্যে ফুলে সাজানো চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। নকুর বয়স তখন দশ এগার আন্দাজ হতে পারে। এতেই বুঝে দেখ ভগবানের কৃপা আর ভক্তের ভাগ্যবল জাগতিক সকল যুক্তি তর্কের বাইরে।'

ওরা সব চলে যাবার পর আনন্দোৎফুল্ল-চিত্তে পূজায় বসেছি, আজ কি জানি কেবল স্বতঃস্ফুর্ত্ত ভাবে একটা পুলকের হিল্লোল অন্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্চে। সেই আনন্দরস সিঞ্চণে হর্ষভরাচিত্তে "জাননারে মন পরম কারণ আমার শ্যামা মা কখন মেয়ে নয়"—ইত্যাদি গুণ গুণ করে গাইতে. গাইতে মায়ের এবং নারায়ণের স্নান কার্য সমাধা করে মাল্য চন্দনে ভূষিত করছি। পিছন হতে কমল এসে বল্লে, 'মা নিজের মনে বসে জলখাবার খাচ্ছি, বিছানায় বসে ছোট মেয়েটা আমার দিকে ঠায় একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সে কি রকম যে দেখা মা! আমি তো তা লক্ষ্যও করছি না, খেয়ে উঠে কাজ সারতে যাচ্ছি মেয়েটা তখন কি এক রকম করে যে কেঁদে উঠলো মা! আমি তখনই ছুটে গিয়ে কোলে নিলুম। পিতুন বলছে—"যতক্ষণ তুমি যা করছো, ঠাকুর প্রণাম করছো, খাচ্ছ, ও ঠিক ঐ এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবেই তোমার দিকে চেয়ে চুপটি করে বসে আছে”—আঃ কি দুষ্টু মেয়ে মা এটা!’

কমল তার সন্তান স্নেহের প্রাচুর্য্যানন্দে কথা কয়টি বলে গেল সত্যি, কিন্তু এইই তো মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা শিক্ষণীয় ও লক্ষ্যণীয় মূলকথা? ঐ রকম ‘মা-অন্তপ্রাণ’ কচি শিশুটিরই মত একান্ত নির্ভরে যদি মায়ের দিকে আমরা অনন্যচিত্তে থাকি তবে কি মা কোলে না নিয়ে থাকতে পারবেন? কই! আমি তা পেরেছি? মা’র কৃপা ভিন্ন কিছুই চাই নে, অন্তরের এই নীরব ভাবটি দিয়ে পূজাটি বেশ তৃপ্তিপূর্ণ হলো।

সরযূ দুলালী আজ এসেছে, খাওয়াদাওয়ার পর আর সব মেয়েরাও এসে উপস্থিত। বিশ্রামের অবসরে হরিকথা চল্লো, কথার মধ্যে একসময়ে নিজে হতেই আমি বললুম, ‘মীরা দেবীর কি আকুল আত্মনিবেদন!—“জনম যাবে কি বঁধু তব পথ চাহিয়া,—বিফলে যাবে কি দিন তব নাম গাহিয়া?” কিন্তু এই জিনিসটিই বিবেকানন্দ নিবেদন করছেন—“যাবে কি দিন আমার বিফলে বহিয়ে, দিবানিশি আছি নাথ আশাপথ নিরখিয়ে। তুমি ত্রিভুবন স্বামী, দীন কাঙাল আমি, কি বলে ডাকিব তোমায় এস মম হৃদয়ে।”

এতে আশামিশ্রিত আশঙ্কাও রয়েছে; ছোট বড়র ব্যবধানও রয়েছে। মীরাবাঈয়ের আশার সঙ্গে তীব্র অনুযোগ মিশ্রিত সজোর আহ্বান। মীরা ডাকে “এস, এস প্রেম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদী বাহিয়া।" নারীর হৃদয়ের স্বতঃস্ফুরিত প্রেম-উৎস কি পুরুষহৃদয়ে সম্ভব? তা তিনি যতই প্রেমিক হউন। আমার নিজের তো এমনই মনে হয়।'

প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে সকলে এই কথাগুলি শুনছিল, এই সময়ে দুলালী বলে উঠলো, 'মা, সেদিন জয়দেবের গানের যে বর্ণনা দিচ্ছিলেন সেটি তো আপনার শেষ করা হয়নি!'

আমি বললুম, 'বর্ণনা ঠিক নয়, নিজের নিজের অন্তরের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা।

"রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম।"—রে সুমতী সহচরি! সেই মদন-মোহনরূপ-দর্শন-অভিসারের রতি লাভের সুখে আকৃষ্টা হও।

"নকুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশং॥" —রে সহচরিসুমতি! তুমি অত ধীরে চলছ কেন? ত্বরিত গমনে তোমার হৃদয়েশের প্রতি অগ্রসর হও। দেখ যিনি তোমায় স্মরণ করছেন তিনি কোথায়!

"ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।"—রে সঙ্গিনী! যেখানে বাসনার বাতাস ধীরে বইছে সেই স্নিগ্ধতাময়ী যমুনা—এক শব্দে যোমোনা—যে মদনমোহনে তদ্গত মনা—সেই যমুনা তীরে বনমালী বসতি করেন। বনে তিনি বসতি করেন—কিন্তু জঙ্গলে নয়, এক শব্দে বন্ অর্থে তৈরি, মালী অর্থে মালিক অধিকারী—তৈরি ক্ষেত্রে তিনি বসতি করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"পীন পয়োধর পরিসর মর্দ্দন নির্দ্দয় হৃদয় কপাটং"—যুবতী বক্ষের স্তনের ন্যায় মানব হৃদয়ের উন্নত কঠিন অহংকার মর্দ্দনে তাঁর বিশাল করযুগল সতত চঞ্চল। "নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেনুং।"—রে সখি রঙ্গিনী! তোমায় বেনু বাদনের মধ্য দিয়ে নাম ধরে ডাকছেন যে, তোমার হৃদয়েশের কৃতসঙ্কেত তুমি উপলব্ধি কর।'

এমন সময় গৌরী বল্লে, 'মা, পণ্ডিতরা তো ঠিক এমন ভাবটি দিয়ে এই ব্যাখ্যাটি দেখাননি।'

উত্তর দিলুম, 'আগেই তো বলেছি নিজ নিজ ভাবমত প্রত্যেকেই এসব জিনিষের ব্যাখ্যা করে থাকেন।'

গৌরী বল্লে, 'তা জানিনে, কিন্তু বড্ডই ভাল লাগলো মা! তার পরের শ্লোকটি ঐ যে—"পততিপতত্রে বিচলিত পত্রে",—বাধা দিয়া বল্লুম, 'এইবার তোমরা বোঝ, ভাবটি তোমাদের সামনে ধরে দিলুম, তোমরা এখন ওতে নিজ নিজ অন্তর থেকে রূপ দাও।'

গৌরী বল্লে, 'মা রূপ দেওয়া কি সহজ কথা? ওরজন্যে শিক্ষিত রূপকার চাই, শিল্পী না হ'লে কি শিল্প গড়তে পারে?' আমি বললুম, 'কেন পারে না? মানুষেই তো সব পারে। আত্মশক্তি স্ফুরণে সকলি সম্ভব, আত্মশক্তি লাভে একাগ্র হও।' 'আপনার আশীর্ব্বাদ আমাদের সম্বল'—এই কথাগুলি বলে গৌরী আমার পদধূলি নিলে। ওকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বল্লুম, 'তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমায় বার বার প্রণাম ক'রো না মা, কেমন যেন লাগে।'

'কেন মা!' বলে সকলে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলে, কিন্তু তাদের এ প্রশ্নের উত্তর কি দেব, কেন যে এতে বিব্রত হই সে হয়ত ওদের বোঝাতে পারবো না, কথাই বাড়বে, তাই নিরুত্তর রইলুম।

তুলালী বল্লে, 'মা! "আত্মশক্তি, ব্রহ্মাশক্তি বিষ্ণুশক্তি, রুদ্রশক্তি"—এই যে সব আপনি প্রায়ই বলেন, তার মর্মটি খুলে বুঝিয়ে বলুন না, মা!"

ক্ষণকাল নীরব থেকে উত্তর দিলুম, 'দেখ মা, শক্তি একই, ওর দ্বৈতরূপ নেই, তবে অবস্থানুসারে পৃথক পৃথক নামকরণ করা হয়। যখন মানব জীবনে আত্মবিকাশ তখনই আত্মশক্তি, সৃষ্টির প্রথম উন্মেষে বালার্ক। এই শক্তি ত্রিবিধরূপা আদ্যাশক্তি—গায়ত্রী;

"হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যস্থাং প্রাতঃ সূর্য্যসম প্রভাং
পাশাঙ্কুশ ধরাংসৌমাং বরদাভয় হস্তকাম্।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকাম দুখাভজে।"

দেবী ভাগবতে আদ্যা শক্তিকে এইভাবে দেখিয়েছেন। এই ভগবতী দেবী ভক্ত হৃদয়ের সকল বাসনা পূরণ করেন। 'অ-উ-ম'—বিন্দু জড়িত হয়ে ওঁ বা প্রণব। এখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিপুরুষের ত্রিবিন্দু বা ত্রিশক্তি—ত্রিসন্ধ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিস্থিতি লয়ের পরিণাম প্রদায়িনী গায়ত্রী দেবী।—

"প্রাতঃ বালং রক্তবর্ণাং মধ্যাহ্নে যুবতীং পরাম্
সায়াহ্নে কৃষ্ণ বর্ণাং তাংগায়ত্রীরূপ মূচ্যতে।
সহস্র পরমা দেবীং শত মধ্যাং দশাবরাং
সহস্র নেত্রাং গায়ত্রীং শরণমহং প্রপদ্যে।"

এই বিরাট রূপিনী গায়ত্রী মানব হৃদয় রাজ্য গঠিত করে সর্বাভীষ্ট প্রদান করেন, অন্তঃর্বহি জগত এই বিরাট রূপের অভিব্যক্তি বা অভিব্যক্ত রূপ।

মানব হৃদয়ের বিকাশোন্মুখ অবস্থাটিকে বলা হলো কি, না 'প্রাতঃর্বালং' 'হংস বাহিনী' 'প্রাতঃ গায়ত্রী', আর বিকশিত বা ব্যাপকভাবে স্থিত বিষ্ণুশক্তি, তাই 'যুবতী পরাম্'। প্রাপ্তি বা পূর্ণ পরিণতিই 'মাহেশ্বরী স্বরূপেণ সংস্থিতা' আবার তিনিই বিশ্বের প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস শক্তি। এতেই দেখ একই শক্তি ত্রিধারা রূপে এই বিশ্বকে সৃজন পালন ও নিধন করে তিন নামে ব্যাখ্যাতা হলেও আদৌ তো তারা বিভিন্না নন। কেবল কর্মভেদে নামভেদ এবং ত্রিবিধ রূপের পরিকল্পনা। আবার এই পরিকল্পিত মূর্ত্তিও সাধক, ভক্ত, উপাসকদিগের আত্মতৃপ্তি বা সাধন পথের সহায়তা-দ্যোতক বলেই তাঁদের চিৎ প্রবিম্বিত রূপে সংকল্পিত। মহা মহা সাধকগণ এক অদ্বিতীয় মহাশক্তিকে সাধারণ ধারণাপথে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের কত না উপকার করে গেছেন ভেবে দেখ দেখি। এই বিরাট

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বের রচয়িত্রী মহামায়া মহেশ্বরীকে তা নৈলে কি আমাদের মত ক্ষুদ্র জীব তাদের সংকীর্ণ চিত্র পটে ধরে রাখতে সমর্থ হতো? দশ মহাবিদ্যার রূপও এই উদ্দেশে প্রণোদিত। অথচ একমেতাদ্বয়ং যিনি তিনি তো একাই নন, তাঁর সৃষ্টির সবেই-তো তিনি ওতোঃপ্রোতঃ হয়েই আছেন, পরিপূর্ণ অনাদ্যান্ত অপ্রমেয়ং অবিক্রিয়ম্—"একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্মনেহ'না নাস্তি কিঞ্চিন"—তিনি ভিন্ন কিছু নাই তাই সকল রূপই সত্য, সকল ভাবই সার্থক, কিছুই ব্যর্থ নয়—কল্পানবের মত পরিপূর্ণ যিনি সকল বুদ্‌বুদ্ তরঙ্গ তাতেই উঠছে তাতেই স্থিতি করছে।'

খানিক চুপ করে থেকে বললুম, 'মায়েরা আমার! তোমরা শান্ত মনে ব্যাকুল প্রাণে আকুল হয়ে আমার গোবিন্দকে ডাক, তবেই তাঁকে হৃদয়ে পাবে, তবেই তাঁর দয়া পাবে। দেখ্‌বে গোবিন্দ আমার করুণার সিন্ধু! গোবিন্দ শুধু যোগীজনের নয় সাধকেরও নয়—ভক্তিভরে তিনি জগতের সবাকার কাছে বদ্ধ।'

কতক্ষণ নীরবতার পরে ধীরকণ্ঠে গৌরী বল্লে, 'মা, আমরা কিছুই যে বুঝি নে, অথচ অনেক কিছুই জানবার সাধ হয় তাই না আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আপনি যখন বলছেন, তখন আমাদের জানবার বোঝবার জন্যে ব্যাকুল না হয়ে যা'তে গোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ হয় এই জন্যই ব্যাকুল হওয়া উচিত। আপনিও আমাদের সেই আশীর্ব্বাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করবেন মা! আপনার দেখান সহজ পথই আমাদের পক্ষে ভাল।'

হেসে ফেলে বল্লুম, 'সাধনার পথটি কোনভাবেই সহজ নয়, তবে সরল পদ্ধতি বলা চলে।'

করুণা বল্লে, 'আমার একটু জানবার আছে; আচ্ছা মা!'

ত্বলালী তাকে বলতে না দিয়ে বল্লে, 'করুণা! তোমার আবার প্রশ্ন? মা যে বললেন জানবার বুঝবার দরকার নেই শুধু ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই!'

বিমর্ষভাবে করুণা উত্তর করলে, 'মা তো বলছেন সার সত্য, কিন্তু আমার প্রাণ যে কেবলই জানতে চাইছে, তার কি করবে?'

বল্‌লুম, 'তোমার প্রাণের এ অন্বেষণের প্রেরণা তিনিই দিয়েছেন, একে রোধ করবার ক্ষমতা তো তোমার নেই—তা' তুমি অন্বেষণ কর, পেয়ে যাবে। যার যা প্রয়োজন ঐ গোবিন্দই তাঁর সংযোগ করেন।'

'তবে মা আপনি আমার জিজ্ঞাসায় রাগ করবেন না'— এই কথা কয়টি বলে করুণা করুণ নেত্রে আমার দিকে চাইল, আমিও একটু সস্নেহহাসি হাসলুম।

করুণা বললে, 'মা জপে বসে ত্বল্‌তে থাকি কেন? চেষ্টা করেও শরীরের সেই দোলানী থামাতে পারিনা। আপনি বলেন, "মনোবেগকে সব সময় প্রশ্রয় দেবে না"—কিন্তু তা তো হচ্ছে না! সে ঝোঁক সামলাতে গেলে জপে বিঘ্ন হয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলি—'ধ্যেয় ও ধ্যাতার সংযোগে এই আনন্দানুব্যক্তি!' 'আচ্ছা মা! আগে যেমন গান গেয়ে গেয়ে গোবিন্দকে ডেকে বা স্তবাদি বলে আনন্দ পেতুম এখন আর সে রকম ভাবটি হয় না কেন মা? জোর করে যদি একটি কিছু বলতে যাই তো ভেতর থেকে রস পাইনে'—এ কথা বলে করুণা যেন কি চিন্তা করতে লাগলে।

বল্‌লুম, 'বলেছি তো যা যতক্ষণ দরকার গোবিন্দ তার সংযোগ করেন। এসব আর দরকার নেই, এক পৈঠে উপরে উঠেছ।' কৌতুক করে দুলালী করুণাকে ঠেলে দিয়ে বল্‌লে, 'বুঝেছ? উচ্চস্তরে উঠছো গো, স্বর্গে যাবে।'

'নিজের মতন সকলকে দেখ—আত্মবোধেন জগৎ, নিজে কেমন নিয়ে থুয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে কি না, মন তাই ভরা আছে। পেট ভরা থাকলে কি আর খাই খাই থাকে! তাই আমাদের একটু কিছুতে ওনার মজা আসে'—কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে করুণা দুলালীর দিকে পিছন ফিরল।

করুণার পিঠে একটা চড় দিয়ে হেসে দুলালী বললে, 'তোরা ভাই যত বলবি বল্, আমি কিন্তু তোদের মত করতে পারি না। মা যা' বলেন তাতেই সন্তোষ হয়ে থাকি। প্রশ্ন তো জগতে অনেকই আছে, কিন্তু মা যা বলছেন, "ব্যাকুল হয়ে ডাক, আর তাঁর কৃপা পাবার জন্যে প্রার্থনা করো, তাঁর কৃপা-বলেই অপ্রাপ্যও প্রাপ্ত হবে" —এই আদেশ আর আশীর্ব্বাদই আমাদের যথেষ্ট। সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় মনের ওস্‌কানি শুনিস্‌ কেন? আমি মজা দেখি না, মজা দেখে তোর মন।'

করুণা বললে, 'হ্যাঁ তা বই কি! মা বলেন "জিজ্ঞাসা প্রাণে থাকা ভাল।"—তবে? আমার যে সবই শুনতে জানতে ভাল লাগে। তা' গোবিন্দকে যত ভাল লাগে, তাঁর জগত্‌কেও ততোটাই লাগে; তাই অত জানবার চেষ্টা। মনে কত বিষয়ই ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়েছে, তা' আমি ওদের তাড়াই কি করে বল?'

দুলালী বললে, 'তাড়াতে কি আর তুই পারবি? তবে গুরুবাক্যে নির্ভর করে মনকে একাগ্র করবি তো? মা তো বলেন চঞ্চল মন স্থির হলেই মনের জিজ্ঞাসা মনেই তাদের মীমাংসা লাভ করবে। সে সবই মা ঠিক করে দেবেন তখন তোর অত মাথা ব্যথা কেন রে?'

এই সময় সরযূ বলে উঠলো, 'মা, আমি তো কিছু জিজ্ঞাসা করতেও জানিনে, শুধুই ছুটাছুটি করে মরি! আমি পাবো তো?'

তাকে বল্লুম, 'মাগো! পাওয়া মানেই তো হওয়া। আমার জিনিস হারিয়ে গিয়েছিল, খুঁজে পেলুম, আমার হ'ল। আমাকে আমি হারিয়েছি, আমার মূলসত্ত্বাকে খুঁজে পেয়েই আমি হওয়া। জল আর তার তটভূমি, যতক্ষণ তটভূমিতে ততক্ষণই তৃষ্ণার্ত্ত, জলে প্রবেশ করলেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি—একেই বলে প্রাপ্তি। তোমরা নিজ নিজ গুরুচরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিচল নিষ্ঠা রেখে, তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে জল অন্বষণে চলো। তা হলেই প্রাপ্তি হবে। এর জন্য—

"অন্তরে সতত প্রার্থনা রাখবে।
অন্তর সতত ব্যাকুল রাখবে,
অন্তর সতত পবিত্র রাখবে,
অন্তরে সতত সত্যনিষ্ঠা রাখবে,
অন্তরকে সতত জাগ্রত রাখবে
অন্তরে সতত কৃষ্ণভক্তি রাখবে।"

নিত্য পারিজাত গাথা পাঠ করবে, এই পারিজাত গাথা হ'তেই তোমাদের অন্তরে প্রার্থনা আসবে, এই পারিজাত গাথা তোমাকে জাগ্রত রাখবে, তোমার সমস্ত মনোবাসনা পরিপূর্ণ করবে। মা তোমরা হরিভক্তি প্রসাদে অনন্ত জীবন লাভ করো।—

"আরাধীতো যদি হরিস্তপসাঃ ততঃ কিম ?
নারাধীতো যদি হরিস্তপসাঃ ততঃ কিম !
অন্তর বহির্যদি হরিস্তপসাঃ ততঃ কিম ?
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসাঃ ততঃ কিম !
বিরম বিরম ব্রহ্মাম্‌কিম্ তপসাস্তু বৎস !
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্কর জ্ঞান সিন্ধুম্।
লভ লভ হরি ভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাম্
ভব নিগড় নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তরীব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়

আজ প্রাণে আমার বড় আনন্দ। সাহিত্য সম্রাজ্ঞী অনুরূপাদেবীকে নিজের ক'রে পেয়ে, বহু দিনের আশা আজ আমার পূর্ণ হলো। যাঁর হৃদয়ের প্রেরণায় জগতকে আনন্দে জ্ঞানে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন, তাঁর সেই জ্ঞান গৌরবময়ী অদেখা মূর্ত্তিখানিকে বালিকা বয়স হতেই যে আমি পরম শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে এসেছি। সেই তিনিই আজ তাঁর অমৃতপূর্ণ বক্ষে আমায় তুলে নিয়েছেন মায়ের স্নেহে। এক সময়ে গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন, "তোমার যাহা কিছু বিয়োগ তাহা আমা হতে সংযোগ"—তা সেটা আমি খুবই দেখ্‌ছি। আধ্যাত্মিক ও মায়িক সকল দিক হতেই তা' দেখ্‌ছি সম্পূর্ণই হয়ে যাচ্ছে। এই আনন্দাপ্লুত অন্তরে আনন্দ বর্দ্ধন করে সন্ধ্যার পর দু'চারটি ভক্ত সঙ্গে কৈবল্যানন্দ স্বামী এসে উপস্থিত হলেন। মধ্যে মধ্যে স্বামীজির এ ভাবের শুভাগমন হয়, ইনি শিবানন্দ স্বামীজির শিষ্য (হৃষিকেশ আশ্রম)। তাঁদের আদর অভ্যর্থনার সঙ্গে কুশল জিজ্ঞাসার পর স্বামীজি হাস্যমুখে বল্লেন, 'মা, এই ছেলেরা সব আপনার মুখের কথা শুনতে এসেছেন। মা ইনি বড় গুণী লোক, শ্রী এম্. এম্. ভেঙ্কটরাম—জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার পদস্থ কর্ম্মচারী, আর ইনি শ্রী পি. ভি. সুব্রহ্মণ্যম—টাটা আইরন এণ্ড ষ্টিল্ কোং'র বড় অফিসার, আর আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভায়াটি হচ্ছেন শ্রীসি. এস. চন্দ্র—দি ইউনাইটেড্ লজ অফ্ থিওসফিষ্ট অফিসের—এঁরা সবাই আপনাকে দেখতে এসেছেন, সেই সঙ্গে আপনার মুখে কিছু শুনতেও ইচ্ছে করছেন। আনন্দভরা প্রাণের মধ্যে তখনও আনন্দের পূর্ণ জোয়ার চলছে, তারই উচ্ছ্বাসে হেসে বল্‌লুম, 'ছেলেরা বাবার কাছে যতই পাক্ না কেন, মা'র কাছে আব্দার যে ওদের থাকবেই।'

এ কথার উত্তরে স্বামীজি সশব্দে হেসে উঠলেন, আর সে হাসির তরঙ্গ সকলের মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে স্থানটিকে যেন হাস্যসরস করে দিলে। তার বেগটি বেশি করে গঙ্গানারায়ণের মুখেই ব্যক্ত হলো। এক টুকরো হাসির সঙ্গে সে বল্লে, 'তা ঠিক্ মা! ছেলেরা যে বড় পেটুক।'

আমিও হেসে উত্তর কর্‌লুম, 'না বাবা, ছেলেরা কখনও পেটুক হয়? মা যদি একটু যত্ন নিয়ে সময় মত তাদের খাইয়ে দেন, তা'হলে তারা আর খাই খাই করবে কেন?'

এ কথায় ছেলেরা পরস্পরের মুখ চেয়ে একটু হাসল। উত্তরে গঙ্গানারায়ণ হেসে ফেলে বল্লে, 'সেই জন্যেই তো মার কাছে আসা।'

ছেলেদের দিকে চেয়ে আমি তাদের বল্‌লুম, 'আমি বলি বাবা! তোমরা ভক্তিসুধা পান কর তাহলে আর পেটুক বুদ্ধি থাক্‌বে না, এক ভক্তিতেই সকল শ্রেয় প্রাপ্তি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গানারায়ণ বল্লে, 'হ্যাঁ, সেই ভক্তিটিই তো জ্ঞান দিয়ে বুঝবার দরকার, ঈশ্বরানুরক্তি ঠিক হচ্ছে কিনা।'

আমি বল্‌লুম, 'গঙ্গানারায়ণ! শুদ্ধ চিত্তেই ভক্তি জাগ্রত হয়। বুদ্ধিকে তার জন্য পরিমার্জিত করে নিতে হবে। সগুণের সেবা করে নির্গুণে প্রবেশ করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক বোধ জন্মালে তো সব লেটাই চুকে গেল।

আবরণ বিহীন জ্ঞানেই মনোনিবৃত্তি। সেই অনন্ত অব্যক্ত ভগবানে অনুরক্তি বুঝতে হলে ভক্তি-সাধনই শ্রেষ্ঠ মার্গ। ব্যবহারিক ভক্তি নয়, পরাভক্তিই তোমার চিত্তে ঈশ্বরানুরক্তি এনে দেবে, তখন জ্ঞানকে আশ্রয় করে আর তোমায় ঈশ্বরানুসন্ধান করতে হবে না, অব্যক্ত তখন ভক্তের ভক্তি ডোরে বদ্ধ হ'য়ে ব্যক্ত হবেন।

ভূমিতত্ত্ববিদ্ এ ছেলেটি তা ভাল ভাবেই বুঝে নিয়েছেন, আকার ব্যতীত কোন বিষয়েরই জ্ঞান জন্মে না। অন্তরের মধ্যে একটুখানি সীমারেখা টেনে নিতেই হবে, নিজের বোঝবার মতন করে।'

গঙ্গানারায়ণ বল্লে, 'মা, স্বামীজি তো আগেই বলেছেন ইনি বড় ব্যক্তি! ভূমিতত্ত্ব নিয়েই শুধু থাকেন না, সকল রকম তত্ত্বের মধ্যেই ডুবে আছেন, ধর্মতত্ত্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব নিয়েও ইনি ধনী।'

কৈবল্যানন্দ স্বামীজির দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লুম, 'এমন মহাধনীর কৃপা লাভ করে অভাবী থাকবেন কেন?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামীজি শুধু একটুখানি স্নিগ্ধ মৃদু হাস্য করে ছেলেদের ঘড়ির দিকে ইসারায় দেখালেন, ন'টা বাজে।

তাঁর ওঠবার ইঙ্গিত বুঝে সকলকে চরণামৃত ও প্রসাদ এনে দিলুম। স্বামীজি ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করলেন এবং আমায় বল্‌লেন, 'মা, প্রণবানন্দ স্বামী আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন, বদরীনারায়ণের প্রসাদ পাঠিয়েছেন। তাঁর কথা আপনার মনে আছে নিশ্চয় ?'

এই কথাটি শুনে মনে বড়ই আনন্দ হ'লো। হর্ষোৎফুল্লমুখে বলে ফেল্লুম, 'তাঁকে আমার খুব মনে আছে বাবা। তিনি অনুগ্রহ করে এখানে পদধূলিও দিয়েছেন, তিনি যে আমায় স্মরণ করেছেন এতে নিজেকে আমি কৃতার্থ বোধ করছি! তিনি এখন কোথায় আছেন বাবা ?'

স্বামীজী উত্তর করলেন, 'এখন তিনি বহু দূরে মা! আপাততঃ তিব্বতের মানস সরোবরে আছেন।'

এই বলে স্বামীজী আসন ছেড়ে উঠলেন, ছেলেরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দেবী ও মানবীকে প্রণাম করে চলে গেল।

ওঁদের সঙ্গে এই সব কথাবার্ত্তার সময় দয়াল, অমিয়, শিশির, জিতেন মজুমদার, সুধীর এরাও সব এসেছিল। স্বামীজীরা চলে যাবার পর একটু এগিয়ে এসে বসে সুধীর বিনীতভাবে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা মা, আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে। জানতে সাধ যায় এপর্য্যন্ত ভগবানকে কি কেউ দেখিয়ে দিতে পেরেছে ?' সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটু জোরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গেই ওর প্রশ্নের জবাব দিলুম, 'হ্যাঁ পেরেছে, তুমি যেমন আমায় দেখছ এই রকম করেই দেখাতে পেরেছে।'

সুধীর একটুখানি হেসে বল্লে, 'হ্যাঁ সে কথা তো শুনেই আসছি কিন্তু সে রকম তো লোক দেখিনে।'

আমিও যথাপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গেই ওকে বল্লুম, 'প্রাণে যদি দেখবার জন্য প্রকৃত ব্যগ্রতা থেকে থাকে, সে একাগ্রতার টানে শ্রীভগবানের কৃপাপ্রাপ্তি হবে, আর তাঁর কৃপা হলে কি না সম্ভব। প্রকৃত দার্শনিকও মিলে যাবে দর্শনও লাভ হবে। আচ্ছা একটি গল্প আছে বলি শোন ;—এক ব্যক্তির ছেলের কঠিন পীড়া হয়েছে, ডাক্তাররা ছেলের জীবনের আশায় নিরাশ হলে সে ব্যক্তি কোন সাধুর শরণাপন্ন হয় এবং সে লোকটির দুঃখে সাধুর কৃপা জন্মায়। তিনি তাকে বললেন, "যদি একটি দুরূহ কাজ করতে পার তো পুত্রের জীবন লাভ করতে পার। সে কথাটি এই—মড়ার খুলিতে সাপের বিষ ও স্বাতী নক্ষত্রের জল একত্রে পড়লে সেটি আমার কাছে নিয়ে এস আমি তা মন্ত্রপুতঃ করে দেবো, ছেলেকে তাই খাওয়ালে সে ব্যাধিমুক্ত হয়ে জীবনপ্রাপ্ত হবে।" উদ্যম ও একাগ্রতার সঙ্গে সে সেকাজে অগ্রসর হলো। বিশ্বাস, জগতে যখন এ বস্তু আছে তখন তা' নিশ্চয়ই সে পাবে। ঘোর অমাবস্যা রাত্রিতে সে শ্মশানে গিয়ে একটি মড়ার মাথা খুঁজে পেলে, তাই নিয়ে দ্বিগুণ উদ্যমে সে সাপের বিষের আশায় বসে রইলো। ব্যাকুল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে সাপের বিষ প্রার্থনা করছে, সামনেই মড়ার খুলিটি সাজানো আছে। সহসা সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে দেখলে একটা বিষধর সাপ ফোঁস করে ফণা তুলে তাকে ছোবল মারতে আসছে, অমনি সে নতশির হলো আর সাপের মুখটি সেই মড়ার খুলির ওপর গিয়ে পড়লো। সে পরে দেখলে যে সাপ সরে গেছে খুলির মধ্যে তার বিষটি পড়ে আছে। সে তখন শ্মশানের ধারে নদীর তীরে একনিষ্ঠার সঙ্গে বসে রইলো। "কোথায় স্বাতী নক্ষত্রের জল, হে ভগবান! আমায় পাইয়ে দাও"—ক্রমে সে স্বাতী নক্ষত্রের জলও পেলো। শুধু ব্যাকুল হলেই তো হবে না, সেই একান্ত ব্যাকুলতার সঙ্গে সঙ্গে চাই সাহস ও নির্ভরতা।'

দয়াল এই সময়ে হঠাৎ আগ্রহ ভ'রে বলে উঠলো, 'আচ্ছা মা, সকলেই তো ভগবান ভগবান করছে, অনেকে আবার দর্শনও পেতে চাইছে কিন্তু ভগবান বস্তুটি কি সেটি তো আগে ভাল ক'রে তাদের বুঝা দরকার! ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ পাচ্ছি আমরা কিসে?'

হেসে বললুম, 'দয়াল! তুমি বেদান্তের নূতন ছাত্র হয়েছ কিনা তাই এভাবের তার্কিক প্রশ্ন করছো, না? ভগবানের অস্তিত্ব খুঁজলে তো বাবা পাবে না, ভগবানের অস্তিত্ব যে ভক্তের ভক্তি বিশ্বাসে। মা আমায় বলেছিলেন "মায়া স্নিগ্ধ মূর্ত্তি আমি কেবল প্রবল।"

কথামৃতে রয়েছে—"তোমার নেতি নেতির মধ্যে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে ?—পেঁয়াজের খোসা ছাড়ান ?" তাই বলছি বাবা, "সে" নেই তো "আমি" আছি কি করে ? বিশ্বাসে তাঁর কৃপা আসবে, তাঁর কৃপাতেই তাঁর দর্শন মিলবে।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলেছেন—

"অজ্ঞশ্চা-শ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।"

ঈষৎ সলজ্জ থেকে একটু কুণ্ঠিত ভাব কাটিয়ে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে দয়াল নম্রকণ্ঠেই বল্লে, 'মা, আমি ঠিক এ কথা বল্‌ছি না, কথা এই যে—শুনে আসছি জাগতিক পদার্থ সমূহ ব্রহ্মময়, তবে তাঁর দর্শন লাভ হয় না কেন ? ওতোঃপ্রোত ভাবে জগতে যখন ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মতত্ত্ববোধ জন্মে না কেন ? সব্বাই যখন ব্রহ্মই হলুম তখন ব্রহ্মানুবোধ আমাদের মধ্যে নেই কেন ?'

সহাস্যে তাকে বল্লুম, 'দয়াল! দেখ সবই ব্রহ্ম বটে, তবে সমস্তই আবৃত ব্রহ্ম। সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপে ব্রহ্মের উপরে ত্রিগুণের আবরণ পড়ে ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে। বিবেক দিয়ে আবরণ নিরসন বা তাকে সরাতে না পারলে আবরণের সেবা করা হয়, ব্রহ্মের তো হয় না—যেমন ডেক ঢাকা তারকেশ্বরের পূজা। শীতল জলের পাত্রটি লেহন করলেই তো আর তৃষ্ণা নিবারণ হবে না, ভিতরের জলটি না পান করলে তৃষিত হয়েই জন্ম কাটাতে হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা তুমি যে বলছো ভগবান দর্শন হয় না কেন, ব্রহ্মানুভব হয় না কেন? ভেবে দেখে বলো দেখি, তোমার আমার না হতে পারে, কারুর কি হয়নি? তবে এই ব্রহ্মের জ্ঞান জন সমাজে 'কোথা থেকে প্রচারিত হলো? অরূপ ব্রহ্মকে রূপ সজ্জায় সাজালোই বা কে বা কারা? ব্রহ্মাত্মৈকত্ব বোধ যাঁদের হয়েছে তাঁরাইতো অন্যের উপকারার্থ এই সব নিয়মতত্ত্ব জগতে প্রচার করে গিয়েছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী হতে হলে যে সব কৃচ্ছ সাধনার প্রয়োজন তা শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলীতে তো বিশদ ভাবেই লিখিত আছে। গীতাতেও কিছু কিছু রয়েছে, বুদ্ধির শুদ্ধি দিয়ে কেবল বুঝে নেবে। সম দম উপরতি তিতিক্ষা বিবেক বৈরাগ্য —এই ষট সম্পত্তিতে সিদ্ধ হলে ব্রহ্মবিদ্ সিদ্ধগুরুর কাছে শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ চিত্তে উপদেশ গ্রহণ করে গুরুপোদিষ্ট সাধনা করতে করতে তবেই ব্রহ্মদর্শন বা আত্মদর্শন আত্মার মধ্যে দিয়েই ঘটে থাকে। এ তো তোমাদের সিনেমা দর্শন নয় বাবা! ভগবান তো বহুরূপী, কোন রূপ তাঁর নেই। যে রূপের উপাসক সে প্রগাঢ় ভক্তি যোগেই তাঁর দর্শন লাভে সমর্থ হয়। যেমন অর্জ্জুনের হয়েছিল, তিনি জ্ঞান যোগে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, আবার ভক্তি যোগে কিরীটিনী গদিনী চক্রহস্ত চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন হবার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হন্ নি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেদিন সকাল বেলায় অনেক দিন আগের এ গানটি অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল—

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর হে কমলাপতি,
(ওহে) ভক্তি প্রিয় (আমার) ভক্তি হবেন রাধাসতী।
(আমার) এ দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবেন মা যশোমতী।
(আমার) পাপভার গোবর্দ্ধন, (তুমি) ধর ধর হে জনার্দ্দন,
কামাদি ছয় কংস চরে ধ্বংস করহে সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি গোষ্ঠে (হে ইষ্ট) এই মিনতি।
যদি বল রাখাল প্রেমে বন্দী ছিলে ব্রজ ধামে,
এ দীন হীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথী।"

পূজার নৈবিদ্যি প্রভৃতি গুছিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে যতটুকু মনে এলো আপন মনে বল্‌তে বল্‌তে যেন আনন্দরসে ডুবে গেলুম।

রাখালদাস তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সে রাখাল, তাকে তো তুমি ঠেলতে পারবে না।

গোবিন্দ! আমারও কথা আছে—স্মরণ কর আমায় তুমি "বাছুর" বলেছিলে, তা' এই অশান্ত বাছুরটি যেন তোমার কৃপা দড়িতে চিরদিন বাঁধা থাকে। অজ্ঞান চঞ্চল বাছুরটি বাঁধতে তুমি না একদিন আমার কাছে দড়ি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেয়েছিলে? তুমি বলেছিলে, "একটা বাছুর বাঁধবার দড়ি দিবি?" কেমন সেকথাটি অস্বীকার করতে পারবে না তো? এই বিশ্বাস-নিয়েই তো বেঁচে আছি গোবিন্দ আমার! তুমি আমায় যে দয়ার দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছ। আমার প্রার্থনা তোমার সন্তোষ।

আনন্দ রসে.ভরা বড় সুন্দর মনটি নিয়ে পূজায় বসেছি, একটি আকন্দ ফুল চন্দন লিপ্ত করে মার চরণে দিতে গিয়ে হঠাৎ পূজার তন্ময়তায় একটা ধাক্কা লেগে গেল। ঐ সুশোভন মনোরম চরণে এই অশোভন ফুলটি তুলে দেব কি করে? মনে হতেই হাতটি আমার নেমে এলো। কিন্তু ফুলটি রাখবো কোথায়? মা তোমার চরণোদ্দেশ্যে আরোপিত ফুলটি, যা' তোমায় আমি অর্পণ করতে পারলুম না ও-চরণকমলের অযোগ্য ভেবে, কিন্তু এটি রাখি কোথায়? কোথায় তুমি নেই মা? সকল ভুবন জুড়ে তো তুমিই রয়েছ গো? এই মাটিই তো তুমি আমার মা'টি। সুশোভন অশোভন তো তোমাতেই রয়েছে মা, ভাল মন্দ সবি তো তুমি আদর করে বুকে ধরে রয়েছ, সৎ অসৎ সবই তো তুমি!

বুদ্ধিরূপে আমাতে থেকে এমন ভেদবুদ্ধি রূপ ধরাচ্ছো মা? যোগবুদ্ধিতে মূর্তিমতী হয়ে আমায় অভয় দাও মা! রূপায়নি! আমাতে তোমার বহুরূপের প্রকাশ দিয়ে এমন প্রমত্ত করে রেখেছ—চক্ষু বঞ্চনা করছে, কর্ণ বিক্ষিপ্ত করছে, জিহ্বা পরাজয় আনছে, নাসিকা মত্ততা আনছে, পরশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্তি জাগাচ্ছে, আমি অভয় কোথায় পেলুম মা! মাগো, স্বুরাহা-দূরাহা ব্যক্ত-অব্যক্ত সবই তুমি! ত্রিবিধা-মাত্রা হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত তোমার রূপ। রঙ্গময়ি! রঙ্গ তোমার বহু নাটে ভানুমতীর খেল খেলে, আমায় ভুলিয়ে রেখে আর নিগ্রহ করো না মা! আমার মনে মনোময়ীরূপে চির প্রতিষ্ঠিতা হয়ে থেকে মায়ের কাজ কর গো মা!

"যদা তে মোহ-কলিলং বুদ্ধি-ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।"

—এ ভাবেই আজ পূজোটি সম্পন্ন হলো। মাকে ডেকে ডেকে অন্তরের অভিমান মার ওপরে নিংড়ে ঢেলে দিয়ে ফুল বেলপাতা নেড়ে চেড়ে পূজো শেষ হলো। এ ভাবের পূজাই প্রায় হয়, মাকেই বা দেখব কি পূজোই বা করবো কি? ম'র ভাবশতদলের পাপড়িগুলি হৃদয়াভ্যন্তরে রূপে রসে বর্ণে সৌরভে বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেগুলিকে নিয়েই তো বিব্রত হয়ে রয়েছি!

বিকালে চারটের মধ্যেই ঠাকুরদের শীতল ভোগ দিয়ে নিয়েছি, আজ শনিবার একটু তাড়াতাড়িই সব কাজ সেরেছি। প্রত্যহ বিকালে মেয়েরা মার কাছে আসে, শনি রবিবারে ছেলেরা আসে, নিজ নিজ অন্তরের প্রার্থনা জানাতে, জিজ্ঞাসু হয়।

চারটে না বাজতেই মেয়েরা সকলে একে একে উপস্থিত হতে লাগলো। তাদের বিশ্বাস ছেলেদের সঙ্গেই মা সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাল কথার আলোচনা করেন। তাই সে সব শুনবে বলে ছুটে এসেছে। ওরা কোন ভাল জিনিষ থেকেই নিজেদের বঞ্চিত করতে চায় না। সস্নেহে সকলকে নিকটে বসিয়ে কুশল জিজ্ঞাসার সঙ্গে আজকার কি ভাবের পূজা হলো জিজ্ঞাসা করে উত্তর শুনে নিলুম। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলে, 'মা, ঠিক হচ্ছে তো?'

কেউ কেউ বা বল্লে, 'মা, কিছুই যে বুঝতে পারছি না, কিছুই হচ্চে না?' তাদের বুঝিয়ে বললুম, 'মা কি হচ্ছে, আর কি বুঝতে চাও? তোমার ইষ্টে তোমার ভালবাসা সে তো তোমার অন্তরের জিনিষ, অন্তর হতেই তো সেটা বুঝতে পারবে? নিজের অন্তরকে অমন অন্তর করে রেখ না মা। ভালবাসা আর ভালবাসার ধন তোমার অন্তরেই রয়েছেন, অন্তরে ব্যাকুল হয়ে শুধু ডাক, প্রাণ ফাটা ব্যাকুল হয়ে শুধু কাঁদ। তোমার গাঢ় ভালবাসার আকুলতায় তাঁর করুণা তোমার অন্তরে ফুটে উঠবে, আর একমাত্র তা'তেই তোমার মধ্যে তাঁর লুকিয়ে রাখা রূপটি প্রকাশ পাবে।'

এ সময় "নদের নিমাই" সমাজের কর্মিভক্ত কল্যাণীয় হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন—মহাপ্রভুর আঠার দিন ব্যাপি মাঘোৎসবের নিমন্ত্রণ নিয়ে, তাঁর আদর অভ্যর্থনার মধ্যে এসে উপস্থিত হলো মায়ের সব ভক্ত ছেলেরা। কণ্ট্রোলার অশোক সেন ও অমিয় চ্যাটার্জ্জী (করুণার স্বামী), শিশির বসু, হেমন্ত মিত্র, হেমেন মিত্র, হীরেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসু, (খোকা ছেলে), গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি সব এরা হাইকোর্টের উকিলের দল একে একে উপস্থিত হ'লো। তাদের সকলকে সাদর সম্ভাষণ করে বসতে বললুম। সকলকে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করছি, এগিয়ে এসে প্রণাম করে অশোক বল্লে, 'মা! আপনার চরণে যখন এসে পৌঁছেচি তখনই আমাদের সর্বাঙ্গীন কুশল জানবেন। এখন বলুন দেখি বর্দ্ধমান যে বেড়িয়ে এলেন, কেমন আনন্দ পেলেন? বিদ্যাসুন্দরের সুড়ঙ্গটি দেখে এসেছেন তো? শুনতে পাই বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটির নাকি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে।'

কুমারটুলির ডাঃ অমৃতলাল মজুমদারের পুত্রের দৌহিত্র এই অশোক সেন। ছেলেটি ভক্তিমান, তার গর্ব যে তার মাতামহের কুমারটুলির বাড়ীতে ভক্তি-সিদ্ধান্তের ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসে বহুদিন যাবৎ বাস করেছিলেন এবং তাদের কুলকে ধন্য করে দিয়েছেন। সেই বাড়ীতেই আজও তারা বাস করে। অশোকের পিতামহ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

ওর কথায় একটু হেসে বল্লুম, 'খুব আনন্দ পেয়েছি সত্যি, টানা মোটরে অতটা পথ এর আগে তো কখনও যাই নি, কিন্তু তোমরা সকলে সঙ্গে থাকলে আনন্দ আরও অনেক বেশী পেতুম।

গঙ্গানারায়ণের শ্বশুরবাড়ীর যে আদর পেয়ে এসেছি কোন দিন তা' ভুলবো না। বর্দ্ধমান রাজার কুল দেবতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে দর্শন করে এসেছি, আর সাধক ভক্ত-শিরোমণি কমলাকান্তের আসন দর্শন করে নিজেকে ধন্য বোধ করেছি। তাঁর তপঃপূত প্রভাবটি যে আশ্রমে সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে তা' চিত্ত সহজেই স্পর্শ করে।

তারাপীঠে মায়ের আব্দারে ছেলে বামা-ক্ষেপার কীর্ত্তিটিও দেখবার ইচ্ছা ছিল, তা' আর হয়ে ওঠে নি। দূর অনেক, রোদে আমার কষ্ট হবে বলে শঙ্কর ও তার মা সতী যেতে দিলে না। সেই জন্যেই বিদ্যাসুন্দরের সুড়ঙ্গ দেখাও হলো না। যেতে তো ইচ্ছে ছিল খুবই, এঁরও অনিচ্ছা—তাই কথার উপরে কথা বলতে তো কিছু পারলুম না, যা' দেখা হ'লো তাই ভাল। বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকাতে আধ্যাত্মিক ভাব ব্যক্ত করছে বলে যা বল্‌ছ তাই ঠিক্‌!

সুন্দর সেই চিরসুন্দর পুরুষোত্তম, বিদ্যা তাঁরই স্বরূপ শক্তি, ওঁরা দু'জনে—প্রকৃতি এবং পুরুষ। সুরঙ্গটি হলো সুষুম্না পথ, ঐ পথে প্রবিষ্ট হতে পারলেই তো প্রকৃতি পুরুষে মিলন। যোগীদের ষট্‌চক্রভেদ বাস্তব জগতে যা আছে আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক এই ভাবেরই সমস্ত সজ্জিত।'

আনতমুখে অশোক বিষয়টি চিন্তা করতে লাগলো, সকলের অন্তরেই বোধ হয় তখন ওই একই ভাবের চিন্তা প্রবাহ চল্‌ছিল, স্থানটিও একটু নীরব ভাব ধারণ করলো। এ সময়টিতে হঠাৎ ওদের চিন্তা-প্রবাহকে ছিন্ন করে দিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবি প্রভাতকিরণ বসু এসে এই নীরবতা ভঙ্গ করে আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলো, 'আমায় ডেকেছিলেন মা!'

কৌতুক হাস্যে তার মুখের দিকে দিকে চেয়ে বল্লুম, 'প্রাণ যখন টেনে এনেছে তখন নিশ্চয়ই ডেকেছি। আর ডাকছি তো সর্ব্বদাই আমার মায়ের সুযোগ্য সন্তানদের; তাদের দেখলে তাদের মুখের দুটি কথা শুনলে যে আমার মনে শান্তি হয়।'

প্রভাতকিরণ বল্লে 'মাগো! নিজে শান্তি পেলেই তো হবে না, আমায় তো শান্তি দিতে হবে। আপনারা তো মা শান্তি প্রস্রবণ, তাপিত জীবকে শান্তি দান করছেন, যাদের যা' নেই তা' তারা আপনার কাছ হতে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের তাপগুলি আপনাকে দিয়ে তাপিত করছে।

আমি কিন্তু সে ভাবের নই, আমিও শান্তি নিতে এসেছি বটে, তবে আমার মেয়ে নেই, আমার একটি মেয়ে চাই। মেয়ের জন্য যে কত জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি কোথাও একটি মেয়ে পাচ্ছি না! একটি মনের মতন মেয়ের জন্য আমার মনে বড় অশান্তি! তাই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি, তুমি আমার মেয়ে হবে? আমার বুড়ো মা বেঁচে রয়েছেন, আমি তোমায় তো মা বলবো না, মেয়ে হও তো বলো আমি আদর করে নিই।'

আনন্দোচ্ছাসিত কণ্ঠে উত্তর দিলুম, 'বাপ হ'বার বড় সখ, বেশ মেয়েই তোমার হলুম, তাতে আমারই তো জিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলো। বোঝ এখন বুড়ো মেয়ের আবদারের চোটটি কেমন!'

আমার দিকে স্থির দৃষ্টি তুলে ধরে প্রভাতকিরণ বল্লে, 'যার যা চাওয়া তা' পেলেই তার পরম লাভ, যার প্রাপ্তি তারই জিত। বুড়ো-মেয়ে কি কচি-মেয়ে ও বলে আমায় ভুলাতে পারবে না, মেয়ে যে সে মেয়েই।'

সন্তোষের সঙ্গে সায় দিয়ে বল্লুম, 'যা বল্লে বাবা, সে খুব সত্যি কথা। মেয়ে তবে তুমি এতদিনে পেলে? আমার এই মা'র তো আমি মেয়ে।

"—বৃদ্ধা হও প্রৌঢ়া হও যুবতী বালিকা
মেয়ে নয় মায়া তুমি নারী প্রহেলিকা।"

—এ কথাই তো যথার্থ কথা।'

এই সময় শ্যামবাজার নিবাসী অপূর্ব্বচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ইনি দৌহিত্র। ডাঃ ভগবতীচরণ এঁর পিতামহ। এই পরিবারের ভাবটি বড়ই পবিত্র! তাঁদের আদর করে বসিয়ে বললুম, 'কি বাবা, তোমার কিছু আবদার আছে নাকি?'

আসনে বসতে বসতে হাসিমুখে অপূর্ব্বচরণ বল্লে, 'সর্ব্বদাই তো সব পাচ্ছি, আবদার করবো কখন?'

আমিও হেসে জবাব দিলাম, 'এই তো রাজ-রাজেশ্বরীর ছেলের মতন কথা, কিছুরই অভাব নেই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ব্বচরণের মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায় বল্লে, 'মা, সাধনের সহজ উপায়টি বলুন। আমরা সমস্ত দিন পরের কাজ করি, নিজের কাজের সময় আর পাইনে। নিজের এই অসহায় অবস্থা ভেবে বড়ই ব্যাকুল হই, এখন একমাত্র ভরসা আপনি।'

সহাস্যে উত্তর দিলুম, 'ভক্তিই প্রধান ও সহজ সাধনা। গায়ত্রী জপই ব্রাহ্মণের সাধন। "পারিজাত গাথা"তে পড়নি গোবিন্দ বলছেন "নাম জপ, কীর্ত্তন কর, সতত আমায় চিন্তা কর, চিন্তা কর আমার আয়ত নয়নের মিষ্ট দৃষ্টি"। দেখ তাঁর কত ভালবাসা, আমাদের জন্য তাঁর কত ব্যাকুলতা, এই অবোধদের সম্মুখে কতই স্নেহভরে নিজেকে ফুটিয়ে দেখাচ্ছেন। অন্তরে নাম জপ সর্বদা করবে, আবার মুখেও নাম কীর্তন করবে, চিন্তার মধ্যে ভগবানের রূপটি ধরে রাখবে—এই সহজ সাধন। তস্মাৎ সর্ব্বেষু, অন্তরে অর্থাৎ মনে মনে নাম জপ করলেও মুখে কীর্তনের প্রয়োজন। নিজের জিহ্বা নামামৃত পান করবে, জগতের জীব নাম শ্রবণ করবে। জড়ত্বের জন্য অসমর্থ হলেও বৃক্ষতরুলতা পশুপক্ষী ইত্যাদি সকলের জন্যই এই নাম কীর্তনের প্রয়োজন, তাদের উচ্চারণের শক্তি নেই শ্রবণ শক্তি তো আছে? তারাও তো ভগবানকে চায় কিন্তু প্রকাশ শক্তি তো নেই! নিজে তৃপ্ত হলেই তো হবে না, জগতকে তৃপ্ত করতে হবে, তবে তো মানুষ নাম সার্থক—সাধনা সার্থক।

১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ"—নিজের কাজই হলো যুদ্ধ। ঈশ্বরোন্মুখী চিত্তকে সংসার আক্রমণ করছে, দুইটি বিভিন্ন ভাবকে ধর্ম বুদ্ধিতে ধরে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম করাই যুদ্ধ অর্থাৎ জীবন সংগ্রাম।

বাবা, "পারিজাত গাথা" তোমাদের ভরসা, তোমরা যা চাইছো "পারিজাত গাথা"ই তোমাদের তা' বুঝিয়ে দেবে। গোবিন্দ নাম কর, প্রেম নাও। জপ কীর্ত্তন করতে বলেছেন, কেবল অবস্থায় এই হরি নাম স্বতঃই উচ্চারিত হয়, এই জন্য তো বলে "হরে র্নামৈব কেবলম্"। আবার বলেছেন, "প্রার্থনা কর, যাঁর শক্তি তিনিই দিবেন। কাতর হলেই কৃপা পায়।" প্রার্থনা তাঁর কাছে করতে হবে, প্রার্থনা বড় সাধনা, প্রার্থনা বড় বল। কাতরতার সঙ্গে প্রার্থনা করলেই ভগবানের কৃপা লাভ হবে। পরমোৎকণ্ঠিত হলে তবেই না কৃপা পাবে।'

এই সময় শিশির জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা মা, আপনি যে বলেছিলেন একটু সময় ধ্যান করো—এ রকমটি করে যেতে পারলে আর ধ্যানের দরকার হবে না তো।'

ওর পাগলামীতে সস্নেহ হাস্যে উত্তর দিলুম, 'নাম জপের সঙ্গেই তো ধ্যান হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রূপ চিন্তারটি কি হলো? ধ্যান দরকার, একটি নির্দ্দিষ্ট সময় আসন করে সুস্থির মনকে একাগ্র করে ধ্যান করবে। ধ্যান ধারণা, নিধি ধ্যাসন, আসন প্রাণায়াম—চিত্তস্থির করবার জন্য এসবই চাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা বা ধ্যানের দ্বারা ভগবত ধারণা, হৃদয়ে তাঁর রূপের ধারণায় ধ্যেয় ধ্যাতার একত্ব সিদ্ধ হবে।

দেখ বাবা! ধ্যানের যথেষ্ট উপকার আছে, ধ্যেয়ের সঙ্গে একাগ্র মনের সাহায্যে অন্তরাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার সহজেই ঘটে। আর দেখ, অত শততে কাজ কি? এক ভক্তিতেই সমস্ত আছে—একথা জ্ঞানী শিরোমনি শঙ্করাচার্য্য মহাবৈদ্যান্তিক হলেও স্বীকার করে নিয়েছেন।' গঙ্গানারায়ণ বল্‌লে, 'মা! আমার তিনটি প্রশ্নের জবাব তো আজ মিল্‌লো না!'

হেসে বল্‌লুম, 'লেখা প্রশ্ন তো! বুঝে সুঝে বলতে হবে, মুখে মুখে কথার মুখে যা আসে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে দিই, বেশ তাই দিচ্ছি; তোমার প্রথম প্রশ্ন—"অনুতাপে কি পাপ ক্ষালনের সহায়তা করে?" তা' করে বাবা, অনুতাপেই তো পাপক্ষালন হয়।

অজ্ঞানের বশীভূত হয়ে লোকে পাপ করে, অজ্ঞানের মোহ আবরণ সরে গেলে তবে নিজের দোষ বুঝতে পারলে অনুতাপে ভগবানের প্রপন্নামতি লাভ হয়, আর তা' হতেই ভগবানের ক্ষমা আসে। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো "ছেলেবেলা থেকে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন অনুভূতি, তার পূর্ণতা লাভ হবে কিনা?"

গোবিন্দ বলেছেন "অন্বেষণ কর পাবে"—তাই আমিও বলছি খোঁজ, বোঝ, তোমার সমাহিত মনই তোমার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপূর্ণতা নিয়ে আসবে।—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে?" তৃতীয় প্রশ্ন তোমার এই "পূর্ণ দর্শন জীবনে পাব কিনা?"—পেলে কখন? তোমার দুটি প্রশ্নের একই উত্তর। পূর্ণ বলতে ঈশ্বরই শুধু পূর্ণ; আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হও, বৃত্তের মধ্যে বিন্দু হয়ে আছ তো? এই বিন্দুটি বর্দ্ধিত হলেই সমস্ত বৃত্তটি পূর্ণ করবে, এই মহাবাণী অন্তর থেকে উত্থিত হবে "ব্রহ্মাস্মি সোহম্।"

তোমার শেষ প্রশ্ন, "পরলোক আছে কিনা?"

পরলোক বা জন্মান্তর যে সত্য, তা ভগবান গীতাতে বারবার বলেছেন—

"শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধা নিবাশয়াৎ ॥"

আমাকে প্রণাম করে গঙ্গানারায়ণ সজল নেত্রে, আনত মুখে বসে বুঝি হৃদয় বেগ সংযত করতে লাগলো!

এই গঙ্গানারায়ণ মেধাবী ছেলেটি অতি অল্প বয়সে মাতৃ-হীন হয়ে অতি কষ্টে মানুষ হয় ও অতিকষ্টে লেখাপড়া শেখে। চুঁচুড়াতে বাড়ী, স্বদেশী ব্যাপারে বোমা তৈরির অপরাধে ওকে আট বৎসর জেলে আটক থাকতে হয়। জেলে থেকেই লেখাপড়া শেখে, বর্ত্তমানে হাইকোর্টে সুনামের সঙ্গে ওকালতি করছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুণ্ঠিত বিনম্র কণ্ঠে ক্ষিতীশ রায় ছেলেটি বল্লে, 'শবসাধন বিষয়টি জানতে ইচ্ছে হচ্ছে মা, একটু বুঝিয়ে বলবেন ?'

ক্ষিতীশের দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি তুলে উত্তরে বল্লুম, 'শব সাধনের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে আত্মশক্তির বিকাশ। সংসার রূপ নিবিড় অরণ্যে অজ্ঞানান্ধকার অমানিশায় আসুরীমায়াচ্ছন্ন জীবাত্মারূপ শবের চৈতন্য সম্পাদন করে আত্মকৃতরূপে অধিষ্ঠিত করাই শিবের শিবত্ব প্রাপ্তি। মহাশক্তি মহামায়ার ঐকান্তিক সাধনা ব্যতীত এই মহাবস্তু লাভ ঘটে না। প্রকৃত প্রস্তাবে শবসাধন—জীবাত্মা-পরমাত্মার একত্রিকরণ—তা' যে পথ দিয়েই যাও। তবে এ পথটি অত্যন্ত কঠোর শ্রমসাধ্য ; প্রকৃত-বীরাচারী ভিন্ন অন্যের সাধ্য নয়।'

বড় বাজারের শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীনাথ গাঙ্গুলীর পুত্র অর্দ্ধচন্দ্র গাঙ্গুলী ভক্তিমান ও চিন্তাশীল। সে সহসা বল্লে, 'মা, সকলেই তো নিজের কথা নিয়ে রইলো, পরের কথা তো কেউ বলেও না !'

মিষ্ট হাস্যের সঙ্গে জবাব দিলুম, 'বলে বাবা, দশের জন্যে চিন্তা করবার লোকও জগতে একেবারেই বিরল নয়। হাইকোর্টের জষ্টিস্ কে. সি. চন্দ্র ও মিসেস্ চন্দ্র ও জষ্টিস্ চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী এঁরা এসে প্রথমে দেশের কল্যাণের জন্যই প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁদের মুখে জগতের কল্যাণের জন্যও প্রশ্ন ছিল।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু অসহিষ্ণু ভাব দেখিয়ে সহসা অশোক বল্লে, 'মা একই কথা ঘুরিয়ে অনেক রং দিয়ে সব্বাই বল্‌ছে, ও আর শুনতে ভাল লাগেনা, আপনি বরং একটি গল্প বলুন।'

ঘাড় নেড়ে বল্লুম, 'ঠিক কথা বাবা, ছেলেরা চিরদিনই রূপকথা শুনতে বড় ভালবাসে। বেশ শোন রূপকথা ঃ— উন্মুক্ত আকাশের তলায় অসীম প্রান্তরের মধ্যে গোলাকার একটি দ্বার ও গবাক্ষ শূন্য ঘর, সেই ঘরের মধ্য হতে একটি গম্ভীর শব্দ আসছে "অস্তি অস্তি।" মহাশূন্য হ'তে আর একটি শব্দ আসছে "নাস্তি নাস্তি"; চতুর্দ্দিকের লোক ছুটে আসছে—কি এ শব্দ! কোথা থেকে আসছে? দিশেহারা হয়ে খুঁজছে—কোথায় কি? বিভ্রান্তের দল কি করবে? স্বর আকৃষ্ট হয়ে এসেছে, শব্দই আশ্রয় করবে তো? লক্ষ্য বোধ হলে তবেই তো নিশ্চয় হবে! যেখানে বুদ্ধি অগ্রসর হতে পারে না, মনের ক্রিয়া যেখানে নেই, সে বিলয় স্থান হতে নিবৃত্ত হতে হবে তো? কিন্তু সম্মুখে পরিদৃশ্যমান সম্ভাবিত আশ্চর্য্য রহস্য উন্মোচন করে নিশ্চয়কর সতেজ স্বরে কে তোমায় আহ্বান করছে—"অস্তি"—আমি আছি, ওরে কাছে আয়! "নাস্তি নাস্তি"—মিথ্যা, জগত মিথ্যা—এ নয়! নশ্বর বলতে পার, প্রবাহ ধরেই তো জগত চলেছে, মায়াতেই ঈশ্বর আকার নিয়েছেন, মায়ার পারে গুপ্ত রয়েছেন। টক্কা ফক্কা'র খেলা জান তো? আমি নিয়ে খুঁজলেই ফক্কা, নইলে টক্কা। বিলয়ে নেই, আলয়ে পাবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুষ্টুমিভরা মুখ তুলে অশোক বল্লে, 'মা, সবই ঘোরালো, এ যদি গল্প হয় তো বড় বেশী ঘোরালো গল্পটি। জগতের যা কিছু দেখছি মানুষ থেকে পিঁপড়েটি পর্য্যন্ত সকলেরি কুটুস্ আছে, কেবল গাধার বুদ্ধি সরল, আমি মা ঐ জন্য গাধা বড় ভালবাসি, গাধাতে আমাতে বন্ধুত্ব।'

বল্‌লুম, 'তুমি বড্ড বোকা কিনা তাই বোঝাতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে বাবা তুমি কুটিচক্!'

ছেলেরা সব হো হো শব্দে হেসে উঠলো, হাসতে হাসতে বললে, 'কেমন হলো অশোক বাবু! মাকে আর ঘাঁটাতে যাবেন ?'

ঝামাপুকুরের ভঞ্জ বাড়ীর মণীন্দ্র ভঞ্জ (সাব্‌জজ) এসে বসেছিলেন, এই কথার ফাঁকে এসে আমার কাছে বসে পড়ে বললেন, 'মা, বুড়ো ছেলে বলে আর মনে করেন না, চেষ্টা করেও এসে উঠতে পারিনা কেন ?'

হেসে বল্লুম, 'বেশ বাবা! যত দোষ নন্দ ঘোষের! এখন কি হয়েছে বল।'

একটু ইতস্ততঃ করে মণীন্দ্র বল্লেন, 'একটি কথা কদিন ধরে মনকে বড় তাড়না দিচ্চে—দর্শন কয় প্রকারের ?' বল্লুম, 'দর্শন তো জান ছয় প্রকারের, ওদিকেও ষড়দর্শন, এদিকেও ষড়দর্শন। স্বপ্নে দর্শন, অনুভূতি দর্শন, ভাবে দর্শন, কৃপা দর্শন, জ্যোতি দর্শন, পূর্ণ দর্শন।'

উৎকণ্ঠার সঙ্গে ভঞ্জ বল্লেন, 'পূর্ণ দর্শনের অবস্থা কি ?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্লুম, 'সেটি বলে বোঝান যায় না, ওটি অব্যক্ত। অব্যক্ত কেন? অনুভবের বোধ; ভগবত কৃপায় অন্তরের ভগবত-অনুভব অবস্থাটিকে পূর্ণ দর্শন বলে। অনুভবের বোধ থাকতে তো পূর্ণ হওয়া যায়না। সে তো আগেই বলেছি, অন্তরের মধ্যে ভগবৎ ভাব ব্যতীত যখন অপর কিছুই থাকে না মদিয়তা ঘুচে গিয়ে তদাত্মতায় তন্ময়তায় বিভোর হয়ে যায় তখনই না পূর্ণত্ব লাভ হয়। তখন হয় বাক্য মনের বহির্ভূত অবস্থা।'

রাত হয়ে গেছে একে একে এবং একত্রেও সকলেই বিদায় গ্রহণ করলে। শঙ্কর নীরবে এসে বসেছিল তেমনি নীরবে ভাবটি নিয়েই চলে গেল কিছু বল্লে না, কোন প্রশ্ন করলে না—ছেলেটীর ভাবটি ভারী মিষ্টি। খুব সুন্দর, বড় ভাল লাগে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশ

ঘুম ভেঙ্গে দেখি রাত্তির চারটে।

মঙ্গল আরতির সময় উপস্থিত দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এসে উঠানের মধ্যে দাঁড়াতেই দেহ মনে একটা অনাস্বাদিত আনন্দের তরঙ্গ এসে লাগলো। রজনী সুন্দরী সমস্তক্ষণ জ্যোৎস্না সায়রে সম্ভোগ সুখাতিশয্যে মগ্ন থেকে এই সবে মাত্র অলস দেহভার সংযত করে তাঁর স্বর্ণ সূত্রে বোনা সুসূক্ষ্ম ওড়নাখানিকে দু হাত দিয়ে দিগন্তে প্রসারিত করে সুধার ধারা ঝরিয়ে নিজ অঙ্গটি ঢেকে নিতে ব্যস্ত হয়েছেন। নিশিথিনীর অঞ্চল নিঃসারিত সেই সুধা ধারায় সমস্ত দিকটি যেন সুষমাময় হয়ে গিয়েছে। সেই সুষমাভরা নিশিথের বুকে ফুল সুবাসে মাখা বাতাসটি কি মিষ্ট মধুর যে লাগছিল, ঠিক প্রকাশ করা যায় না। এই ছোট্ট উঠানটিতে দাঁড়িয়ে আনন্দের এতটুকু পরশেই অন্তর যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল! এ জন্যই বুঝি ব্রহ্মবিদ্‌গণ এ সময়টিকে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলেছেন। গৃহে ও বাহিরে সকলেই সুপ্তিমগ্ন, সেই সুষুপ্তির মধ্যে জাগ্রত শুকতারাটি আকাশের গায়ে কেবল জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বল্‌ছে।

আর আমাদের ঠিক পাশের বাড়ীর ছাদে তাদের পোষা কোকিলটির তার বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল আহ্বান ধ্বনি—কুহু কুহু কুহু, ওগো কই তুমি ?—অবিশ্রান্ত ভাবেই ব্যক্ত হয়ে চলেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ কোকিলটির মতই যদি সমস্ত, ভুলে গিয়ে বাঞ্ছিতের উদ্দেশ্যে ব্যগ্র ব্যাকুল অশ্রান্ত প্রতীক্ষা নিয়েই থাকতে পারতুম! আকুল কণ্ঠে উন্মুখ আকুল ঐ একটি মাত্র রব—ওগো কই তুমি, কই তুমি, ওগো কই তুমি, তুমি কই—যদি ধ্বনিত হতে থাকতো, তবে কি গোবিন্দ আমার গোপন হয়ে থাকতে পারতেন? এই যে আমি দেখ তুমি ব'লে কণ্ঠালিঙ্গন করতেন না কি? এই ভুবন জোড়া যত কিছু দৃশ্য অদৃশ্য সব মর্ম্মস্পর্শ করছে। সবাই যেন ডাকছে—এস এস বাঞ্ছিত, পথে চলে এস, এই মঙ্গল মুহূর্ত্তটিকে ব্যর্থ হতে দিও না দিও না, শ্রান্ত প্রকৃতির জড়তা কাটিয়ে তরুণ রবি নূতন উদ্যমে দেখা দিলে তুমিও নবীন উদ্যমে এই মঙ্গলময় ক্ষণে সেই সুমঙ্গলকে স্মরণ করে জীবনের মঙ্গল সাধন কর। তোমার অন্তরের আনন্দ-সুরভি মাখিয়ে হৃদয়ের ভক্তি উৎস ধারায় সুমঙ্গলকে সুশীতল কর, অন্তরের প্রেম-শতদল চয়ন করে পুষ্পাঞ্জলি দাও। অন্তরের সন্তোষ-বাতাসে মঙ্গলময়ের সন্তোষ দাও।

—নয়নে আরতি হোক্ বাহু ফুল মালা
অধরে অমৃত হৃদি নৈবেদ্যিরি ডালা!—

গোবিন্দ দেখিয়ে দিলেই কি দেখবার উপায় আছে? ক্ষণ যে বয়ে যায়। ঐ তো নিশারাণী তার বিশ্রাম স্থান হতে উষারাণীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

বেলা সাতটা। প্রাত্যহিক কাজ সেরে আমার খাতাখানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে লিখতে বসলুম, কেন যে লিখি তাও জানিনে; যেদিন প্রাণের মধ্যে প্রেরণা আসে সেই সরস স্বভাবগুলিকে খাতার পাতায় স্থান দিই। লিখবো কখন? দর্জ্জিপাড়ার রাজকৃষ্ণ মিত্রের প্রপৌত্র গুণেন মিত্র এসে উপস্থিত হয়ে আমায় লিখতে দেখে একটু আক্ষেপ করেই বলে উঠলো, 'মাগো, মা! যখনি আসি মাকে আর পাই না। মা সর্বদাই একটা না একটা কাজে ব্যস্ত।'

কলমটি রেখে সহাস্যে কৌতুক করে বললুম; 'বেশ তো ছেলে তুমি, মাকে পাওনা কি? এই তো তুমি—এই তো আমি!' গুণেনও সআব্দারে বল্লে, 'বেশ তো বেশ তো বলেই বেশ বুঝিয়ে রেখেছেন মা, আমি কি মায়ের বেশ ছেলে? বেশ তো! এখন এগুলো আপনি কি লিখছেন বলুন দেখি? "আমার কথা" নামটি দিয়ে যে লিখছেন, কিন্তু "আপনার কথাই" তো দেখছি এতে লেখা কম। অপরাপর লোকদের কথাই যে দেখছি পাঁচ কাহন। আপনার জীবনের অত্যাশ্চর্য কথাগুলি তো লেখেন নি শুনচি।' একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই বল্লুম, 'গুণেন! গোবিন্দের অত্যাশ্চর্য কৃপাবলেই আমার জীবন আশ্চর্যময়; নইলে জীবনে আর আমার অদ্ভুত কি আছে? সকলেরি যেমন ভোগাভোগ নিয়ে জীবন কাটে আমারও তো তাই, এ লেখা কেবল গোবিন্দের ইচ্ছেয়। লোক চক্ষুর অন্তরালে, সংসার জীবনে থেকে কত যে তপস্যাপরায়ণ নরনারী যথার্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধু জীবন যাপন করে, ক'জন তার খবর জানে? আমার জীবনের সঙ্গে তেমন যাঁরা মিলিত হয়ে আমায় ধন্য করেছেন তাঁদের কথা একটু না থাকলে আমার কথা বলাটি যে অসম্পূর্ণ থাকে, সেইজন্য সবই লিখেছি।'

গুণেন একটু হেসে বল্লে, 'আমরা তো তা' জানিনে মা, আমাদের মার কথাই আমাদের গৌরবের ও আনন্দের, বল্লুম বলে দোষ নেবেন না মা, আমরা যেমন বুঝি তেমনি বলি।' আমিও হেসে ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'দোষের তো কিছু বলোনি, লজ্জা পাচ্ছো কেন?' এই সময়ে শিশির বসু মাকে প্রণাম করতে এলো, আমায় কথা কইতে দেখে সাশ্চর্যে বলে ফেল্লে, 'মা যে দেখছি এখনো পূজায় বসেন নি?

উত্তরে অপ্রতিভভাবে বললুম, 'একটু লিখছিলুম। হ্যাঁ, এইবার পূজায় বসবো।' গুণেন আমোদ করে বল্লো, 'লিখতে আর পেলেন কই—আমি এসে তো মায়ের দখল নিলুম।'

ওর আবদারের কথায় হাসতে হাসতে শিশির বল্লে, 'তাই তো মা'র হয়, মাকে একটা কিছু করতে দেখলেই ছেলে মেয়েদের আবদার যেন বেড়ে যায়। মা হওয়া কি জ্বালা মা!' আমার দিকে চেয়ে আবার বল্লে, 'মা! নদের নিমাই-এর যে কীর্তন হবে বলেছিলেন, তা' আমি হৃষিকেশ বাবুর কাছে গিয়েছিলুম।' 'উৎসবের দিনটি ঠিক করে এলে, কেমন ঠিক তো?'—নীরবেই সম্মতি জ্ঞাপন করলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনশ্চ সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হ্যাঁ বাবা! তোমার হাতের মুঠোয় ও কাগজখানা কি?' সলজ্জে শিশির বল্লে, 'মা, আজ সকালে মা'র উদ্দেশ্যে এগুলো মন থেকে বেরিয়ে এলো, কাগজে সেগুলিকে ভরে দিয়ে মার চরণে মনে মনে নিবেদন জানিয়ে যাব ভেবেই এসেছিলুম, কিন্তু আপনি তো পূজায় বসেন নি আপনার হাত থেকেই মার চরণে পড়ুক।'

'দেখি'—বলে হাত বাড়িয়ে কাগজটি নিয়ে শিশিরের লেখা কবিতাটি পড়তে লাগলুম,—

"দে মা, খুলে চোখের ঠুলি,
মায়ার ঠুলি চোখে দিয়ে পাঠালি জগত সংসারে
দে মা খুলে চোখের ঠুলি।

কেমন করে খুলবো ঠুলি?
অবোধ আমি কিই বা জানি,
আমি শুধু মা মা বলে অভয়া চরণে দিনু সঁপি।

আমি তো মা কিছু জানি না
ধ্যান মন্ত্র পূজা সাধনা
দয়াময়ী মাগো আমার নে মা আমায় কোলে তুলি।

পঞ্চভূতে চব্বিশ তত্ত্ব
নয় তো মা এ কঠোর সত্য
তুই যে মা সবার সত্ব, নিরাকারা সাকার হলি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাইনা মা তোর জ্ঞানের বোঝা,
কর্ম থেকে ভক্তি সোজা,
সেই পথেতে প্রেমের ডালি দে মা আমার মাথায় তুলি।

শ্যাম শ্যামা যে একই রূপ,
হেরবো আমি সেই অপরূপ,
হৃদয় মাঝে তারই আলো দয়া করে দে মা জ্বালি।
মা বলে মা, তোর চরণে জীবন আমার দিনু ডালি।”

আনন্দিত মনে পাঠ শেষ করে বল্লুম, ‘বাঃ বেশ তো হয়েছে শিশির! তোমার কবিতা মাসিক পত্রিকারা নিশ্চয়ই পায়? আমি তো এই আজ পেলুম।’

গুণেন বল্লে, ‘আপনি বুঝি জানেন না, শিশির বাবু অফিস যেতে ট্রামে বসে বসেই কবিতা লেখেন যে। আমি একদিন একখানি কবিতা কেড়ে নিয়েছি সেটি আমার পকেটেই ঘোরে, সুবিধা পেলে সব্বাইকে দেখাই; এই বলে গুণেন একখণ্ড ভাঁজ করা কাগজ আমার সামনে মেলে ধরলে। বল্লুম, ‘পড়।’ শিশির বড় কুণ্ঠিত হয়ে বল্লে, ‘আগে ওসব লিখতুম।’

তাকে বাধা দিয়ে গুণেন বলে উঠলো, ‘পাষ্টটেন্স্ আনছেন কেন? এখনো লেখেন। মা শুনুন।—

(ওরে) আপন জনে ভুললি রে মন,
আপন জনে চিন্‌লি না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ও তুই) পরকে নিয়ে রইলি ভুলে
পরের তরেই ভাবনা।

আপন জন তোর কোথায় ওরে,
দেখনা খুঁজে আঁখি মেলে,
আপন জনে ভাবিস্ কি তুই
ক্ষণিক তরে সবটি ভুলে ?

(ওরে) 'মায়া' দিয়ে মায়ার বাঁধন,
ফেলরে কেটে ফেলরে ও মন !
'মায়া'র স্বরূপ দেখবি তখন
চিদ্ঘন সেই মদনমোহন ॥'

বিকেল হ'তে মেয়েরা একে একে সকলে এসে একত্রিত হলো। আমিও ঠাকুরদের জল খাইয়ে এসে তাদের মধ্যে বসলুম। প্রণামাদির পর তুষ্ভাণ্ডারের রাণী অমিয়া দেবী চৌধুরাণী বল্লে, 'মা সেদিন যে আপনি নবগোপাল গোস্বামীকে আধ্যাত্মিক ভাবে রাস বর্ণনা করতে বলেছিলেন তিনি তো তা' বলেন নি। গোঁসাই বল্লেন, "আমরা প্রকট-গোবিন্দের সেবা করি, তা' ছাড়া অপর কিছুই বুঝি না বোঝাইও না—"

ওর কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে বল্লুম, 'ঠিক কথাই তো বলেছিলেন, সামনে যখন পেলুম, পথে পথে ঘুরতে যাব কেন ?'

আব্দারের সুরে অমিয়া বল্লে, 'তা হোক মা, আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ আমাদের আধ্যাত্মিক ভাবের রাস-লীলাটি বুঝিয়ে বলুন।'

অমিয়া মেয়েটি বড় বিনীত, জানবার বুঝবার স্পৃহাটিও বেশী। বল্লুম, 'মা আমরা নিজে বুঝিনে কিন্তু অপরকে বুঝাতে চাই, তাতে কি ঠিক ঠিক বোঝান যায়?'

অমিয়া বল্লে, 'না, মা, আপনি আর ওসব অবান্তর কথা বলবেন না। আপনি যা' বলবেন, আমাদের মায়ের মুখের কথা তাই আমাদের ভাল লাগবে। সত্যি, আর কারু মুখ থেকে শুনলে এমনটি হয় না।'

আমিও হেসে ফেলে বল্লুম, 'বেশ তাই যখন, তখন শোন,—

সৎ-চিৎ-আনন্দ সেই ব্রহ্ম, হ্লাদিনী-শক্তিসমূহে সমাশ্লিষ্ট আত্মা—অক্ষর পুরুষ। অষ্টধা পরাপ্রকৃতিযুক্তা জীবাত্মা বা রাধা। শ্রীরাধার সখি সমূহকে যেমন তাঁর কায়-ব্যূহ বলা হয়েছে, তেমনি হ্লাদিনী-শক্তি সমূহ জীবাত্মার কায়-ব্যূহ।

রাধাকৃষ্ণ যেমন একাত্ম, জীবাত্মা ও আত্মাও তেমনি একই। রাধা সখি পরিবেষ্টিতা, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কিন্তু তা নন, তিনি একক পুরুষ—একক পুরুষ হলেও হ্লাদিনী-শক্তি সমূহে সংযুক্ত। বহুত্বকে বেষ্টন করে সেই একক পুরুষের নিত্য লীলা খেলা চলছে। আনন্দময় ভগবান আত্মা বা পরমাত্মা জীবাত্মার প্রেমানন্দ সম্ভোগশীল। পরমাত্মা জীবাত্মার স্পন্দনে যে নৃত্য তাই আধ্যাত্মিক রাস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদপদ্মস্থ আত্মা বা ভগবানের সঙ্গে জীবের যখন মিলন হয়, একাত্মরূপে আলিঙ্গন বদ্ধ হয়, তখনই রাসোৎসব বা রাস-লীলা।

ঐ সঙ্গীত-মুখর রাস লীলায় প্রণবের উৎপত্তি। লয়স্থান নাদই ভ্রমর-ধ্বনি। ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন যোগীর প্রণব সাধনে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত। নাভি হতে হৃদপদ্ম-স্থান পর্য্যন্ত মৃণালসূত্রের মত সুসূক্ষ্ম নাদ-ধ্বনি উত্থিত হয়।

বৃত্তাকারে রাস-নৃত্য—আত্মা-পরমাত্মার আরম্ভ ও শেষ নেই, এই জগৎ চক্রই ভগবানের নিত্য রাসস্থলী।

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদ্বোৎফুল্ল মল্লিকাঃ
বীক্ষ্য রন্তু মনঃশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতাঃ।"

"রজস্তমঃ অতিক্রমে সত্ত্বে স প্রকাশ শারদ্বোৎফুল্ল সা রজনী।" ভগবান বল্লেন "আগামী শারদ্বোৎফুল্ল রজনীতে তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হবে।" এই আগামী বলবার অর্থ—"অগ্রগামী হয়ে এসে আমায় প্রাপ্ত হবে।" গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন, "কৃপা" কর বলে পিছনে থাকলে হবে না অগ্রসর হয়ে সামনে এস।"

রজস্তমঃ অতিক্রম করে সত্ত্বে প্রবেশ করতে বলছেন, একমাত্র সত্ত্বেই ভগবৎ সান্নিধ্য। "শারদ্বোৎফুল্ল সা নিশা" বলবার তাৎপর্য, তখনো গুণের কার্য্যটি চলছে। রজস্তমঃ অতিক্রমে চতুর্দ্দশ ভুবন অতিবাহিত হলো, ইন্দ্রিয়াদি স্তব্ধতা প্রাপ্ত হলো, ইন্দ্রিয়াদি চতুর্দ্দশ ভুবনের দেবতা সমূহ অত্যাশ্চর্য স্তব্ধ বা উপসম প্রাপ্ত—যা বিরল তাই আশ্চর্য!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথকতায় বলে তো শুনেছ, বৃন্দাবনের তরুলতা পশুপক্ষী আকাশ বাতাস চেতন অচেতন স্থাবর জঙ্গম সকলেই সচেতন হয়ে ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে এই রাস দর্শন করেছিল। এমন কি তারাও একত্রে মিলিত হয়ে এই রাস-নৃত্যে যোগ দিয়েছিল। আরও বিস্ময়ের কথা, দেবতারাও সকলে রাধা-গোবিন্দের এই রাস দর্শনে স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এমন কথাও বলেন যে দেবতারাও নাকি এই রাস-নৃত্য করেছিলেন।

শারদপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র আকাশে সুস্থির থেকে রাসের আনন্দের সহায়তা করেছেন, চন্দ্রের সুধা সিঞ্চনে সরস সতেজ থেকে তাঁরা শ্রান্ত হতে পারেন নি। বিশুদ্ধ সত্ত্বরস-পূর্ণ সুবিমল চন্দ্রের প্রভা ধ্যাননিষ্ঠযোগীজনের আনন্দাভিরাম। অন্তর্জগত বহির্জগত একই ভাবের সন্নিবেশ।

গোপীকাদের গোবিন্দ বলেছিলেন "সকল মাটি মাড়িয়ে এসে আমায় প্রাপ্ত হবে।" অর্থাৎ সকল রকম ভোগাভোগের মধ্য দিয়ে চলে-এস। এ জগতের লোক-ব্যবহার ও জগতে ইন্দ্রিয়-ব্যবহারের পরিচর্যা—যোগী সাজলে তো চলবে না, যোগী হতে হবে।'

উৎফুল্ল মুখে অমিয়া বল্লে, 'মা কি সুন্দর! আমরা তো সত্যি কিছুই বুঝি নে, তবু যেন আপনার বর্ণনায় আঁকা ছবি খানি সুস্পষ্ট দেখতে ও বুঝতে পারছি। আপনি এমন সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন আমরা তো আনন্দ পাবোই, আমি নিশ্চয় বলতে পারি পণ্ডিতরাও আনন্দ পাবেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার কথার উত্তরে বল্লুম, 'মা আমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে বটে, কথাগুলি কিন্তু মাই বলাচ্ছেন, তখন আর এতে আনন্দ পাবার আশ্চর্য্য কি ?'

মুখ তুলে চেয়ে দেখি দরজার আড়ালে দুলালীর মা ইন্দু নিজেকে লুকিয়ে বসে আছে। দুলালীর বাবা এই আড়াই বছর মারা গেছেন, তার মধ্যে আর ইন্দু আসেনি। অনেক দিন পরে তাকে দেখে বল্লুম, 'মা ইন্দু! মায়ের শীতল কোলটি পাতা রয়েছে তাপিত সন্তানের জন্যে, তবে আস না কেন মা ?'

অবনত মুখে থেকেই ইন্দু বল্লে, 'মাগো! আমার সকল বুকটি জুড়ে আপনি রয়েছেন, আমার প্রাণে বসে সব সময়ই শান্তি দিচ্ছেন, আমার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সব বুঝিয়ে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে চলছেন, আপনি ছাড়া আমি আর কিছু জানিনে মা! ঘরে বসে আপনার কৃপা সতত পাচ্ছি। এই এমনি করে স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে আপনি আমার সামনে থাকেন মা, আমি দেখতে পাই।' অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি তুলে আমার দিকে চেয়ে সে আবার লুটিয়ে পড়ে, আর ওঠে না। ইন্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরে স্নেহ স্পর্শের সান্ত্বনা দিয়ে বসালুম। দুলালী বল্লে, 'মা তো আসতে চান না, বলেন মা কাছেই আছেন। মহানাম ব্রহ্মচারীর ভাগবতব্যাখ্যা আজ হবে শুনেছিলুম তাই এনেছি।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জোড়াবাগানের গিরিশ ঘোষের বাড়ীর মেয়েরা সব এসে বসেছিল। ইন্দির এটর্নীর স্ত্রী উষা বল্লে. 'মা আপনার মুখে সকলেই তো সব রকম উপদেশ শুনতে পায়, স্নেহ করে সকলকেই তৃপ্তি দেন, আমিও তো আপনায় স্নেহের কাঙ্গাল, আমার বড় ইচ্ছে হয় আপনার কথাগুলি সর্ব্বদা শুনি।'

ওকে বল্লুম, 'তুমি তো মা আমার অতি বড় স্নেহেরই, ঠাকুরের যখন নাতনী।'

ঠাকুর পরমহংস দেবের প্রিয় শিষ্য শিবানন্দ স্বামীর মন্ত্রশিষ্যা এই ভক্তিমতী উষা মেয়েটি স্বপ্নে ঠাকুরের আশ্চর্য্য কৃপা দর্শন লাভ করেছে। আবার ওকে উদ্দেশ করে বললুম, 'মা আমার কথা তোমরা সকলে শুনতে চাও, আমার কথা যে বলবার মত কি আছে আমি তো তা বুঝতেই পারিনে। গোবিন্দের আশ্চর্য্য কৃপা যা জীবনে পেয়েছি সেই সবই আমার বলবার কথা। প্রথম প্রথম যখন আমার সঙ্গে গোবিন্দ কৃপার খেলা আরম্ভ করলেন, তখন একটু বসলেই নানা রকম দর্শন হতো। এক দিনের কথা বলি তবে শোন,—ভাবে দেখছি মা আমায় যেন দেখিয়ে দিচ্ছেন, বেশ স্পষ্ট দেখছি একটি খুব বড় জায়গা, কিন্তু সে স্থানটি সম্পূর্ণ জলময়। যেদিকে দেখি, কেবল জল আর জল। সেই জলময় স্থানের মধ্যেই যেন এক দিকে একটি পুকুরও রয়েছে। পুকুরের এক দিকে আবার জলবিহীন স্থান বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চড়ার মতন খানিকটে রয়েছে। সেই পুকুরে অনেকগুলি হাঁস খেলে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ দেখি সেই হাঁসগুলির মধ্য হতে একটি হাঁস ডাঙায় উঠে এসে এক স্থানে বসে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখি সেই হাঁসটির সামনে একটি কৃষ্ণ তুলসীর গাছ রয়েছে। সেই গাছটির পিছন দিক থেকে একটা কৃষ্ণ সর্প হাঁসটিকে ছোবল দিতে ফোঁস করে ফণা তুললে, ভয় পেয়ে হাঁসটি একটু সরে যেতেই দেখা গেল একটি ডিম। হাঁসটি ডিমে তা দিতে বসেছিল। হাঁসটি সরে যেতেই সাপটি লুকিয়ে গেল, হাঁসটি ভয় পেয়েও পালিয়ে যেতে পারেনি ঐ ডিমটির জন্যেই বোধ হয়। সাপটি লুকিয়ে যেতেই হাঁসটি এসে আবার ডিমে বসলো। যেই বসেছে অমনিই সাপটি আবার ফনা তুলে তেড়ে এল, হাঁসটিও ভয় পেয়ে একটু সরে এল, সাপটিও লুকিয়ে গেল। এইভাব কয়েকবার ধরে চললো, সাপটি কিছুতেই হাঁসটিকে ডিমে বসতে দেবেনা। পুকুরের ক্রীড়ারত অপর হাঁসগুলি সব শান্ত হয়ে ডাঙারদিকে চেয়ে স্থির হয়ে আছে, তারা যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে! সহসা কোথা হতে আর একটি হাঁস ছুটে এসে সেই ভীত ত্রস্ত পলায়নপর হাঁসটিকে জোর করে টেনে এনে ডিমে বসিয়ে দিয়ে নিজে তার উপরে বসে ঠোঁট দিয়ে হাঁসটির মাথাটা জোর করে চেপে ধরে রইলো, ভীত হাঁসটির মাথা নত হয়ে পড়লো। আর আশ্চর্য্য দেখলুম, সেই সময় তেড়ে আসা সাপটি লুকিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেছে আর সেই কৃষ্ণ তুলসী গাছটি কৃষ্ণ ঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মা হেসে বল্লেন, "এই রকম।"

আর একদিন দেখছি কত বন উপবন। উপবনগুলির কি শোভা, তারই মধ্য দিয়ে সোজা একটি সুনির্ম্মিত পথ, হঠাৎ দেখি গোবিন্দ আমার আনন্দ উচ্ছল মোহন মূর্ত্তিতে সেই পথের মধ্যে এলেন, দুটি হাতে ধরা বড় বড় পদ্ম ফুল। তাই পথের উপরে দিয়ে পথটি সাজাতে লাগলেন্। ছুটে ছুটে যান আর অঞ্জলিভরা ফুল এনে এনে পথটিকে সাজান। আমি পথটির সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমার দিয়ে চেয়ে নোটন চাঁচর চুল দুলিয়ে মধুর মিষ্ট হাসি হেসে বল্লেন "তোমার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক"।

সে যে গোবিন্দ আমায় কি ভাব-দর্শনই দিয়েছিলেন, তা আমি আর প্রকাশ করে বলে তোমাদের বোঝাতে পারবো না। রাধারাণী যে শ্যামরূপের বর্ণনায় অপারগ হয়ে খেদ করেছিলেন, এই দর্শনটি মনে হলে ভাবি তা যথার্থ। "কি দিব রূপের তুল। বিধি কি চাঁদেরি হাট শ্যাম-অঙ্গ যোড়া গো! সকল অমিয়াছানি শ্যাম-অঙ্গ গড়া গো।"

অবাক্ বিস্ময়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কথাগুলি সব্বাই শুনছিল, এক সঙ্গে সকলেই বল্লে, 'কি আশ্চর্য্য'। অমিয়া বল্লে, 'মা ঐ হাঁসের দর্শনের মধ্যে মা যে আপনাকে বল্লেন "এই রকম"— "এই রকমের" অর্থ কি, সেটিতো আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে মা, দয়া করে বলুন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বল্লুম, 'মা! মহা-কারণ মধ্যে স্থূল-কারণ সরসীতে বহু জীবাত্মারূপী-হংস বিচরণ ক'রছে, ভগবত অনুকম্পা বলে উত্থিত হংস ব্রহ্মাণ্ড-রূপ অণ্ডটি ফুটিয়ে তুলে বস্তু-লাভ করতে চাইছে, কিন্তু প্রবৃত্তিরাজ্যের সেনাপতি অহঙ্কার-তাড়িত-ভয়ে সে বাধাপ্রাপ্ত। যত রকম ভয় আছে সর্পাতঙ্কই তার প্রধান। অহঙ্কারের তাই সর্পাকৃতি। জান বোধহয়, খৃষ্টিয় ধর্মে শয়তানকে তাই সর্পাকৃতি দেখিয়েছে, বৌদ্ধ ধর্মে একেই "মার" বলছে।

ভগবত-কৃপা-রূপ গুরু বলে নির্ভয় হতে পারলে তখনই ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করবার অধিকার জন্মে। দেখ মায়েরা সকল, গোবিন্দের আমার এই অকৃতি অধমদের উপরেও কতখানি দয়া, সততই আমাদের জন্যে তাঁর উৎকণ্ঠা আর অফুরন্ত ভালবাসা। তাই গোবিন্দ অমন করে মধুর স্বরে ডেকে বলছেন, "আমার নিজের হাতে সাজানো পথে তাদের আমি আদর করে হাতে ধরে নিয়ে আসি—যারা এই পথে চলবার আশায় সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে আমার কাছে আসতে চায়"।

এই ভাবটির কথাই বোধ হয় গোবিন্দ আমায় বলেছিলেন, "তোরা যদি নিজেকে আমায় দিস, আমি আদর করে নিই।"

আমার কথা শুনতে চাও, সে আর কত বলবো মা? গোবিন্দের খেলা করতে যখন যেমন ইচ্ছে হয়েছে তাই করেছেন। কত যে দেখিয়েছেন, কতই যে বলেছেন—তাঁর কৃপার তো আর অন্ত নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ক'মাস আগে সরযূর বাড়ীতে গুরু-উৎসবে গিয়ে বসে বসে ভাবে দেখছি—একটি বড় মাঠের ওপর দুটি পথ, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কোনাকুনি ভাবে সোজা সরল রাস্তা, সেই রাস্তায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়কারি যুগবতার ঠাকুর পরমহংসদেব উত্তর হতে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে আসছেন, আর আমি সেই পথের দক্ষিণে ঠিক তাঁর সামনে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আর সেই পথের মাঝে আমার পিছনে অনেক মেয়েও আসছে। আমি দেখছি, গায়ে কাপড়টি ঠাকুরের জড়ানো রয়েছে, ডান হাতটি ঢাকা, বাঁ হাতখানি কনুই পর্য্যন্ত খোলা আছে, দুটি হাত তাঁর বুকের ওপর যুক্ত করা রয়েছে। তাঁর পেছন হতে যেন ঠাকুরের আড়ালে থেকেই বালক-রূপী শ্রীকৃষ্ণ এক একবার উঁকি দিয়ে আমাদের দেখছেন আবার আড়াল হচ্ছেন। আমি ঠিক ঠাকুরের সামনে, ঠাকুরও আমার সামনে। আবার পূর্ব্ব পশ্চিম পথের ওপরেও এই দৃশ্য। একই পথের ওপরে, যে পথে গুরু রয়েছেন সেই পথের ওপরেই তাঁর সেবিকা, উভয়ে উভয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

গুরুর-অন্তরালে থেকেই গোবিন্দ সকলকে আকর্ষণ করেন। তিনিই তো গুরু-রূপে এক হাতে দান করছেন আবার শিষ্য-রূপে গ্রহণ করছেন। ভগবত-উপাসনারূপ শক্তি-রত্ন যিনি দান করেন তিনি আমার শ্রীগুরু, আর যিনি পরম শক্তির প্রযোজক তিনি পরমেষ্ট গুরু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর সেই অভিপ্সিত বস্তু যিনি তিনিই পরাৎপর গুরু। প্রযোজক গুরু রূপে আমাদের মধ্যে এখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব। পূর্ব পূর্ব পর পর জগত জনে এই ভাবেই পেয়ে আসছেন, শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইত্যাদিও এই ভাবেই জগত গুরু। এটি দেখবার পরই মনে হলো অনুরূপা দেবী আমায় একদিন বলেছিলেন, "তুমি মেয়েদেরই বেশী ভালবাস, তোমার লেখার মধ্যে ছেলেদের কথা বেশী নেই কেন? অথচ দেখতে পাই তারাও তো তোমায় কম ভক্তি করে না।" এখন দেখছি ঠিক তাই! আমার পিছনে মেয়েদের দলই তো গোবিন্দ দেখালেন—ছেলেদের অনুযোগের উত্তর দেবার আর যো টি দেখছিনে। গোবিন্দ তোমাদের আদর বাড়ালেন, কিন্তু আমারই মুস্কিল হলো।' সকল মেয়েরা কলরব করে এক সঙ্গে সহাস্যে বলে উঠ্‌লো, 'এ্যাঁ মা, আপনি তাহলে দেখেছেন আমরা আপনার আশ্রয় নিয়েছি? গোবিন্দ তা হলে আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন সেটা, বাঃ বাঃ! জয়গোবিন্দ! জয়গোবিন্দ!'

বল্লুম, 'জানিয়ে তিনি খুবই দিচ্ছেন মা, তাঁর দুষ্টুমিটি তো জীবনভরেই বুঝছি মা। মানুষকে ভজাতে মজাতে অমনটি আর কে কোথায় আছে বল!'

মুখতুলে দেখি কাশিম বাজারের রাজা কমলারঞ্জনের রাণী হেনা দেবী আজ এসেছেন। রাণী মেয়েটি বড় সরল প্রকৃতির। ঠাকুর দেবতায় খুব ভক্তি, পূজা জপেই দিনের অর্দ্ধেক সময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিবাহিত হয়, অর্দ্ধ রাত্রি পর্যন্ত জপে থাকেন, ঈশ্বরানুগ্রহের জন্য পূর্ণ উৎকণ্ঠা। তাঁর পরিজনের মধ্যে তিনি "ক্ষ্যাপা মা"। হেনা বল্লে, 'তাঁর মজানো ভজানোর কথা আমরা বুঝবো না মা! গোবিন্দ আমাদের আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন, আপনি আমাদের তাঁকে পাইয়ে দিন।' বল্লুম 'মা কেউ কাউকে কিছু দিতে পারে না, নিতে জানলেই পায়, তা যে পায় তারও রকমফের আছে, এক যোগ্যতা নিয়ে পায়, আর এক স্নেহ পরবশ হয়ে। অবশ্য সবার উপরে ঈশ্বরানুগ্রহই প্রধান।'

খেদের সঙ্গে হেনা বল্লে, 'সেই ঈশ্বরানুগ্রহই তো চাইছি মা! কি করে যে তাঁর কৃপা পাবো, তাঁর দর্শন পাবো।' সবেগে করুণা বল্লে, 'একি কথা বল্লেন মা! গুরুর কৃপা-শক্তি বলে মানুষের ত্রিভুবনের মধ্যে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। এ কি যে কেউ? গুরু-বলকে কি আপনি অস্বীকার করছেন?' হেসে বল্লুম, 'হাঁ, মা, গুরু-বলই ইহকালে জয় পরকালে জয় এ অস্বীকার্য নয়, তবে আমি যা' বলছি সেই কথাটি তোমরা ঠিক বুঝতে পারছো না। আমি নিজে যদি না নিই কেউ দিতে পারে না, আমায় নিতে জানতে হবে তো? গীতাতে ভগবান উপদেশ করছেন জানতো?—

—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানীনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হেনা বললে, 'আচ্ছা মা আপনার কথা শুনে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে, সাধনার পথে অত ভয় কেন মা! গভীর রাত্রে জপে বসে এক এক দিন খুব ভয় পাই, যেন কি রকম ভয়ের বস্তুও দেখতে পাই, এ কেন হয় মা? ডাকছি তো আমি ভগবানকে, মা কি সন্তানকে ভয় দেখায়?'

পূর্ব্ববৎ হেসে বল্লুম, 'সাধকের আত্ম-বল পরীক্ষার জন্যে ভয় দেখান বইকি! মা নিজেকে ঢেকে নিয়ে বালকের সামনে এসে দেখেন বালক তার মাকে চিনতে পারে কি না! এখন বলতো বালক কি তা'তে ভয় পায়? 'মা' বলে বল্‌লে বলেই এ কথাটা বলছি, নইলে সাধকের ভয় তো পদে পদে। নিজের এলাকার বাইরে কি কেউ স্বচ্ছন্দে যেতে দেয়?'

হেনা বললে, 'এরকম কি সবার হয়? আপনার কি এ রকম হত মা?' আমি মেয়েদের ও ছেলেদের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্লুম, 'ক্ষ্যাপা মা আমার! তোমার মতন ক্ষ্যাপা আমার আরও ছেলে মেয়েরা সব রয়েছে, কেউবা ভয়কে ভয় দেখিয়ে নিজের কাজ সেরে যাচ্ছে, কেউবা আবার ভড়কেও যাচ্ছে। তা' তাদের কথা না বলে নিজের কথাই বলি,—গভীর রাত্রে দুটা কি তিনটের পর আমি নির্জন ছাদে গিয়ে বসতুম। ছাদটি আমাদের তো খুব বড়, ছাদের ঠিক মধ্যস্থলে বসলে নিজেদের বাড়ীর বা আশে পাশের অপরাপর বাড়ী হতে বেশ পৃথক হওয়া যায়। সে সময় আশ্চর্য আশ্চর্য কত কিই অনুভব হতো।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ সময় সোৎসুকে মেয়েরা বলে উঠ্‌লো, 'কি হতো মা, কি হতো ?' ছেলেরা সব স্থিরভাবে শ্রবণ-উন্মুখ হয়ে রইলো।'

আমি বল্লুম, 'কি সব হতো সে সমস্ত আর কি করে বোঝাব! দুটি পাশ দিয়ে যেন আলোর তড়িৎ খেলে চলে গেল, নয়তো কোন ছায়া-মূর্ত্তি হঠাৎ সরে গেল। আমিতো কালা মানুষ তবুও শুনতে পেতুম শিশ দেবার মতন শব্দ যেন খুব কাছ থেকেই আসছে। কখন কখন নিজের দেহটি খুব ভারি হয়ে যেত, কখন বা নিজের পাশেই কারুর অবস্থিতি সুস্পষ্ট অনুভব করতুম।'

'আচ্ছা তখন আপনি কি করতেন মা? পালিয়ে আসতেন তো?'—বলে হেনা আমার দিকে একটুখানি এগিয়ে বস্‌লো।

বল্লুম, 'আমি আর কি করবো, যা' করবার আমার গোবিন্দই করতেন। আমি তো তখন পালিয়ে আসবার মতন অবস্থায় থাকতুম না। একদিন কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছিলুম, ঐ রকম আলো সরে সরে যাবার পরে এক সময় মনটা কেমন যেন দুর্ব্বল হয়ে পড়লো, চোখ চেয়ে ফেল্লুম। সামনে চেয়ে আছি, দেখছি কালো বড় রকমের জালের মতন কি একটা শূন্যে ভর করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে—যেন আমার মাথার উপরেই পড়লো। আতঙ্কে গোবিন্দ বলে চোখ বুজলুম। সারা রাত্রি আর হুঁস ছিল না একেবারে। ভোরের আলো ফুটে উঠবার সময় সেদিন নীচে নেমে আসতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাজানি হলো যে আমি অত রাত্রে ছাদে যাই। আর সে দিন হতে স্বামীদেবতার আদেশে ছাদে যাওয়া বন্ধ হলো।'

অমিয়া বললে, 'কত পরীক্ষাই দিতে হয়েছে মা তবে, আমরা আর কি করবো, এ সব আমাদের সাধ্য ?'

অমিয়ার দিকে চেয়ে বল্লুম, 'কি করবে আবার ? ভগবানকে চিন্তায় চিন্তায় আরাধনা করবে। তাঁরে বুঝি না বুঝি জানি না জানি তিনি তো সততই সঙ্গে রয়েছেন। এই তো আছেন আমার মধ্যে তোমার মধ্যে, তুমি যা' যা' ভালবাস তা সবার মধ্যে তো তোমার ভগবান রয়েইছেন, তাঁর পরীক্ষায় পিছুবে কেন ? পরীক্ষার মধ্যেই তো রয়েছি। আমরা দিনের দিন যা' করছি যা' বলছি, ভাবছো কি তার মধ্যে ভগবানের পরীক্ষা নেই ? এইটুকু বুঝে নিয়ে চলা, আর বিবেক ধরে কাজ করে যাওয়া। পারিজাত গাথাতে আছে, গোবিন্দ বলেছেন,—"চিঠির তত্ত্ব জেনে নিয়ে যেমন দূর হোক বলে চিঠিটা ফেলে দেয়, সেই ভাবে সংসার কর।"

ক্ষেদপূর্ণ কণ্ঠে অমিয়া বল্লে, 'মা ! গোবিন্দের কৃপার তো শেষ নেই, কেবলই তো তা' পাচ্ছিও, কিন্তু বোঝবার শক্তি নেই যে মা। এতটুকু মন যে মা, আধারটি যে নেহাৎ ছোট্ট।'

হাসতে হাসতে বললুম, 'ছোট্টইতো বড় হয়রে মা ! প্রথম অবস্থায় সবই তো ছোটই থাকে, আমের এতটুকু বৌল, তাইতো রসভারে ভরা এতো বড় অমৃত ফলটি হয়ে ওঠে। ছোট্টটি বড় হয়ে নিজের জায়গা আপনা হতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে নেবে। ছোট হয়ে আছি, বড় হবার তীব্র আবেদন এলেই বিস্তার লাভ করবো। ভাগবতে বলেছে, "মহারাজ গঙ্গাস্নান করে জলে দাঁড়িয়ে জপ করছেন, একটি ছোট মাছ (সফরি) মহারাজের চারিদিকে ফর ফর করে ঘুরতে ঘুরতে রাজাকে ডেকে বললে 'মহারাজ আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।' রাজা সফরিকে কমণ্ডুলের জলে তুলে নিয়ে এসে ঘরে রাখলেন। রাত্রে মাছটি রাজাকে ডেকে বললে, 'মহারাজ আমায় বড় আধারে রাখ, ক্ষুদ্র আধারে থেকে আমার কষ্ট হচ্ছে।' রাজা তাড়াতাড়ি মাছটি দেখলেন, তার বৃদ্ধি দেখে তাকে একটি বৃহৎ কলসির মধ্যে রক্ষা করলেন। পরের দিন মাছটি ডেকে বল্লে, 'মহারাজ! আমায় বড় আধারে রাখ। আমার দারুণ কষ্ট হচ্ছে।' মহারাজ দেখলেন মাছটি কলসির মধ্যে কষ্টে কুণ্ডলী হয়ে আছে এমনই তার বৃদ্ধি অবস্থা। রাজা মাছটিকে একটি বড় জালায় স্থান দিলেন। হঠাৎ একদিন মাছটি ডেকে বল্লে, 'মহারাজ আমায় বড় আধারে রাখুন, আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে।' অতি বিস্ময়ে বিমূঢ় মহারাজ তখন জালায় রক্ষিত সেই বিপুল আয়তন মাছটিকে স্থান দিতে অপারক হয়ে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন। আমাদেরও সেই অবস্থা! আমি যেমনটি হবো ভগবান আমায় তেমনটি করেই রাখবেন। জ্ঞান গঙ্গায় যে ক্ষুদ্র সফরিটি প্রাপ্ত হলুম তাহাই বিরাট হয়ে অনন্তে আশ্রয় করলেম। 'মহারাজ আমায় তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে নিয়ে চল'—এটিই হল বিবেকের ডাক। অন্ধবিশ্বাসই ভাল, অত বোঝা বুঝিতে কিছুই বোঝা যায় না, আমার ভগবান আছেন আমি তাঁর হয়ে আছি। তিনি আমার কখন দূরে কখন নিকটে আছেন, আমি তাঁকে ডেকে ডেকে পথ চলি তাতেই তাঁর চরণে আশ্রয় মিলবে। মা, এইটিই আমাদের ভাল। ছোট বেলায় যেমন প্রাণের ভাবটি ছিল এখন আর তা মনের মধ্যে খুঁজে পাইনে।

বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেতুম, কৃষ্ণ গাছের ফাঁকে ফাঁকে যেন লুকিয়ে চলে যাচ্ছেন ; তাঁকে দেখতেও পাচ্ছি, আবার লুকিয়েও পড়ছেন। পড়া মুখস্থ করতে বসে চমক-ভাঙ্গা হয়ে কৃষ্ণকে খুঁজছি, আবার গোবিন্দকে যেন সর্ব্বদাই কাছে কাছে পাচ্ছি, এ হ'লো বিশ্বাস। বুঝি না বুঝি তিনি আছেন জানি, দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁকে চাচ্ছি, তাই পাচ্ছি। হোন্ তিনি মনোময়, তিনিই আমার মনোরাজ্যের অধিশ্বর। এখন সেই সরল সুদৃঢ় মনোভাবটি তো আর নেই ?

গোবিন্দের জন্য তখন যেমন হতো এখন আর সে ব্যাকুলতা কই ? মনে হয় গোবিন্দ যেন আমার অন্তরের মধ্যে মিশে রয়েছেন। তাতে কিন্তু সেই আনন্দ ঠিক হয় না তা বেশ বুঝতে পারি। তবে অভাবের বেদনাটা বুকে বাজে না, প্রাণটা ভরা থাকে, কেবল মনে হয়—

"সেদিন যেমন এসেছিলে হরি, আর কি তেমন আসিবে না ?
সেদিন যেমন বেজেছিল বাঁশী আর কি তেমন বাজিবে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর জানা-না-জানার চেয়ে, সেই অজানার আকর্ষণই কিন্তু বড় মিষ্টি ছিল। তবে এও জোর করে বলবো মা, পূর্ণ জ্ঞানে যা হয় অন্ধবিশ্বাস বা ভক্তি-বিশ্বাসেও তার চাইতে কিছুই কম হয় না। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনা তোমাদের জানাচ্ছি।

উপেন ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে যখন ঘট স্থাপনায় নারায়ণের পূজা হয়, সে সময় ঘটের সামনে সমস্ত দিন বসে থেকে এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য দিয়ে থাকতুম। নারায়ণ যে ঘটে আছেন আদেশ দিলেন তা দেখতে কেন পাব না, নিশ্চয় দর্শন দেবেন। এই চোখে এমনি সামনে বসে দর্শন করবো তবে তো বুঝবো তুমি আমায় আদেশ দিলে তা সত্য। ও ধ্যানের দর্শনে আমি বুঝবো না, এইভাবে চোখের সামনে দেখবো।

বসে থাকি দিন রাত নিষ্পলক চোখ চেয়ে, পূজা অর্চনা জপ কিছুই করিনে, শুধু বসে থাকি। এইভাবে থাকতে থাকতে একদিন দেখছি ঘটের মাথার অর্ঘটি নড়ছে, প্রথমে অল্প অল্প পরে বেশ জোরে, বাতাস লেগে যে ভাবে ফুলটি নড়ে। জানালা দরজা ঘরের অবশ্যি বন্ধ করেই বসি, তারপর হতে ঐ ভাবে ঘটের মাথার। অর্ঘটি কেঁপে কেঁপে দোলে নড়ে, তাতে তৃপ্তি বা আনন্দ ঠিক হলো না, একটু আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল মাত্র। বলি গোবিন্দ এ ঠিক দেখা হলো না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার অবস্থিতি বুঝতে আমি এ ভাবে চাইনে, তোমায় দেখতে চাই, এই প্রার্থনা নিয়ে এক ভাবেই বসে থাকি। সহসা একদিন দেখি ঘটের উপরে একখানি সুগৌর মুখ প্রথমে অস্পষ্ট পরে বেশ স্পষ্ট হয়েই উঠলো, তখন আর শুধু মুখ নয় যেন একটি ছোট সুন্দর ছেলে চৌকির ওপর বসে রয়েছে, তার সমস্ত গা'টি ফুলে ঢাকা। আনন্দে সেদিন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলুম। তারপরে এতদিন ধরে সকলেই ঐ ফুল মালায় সাজানো ঘট-নারায়ণকে মূর্ত্তি বলেই দেখে এসেছে ; এখন কি হয় অবশ্যি জানিনে। যারা ঘটকে শুধু ঘট বলেই জানে, তারাও এসে হঠাৎ যেন দেখতো একটি মূর্ত্তি বসে আছেন। যারা সমস্ত কথা জানে না, তারা একে মূর্ত্তিই দেখতো।

সকলেই যে এক রকম মূর্ত্তি দেখতো তা' নয়, কেউ গোপাল, কেউ নারায়ণ, কেউ জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি নানা রূপের অর্থাৎ নিজ নিজ ঈপ্সিত দেবতার রূপ দেখতে পেত। তবেই দেখ, অন্ধ বিশ্বাসেও মহৎ প্রাপ্তি ঘটে থাকে।'

একথার উত্তরে আমার বড় ভাসুরপোটি বলে উঠলো, 'অন্ধ বিশ্বাস কিন্তু মায়ার খেলা, ভ্রান্তি মাত্র! এ'তে সত্য যে আবৃতই থাকে।' এই ভাসুরপো শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তে শ্রদ্ধাশীল, তর্কালোচনায়ও বেশ যুক্তিবাদী। সাড়ম্বরে তিনি অন্ধ-বিশ্বাসের অযৌক্তিতা প্রমাণ করতে লাগলেন। একে আমি নিজে পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রজ্ঞান

১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহীনা, তা'তে ভাসুরপো আমার স্বামীর বয়োজ্যেষ্ঠ, সন্তান স্থানীয় হলেও আমরা তাঁকে মান্য দিয়ে চলি, কাজেই মনের কথাগুলিকে ভাষাতে আনতে একটু নিরস্ত হ'য়েই রইলুম। তবে বেশীক্ষণ আর চুপ করে থাকা চললো না, বল্লুম, 'বাবা! তোমার যুক্তি যে অসার তা' অবশ্য বলা চলে না, কিন্তু মায়ার ভ্রান্তিতেই তো সব পরিব্যাপ্ত। মায়াতেই বোঝা, মায়ার মধ্য হতেই তো দেখা, যেমন চিকের মধ্য হতেও দেখা যায়। আর তা স্পষ্ট ভাবেই দেখা হয়। মহামায়ার প্রভাব ছাড়া তো কোথাও কিছু নেই? মহামায়ার খেলার পুতুল আমরা নিজে নিজেই তো এক একটি মায়া, তখন ভ্রান্তি বলে ঠেলবো কোথায়, ঠেলিই বা কাকে? এই মহামায়ার কৃপাবলে এই ভ্রান্তিতেই তো প্রাপ্তি মিলছে বাবা! তোমার মন বুদ্ধি অহঙ্কার এরাই-তো মায়ার প্রতীক, আবার এদের সাহায্যেই তো জ্ঞান সংগ্রহ করছো। যে জলেতে কাদা হয়েছে সেই জলেতেই কাদা ধৌত হবে।

তোমরা জ্ঞানীরা মায়াকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছ, এই দৃষ্টান্তে বড় দুঃখ পাই বাবা। যাঁকে আমরা বুঝি না তাঁকে এতটা হেয় করে দেখা কি সঙ্গত? বিশেষতঃ মায়া মহামায়া রূপে বিশ্ব-সৃজন-পালনে আমাদের জননী। যে মায়ার স্বরূপ জানতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অপারগ, তিনি তুচ্ছ বস্তু নন। একখানি বইতে পড়েছি, মায়া ও ঈশ্বর সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লিখছে, এক ব্যক্তি তার বন্ধুর সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা করতে তার বাড়ীতে এসেছে, কিন্তু দরজার গোড়ায় একটি হিংস্র সারমেয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ঐ ব্যক্তিকে দেখে বিকট রব করে তেড়ে আসতে ভয় পেয়ে সেই ব্যক্তির বন্ধুর সঙ্গে দেখার আশা পরিত্যাগ করতে হলো; কিছুতেই আর সে বাড়ীর মধ্যে যেতে পারছে না। ইতিমধ্যে গৃহস্বামী এসে সে স্থানে দাঁড়াতেই কুকুরের চিৎকার নীরব হলো, সে ব্যক্তিও বন্ধুর সাক্ষাৎ ও সমাদর লাভ করলে। মন্তব্য লিখছে—সেইরূপ ভাগবত কৃপা প্রাপ্তি হলেই বিভীষিকারূপিনী মায়া আপনিই অপসারিত হয়, সাধকের সাধনপথ মুক্ত করে সরে দাঁড়ায়, নচেৎ বৃথা চেষ্টা।'

মায়া পরমেশ্বরেরই শক্তি অব্যক্ত নামীয়া—তিনি সৎও নন অসৎও নন, অথচ উভয়ই তিনি। তিনি অনাদি ও অবিদ্যারূপিণী, তিনিই ত্রিগুণের অধিকারিণী, সুধীবর্গ তাঁকে মায়া নামে ব্যাখ্যাত করে থাকেন। এই মায়ার বন্ধনকে জীবন থেকে পরাভূত করতে হলে একমাত্র পরমেশ্বরে শরণাগতি ব্যতীত আর অন্য কি উপায় থাকতে পারে? যার বিরুদ্ধে অভিযান তারই যদি সহায়তা নেওয়া হয় তা হলে জয়লাভ কি সম্ভব? তাই একামাত্র পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপরকে আশ্রয় করতে পারলে এই মোহময়ী মায়ার হাত হতে উদ্ধার পাওয়া যায়, অন্য পন্থা নেই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত বেদান্ত দর্শনের সর্বজন মান্য-বিবেক চূড়ামণিতে এই মহীয়সী মায়ার সম্বন্ধে বহুতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গবেষণা করছেন, ইচ্ছা হয় তো তোমরা বইখানি এনে দেখতে পারো।'

আমার ভাসুর শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—জেঠ শ্বশুরের পুত্র, আমাদের মধ্যে বসে আলোচনা শুনছিলেন, তিনি পরম পরিতৃপ্ত ভাবে আমার দিকে চেয়ে যেন করুণার্দ্র নয়নে আশীর্বাদ ধারা বর্ষণ করতে লাগলেন। পরম ভক্তিমান আমার এই ভাসুরটি বেলুড়মঠের শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্র শিষ্য।

মুখে আলাপ-আ্যালোচনা করছিলুম বটে, মনে কিন্তু ব্যস্ততার তাগিদ ছিল। প্রবাসী আত্মীয়রা এসেছেন, বউমারাও সব এসেছেন, তাঁদের দেখাশোনা একটু আদর আহ্লাদের ইচ্ছে। তাঁদের দেখাও তো আমার কর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগার

ক'দিন হলো নবদ্বীপে এসেছি। কমল টুকু দুলালী ইত্যাদি মেয়েরাও সব সঙ্গে এসেছে, ৺মায়ের নূতন কেনা বাড়ীটি দেখতে। স্বামীদেবতা আমাদের নিয়ে এসেছেন, ছেলেরা কেউ আসতে পারে নি। সবারই প্রাণভরা আনন্দ, মেয়েরা সব খোলা প্রাণে খোলা জায়গায় খুব হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছে। ধামেশ্বরী ৺পোড়ামাতা, নদীয়া চন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন ও তাঁর লীলাস্থানগুলি দর্শন, আরতি কীর্তনাদি দর্শনে শ্রবণে পরমানন্দে দিবা রাত্রি অতিবাহিত হচ্ছে, আনন্দাতিশয্যে সকলেই আত্মহারা।

আমাদের ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান, স্নানের সঙ্গে জল খেলা; সূর্য্য অনুদয়ে স্নানে গিয়ে এক প্রহর বেলা অতিক্রম করে সকলে মিলে বাড়ী ফেরা, তার পরেই চা পান, জলযোগ। ধ্যান ধারণা পূজা পর্বের আর বালাই নেই, গঙ্গা, গৌর আর মা—এই ত্রিযোগের মধ্যে নিত্যকর্মকে ডুবিয়ে দিয়ে মেয়েরা নিশ্চিন্ত।

তার পরেই রান্নার যোগ। মেয়েদের সকলকে একসঙ্গে পেয়েছি নিজের হাতে রান্না করে ওদের খাওয়াব এইটেই ছিল মনের ইচ্ছে, কিন্তু আমাদের কলকাতার বাড়ীওয়ালাদের মেজ গিন্নি লীলাবতী সেটি হ'তে দিলে না, সে অন্নপূর্ণা হয়ে গিয়ে হেঁসেল চেপে বসলো, সেজ গিন্নি কমু যোগাড়ে রইলো। অথচ আমি যে একটা কিছুই করবো না তাতেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন সায় দেয় না। অগত্যা কুটনোটা কুটে দিই, করুণা আর কমল পরিবেশন করে। আমরা যখন রান্নার দিকে থাকি মেয়েরা তখন যথেষ্ট বেড়িয়ে বেড়ায়, গল্প করে, কখন আবার আমায় টেনে নিয়ে যায়, কেউ কিছু এনে খাওয়ায়, কেউ সেবা করতে বসে, কারু বা গল্পের বায়নার জুলুম। এই সব পরিতৃপ্ত চিত্তের আনন্দোচ্ছ্বাস।

বেলা দশটা। বাহিরের খোলা জমির উপর এসে দাঁড়িয়েছি, একা এই উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলের মধ্যে ভারী ভাল লাগছিল। মনের মতন স্থানেই মায়ের বাড়ীটি হয়েছে; মা তাঁর সব ব্যবস্থাই ঠিক করে রেখেছেন, সবই সময়ের অধীন, অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন আমাদের অযথা চিন্তা করে বৃথাই দুঃখ পায়। মায়ের মন্দির মায়ের স্থানের জন্য কতনা চিন্তা করেছি ; মার উপর কতনা অনুযোগ এনেছি ; কি আকুল হয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছি মনে হলে লজ্জা পাই, এই মন্দিরটি আমার ঐকান্তিক বাসনাও একান্ত আকাঙ্ক্ষার বস্তু। আচ্ছা ! এই বাসনাটি—ওতো একটা মোহ ! যে বাসনা জয়ের জন্যে মোহ কাটাবার জন্য তপস্যা করেছি, প্রকারান্তরে সেই তো আসক্তি ও মোহ দিয়েছে এ কেন ? যদি বল এতো স্বার্থের জন্যে নয় ভগবত তুষ্টির উদ্দেশে, কিন্তু সত্যিই কি তাই ? তবে নিজেকে কর্ত্তা বোধ করি কেন, আর এর জন্যে এত উন্মুখ আগ্রহই বা কি জন্যে ! তৃপ্তি সেতো নিজের চিত্তেরই, মার এতে কি আসে যায় ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী সন্তান সংসারের ভার যেমন তোমার উপর ছেড়ে দিতে পেরেছি, তুমি ছাড়িয়ে নিয়েছো, মাগো! তোমার বাড়ী তোমার টাকা তোমার গহনা খাওয়া পরা, তবে নিজের উপর ধরে রেখে এত অতৃপ্তিতে থাকি কেন? এই আত্মাভিমানের মধ্যে দিয়েই কি তুমি অগ্নি পরীক্ষায় পোড়াতে চাও মা! বাসনা, সে যে কোন বাসনাই হোক, তাতে কি বন্ধন নেই, সূচের ভিতর হাতী প্রবেশ করানোর মতই যে আমার এ প্রচেষ্টা, তবুও তো নিবৃত্ত হতে পারি না, একি শুধু আমারই মনের দুর্বলতা! বিশ্বেশ্বরী! তোমার ইচ্ছাই তো সকলের সকল ইচ্ছারই মূল; আমাকে কি তুমিই প্রেরণা দিয়ে তোমারই অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ করিয়ে নিচ্ছ মা? এ ক্ষুদ্রের জন্য এত পাক খাওয়াবার ব্যবস্থা কেন মা! সোজাসুজি কাজটাতো করিয়ে ফেলতে পারতে। বুঝেছি মা তাতে তো ধৈর্যের পরীক্ষাটা হতো না, এ'ও তোমার অপার করুণা। অযোগ্যের উপরেও তোমার অপার করুণা মা! তোমার করুণা পারাবারের অন্ত কোন দিনই পাইনি। চাওয়ার চাইতে অনেক বেশী করেই দিয়েছ মা, অনেক পেয়েছি, অনেক পেরেছি, এত করুণা যে সংসারে মগ্ন মানুষে পায় তা কোন দিন ভাবতেও পারিনি, কেউ তোমার এ ভাবের কৃপা পেয়েছে কিনা তাও শুনিনি মা। আমি যে অতি অযোগ্য অতি অধম তাই সব সময়ে তোমার দয়া বুঝতে পারিনে মা! আমার জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্য দিয়ে আজ তোমার কোন্ ইচ্ছা পূর্ণ করলে মা। গভীর চিন্তা-ভার ভরা বুকে অন্যমনস্কতার মধ্য দিয়ে কতক্ষণ আছি জানিনে কলরব করে মেয়েরা সব এসে উপস্থিত হলো এবং ক্রমেই দুঃখ করতে লাগলো, গৌরী প্রভৃতি যে সব মেয়েরা আসতে পারেনি তাদের জন্য। আহা! এমন আনন্দে তারা বঞ্চিত হলো!

দুলালী এসে বললে, 'আসুন মা, এই বেলতলাটি একটু পরিস্কার আছে, ঐ খানে বসবেন আসুন।' আমরা সকলে গিয়ে বেলগাছের নীচেয় বসলুম। ছড়ানো ইট মাটির ঢেলা সরিয়ে মেয়েরা খানিকটা জায়গা ঠিক করে নিয়ে বসলো। করুণা বললে, 'মা! নবদ্বীপে যত কিছু দেখছি সব চেয়ে আনন্দ আর আশ্চর্য লাগছে এই গঙ্গাটি দেখে। নবদ্বীপের গঙ্গায় জোয়ার ভাঁটা নেই মা। চঞ্চল তরঙ্গও নেই, এমন স্থির ধীর গঙ্গা আর কাঁচের মতন স্বচ্ছ জল কোন জায়গায় দেখিনি।'

হাসতে হাসতে বললুম, 'ঐটিই তো নবদ্বীপের গৌরব। নবদ্বীপ চন্দ্র জোয়ার ভাঁটা ধরে রেখে সমান করে দিয়েছেন। নামের প্রবাহ বুকে ধরে গঙ্গা একটানা চলেছেন, নামের পবিত্রতায় তাই অমন স্বচ্ছ ও নির্মল হয়েছেন।'

মেয়েরা সবাই একসঙ্গে বললে, 'সত্যি সত্যিই কোন দেশে এমন গঙ্গাটি নেই, হরিদ্বারকে গঙ্গার সূতিকাগৃহ বলা চলে, তা সেখানেও এত সুন্দর জল নেই।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময় হেমনলিনী মেয়েটি বলে উঠলো, 'মার কাছে তো এখানের কেন, কিছুই নতুন নয়? আমাদের জন্যই যতকিছু আনন্দ!' অল্প হেসে বল্লুম, 'তা সত্যি কথাই মা, তোমাদের আনন্দ দিতেই আমার এখানে আসা, নৈলে আমার মায়ের কষ্ট হবে বলে একটা দিনও আমি কোথাও থাকি নে, কোথাও যাইনে। দিদিকে মার সেবায় রেখে এসেছি বটে কিন্তু তবুও মনে সুস্থির হতে পারছিনে। মায়ের আঁচল ধরা মেয়ে যে আমি। কত জায়গায় যে কতজন নিয়ে যেতে চেয়েছে, তা' কখনো যেতে পারিনি। বিদেশের ভক্ত ও এখানের ভক্তদের মধ্যে যাঁরা বিদেশে বাড়ী করেছেন কিম্বা চাকুরী করেন সকলেই কত বলেন। তাঁদের মনে দুঃখ দিয়ে নিজেও দুঃখ পাই, কিন্তু কি করি? প্রমোদ দাস একবার দারজিলিংএ ও একবার রামেশ্বরে নিয়ে যাবার জন্য খুবই ব্যগ্র হয়েছিল। অপূর্বচরণ কার্শিয়ংএ বাড়ী করেছেন, বছরে দু'বার করে সেখানে যান, প্রতিবারই নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। শিলংএ অতি ভক্ত কে, সি, রায়এর বাড়ী, ঠাকুর সেবা নিয়েই আছেন, তাঁর বড় ইচ্ছে আমায় নিয়ে যেতে। শিলচরে উকিল অবন্তি দত্তের বাড়ীতে নিয়ে যেতে তাঁর খুবই ইচ্ছে ছিল, এ ইচ্ছে নিয়েই তিনি পঁচানব্বই বৎসর বয়সে স্বধামে চলে গেলেন, যাওয়া আর ঘটলো না। অমর নাথে পঞ্চানন গাঙ্গুলী, বোম্বেতে বিমান ঘোষ, মাদ্রাজে কৈবলানন্দ স্বামিজী —তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য কত যত্ন নিয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন কি দ্বারভাঙ্গার ডাক্তার হরিনাথ দে, ময়ূরভঞ্জের প্রভাত মুখুজ্জে, রংপুরের শিবচন্দ্র কুণ্ডু, মজঃফরপুরের রায় বাহাদুর বসন্ত বাবু—এই রকম কত জনের কথাই আর বলবো ? তোমরাও সবাই তো নিয়ে যেতে চাও, জায়গার মতন সব জায়গা, তীর্থ স্থানের তো আর কথাই নেই, এই সব প্রলোভন মার চরণে ফেলে দিয়ে মার দুয়োরটি আগলে পড়ে থাকি। মার বাড়ীটি দেখেই চলে যেতুম, কেবল তোমাদের সকলকে নিয়ে একটু আনন্দ করবো তাই বলে এখনও রয়েছি। তোমরা আমার জন্যে নিজেদের যে সঁপে দিয়েছো, একটু আনন্দও যদি আমি তোমাদের দিতে পারি, সেটুকুও বা না করি কি করে ?'

ইন্দুপ্রভা বল্লে, 'মা! আপনার যেমন অগাধ স্নেহ, আমার গুরুদেবেরও (কাশীধামের স্বামী নিখিলানন্দ) এই রকম। তাঁর সকল শিষ্যের উপর সমভাব। মা, আপনারা যে বলেন মায়া ত্যাগ করতে কিন্তু আপনাদেরই অন্তর তো মমতার খনি !'

খেদের সঙ্গে বল্লুম, 'মাগো ! ভালবাসতে ইচ্ছে তো খুবই করে, ভালবাসতে পারলুম আর কই ? তোমরা শুধু নও, মনে হয় সকলেই আত্মীয় পরমবন্ধু, সারা জগতের জনকেই—তা' শুধু মানুষ বলেই নয়—যা কিছু দু'চোখে দেখি, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা—ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকেই ভালবাসা দিয়ে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ভালবাসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুধায় যেন প্রাণটি ভরে রয়েছে, কিন্তু "এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায়, ভরেনা ভরেনা তায়, অনন্ত অসীম প্রেমরাশী।" এই যে কথাগুলি এ বড় সত্য কথা। "দিয়ে প্রেম পুরে নাকো আশা"—যত ভালবাসি, কিছুতেই যেন আশ মেটেনা, ততই বাসিতে চাই। ইন্দু মা! তুমি যেমন আজ বল্লে, একদিন বৌমাও (দেবীবাবুর স্ত্রী) ঠিক এই রকমই বলেছিলেন—"জাগতিক স্নেহ তো আপনাদের মত মানুষের ভুলে যাওয়াই উচিৎ।" তার উত্তরে বলেছিলুম, 'আমি তো অতি তুচ্ছ। ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তিও জগতকে ভুলে যান না, শুধু জগতের ভাবটি তাঁদের চোখে বদলে যায়। ক্ষুদ্র স্বার্থ বৃহত্তর হ'তে বৃহত্তম হয়ে ওঠে।'

সাধারণ মানুষের বোঝবার অভাবেই সাধু চরিত্রে দোষারোপ হয়ে পড়ে। জগতে সকলেই একটা না একটা ভাব নিয়ে থাকতে ভালবাসে—কেউ পিতা মাতা, ভাই বোন, আত্মীয় বন্ধু, স্বামী সন্তান, জাগতিক নানা ভাব; কিন্তু সকল রকম ভাবের পরিসমাপ্তি ভাগবত ভাবেরই মধ্যে। এই ভাগবতী ভাব-পয়োধিতে কেউ বা ভেসে থাকে, কেউ বা সাঁতরে চলে, কেউ বা ডুবে যায়, আবার কেউ বা ডুবে গিয়েও ভেসে ওঠে। ভাগবত ভাব-রসের রসিক হয়ে কেউ বা ভগবদ্ অনুভব অভাবে উপরেই ভেসে থাকে, কেউ বা সিদ্ধাই ঐশ্বর্যাদি দ্বারা সাঁতরে চলে, আবার কোন রসিক প্রেমরস পানে আত্মবিস্মৃতিতে সেই সুধা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্বিকল্প সমাধিতে চিরতরেই ডুবে থাকে, আবার সবিকল্প সমাধি লাভে ভেসে ওঠে ; এ জলে ডুবে জীবন হারিয়ে ভেসে ওঠে না, নবজীবন লাভ করে ভেসে থাকে।

মায়া বাদ দিলে ভালবাসা তো থাকে না মা। ঈশ্বরের কৃপায় যাঁদের অন্তরে ভাগবত-বোধ জন্মেছে তাঁদের কাছে জগতের রূপই বদলে গিয়েছে। তাঁরাই জগতকে ভালবাসতে শিখান, ভালবাসতে পারেন, তা সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়েরই সেবকরা, আমি এ সম্বন্ধে ভাল করেই জানি।

খ্রীষ্টীয় প্রচারক মেমেরা সব অনেকে আগে এখানে আসতো। গল্প গুজবের সঙ্গে যোহন-সমাচার শোনাতো আর আমাদের কুসংস্কার সম্বন্ধে সতর্ক করতো, মূর্তি পূজা নিয়ে কদর্থ করে বোঝাত, নিজেরা যা বুঝে না তাই সব বোঝাত। তর্ক যীশুর নিষেধ জেনেও তর্কের বেগেই বুঝিয়ে চলতো। এই সব প্রচারিকাদের সঙ্গে আমার আলোচনা হতো।

একদিন সরোজিনী গাঙ্গুলী বলে একটি মহিলা এসে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমাদের বড় মেম কথা বলতে আসবেন, তিনি আপনার সঙ্গে ঈশ্বর বিষয়ে আলোচনা করতে চান।' আনন্দের সঙ্গেই তাঁদের আমি আসতে বল্লুম। ঐশ্বরিক বিষয়ে আলোচনা, এর চেয়ে আমার আর প্রার্থিত কিছুই নেই।

দু'টি মেম এসেছিলেন, দু'জনেই প্রবীণা। যে মেমটির সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল তাঁর নাম মিস্ নট। তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নম্রমিষ্ট সুকান্তি আর বাচনভঙ্গি সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করে। সেই নম্রতার মধ্যে প্রতিভা ও সরলতা একত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে। মিস্ নট্‌কে আমার খুব ভাল লেগেছিল। তিনি বার বছর বয়সে এই কর্মে আত্মোৎসর্গ করেছেন, এখন তাঁর বাষট্টি বছর বয়স জানালেন। তিনিও আমার সঙ্গে আলোচনা করে খুব খুশি হয়েছিলেন বলেছিলেন। মেমের আর আমার কথা পরস্পরকে বুঝাতে সরোজিনীই দোভাষীর কাজ করেছিল এবং সেইটিই যা' অসুবিধা হয়েছিল। আমাদের উভয়ের প্রাণের ভাবটুকু ঠিক ফুটছিল না মনে হচ্ছিল, আর একজনের ভাবের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলো। আদর অভ্যর্থনার সঙ্গেই মেমদের জুতো পায়ে দালানে উঠতে নিষেধ জানিয়ে বল্লুম, 'এখানে আমার মা আছেন অর্থাৎ উপাস্য দেবতা আছেন!'

সহাস্যে ও সসম্ভ্রমে মেম দুটি টুপি ও জুতো খুলে দালানে এসে বসলেন। বসতে চেয়ার দেওয়া হয়েছিল, মিস্ নট্ কিন্তু তাতে না বসে আমার সামনে আসনে এসে বসে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ জানাতে আমি তাঁকে উত্তরে বলেছিলুম, 'মেম, আমি তোমায় তাঁর বিষয়ে বোঝালে তো তুমি বুঝতে পারবে না, আগে সে সম্বন্ধে তোমার নিজের বোধ হওয়া চাই, নিজের বোধ দিয়ে যখন তুমি বুঝবে তখনই শ্রীকৃষ্ণে তোমার শ্রদ্ধা বা প্রেম আসবে এবং তাতেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তোমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে পরিস্ফুট হবে। মেম্ তুমি বাংলা শেখ। শ্রীকৃষ্ণের ভাব সত্যই যদি জানতে চাও তা'হলে ভাগবত পড়বে আর গীতা পড়বে।' মেম প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ গীতার বিষয় আমি জানি।' তাকে বল্লুম, 'সংস্কৃত কিম্বা বাংলা গীতা পড়লে ভাল করে বুঝবে। অনুবাদে মূলের সকল সৌন্দর্য ফোটান যায় না।' মিস্ নট্ তাতে সম্মতি জানিয়ে বল্লেন যে বাংলা পড়বেন।

সংস্কার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার উত্তরে যা'সব বলেছিলুম ঠিক মনে নেই। আমার বক্তা তো গোবিন্দ, তিনি আমায় দিয়ে যা' বলিয়েছেন বলেছি, তবে যেটুকু মনে আছে বল্‌ছি,—সংস্কার বাদ দিয়ে তো কারুর চলবার উপায় নেই! যা'র যা' নিজস্ব রূপ আছে, তার কাছে তাই বস্তু। সু ও কু বুঝবে কি করে? আমার তো মনে হয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই সবচেয়ে বড় কুসংস্কার। হিন্দুদের পৌত্তলিক বলা হয় কিন্তু তোমরাও তো মূর্তি-উপাসক।

চমকে মেম্ দু'টি আমার দিকে চাইলেন। আমি বল্লুম, 'বিস্মিত হচ্ছো কিন্তু ভেবে দেখ, যে ভাবে যীশুকে তাঁর উপাসকরা পেয়েছে, শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকেও ঠিক সেইভাবেই তাঁর ভক্ত সম্প্রদায় লাভ করেছে। কি করে? আচ্ছা বলছি সে কথা।—যীশুকে বর্ত্তমানের উপাসকরা তো আর চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না, তাঁর চিত্র মূর্তিতেই তাঁর আরাধনা করছে। আমরাও তেমনই ওই একই পদ্ধতিতে রামকৃষ্ণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

.Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পটে বা মাটি পাথরে রূপ দিয়েই সেবা পূজা ক'রে আনন্দ লাভ করি, তাঁরা যে পাথর মাটি পট ইত্যাদি ন'ন তা' আপনারাও জানেন আমরাও জানি, কিন্তু অনির্বচনীয় অরূপকে রূপে ধরতে না পারলে সেবায় সুখ পাওয়া যায়না তো, তাই এই মনগড়া বা ভক্তিতে গড়া রূপ নাম আর ভাব, এই ধরেই তো আরাধনা। তবেই মূর্তি উপাসক তো সকলেই। আমাদের ধর্মেও যাঁরা ভগবানের প্রতীক পূজার উর্দ্ধে উঠেছেন বা নিরাকারবাদী বলে থাকেন তাঁরাও জ্যোতি-রূপ চিন্তা করেন।

তাই বলছি যে মূর্তিপূজা কুসংস্কার নয়, মূর্তিপূজক সর্বধর্মীয় উপাসক মাত্রেই। যদি বল হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেববাদ—প্রতিবাদটি এই স্থলেই, সেটিও নিতান্ত বোঝার ভুল।

স্রষ্টার জগতকার্য পরিচালনায় পৃথক পৃথক শক্তি প্রকাশ, অপরাপর দেবদেবীর কার্য ও শক্তি হিসাবে রূপ ফোটানো হয়েছে। কণ্ঠে মালা ধারণ, মাদুলীর ব্যবহার, সিন্দুরপরা এসবের অর্থ কি প্রশ্ন করায় বলেছিলুম, "মেম্, তোমাদের যে উদ্দেশ্যে বুকে মালা ও ক্রুশ ধারণ হিন্দুর মাল্য ধারণের উদ্দেশ্যও ঠিক সেই এক বলে জানবে। মাদুলী ধারণ, দেবতার আশীর্বাদের আশ্বাসবোধে বঙ্গলক্ষ্মীরা স্বামীবরণরূপ সৌভাগ্যর নিদর্শন-স্বরূপ সুরক্তিম সিন্দুর শিরোদেশে ধারণ করে নিজেরা গৌরবান্বিতা হ'ন। দেশকাল পাত্র হিসাবেই সকল কার্য ঘটে, রুচির বিভিন্নতায় একটু রদবদল হয় সেটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু বুঝে নিলেই চলে। ভালবাসা বা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেই দেখা যাবে, কোন মহাজন-নির্দিষ্ট শাস্ত্রবিধিই ভ্রান্ত হতে পারে না।

এই ভাবের অনেক কথাই হয়, মিস্ নট্ কোন তর্ক তোলেন নি, স্থিরজিজ্ঞাসু ভাবটি নিয়ে শুনে গিয়েছেন।

এ বিষয়টি বললুম কেন? যাঁরা ভগবানকে ভালবাসতে শিখেছেন, ভগবৎ কৃপা লাভ করেছেন, তাঁরা একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

এর পরেও মেম্‌টী কয়েকবার এখানে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করে গেছেন। একটি মাষ্টার রেখে সংস্কৃত ও বাংলা শিখছেন তাও নিজে এসে জানিয়ে গেছেন। আমার সঙ্গে বাংলা ভাষায় বানান করে করে কথা বলেছেন। এতখানি বয়সে জানবার ও শেখবার উৎসাহ দেখে আমাদের আশ্চর্য বলেই মনে হয়। কেন হয়? সত্যিকার জ্ঞান লাভের যে কি আনন্দ সে তো আমরা জানতে চাইনে!

মেম্ আমার সঙ্গে খুব সশ্রদ্ধ ব্যবহার দেখিয়েছেন, আমিও তাঁর সুন্দর ব্যবহারে তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

ডাফ্ স্কুলে ম্যাজিক লণ্ঠনে যীশুর চরিত্রচিত্র প্রদর্শন ও ভগবৎ বিষয়ে তাঁদের আলোচনায় আমায় কিছু বলতে অনুরোধ জানালে, আমি ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বলেছিলুম, 'দেখুন মিস্ নট্! আমার বলবার স্থান এইখানটিতেই, তোমরা যদি শুনে কিছু আনন্দ পাও এখানে এসেই শুনো।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁদের স্কুলে যাবার জন্য অনুরোধ করে আমায় কার্ড দিয়ে যান তাও আর এতদিন ধরে হয়ে ওঠেনি।

এই সব পূর্ব কাহিনী ব্যক্ত করেও আর এক বিভ্রাটে পড়ে গেলুম! শুন্‌তে শুন্‌তে অভিমান ভরে রেণু বলে উঠলো, 'কত দিনের কথা আপনার তো বেশ মনে আছে! কেবল আমার বেলাই বুঝি ভুলে যান? সামনে থেকেও দেখতে পান না, খিদে নিয়েই কি আমার দিনগুলো যাবে মা।'

একটু রাগের ভান করলুম, বল্লুম—'পেটে ছেলে মেয়ে ধরেও যদি বুঝতে না পার তবে আমিও বলি অনুগত সন্তান হতে হবে।' এক সংসারে বহু আত্মীয় পরিজন কর্তার আশ্রিত, সকলের ব্যবস্থা কর্তাই করছেন, কিন্তু যে আত্মীয়টি কর্তার অনুগত ভাবে সেবা করে তাঁর আনন্দ-বর্দ্ধক হয়; কর্তার দৃষ্টি তার ওপর একটু বিশেষ ভাবেই এসে পড়ে এবং সেই সূত্রে তার অভাব অসুবিধের সুব্যবস্থাটাও কর্তার ইচ্ছেয় আপন হতেই হয়ে যায়, সে জন্য নিজেকে তার কিছুই ভাবতে হয় না।'

সরযূ বল্লে, 'মা, এ আপনি কি বলছেন, এ যে অনেক ওপরের কথা!'

উত্তরে বল্লুম, 'তোমাদের ওপরের দিকেই চাইতে বলছি, নিম্নস্তরের অভিমান নিয়ে ব্যস্ত থেকো না।'

রান্না শেষ করে লীলাবতী এসে হুম্‌কি দিয়ে বল্লে, 'আচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা! দিনরাত এই ছুঁড়ীগুলোর সঙ্গে বক্‌র বক্‌র করবেন, মুখে ব্যথাও তো হয় না, আচ্ছা গো মা তোদের কি ব্যাপার, এই ভর-দুপুরে বনঝোঁপের মধ্যে মাকে বসিয়ে তোদের কি আনন্দটা হচ্ছে শুনি!'

লীলাবতীর তাড়নায় সকলে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় গঙ্গাস্নান করে স্বামীদেবতা এসে উপস্থিত হলেন। দুলালী তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে ভিজে কাপড়খানি হাতে নিলে, আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম করে বাড়ীর দিকে চলেছি, দুলালী তাঁকে বল্লে, 'বাবা! ঐ বেলতলাটি বাঁধিয়ে দেবেন আমরা ওখানে বসে মার মুখে হরিকথা শুনবো, আজ তারই পত্তন করে রাখলুম।'

উত্তরে স্বামীদেবতা ঈষৎ হেসে বল্লেন, 'আগে তোমাদের মা'র মতিস্থিরই হোক! মন্দির কোথায় হবে, বারাকপুরে না এখানে?'

দুলালী বল্লে, 'এখানেও হবে, সেখানেও হবে। এখানেও মা থাকবেন, সেখানেও মা থাকবেন, আবার কলকাতাতেও মা থাকবেন।'

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম নিয়ে, আবার মেয়েরা সব হৈ হৈ করে কাজ কর্ম সেরে জলযোগের ব্যবস্থায় বসলো। সে কি আনন্দের হুড়োহুড়ি! শ্রীধরের বাড়ি আজ কীর্তন শুনতে যাবার লোভেই কাজের তাগিদ এত বেশী।

রাত্রি ন'টায় কীর্তন শুনে বাড়ী ফিরে খাওয়া দাওয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। সকলের অন্তর ছাপিয়ে আনন্দের ধারা ঝরছে। উষাপ্রমোদিনী বল্লে, 'একেই বলে ধাম-মাহাত্ম্য, কীর্ত্তন তো কতই না শোনা হয় কিন্তু ধামে বসে নামের মাহাত্ম্য যে ভাবে মনের পর্দ্দায় ফুটে ওঠে, এমনটি তো ঠিক ঠিক আর কোথাও হয় না। ধাম-মাহাত্ম্য, নাম-মাহাত্ম্য একত্রে কিনা—নাম যে নামীর স্বরূপ। চার ধাম কাশী, বৃন্দাবন, পুরীধাম আর এই (গুপ্ত বৃন্দাবন) নবদ্বীপ।

লীলাংশে কীর্ত্তন পাঠ, নাম ধামে ভগবান সততই বিরাজ করছেন, এই জন্যই ভক্তজনের ধামে বাস। অন্তরে ভগবৎ সান্নিধ্য অনুভব। তাঁর লীলা শুনতে শুনতে মনে হয় ভগবানকে কাছে পাচ্ছি। মা আমাদের সেদিন এই কথাই তো বলছিলেন ঈশ্বরানন্দের তৃপ্তি, শোনা বলার মধ্যেই তো রয়েছে।'

তাদের আলোচনা শুনতে শুনতে অন্তরে বেশ আনন্দ লাভ করছিলুম; এ কথায় বল্লুম, 'আমার কথা নয় মা, গোবিন্দই গীতাতে বলেছেন,

"মৎচিত্ত মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম্,
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।"

শাল্‌কেতে যখন ছিলুম তখন নেহাৎ ছোট না হলেও বয়েস তো খুব অল্পই, তা ছাড়া বলেছি তো মনটা আমার স্বভাবতঃই আত্মভোলা। সাংসারিক মনের উপর যেন একটা স্বপ্নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোর মাখানো থাকতো, ভগবানের সঙ্গ-চেষ্টায় ও ভগবৎ আনন্দ লাভের জন্য নানা ভাবের চেষ্টা চরিত্র অন্তরে আপনা আপনি উদয় হতো আর যখন যে ভাবের উদয় হয়েছে তাই তো করে বসেছি। যে সব বৌ-ঝিয়েরা দুপুর বেলায় আমার কাছে গল্প বা তাস খেলায় কাটাতে আসতো এক একদিন তাদের বলতুম, 'আজ ভাই তোমার্দের নিয়ে একটু আনন্দ করবো, তোমরা ভাল কাপড় গহনা নিয়ে এস।' আমারও অজ্ঞাতে তাদের নিয়ে খেলার ছলে পৌরাণিক পালা গড়ে ভগবৎ সন্নিধ্যই যে ভোগ হচ্ছে তখন কি তা' বুঝেছি। তাদের কাউকে লক্ষ্মীনারায়ণ ভাবে কাউকে সীতারাম বা শিব দুর্গা সাজিয়ে বসিয়ে তাদের সামনে ফুল ফল জল ধরেছি, পান ধরেছি যেন তাদের দেবভাবে সেবা করছি। নিজে কিন্তু কিছু সাজতুম না।' দুলালী বল্লে, 'আমাদের মা'র বিষয়ে বিস্ময় কিছুই নেই। সেদিন দাদা বলছিলো দাদার শ্বাশুড়ি অনুরোধ করে দাদাকে এক সাধুর কাছে নিয়ে যান, আর দাদার কল্যাণ কামনায় তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। দাদাকেও প্রার্থনা জানাতে বারে বারে বলেন। দাদা বল্লেন, 'যতবার আমি সাধুর দিকে চাইছি ততবারই আমাদের মাকে, সাধুর দেহে দেখতে পাচ্ছি ; অতি আশ্চর্য হয়ে চশমা মুছে নিয়ে দেখছি, চোখ মুছে দৃষ্টি ঠিক করে নিয়ে দেখছি, না ভুল তো নয়, সাধুর দেহের মধ্যে মাকেই তো দেখতে পাচ্ছি, আমি আর মুখ তুলতে পারলুম না, একটি প্রণাম করে চলে এলুম।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরযূ বল্লে, 'মা আমি কিন্তু এ সব রস ভাল বুঝি নে। আমার অন্তর স্থিরত্ব চাইছে, পাই না কেন, পাবার উপায় কি ?' তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'পুকুরে ঢিল ফেলে দেখেছ সরযূ ?' সরযূ হেসে বল্লে, 'হ্যাঁ'। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কেমন হয় ?' সরযূ বল্লে, 'তরঙ্গায়িত হয়ে সারা পুকুরের জল যেন নেচে ওঠে।'

ধীরকণ্ঠে বল্লুম, 'তবেই দেখ সয়যূ ! আমি-রূপ সংসার-পুকুরে, অবিরত বাসনা-রূপ ঢিল ফেলে চলেছি, স্থিরতা আসবে কি করে ?' সরযূ বল্লে, 'তা ঠিক মা, কিন্তু ঢিলের আঘাতের বেগ সরে গেলে তো স্থিরতা আসে।' বল্লুম, 'তা আসে কেবল একটি ঢিলই যদি প্রক্ষিপ্ত হয়। বহুবৃত্তি ঢিলগুলো একটিতে পরিণত হলে অর্থাৎ ঈশ্বর-সন্ধিৎসু ঢিলটি যদি হয়! তার জন্যেই তো এত সব প্রসঙ্গ মা, আত্ম-সন্তোষ নিয়ে সংসারে বাস করাই এর উপায়।'

সরযূ বল্লে, 'মা, আমার কিন্তু এই সবে বেশী আনন্দ হয়, যেমন সেবারে আপনাকে নিয়ে হাজারীবাগের বাড়ীতে যাচ্ছিলুম, ট্রেনে বসে ধানবাদ পেরিয়েছি, সন্ধ্যে হয় হয়, মাঠের মধ্য দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে হঠাৎ ধূপ-ধূনার গন্ধের সঙ্গে আরও যেন কি একটি অপূর্ব সুগন্ধে ট্রেনের কামরাটি ভরে উঠলো। কামরাতে আমরা চারজন মাত্র স্ত্রীলোক ছিলুম। সকলেই সে গন্ধে আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছি। আবার হাজারীবাগ থেকে বেড়িয়ে ফিরবার পথে সন্ধ্যার প্রাক্কালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘেরাটোপের ঝোপ দেওয়া গাছের তলায় যেন শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি দাঁড়িয়ে থাকতে আমরা দেখেছিলুম; অথবা পূজার আসনে বসে যখন জপে মগ্ন থাকি, মনে হয় যেন কে এসে কাছে বসেছিল, ঐ যেন চলে গেল, মানুষটিকে যেন দেখতে পেলুম। সেবার হরিদ্বার হয়ে লছমনঝোলা যাবার পথে যখন আকুল প্রাণে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে যাচ্ছিলুম আর ভাবছিলুম,—কৈ তুমি, কোথায়? আমি যে যাচ্ছি, আমি কি ঠিক করছি? কি করলে তোমায় সত্যি করে পাবো? কি ভাবে তোমার দেখা পাবো? কি একটা অনির্বচনীয় ভাব এসে অন্তরে লেগেছিল মা, আমি ডাকতে ডাকতে, কাঁদতে কাঁদতে যেন কি এক রকম হয়ে যাচ্ছিলুম মা, এমন সময় সেই জনহীন স্থান হতে একটা ডাক এসে আমার কানে লাগলো, "এই যে সরযূ, এই যে আমি" সে স্বরটি যেন খুব ব্যগ্র মনে হল, আর তা' যেন আপনারই কণ্ঠস্বর মা! এই সব আশ্চর্য বিষয়েই আমার আনন্দ বেশী হয় মা।'

সস্নেহে সরযূর চিবুক স্পর্শ করে বল্লুম, 'রং ধরেছে কিনা মা।'

কাতর কণ্ঠে সরযূ বল্লো, 'আমি কি করবো মা?' সস্নেহে বল্লুম, 'বলেছি তো কাতর হয়ে ডাকবে, শুধু প্রাণভরা ডাক। আমার গোবিন্দ বলেছেন, "কাতর হ'লে কৃপা পায়"—আবার বলেছেন, "তোমাদের অল্প কাতরতা।" আমাদের যে তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা, আমাদের যে সবই উপর উপর, তল যে ছোঁয়না, মন উপরেই ভেসে বেড়ায়। অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করে তাকে গভীরতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে হবে। তবেই হবে সত্যিকারের পাবার উপায়। আমরা অল্পেই তুষ্ট, অল্পেই রুষ্ট, তাতে তো হবে না। লঘুত্ব ছেড়ে গুরুত্বে পৌঁছতে হবে। কৃষ্ণসখা অর্জুনের অন্তরে যখনই তার গুরুত্ব অনুভব হলো, তখনই তিনি সকাতরে, "মাং প্রপদ্যন্তে" বলে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন, আর সেই সত্যিকারের কাতরতাতেই ভগবানের কৃপা লাভ করলেন।' আমাদের আলোচনার মধ্যে বাধা দিয়ে কমল বলে ফেল্লে, 'হ্যাঁ মা! আজ রাত্তিরেই কি সরযূদি কৃষ্ণপ্রাপ্ত হবেন? যা হয় কাল করোনা বাপু, আজ যে রাত অনেক হ'লো।'

ইনিও তখন সাড়া দিয়ে বল্লেন, শুয়ে পড় সব, রাত্তির হয়েছে।' সকলেই নিজের নিজের বিছানায় বসে ছিলুম, এ কথার পর আর উচ্চবাচ্য না করে সকলে শুয়ে পড়লুম, রাত বোধ হয় তখন একটা।

তখনো ভাল করে ভোর হয়নি। ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি মেয়েরা সবাই উঠে পড়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে প্রাতঃকৃত্য সব সেরে নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে একলাই গঙ্গাস্নানে চলে গেলুম। নিজের সঙ্গেও নিজের একটু থাকতে ইচ্ছে হয় তো। তখন রাস্তায় দুটি একটি লোক চলতে সুরু করেছে, আনমনা চিত্তে এই নিস্তব্ধ শান্ত পথটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিবাহন করতে বেশ লাগছিল। কার্ত্তিকের শেষ, একটু একটু শীত শীত ভাবও ছিল। মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গল আরাত্রিক অনেকক্ষণ থেমে গেছে কিন্তু সে আনন্দের মূর্চ্ছনাটি এখনো যেন সারা সহরটিতে লুটিয়ে রয়েছে, একটা সুগন্ধ একটা সুভাব মাখানো। কেউ বুঝতে পারুক বা নাই পারুক এই ভাবটি অন্তরে একটুখানি ছোঁয়া না দিয়ে যায় না। পাখিরা তাদের প্রথম অর্দ্ধস্ফুট কাকলী ধ্বনিতে মঙ্গল গীতিই গেয়ে চলেছে। শিরশিরে হিমসিক্ত বাতাসটিও যেন মনে হচ্ছিল বিশ্বমাতার স্নেহাশ্রু। কিছু দূরে "নাম বাড়ীতে" সুগভীর ও সুমধুর হরিনাম ধ্বনিত হচ্ছিল ;

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥"

মৃদঙ্গ করতাল বাদ্যাদির সুরব সংগতে তারল্য-মধুর অপূর্বভাব পরিবেশনে সেই অমৃত দিকে দিকে প্রবাহিত, নামের মূর্চ্ছনা প্রাণের পরতে পরতে পুলক শিহরণ দিয়ে সচেতন অনুভূতি এনে দিলো। খানিকটা পথ এসেই গঙ্গাতীর। কুয়াসাচ্ছন্ন গঙ্গাদেবী উদয়োন্মুখ সহস্রশীর্ষের সুরঞ্জিত প্রভায় যেন গৈরিক বসনাবৃতা ধ্যানমগ্না তপঃস্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মানা হচ্ছিল। ভোলা মনকে ভুলিয়ে চোখ দুটি শুধু চেয়ে রইলো। কতক্ষণ পরে জানি না, দেখি একি দৃশ্য! গঙ্গার ওপার হতে, সিংহাকৃতি পাখাযুক্ত কি একটি জীব সাঁতার দিয়ে এপারে আসছে। অপলকে আমি সে দিকেই চেয়ে রইলুম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুয়াসা তখন পাতলা হয়ে এসেছে। এপারে এসে আমার চোখের সামনেই সেই অপূর্বদর্শন জীবটি কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল! পরমাশ্চর্য বোধে আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম!

মনে পড়লো আর একটি দিনের কথা, সেদিনও এমনি এক পরমাশ্চর্য দর্শন ঘটে ছিল। আমি তখন খুবই ছোট, সাত আট বছরের হয় তো হব, আমরা তখন আগরতলায় থাকি। একদিন বেলা তিনটে হয় ত হবে, আমি একলা বাগানে ছিলুম, দেখি আমার খুব কাছ দিয়ে একটা লম্বা রূপার সাপ চলে যাচ্ছে। সূর্যের আলোয় তার গা'টি চক্‌চক্‌ করছে আমার কিন্তু ভয় করেনি শুধু আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল, বিস্মিত হয়েছিলুম। পেছনে মেয়েদের কলরব শোনা গেল। আমি শুধু ভাবতে লাগলুম, ওগো সাথী তুমি বিস্ময়—চির বিস্ময়!

'আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন মাশ্চর্য্যবদ্
বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্য বচ্চৈনমন্যঃ শৃনোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদনচৈব কশ্চিৎ॥'

হে গোবিন্দ. তোমার দিকে চেয়ে আমার বিস্ময়ের অবধি নেই তুমি আমায় করেছ কৃপা, মা দিয়েছেন আনন্দ সুধা—আমার অন্তর বাহির তোমার মাধুর্যে ভরে গেছে। তুমি আমাকে এমনি করে হাত ধরে নিত্য নূতন ভাবের মধ্য দিয়ে নিয়ে চল—দর্শনে তোমাকেই উপলব্ধি ক'রে এইভাবে আমার আমি যেন সবই মধুময় দেখে—

ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi